ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার থ্রিলার

দ্য বিগ ব্যাড উলফ

জেমস প্যাটারসন

রূপান্তর ● অনীশ দাস অপু





এফবিআই'তে যোগ দিয়েছে গোয়েন্দা অ্যালেক্স ক্রস। কিন্তু কেউ তাকে সহযোগিতা করছে না। এদিকে দেশ জুড়ে সুন্দরী নারীরা অপহৃত হচ্ছে–তাদেরকে বিকৃতকামী কিছু ধনী মানুষ কিনে নিয়ে যৌনদাসী বানাচ্ছে। এই কুৎসিত কর্মকাণ্ডের আড়ালে রয়েছে রহস্যময় একটি চরিত্র যাকে সবাই 'উলফ' নামে চেনে। অসম্ভব প্রতিভাধর এ অপরাধী সংগঠিত অপরাধ জগতে সৃষ্টি করেছে আতংকের নতুন রাজ্য। সাবেক প্রেমিকা ফিরে আসায় ব্যক্তিজীবনে বিপর্যস্ত অ্যালেক্সকে দায়িত্ব দেয়া হলো উলফকে খুঁজে বের করতে। কিন্তু নিষ্ঠুর এ শিকারী, যার নামটা ছাড়া অন্য কোন পরিচয় কেউ জানে না। যাকে কেউ কোন দিন দেখেনি সেই উলফকে কী করে খুঁজে বের করবে অ্যালেক্স ক্রস? তাই তখন নিজেকেই ওর নেকড়ে হতে হলো ...

দ্য বিগ ব্যাড উলফ সম্পর্কে নানা পত্রিকার মন্তব্য :

'অ্যালেক্স ক্রসকে নিয়ে লেখা অন্যতম সেরা একটি গ্রন্থ'

– রিভিউ উইং দ্য এভিডেন্স.কম

'দ্য বিগেস্ট, ব্যাডেস্ট অ্যালেক্স ক্রস নভেল ইন ইয়ার্স'

–লাইব্রেরি জার্নাল

দারুণ একটি বই... *'দ্য ফাইনেস্ট ক্রস ইন ইয়ার্স'*

– পাবলিশার্স উইকলি

দ্য বিগ ব্যাড উলফ

ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার থ্রিলার

দ্য বিগ ব্যাড উলফ

মূল : জেমস প্যাটারসন
রূপান্তর : অনীশ দাস অপু


ঝিনুক প্রকাশনী

দ্য বিগ ব্যাড উলফ
মূল : জেমস প্যাটারসন
রূপান্তর : অনীশ দাস অপু
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১১



প্রকাশক
মোঃ নূরুল ইসলাম
ঝিনুক প্রকাশনী
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১২-৫৬৭৬১৫
প্রচ্ছদ
নিয়াজ চৌধুরী তুলি
কম্পোজ
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ
আল-আরাফাহ্ প্রিন্টার্স
৩/২ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা।

মূল্য : ৩৩০.০০

The Big Bad Wolf (A Thriller) by : James Patterson
Translated by : Anish Das Apu
First Published November 2011, by Md. Nurul Islam
Jhinuk Prokashoni, 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 330.00

ISBN-984-70112-0167-0

উৎসর্গ

জাবের হোসেন

বিদেশী থ্রিলারের মহা-ভক্ত!

ভূমিকা

জেমস প্যাটারসন বিশ্বের জনপ্রিয় থ্রিলার লেখকদের অন্যতম। সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর বই ১০০ মিলিয়ন কপিরও বেশি বিক্রি হয়েছে। প্যাটারসনের অন্যতম সৃষ্টি ডিটেকটিভ অ্যালেক্স ক্রস। ক্রসকে নিয়ে তিনি ডজনখানেকেরও বেশি থ্রিলার রচনা করেছেন। সবগুলো পেয়েছে বেস্টসেলারের মর্যাদা। *'দ্য বিগ ব্যাড উলফ'*-এরও নায়ক ওঁই কৃষ্ণাঙ্গ গোয়েন্দাটি যাকে এ বইতে আমরা পাবো এফ.বি.আই এজেন্ট হিসেবে। উলফ নামের এক মাস্টার ক্রিমিনাল অর্গানাইজড ক্রাইমে এক নতুন আতংকের রাজত্ব কায়েম করে। সে আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্য থেকে সুন্দরী মেয়েদেরকে অপহরণ করে ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করে দেয়। কিন্তু উলফকে কেউ কোনদিন দেখেনি, শুধু নামই শুনেছে। অদৃশ্য এ শত্রু হয়ে ওঠে অ্যালেক্স ক্রসের জন্য বিরাট এক চ্যালেঞ্জ।

গা টানটান এ রোমাঞ্চোপন্যাস সম্পর্কে *লাইব্রেরি জার্নাল* মন্তব্য করেছে, 'দ্য বিগেস্ট, ব্যাডেস্ট অ্যালেক্স ক্রস নভেল ইন ইয়ার্স।' *পাবলিশার্স উইকলির* মতে, 'ভ্যাস্টলি এন্টারটেইনিং...দ্য ফাইনেস্ট ক্রস ইন ইয়ার্স।' আরেকটি ওয়েব সাইট বলছে, 'ওয়ান অব দ্য বেস্ট অ্যালেক্স ক্রস বুকস।'

অনীশ দাস অপু
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

পূর্বাভাস

গড ফাদারগণ

উলফকে নিয়ে অবিশ্বাস্য এক হত্যাকাণ্ডের গল্প রয়েছে যা পুলিশের মাধ্যমে ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক এবং লন্ডন হয়ে মস্কো পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। তবে হত্যাকাণ্ডের নায়ক সত্যি উলফ কিনা সে কথা জানে না কেউ। তবে অফিশিয়ালি বিষয়টি অস্বীকার করা হয়নি এবং রাশান গ্যাংস্টারটির জীবনের অন্যান্য ভয়ংকর ঘটনার সঙ্গে এর একটি সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়।

গল্প অনুসারে, গ্রীষ্মের শুরুতে, এক রোববারের রাতে কলোরাডোর ফ্লোরেন্সে অবস্থিত হাই সিকিউরিটি সুপারম্যাক্স কারাগারে গিয়েছিল উলফ। ওখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য ইটালিয়ান মবস্টার এবং ডন অগস্টিনো 'লিটল গাস' পালুম্বোর সঙ্গে সাক্ষাত। শোনা যায়, এ সাক্ষাতের আগেকার সময়ে প্রবল অধৈর্য হয়ে পড়েছিল উলফ এবং প্রচণ্ড মেজাজী হয়ে ওঠে। লিটল গাস পালুম্বোর সঙ্গে এ সাক্ষাতকারের জন্য প্রায় দুবছর ধরে সে একটা পরিকল্পনা এঁটে চলছিল।

পালুম্বোর সঙ্গে তার সাক্ষাত হয় কারাগারের সিকিউরিটি হাউজিং ইউনিটে। ওখানে নিউইয়র্ক গ্যাংস্টারটি সাত বছর ধরে কয়েদ খাটছিল। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল রেড মাফিয়ার সঙ্গে ইস্ট কোস্টের পালুম্বো পরিবারের মিলনের ব্যবস্থা করা। দুটি দল একত্রিত হতে পারলে তারা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী এবং নির্দয় একটি ক্রাইম সিন্ডিকেট গড়ে তুলতে পারবে। এ ধরনের প্রচেষ্টা এর আগে কখনও নেয়া হয়নি। শোনা যায়, মিটিং-এর ব্যাপারে পালুম্বো প্রথমে সন্দিহান থাকলেও সে সাক্ষাত করতে চেয়েছিল স্রেফ দেখতে যে রাশান গুণ্ডাসর্দারটি সত্যি ফ্লোরেন্স-এর কারাগারে ঢুকতে এবং বেরিয়ে যেতে পারে কিনা।

রাশান ডনটির বয়স ছেষট্টি। পালুম্বোর সামনে এসে সে মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে 'বো' করে এবং দুজনে হাত মেলায়। তার সম্পর্কে অনেক কুখ্যাতি থাকলেও তাকে দেখে খানিকটা লাজুকই মনে হচ্ছিল।

'কোনরকম শারীরিক সংস্পর্শে আসা যাবে না,' ঘরের ভেতরে ইন্টারকমে বলে উঠল গার্ডদের ক্যাপ্টেন। তার নাম ল্যারি লাডোভ। এ সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করে দিয়ে সে ৭৫,০০০ ডলার ঘুষ পেয়েছে।

ক্যাপ্টেন লাডোভকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল উলফ। 'কারাগারের পরিবেশ যেমনই হোক না কেন আপনাকে কিন্তু দেখে মনে হয় না এর কোন প্রভাব আপনার ওপর পড়েছে। আপনাকে যথেষ্ট ভালো দেখাচ্ছে।'

ইটালিয়ান গুণ্ডাসর্দার মৃদু হাসল। তার গড়ন ছোটখাট হলেও বেশ গাট্টাগোট্টা শরীর। 'আমি দিনে তিনবার ব্যায়াম করি, প্রতিদিন। মদ প্রায় ছুঁইই না, ভালো খাবার খাই এবং তাতে কোন বাছ বিচার থাকে না।'

হাসল উলফ, বলল, 'তার মানে আপনি আশা করছেন না সারা জীবন আপনাকে এখানেই কাটাতে হবে।'

হেসে উঠল পালুম্বো, যেন কাশি দিল। 'দ্যাটস আ গুড বেট। একসঙ্গে তিনটা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ? যদিও আমার প্রকৃতিতেই মিশে রয়েছে ডিসিপ্লিন। আর ভবিষ্যত? কে বলতে পারে ভবিষ্যতে কী ঘটবে?'

'তাই তো কে বলতে পারে? একবার আমি সুমেরুতে একটি বরফের ঘর থেকে পালিয়ে আসি। আমি মস্কোয় এক পুলিশকে বলেছিলাম, ' "আমি বরফের ঘরে থেকে এসেছি। তুমি ভেবেছ আমাকে ডর দেখাবে?"

'ব্যায়াম আর ভালো খাওয়া দাওয়া করা ছাড়া? আপনি এখানে কী করছেন?'

'নিউইয়র্কে আমার ব্যবসায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছি। মাঝে মাঝে এক পাগলের সঙ্গে বসে দাবা খেলি। সে এককালে এফবিআইতে চাকরি করত।'

'কাইলি ক্রেগ,' বলল উলফ। 'লোকে যা বলে ও কি সত্যি সেরকম উন্মাদ?'

'হুঁ, পুরোপুরি। তো এখন আমাকে বলুন, *পাখান,* এই মৈত্রী কীভাবে কাজ করবে বলে আপনার ধারণা? আমি নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলা মানুষ, এরকম নিকৃষ্ট পরিবেশেও যত্নের সঙ্গে সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রাম করি। আমি শুনেছি আপনি খুব অস্থির প্রকৃতির। তাছাড়া আপনি নাকি গাড়ি চুরি, প্রস্টিটিউশন, এক্সটরশন-এর মতো ছোটখাট অপারেশনেও স্বয়ং অংশ নেন। আপনাকে সুলভে পাওয়া যায়। তাহলে আমরা দুজনে মিলে কাজ করব কীভাবে?'

হাসল উলফ, মাথা নাড়ল। 'আপনি যা বলেছেন তা সত্যি। হ্যাঁ, আমাকে চাইলেই পাওয়া যায়। তবে আমি অস্থির প্রকৃতির নই, একেবারেই না। আসলে আমরা সবাই তো কাজ করি টাকার জন্যেই, না? আসুন আপনাকে একটা গোপন কথা বলি যা কেউ জানে না। শুনলে আপনি অবাক হবেন, হয়তো আমার কথাটাও যুক্তিগ্রাহ্য মনে হবে।'

সামনে ঝুঁকল উলফ। ফিসফিস করে গোপন কথাটা বলল সে, ইটালিয়নের চোখ বিস্ফোরিত হলো ভয়ে। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে উলফ লিটল গাসের মাথাটা চেপে ধরল দুহাতে। তারপর প্রচণ্ড এক মোচড় দিল, গ্যাংস্টারের ঘাড়ের হাড় বিশ্রী মট্ শব্দে ভেঙে গেল।

'হয়তোবা আমি খানিকটা অস্থির প্রকৃতির,' বলল উলফ। তারপর রুমের টিভি ক্যামেরার দিকে তাকাল। ক্যাপ্টেন লাডোভকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ওহ্, ভুলেই গেছিলাম শরীর স্পর্শ করা যাবে না।'

পরদিন সকালে অগাস্টিনো পলুম্বোকে তার কারাকক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। তার শরীরের একখানা হাড়ও আস্ত নেই। মস্কোর অন্ধকার জগতে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে বলে *zamochit*। হামলাকারীর কর্তৃত্ব এবং শক্তির পূর্ণ পরিচয় মেলে নৃশংস এ হত্যাকাণ্ডে। উলফ সদম্ভে ঘোষণা করতে লাগল সে এখন গডফাদার।

প্রথম খণ্ড

'শ্বেতাঙ্গ নারী' সমাচার

এক

আটলান্টার ফিপস প্লাজা শপিং মল-এর মেঝে গোলাপি গ্রানিট পাথরের, সিঁড়ি ব্রোঞ্জের মতো চকচকে তাতে নেপোলিওনিক ডিজাইন, আলোগুলো হ্যালোজেন স্পটলাইটের বিচ্ছুরণ ঘটায়। এক পুরুষ এবং এক মহিলা তাদের টার্গেটের ওপর লক্ষ রাখছিল। টার্গেটটি একজন 'মা,' সে এক বগলের নিচে তার তিন মেয়ের জন্য কেনা জিনিসপত্র নিয়ে নাইক টাউন নামের দোকান থেকে বেরুল।

'মহিলা খুব সুন্দরী। এ জন্যেই উলফের ওকে পছন্দ। দেখতে অবিকল ক্লডিয়া শিফারের মতো।' বলল পুরুষ। 'দুজনের চেহারার মিল লক্ষ করেছ?'

'তুমি যাকে দেখ তাকেই তোমার ক্লডিয়া শিফার বলে মনে হয়, স্লাভা। ওকে চোখের আড়াল হতে দিয়ো না। তোমার ছোট্ট সুন্দরী ক্লডিয়াকে হারিয়েছ কী উলফ তোমাকে দিয়ে সকালের নাশতা করবে।'

অপহরণকারী দলটি বা যুগলের পরনে দামী বেশভূষা। ফলে ফিপস প্লাজার অভিজাত ক্রেতাদের মাঝে সহজেই মিশে যেতে পেরেছে। এখন সকাল এগারোটা, প্লাজায় লোকের ভিড় কম। এটা ওদের জন্য একটা সমস্যা।

তাদের টার্গেট কেনাকাটায় ভয়ানক ব্যস্ত। সে গুচ্চি, ক্যাসওয়েল-মেটি, নাইক টাউন থেকে কেনাকাটা সেরে ঢুকল গ্যাপিকিডস এবং পারিসিয়ান-এ। একবারও খেয়াল করেনি চারজোড়া চোখ অনবরত তাকে অনুসরণ করে চলেছে। সে গুইনির জন্য কিনল ফেডেড জিন্স, ব্রেনডানের জন্য লেদার ডপকিট এবং মেরিডিস ও ব্রিজিডের জন্য নাইকি ডাইভিং ঘড়ি। এমনকী চুল কাটানোর জন্য কার্টার-বার্নেসের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পর্যন্ত করে ফেলল। টার্গেটের চমৎকার একটি স্টাইল আছে। অত্যন্ত সাবলীল চলাফেরা, দোকানিদের সঙ্গে সবসময় মিষ্টি হেসে কথা বলছে। কেউ তার পেছন পেছন দরজা দিয়ে দোকানে ঢুকেছে, হোক সে পুরুষ, সে দরজা খুলে ধরছে। তার পেছনের লোকটি এজন্য কৃতজ্ঞ বোধ করে ধন্যবাদ দিচ্ছে আকর্ষণীয় চেহারার এ স্বর্ণকেশীকে।

এই 'মা'টি দেখতে ভারী সেক্সি, বোঝাই যায় অভিজাত নারী এবং শহুরে। তার সঙ্গে সুপার মডেল ক্লডিয়া শিফারের সত্যি মিল রয়েছে।

তথ্য অনুসারে, মহিলার নাম মিসেস এলিজাবেথ কনোলি, তিন মেয়ের মাতা, ১৯৮৭ সালে ভাসার থেকে গ্রাজুয়েশন করেছে ইতিহাসে। সে বিয়ের আগে *ওয়াশিংটন পোস্ট* এবং *আটলান্টা কন্সটিটিউটিউশন*-এ সাংবাদিকতা করত। তার বয়স সাঁইত্রিশ, যদিও দেখে ত্রিশের বেশি মনেই হয় না। মখমলের মতো কেশরাজি চুড়ো করে বেঁধেছে সে, পরনে শর্ট-স্লিভ টার্টলনেক, হাতে বোনা সোয়েটার, গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকা স্ল্যাক্স। সে বুদ্ধিমতী, ধর্মপরায়ণ—তবে গোঁড়া নয় এবং প্রয়োজনে কঠোর হয়ে উঠতে পারে, অন্তত তথ্য তা-ই বলে।

অবশ্য তার শীঘ্রই কঠোর হয়ে ওঠার প্রয়োজন হবে।

কারণ মিসেস এলিজাবেথ কনোলিকে অপহরণ করা হবে।

সে ইতিমধ্যে *বিক্রি* হয়ে গেছে এবং সম্ভবত আজ সকালে ফিপস প্লাজার সবচেয়ে দামি পণ্যটি সে।

তার মূল্য : ১৫০,০০০ ডলার।

দুই

লিজি কনোলির মাথাটা কেমন ভারভার ঠেকছে। ভাবছে ওর মুদ্রাদোষের মতো ব্লাড সুগারটা আবার চাগিয়ে উঠল কিনা। অবশ্য আজ ওর ওপর দিয়ে অনেক ধকল যাবে। আজ গুইনির জন্মদিন। সে তার স্কুলের একুশজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে দাওয়াত দিয়েছে। এগারোটি মেয়ে, দশটি ছেলে। এরা সবাই বেলা একটার সময় বাড়ি আসবে। ওদের জন্য লিজি চমৎকার একটি বাড়ি ভাড়া করেছে। সে বাচ্চাদের জন্য লাঞ্চের ব্যবস্থা করেছে, বাচ্চাদের মায়েরা এবং ন্যানিরাও যে বাদ যাবে না তা বলাবাহুল্য।

লিজি এমনকী তিনঘণ্টার জন্য একটি মিস্টার সফটি আইসক্রিম ট্রাকও ভাড়া নিয়েছে। জন্মদিনের পরে ব্রিজিড-এর সাঁতার শেখার ক্লাস। লিজির স্বামী ব্রেনডান, যার সঙ্গে সে গত চোদ্দ বছর ধরে ঘর-সংসার করছে, সে স্ত্রীকে নিজের জন্য কী কী লাগবে তার ছোটখাটো একটি তালিকা ধরিয়ে দিয়েছে। আর এগুলো দরকার A.S.A.P.S অর্থাৎ *as soon as possible, Sweetheart.*

গ্যাপকিডস থেকে গুইনি'র জন্য একটি টি-শার্ট কেনার পরে শুধু বাকি থাকল ব্রেনডানের ডপকিটটি বদলে অন্য আরেকটি ডপকিট কেনা। ও হ্যাঁ, লিজির চুল কাটানোও বাকি আছে। তারপর পারিসিয়ান-এ জিনা সাবেল্লিকোর সঙ্গে দশ মিনিট সময় দিতে হবে তাকে।

তবে এত কাজ করেও মাথা ঠাণ্ডা রাখল লিজি কারণ সে *তোমার মুখের ঘাম কাউকে দেখতে দিয়ো না* নীতিতে বিশ্বাসী। সে দ্রুত তার নতুন কেনা মার্সিডিস ৩২০ স্টেশন ওয়াগনের দিকে পা বাড়াল। গাড়িটি ফিপস প্লাজার আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারাজের P3 লেভেলের এক কিনারে নিরাপদে পার্ক করে রেখেছে লিজি। প্রিয় টিভানা'য় চা খাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও এ মুহূর্তে বাধ্য হয়ে লোভটাকে দমন করল।

সোমবার সকালের গ্যারেজে লোকজন নেই বললেই চলে। তবু লম্বা কালো চুলের এক লোকের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল লিজির। সে লোকটার দিকে তাকিয়ে স্বয়ংক্রিয় হাসি উপহার দিল ঝকঝকে, মসৃণ দাঁতের পাটি মেলে। তার হাসিটা একই সঙ্গে উষ্ণ এবং যৌনাবেদনময়।

কারও দিকে খেয়াল করছে না লিজি— তার মাথায় শুধু জন্মদিনের পার্টির চিন্তা ভনভন করছে। সে এক মহিলার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, হঠাৎ মহিলা পেছন থেকে জাপটে ধরল। মহিলার হাতের বন্ধন ভীষণ জোরালো।

'আরে একী করছেন আপনি? আর ইউ ক্রেজি?' গলা ফাটাল লিজি, শরীরে মোচড় দিয়ে বন্ধন মুক্ত হতে চাইল। হাত থেকে পড়ে গেল শপিং ব্যাগ, কিছু একটা ভেঙে যাওয়ার শব্দ হলো। 'হেই! কেউ আমাকে সাহায্য করো! বাঁচাও! *ছাড়ো আমাকে!'*

এমন সময় সুতির গেঞ্জি পরা দ্বিতীয় হামলাকারী যুবক লিজির পা দুটো খপ করে চেপে ধরল। ব্যথা পেল লিজি। লোকটা ওকে শুইয়ে ফেলল পার্কিংলটের নোংরা মেঝেতে।

'পা ছুড়বি না মাগী!' লোকটা চিৎকার করল। 'আমাকে লাথি মারবি না।'

লিজি পা ছুড়তে লাগল, লাথিও মারছে, সে সঙ্গে সমানে চলছে চিৎকার। 'বাঁচাও! আমাকে কেউ বাঁচাও, প্লিজ!'

তারপর ওরা দুজনে মিলে ওকে এক ঝটকায় তুলে ফেলল শূন্যে যেন ওর গায়ে কোন ওজনই নেই। লোকটা মহিলাকে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। তবে ইংরেজি নয়। মধ্য ইউরোপীয় কোন দেশের ভাষা। লিজির এক হাউজকীপার আছে, স্লোভাকিয়া বাড়ি। এ লোক ওই দেশের নয়তো?

মহিলা হামলাকারী এক হাতে লিজির বুক জড়িয়ে রাখল, মুক্ত হাতটি দিয়ে স্টেশন ওয়াগনের পেছনের অংশে রাখা টেনিস এবং গলফের সরঞ্জাম দ্রুত সরিয়ে ফেলল।

তারপর লিজিকে নির্দয়ভাবে ছুড়ে ফেলে দেয়া হলো তারই গাড়িতে। ওর মুখে গুঁজে দেয়া হলো বোটকা গন্ধযুক্ত এক টুকরো কাপড়। এত জোরে কাপড়টা ওর মুখে ওরা ঢুকিয়ে দিয়েছে ব্যথা পেল লিজি। জিভে রক্তের স্বাদ পেল সে। রক্তের স্বাদ ওকে উন্মত্ত করে তুলল। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে লাথি এবং ঘুষি মারতে লাগল। ও যেন বন্দি এক জানোয়ার, মুক্তি পাবার জন্য মরণপন লড়াই করছে।

'ইজি,' বলল লোকটা। 'ইজি-পিজি-জাপানিজি...এলিজাবেথ কনোলি।'

এলিজাবেথ কনোলি? ওরা আমাকে চেনে? কীভাবে? কেন? এখানে এসব ঘটছে কী?

'তুমি খুব সেক্সি,' বলল লোকটা। 'উলফ কেন তোমাকে পছন্দ করেছে বুঝতে পারছি।'

উলফ? কে উলফ? ও কি উলফ নামে কাউকে চেনে?

মুখে ঢোকানো কাপড়টা থেকে ঝাঁঝালো, ঘন একটা বাষ্প লিজির নাকে ঢুকে গেল। জ্ঞান হারাল সে। ওকে স্টেশন ওয়াগনের পেছনে শুইয়ে দেয়া হলো।

তারপর রাস্তার ওপারে, লেনক্স স্কোয়ার মলের সামনে দাঁড়ানো নীল রঙের একটি ডজ ভ্যানে তুলে দেয়া হলো অচেতন লিজি কনোলিকে।

বিক্রি সম্পূর্ণ হলো।

তিন

সোমবার ভোরে পৃথিবী এবং তার যাবতীয় সমস্যা থেকে আমি বিস্মৃত হয়ে রইলাম। জীবন এরকমই হওয়া উচিত, যদিও খুব কমই এরকম সময় আসে। অন্তত আমার সীমাবদ্ধ জীবনে এরকম সময় খুব একটা আসে না। যদি আসেও, ওটাকে স্বচ্ছন্দে 'সুন্দর জীবন' বলে অভিহিত করা চলে।

ওই দিন সকালে জেনি এবং ডেমনকে নিয়ে সজুরনার ট্রুথ স্কুলে যাচ্ছিলাম। লিটল অ্যালেক্স লাফাতে লাফাতে চলছিল আমার পাশে। ওকে আমি ডাকি 'পাপ্পি' বলে।

ওয়াশিংটন ডিসি'র আকাশ কিয়দংশ মেঘলা। তবে এ মুহূর্তে মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দেয়া রোদ উষ্ণ করে তুলছে আমাদের মাথা এবং ঘাড়ের পেছন দিকটা। আমি আমার পিয়ানো গারপিউইন বাজিয়েছি টানা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তারপর নানা মামা'র সঙ্গে নাশতা খেয়েছি। ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের জন্য সকাল নটার মধ্যে কুয়ানটিকোতে পৌঁছাতে হবে আমাকে। তবে স্কুলে, সাড়ে সাতটার মধ্যে ওদেরকে পৌঁছে দেয়ার পরেও হাতে সময় থাকবে। আজ আমি বাচ্চাদেরকে সময় দেব ঠিক করেছি।

কবিতা পড়ারও আজ সময় হবে আমার। বিলি কলিন্সের কবিতা। আমি তাঁর প্রথম যে কবিতাটি পড়ি তার নাম *Nine Horses,* এখন পড়ছি *Sailing Alone Around the Room* বিলি কলিনস অসম্ভবকেও এত সুন্দরভাবে সম্ভব করে তোলেন যে তাঁর লেখা পড়তে বেশ ভাল লাগে।

জামিলা হিউজেগের সঙ্গেও কথা বলতে হবে। প্রতিদিনই বলি। যেদিন সময় করে উঠতে পারি না, ই-মেইল এবং ডাকে আসা চিঠিপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি। ও এখনও স্যানফ্রান্সিসকোতে হোমিসাইড বিভাগে কাজ করছে। আমাদের মধ্যেকার দূরত্ব ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসছে। আমি এটাই চেয়েছিলাম, আশা করি ও-ও তাই।

বাচ্চারা এদিকে দ্রুত বেড়ে উঠছিল, ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা দুস্কর হয়ে উঠছে। বিশেষ করে লিটল অ্যালেক্স, আমার সামনে অত্যন্ত দ্রুত রূপান্তর ঘটছে ওর। ওর পাশে থাকার প্রয়োজন ছিল আমার এবং এখন এটা সম্ভব হচ্ছে। এরকমই কথা হয়েছিল। এজন্যেই এফবিআইতে যোগ দিই আমি।

লিটল অ্যালেক্স ইতিমধ্যে পঁয়ত্রিশ ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেছে। ওর ওজন ত্রিশ পাউন্ড। আজ সকালে ওর পরনে পিনস্ট্রাইপড ওভারঅল, মাথায় ওরিওলস ক্যাপ, ও রাস্তা দিয়ে এমনভাবে হাঁটছে যেন বাতাস ওকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বগলে চেপে ধরে আছে অতি প্রিয় গরু মো কে। মো একটা পুতুল।

ডেমনও দ্রুত বড় হয়ে যাচ্ছে। ওকে আমি খুবই পছন্দ করি। তবে ওর ড্রেস সেন্স আমার মোটেই ভালো লাগে না। এ মুহূর্তে ও পরে আছে লম্বা জিনস শর্টস, গায়ে জার্সি। ওর পা জোড়া লম্বা এবং সরু, দেখে মনে হয় ওর শরীরের শুরু হয়েছে পায়ের পাতা থেকে। বড় পায়ের পাতা, লম্বা পা, তারুণ্যে উদ্ভাসিত চেহারা। আজ সকালে আমি সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করছি, কারণ লক্ষ করার মতো সময় হাতে আছে।

জেনি ধূসর টি-শার্ট পরেছে, বুকে লাল টকটকে অক্ষরে লেখা 'Aero Athletics 1987' সে সঙ্গে সুইট প্যান্ট ক্যাপ্রি, প্রতিটি পায়ে লাল রঙের একটা স্ট্রাইপ আছে, জুতো সাদা অ্যাডিডাস, লাল স্ট্রাইপসহ।

মুডটা আমার আজ বেশ ভালো। আমার ধারণা, আমাকে এ মুহূর্তে তরুণ মোহাম্মদ আলীর মতো লাগছে দেখতে।

'তুমি আজ এত চুপচাপ কেন, পেপ্পো?' জেনি আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'স্কুলে কোন সমস্যা হয়েছে? ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে? এফবিআই এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে ভাল লাগছে তোমার?'

'ভালোই লাগছে,' জবাব দিলাম আমি। 'আগামী দুবছর প্রবেশনারি পিরিয়ড চলবে। ওরিয়েন্টেশনও খারাপ না। তবে ওরা 'প্রাকটিকাল'-এর নামে যে সব ক্লাস নিচ্ছে ওসবের অভিজ্ঞতা বহু আগেই আমার হয়ে গেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে ফায়ারিং রেঞ্জ, বন্দুক পরিষ্কার করা, অপরাধীকে কীভাবে গ্রেফতার করতে হবে সে জন্য অনুশীলন করা ইত্যাদি। এ জন্য মাঝে মাঝে আমি দেরি করে ক্লাসে যাই।'

'তুমি নিশ্চয় তোমার টিচারের খুব প্রিয় পাত্র হয়ে গেছ,' বলে চোখ টিপল জেনি।

হেসে উঠলাম আমি। 'টিচাররা আমাকে খুব একটা পছন্দ করেন বলে মনে হয় না আমার। ওদেরকে রাস্তার পুলিশরাও সন্তুষ্ট করতে পারে না। যাকগে, তোমার আর ডেমনের পড়াশোনা চলছে কেমন? তোমাদের না আজ রিপোর্ট কার্ড না কী যেন দেয়ার কথা?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডেমন। 'আমাদেরকে নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। যখনই তোমার ব্যাপারে কিছু জানতে চাই, অন্য প্রসঙ্গে চলে যাও কেন?'

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'আচ্ছা, বলছি। আমার স্কুলের কাজ বেশ চলছে। কুয়ানটিকোতে আশি পেলেও ফেল। তবে আশা করি বেশিরভাগ

পরীক্ষায় উতরে যাব।'

'বেশিরভাগ?' ভ্রুজোড়া ধনুকের মতো বাঁকা হলো জেনির, নানা মামার মতো ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাল। 'বেশিরভাগ কেন? আমরা আশা করছি সবগুলো পরীক্ষায় তুমি পাশ করবে।'

'আমি বহুদিন স্কুলে যাইনি।'

'কোন অজুহাত চলবে না।'

আমি জেনির কাছ থেকে ধার করা কথাটাই ওকে শুনিয়ে দিলাম। 'আমি যদ্দুর পারি ভালো করার চেষ্টা করছি।'

হাসল ও। 'তাহলে ঠিক আছে, পোপ্পা। তুমি ভালো করার চেষ্টা করলেই পরীক্ষায় ভালো করতে পারবে।

স্কুল থেকে খানিকটা দূরে থাকতেই জেনি এবং ডেমনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বিদায় নিলাম। ওরাও আমাকে আলিঙ্গন করল, চুম্বন করল ওদের ছোট ভাইকে। তারপর ছুট দিল স্কুল অভিমুখে। 'বা-বাই' বলল লিটল অ্যালেক্স, জেনি এবং ডেমনও ঘাড় ফিরিয়ে, হাত নেড়ে বিদায় জানাল ভাইকে, 'বা-বাই, বা-বাই!'

অ্যালেক্সকে কোলে নিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম। তারপর এফবিআই অফিসে যাবো এজেন্ট ক্রস হবার ট্রেনিং নিতে।

'ডাডা,' লিটল অ্যালেক্স আমার কোলে চড়ে আদুরে গলায় বলল। ওরা আমাকে 'ড্যাডি' নয় 'ডাডা' বলে। ক্রস পরিবারে এখন সুখ-শান্তি থৈ থৈ। বহুদিন পরে আমার জীবনে যেন ফিরে এসেছে ভারসাম্য। তবে এ ভারসাম্যের স্থায়ীত্ব সম্পর্কে আমার নিজেরই রয়েছে সন্দেহ। আশা করি আজকের বাকি দিনটুকু অন্তত নির্বিঘ্নে কেটে যাবে।

চার

কুয়ানটিকোর এফবিআই একাডেমির নতুন এজেন্ট ট্রেনিংকে মাঝে মাঝে 'ক্লাব ফেড' বলে ডাকা হয়। এটি পরিণত হয়েছে চ্যালেঞ্জিং, দুঃসাধ্য এবং প্রচণ্ড স্নায়বিক চাপের এক প্রোগ্রামে। এর বেশিরভাগ অংশই আমার বেশ পছন্দ। তবে ব্যুরোতে আমি ঢুকেছি প্যাটার্ন কিলারদের পাকড়াও করার খ্যাতি নিয়ে। ইতিমধ্যে একটা উপাধিও পেয়ে গেছি— ড্রাগনস্লেয়ার।

ট্রেনিং শুরু হয়েছিল দেড় মাস আগে, সোমবারের এক সকালে। ট্রেনিং শুরু করেন কদম ছাঁটচুলের চওড়া কাঁধের SSA বা সুপারভাইজরি স্পেশাল এজেন্ট ড. কেনেথ হরোউইজ। ক্লাসে, আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে একটি জোক বলছিলেন তিনি। 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তিনটে মিথ্যা কথা হলো 'আমি শুধু তোমাকে একটি চুমু খেতে চাই,' 'ডাক-এ চেক আসছে' 'এবং 'আমি এফবিআই'র সঙ্গে আছি এবং আমি এখানে এসেছি শুধু তোমাদেরকে সাহায্য করতে।' ক্লাসের সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

এফবিআই ডিরেক্টর রন বার্নস আমাকে যেন আট হপ্তার বেশি ট্রেনিং নিতে না হয় সে ব্যবস্থা করেছেন। তিনি একই সঙ্গে আমার জন্য অন্যান্য অ্যালাউন্সের ব্যবস্থাও করেছেন। এফবিআইতে প্রবেশাধিকারের সর্বোচ্চ বয়স সাঁইত্রিশ। আর আমার বয়স বিয়াল্লিশ। বার্নস আমার বয়সের বাধাটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি বরং আপত্তি করে বলেছিলেন এটা বৈষম্যমূলক এবং এ নিয়ম বদলানো উচিত। রন বার্নসকে যতটা দেখেছি আমি ততই মনে হয়েছে ইনি একদা ফিলাডেলফিয়ার রাস্তায় পুলিশের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আমাকে এফবিআইতে নিয়ে আসেন GS13 হিসেবে, স্ট্রিট এজেন্টের সর্বোচ্চ পদ। প্রতিশ্রুতি ছিল আমাকে কনসালট্যান্ট হিসেবে অ্যাসাইনমেন্টও দেয়া হবে। এর মানে আমি ভালো বেতন পাবো। আমাকে ব্যুরোতে চেয়েছিলেন বার্নস এবং তিনি তা পেয়েছেন। বলেছেন কাজ উদ্ধারে যে কোনরকম সোর্স আমি পাব। বিষয়টি নিয়ে এখনও তাঁর সঙ্গে কথা হয়নি আমার, তবে আমি হয়তো ওয়াশিংটন পুলিশ বিভাগের দুজন গোয়েন্দাকে চাইব তাঁর কাছে— জন স্যাম্পসন এবং জেরোম থারম্যান।

বার্নস শুধু কুয়ানটিকোতে আমার ক্লাস সুপারভাইজার সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। সে একজন সিনিয়র এজেন্ট, নাম গর্ডন নুনি। নুনি এজেন্ট ট্রেনিং পরিচালনা করে। এর আগে প্রোফাইলার ছিল, এফবিআই এজেন্ট হওয়ার আগে নিউ হ্যাম্পশায়ারে প্রিজন সাইকোলজিস্টের কাজ করেছে।

ওইদিন সকালে অফিসে এসেছি অ্যাবনরমাল সাইকোলজির ক্লাস করে। একঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট ব্যয় হয়েছে সাইকোপ্যাথিক আচরণ কী জিনিস বোঝার জন্য যে জিনিসটি এর আগে ওয়াশিংটন ডিসি'র পুলিশ বিভাগে প্রায় পনের বছর কাজ করেও বুঝতে পারিনি। নুনিকে দেখলাম অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

বাতাসে বারুদের গন্ধ, সম্ভবত কাছের মেরিন বেস থেকে ভেসে আসছে।

'ওয়াশিংটন ডিসি'র ট্রাফিকের অবস্থা কীরকম?' জিজ্ঞেস করল নুনি। কথাটার পেছনের খোঁচাটা ঠিকই লক্ষ করলাম আমি। রাতের বেলা বাড়ি গিয়ে ঘুমানোর অনুমতি মেলে আমার তবে ট্রেনিং-এ থাকা অন্যান্য এজেন্টদেরকে কুয়ানটিকোতে ঘুমাতে হয়।

'নো প্রবলেম,' জবাব দিলাম। 'নাইনটি ফাইভ-এ পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে জ্যাম বেঁধে আছে। আই লেফট প্লেন্টি অভ এক্সট্রা টাইম।'

'ব্যক্তি বিশেষ কারও জন্য ব্যুরো নিয়ম ভঙ্গ করেছে বলে কখনও শোনা যায়নি,' বলল নুনি। তার মুখে শক্ত, পাতলা এক টুকরো হাসি ফুটল, প্রায় ভর্ৎসনার মতো। 'অবশ্য তোমার কথা আলাদা। শত হলেও তুমি অ্যালেক্স ক্রস।'

'শুনে খুশি হলাম,' বললাম আমি।

নুনি বিড়বিড় করে কী যে বলে প্রশাসনিক অফিসে পা বাড়াল। আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঢুকলাম ক্লাসে। ক্লাস হচ্ছে সিম্পোজিয়াম আকারের একটি কক্ষে।

ড. হরোউইজের আজকের ক্লাসটি আমার কাছে চিত্তাকর্ষক লাগল। তিনি প্রফেসর রবার্ট হেয়ারকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ইনি ব্রেন স্ক্যানিং-এর মাধ্যমে সাইকোপ্যাথদের ওপর গবেষণা চালাচ্ছেন। তাঁর মতে, সাইকোপ্যাথদের আবেগ-অনুভূতি থাকে কম। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' কথাটা একজন সাইকোর কাছে 'আমি কফি খাবো'র চেয়ে ভিন্নতর কোন অর্থ বহন করে না।

এ বিষয়টি নিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। তবু প্রফেসর হেয়ার সাইকোপ্যাথিক ব্যক্তিত্ব এবং আচরণ নিয়ে যে সব কথা বলেছেন তা নোট করতে লাগলাম।

মোট চল্লিশটি বৈশিষ্ট লিখতে লিখতে মনে হলো এর বেশিরভাগ তথ্যই সত্যি।

দুজন সাইকোপ্যাথের কথা মনে পড়ে গেল আমার গ্যারি সোনেজি এবং কাইলি ক্রেগ। ভাবছিলাম এই চল্লিশটি বৈশিষ্ট্যের ঠিক ক'টা ওদের মধ্যে আছে।

লিখছি, এমন সময় কাঁধে কার টোকা পড়তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম।

'সিনিয়র এজেন্ট নুনি এক্ষুণি তোমাকে একবার তাঁর অফিসে যেতে বলেছেন।' বলল একজন নির্বাহী সহকারী। তারপর কদম বাড়াল বাইরে। সে নিশ্চিত আমি তার পেছন পেছন আসছি। তাই আগে আগে চলতে লাগল সে। আমি তার পেছন পেছন, আমি এখন এফবিআইতে ঢুকে পড়েছি।

পাঁচ

সিনিয়র এজেন্ট গর্ডন নুনি প্রশাসনিক ভবনে নিজের ছোট অফিসে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। খুব আপসেট লাগছে তাকে। চিন্তা করছিলাম আমার কোন আচরণে সে অসন্তুষ্ট হয়নি তো! অবশ্য ওকে আপসেট করার মতো কিছু করেছি বলে মনে পড়ছে না।

কেন সে রেগে আছে জানাতে সময় নিল না নুনি। 'বসতে হবে না। এক্ষুণি তোমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। ডিরেক্টরের অফিস থেকে এইমাত্র ফোন করেছে টনি উডস। বলেছে বাল্টিমোরে নাকি মারাত্মক একটা ঘটনা ঘটেছে। ডিরেক্টর চাইছেন তুমি ওখানে যাও। ট্রেনিং ক্লাসের চেয়ে ওটাই এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

চওড়া কাঁধ জোড়া শ্রাগ করল নুনি। ওর পেছনের জানালা দিয়ে আমি ঘন জঙ্গল এবং হুভার রোড দেখতে পাচ্ছি। ওখানে কয়েকজন এজেন্ট জগিং করছে। 'হোয়াট দ্য হেল, এখানে তোমার ট্রেনিং-এর দরকারটা কী, ড. ক্রস? তুমি উত্তর ক্যারোলাইনায় ক্যাসানোভাকে পাকড়াও করেছ। তুমি কাইলি ক্রেগকে কজা করেছ। তুমি সিনেমার ক্ল্যারিস স্টার্লিং-এর মতো। অনেক আগেই তারকা হয়ে বসেছ।'

জবাব দেয়ার আগে বুক ভরে দম নিলাম। 'এর সঙ্গে ওসবের কোন সম্পর্ক নেই। ক্যাসানোভা কিংবা কাইলি ক্রেগকে গ্রেপ্তারের জন্য আমি নিশ্চয় ক্ষমা চাইব না।'

আমার দিকে তাকিয়ে একটা হাত নাড়ল নুনি। 'তুমি ক্ষমা চাইতে যাবে কেন? আজ আর ক্লাস করার দরকার নেই। HRT তে তোমার জন্য একটি হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে। হোস্টেজ রেসক্যু টিম কোথায় তুমি জানো?'

'জানি।'

আমি হেলিপ্যাড অভিমুখে ছুটলাম। শূটিং রেঞ্জ থেকে ভেসে এল গুলি ছোড়ার প্রাকটিসের বিকট শব্দ। বেল হেলিকপ্টারে উঠে বেঁধে নিলাম সিট বেল্ট। কুড়ি মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে বাল্টিমোর পৌঁছে গেল কপ্টার। নুনির সঙ্গে কথোপকথনের দৃশ্যটা এখনও ভাসছে চোখে। সে কি বুঝতে

পেরেছে আমি এ অ্যাসাইনমেন্টটা সেধে নিইনি? কেন বাল্টিমোর আসতে হলো তা-ও জানি না ছাই।

ঘন নীল রঙের সেডানে দুজন এজেন্ট অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। এদের একজন জিম হিকিন আমাকে নিয়ে গাড়িতে বসল। 'আপনি নিশ্চয় FNG' হ্যান্ডসেক করতে করতে বলল সে।

FNG মানে কী আমি জানি না। জিম হিকিনকে মানেটা জিজ্ঞেস করলাম।

হাসল সে, সঙ্গে তার সঙ্গীও। 'দ্য ফাকিং নিউ পার্টনার,' জানাল জিম।

'এ পর্যন্ত কেসটা সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি তা খুব একটা সুবিধের নয়,' বলল সে। 'এবং গরম জিনিস বাল্টিমোর হোমিসাইডের এক গোয়েন্দা বিষয়টির সঙ্গে জড়িত। এজন্যই বোধহয় ওরা আপনাকে এখানে চেয়েছে। লোকটা নিজের বাড়ি অবরোধ করে রেখেছে। তার পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য রয়েছে ওখানে। লোকটা সুইসাইডাল নাকি হোমিসাইডাল আমরা এখনও জানি না, তবে সম্ভবত সে তার পরিবারের লোকদের জিম্মি করে রেখেছে। দক্ষিণ জার্সিতে এক পুলিশ কর্মকর্তা গত বছর ঠিক এরকম একটা কাণ্ড ঘটিয়েছিল। ওই কর্মকর্তাটির পরিবার তাদের বাবার জন্মদিনের পার্টি উদযাপন করছিল।'

'বাড়িতে লোকটার সঙ্গে কতজন আছে জানা গেছে?'

মাথা নাড়ল হিকিন। 'অনুমান করি কমপক্ষে এক ডজন মানুষ, কয়েকটি শিশুসহ। গোয়েন্দা তার পরিবারের কারও সঙ্গে আমাদের কথা বলতে দিচ্ছে না। আমার প্রশ্নের জবাবও দিতে চাইছে না। পড়শীদের অনেকেই চায় না আমরা এতে নাক গলাই।'

'লোকটার নাম কী?' নোট নিতে নিতে জানতে চাইলাম আমি। জিম্মিদের নেগোশিয়নের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি, ব্যাপারটা এখনও বিশ্বাস হতে চাইছে না।

'তার নাম ডেনিস কুলটার।'

বিস্মিত হয়ে মুখ তুললাম আমি। 'ডেনিস কুলারকে আমি চিনি। একটা মার্ডার কেসে দুজনে একসঙ্গে কাজ করেছি। ওবরিকিতে একবার কাঁকড়াও খেয়েছি।'

'জানি,' বলল এজেন্ট হিকিন। 'সে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।'

ছয়

ডিটেকটিভ কুলটার আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে। মানে কী? তার সঙ্গে আমার কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে মাত্র। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল ওর সঙ্গে তবে আমরা বন্ধু ছিলাম না। তাহলে কেন ডেনিস কুলটার আমাকে এখানে আসতে বলল?

কিছুদিন আগে ডেনিস কুলটারের সঙ্গে ড্রাগ ডিলারদের নিয়ে একটা তদন্ত করেছিলাম। এ মাদক ব্যবসায়ীরা ওয়াশিংটন ডিসি এবং বাল্টিমোরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি এবং নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছিল। কুলটারকে আমার খুব কঠিন স্বভাবের এবং অহংকারী মনে হয়েছিল। তবে নিজের কাজে অত্যন্ত দক্ষ ছিল লোকটা। ইউবি ব্লেকের মস্ত ভক্ত সে। আর ব্লেক বাল্টিমোরের লোক।

কুলটার এবং তার জিম্মিরা বাড়ির কোথাও গাদাগাদি করে বসে আছে। ওদের বাড়িটি বাল্টিমোরের উত্তর পূবে, লরাভিলের এইলসা এভিন্যুতে। ধূসর রঙের কাঠের বাড়ি। জানালার ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ড বন্ধ। সদর দরজার পেছনে কী ঘটছে ঈশ্বর জানেন। তিনটে পাথরের ধাপ পেরিয়ে বারান্দা, ওখানে একটি রকিং চেয়ার এবং কাঠের একটি গ্লাইডার চোখে পড়ল। বাড়িটি সম্প্রতি রং করা হয়েছে, আমার ধারণা কুলটার হয়তো ভাবেনি শীঘ্রই কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে। হয়েছেটা কী আসলে?

SWAT টীমের সদস্যসহ বাল্টিমোরের পুলিশ বিভাগের প্রচুর পুলিশ ঘিরে রেখেছে বাড়ি। কিছু অস্ত্র নামিয়ে রাখা, কয়েকটি আবার জানালা এবং সদর দরজায় তাক করা। বাল্টিমোর পুলিশ হেলিকপ্টার ইউনিট ফক্সট্রাও এসে হাজির।

লক্ষণ সুবিধের নয়।

আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। 'সবাই বন্দুক নামিয়ে রাখলে কেমন হয়?' বাল্টিমোর পুলিশ বিভাগের ফিল্ড কমান্ডারকে বললাম আমি। 'ও তো এখনও কাউকে গুলি করেনি, করেছে কি?'

ফিল্ড কমান্ডার এবং SWAT টিমের লিডার সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা সেরে নিল, বাড়ির দিকে তাক করা অস্ত্রগুলোর মুখ নিম্নমুখী হলো, অন্তত আমি তা-ই দেখতে পেলাম। যদিও ফক্সটট হেলিকপ্টার বাড়ির আকাশে

চক্কর মেরে চলছে।

আমি কমান্ডারের দিকে ফিরলাম। একে আমার পক্ষে দরকার। 'ধন্যবাদ, লেফটেনেন্ট। আপনি কি ওর সঙ্গে কথা বলেছেন?'

সে একটি ক্রুইজারের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে থাকা এক লোককে হাত উঁচিয়ে দেখাল। 'ডিটেকটিভ ফেস্কো বলেছে। কুলটারের সঙ্গে ঘন্টাখানেক ধরে ও যোগাযোগ রেখে চলেছে।'

আমি হেঁটে গেলাম ডিটেকটিভ ফেস্কোর কাছে। নিজের পরিচয় দিলাম। 'মিক ফিস্কো,' বলল সে। চেহারা দেখে মনে হলো না আমাকে দেখে খুব একটা খুশি হয়েছে। 'শুনেছিলাম আপনি আসছেন। আমাদের কোন সমস্যা হচ্ছিল না।'

'আমি সেধে এ ব্যাপারটাতে নাক গলাইনি,' বললাম আমি। 'কিছুদিন আগে ওয়াশিংটন ডিসি'র পুলিশ ফোর্স থেকে ইস্তফা দিয়েছি। কারও ব্যাপারে উঁকি দিতে চাই না।'

'তাহলে উঁকি না দেয়াই ভালো,' বলল ফেস্কো। একহারা গড়ন লোকটার। দেখে মনে হয় একসময় বল-টল খেলত।

আমি থুতনিতে হাত ঘষতে ঘষতে বললাম, 'আমাকে ওর কেন দরকার পড়ল অনুমান করতে পারেন? ওর সঙ্গে আমার তেমন কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও নেই।'

ফেস্কোর চাউনি ফিরে গেল বাড়িটির দিকে। 'বলছে ওকে নাকি ইন্টারন্যাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগ ফাঁসিয়ে দিয়েছে। বাল্টিমোর পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে জড়িত কাউকে সে বিশ্বাস করে না। ও জানে আপনি সম্প্রতি এফবিআইতে যোগ দিয়েছেন।'

'আমি যে এসেছি এ কথাটা কী ওকে জানানো যাবে? সেসঙ্গে এও বলুন এ মুহূর্তে আমাকে ব্রিফ করা হচ্ছে। ওর সঙ্গে কথা বলার আগে ওর বক্তব্য শুনতে চাই আমি।'

মাথা দোলাল ফেস্কো। ফোন করল কুল্টারের বাড়িতে। অনেকক্ষণ রিং বাজার পরে ধরল কেউ।

'এজেন্ট ক্রস এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন, ডেনিস। তাঁকে এখন ব্রিফ করা হচ্ছে।' বলল ফেস্কো।

'লাইক হেল হি ইজ। জেট হিম অন দা হুক। আমাকে গুলি করতে বাধ্য কোরো না। আমি কিন্তু বড় ধরনের সমস্যা করে ফেলব। ওকে এক্ষুণি আমার সঙ্গে কথা বলতে বলো।'

ফেস্কো রিসিভার তুলে দিল আমার হাতে। 'ডেনিস, অ্যালেক্স ক্রস বলছি। আমি এখানে চলে এসেছি। কী ঘটেছে আগে জানা দরকার ছিল আমার।'

'তুমি সত্যি অ্যালেক্স ক্রস?' জিজ্ঞেস করল কুলটার। আমার সঙ্গে কথা বলছে বিশ্বাস হচ্ছে না যেন ওর।

'ইয়াহ্, ইটস মী। তোমার ব্যাপারটা বিস্তারিত কিছুই জানি না। শুধু শুনলাম তুমি নাকি বলছ তোমাকে নাকি ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স ফাঁসিয়ে দিয়েছে।'

'কথার কথা বলিনি, সত্যি কথাই বলেছি। কেন এরকম করা হয়েছে তা-ও তোমাকে বলতে পারি।'

'ঠিক আছে,' বললাম আমি। 'আমি শুনছি।'

আমি বাল্টিমোর পুলিশ বিভাগের একটি গাড়ির পেছনে, মাটিতে বসলাম। অস্ত্রধারী একটি লোক, যে সম্ভবত নিজের পরিবারের ডজনখানেক মানুষকে জিম্মি করে রেখেছে, তার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হলাম।

'ওরা আমাকে খুন করতে চায়!' বলল ডেনিস কুলটার। 'বাল্টিমোর পুলিশ বিভাগ আমাকে মেরে ফেলার মতলব করেছে।'

সাত

পপ!

লাফিয়ে উঠলাম আমি। কেউ সোডার ক্যান খুলে আমার কাঁধে ওটা দিয়ে টোকা মারল।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। নেড মেহোনি, কুয়ানটিকোর হোস্টেজ রেসক্যু টিম-এর প্রধান। আমার হাতে ক্যাফেন-মুক্ত একটি ডায়েট কোক ধরিয়ে দিল। অরিয়েন্টেশনের সময় এর অধীনে কয়েকটি ক্লাস করেছি আমি।

'ওয়েলকাম টু মাই প্রাইভেট হেল,' বললাম আমি। 'আসলে এখানে আমার কাজটা কী?'

চোখ টিপে আমার পাশে বসে পড়ল মেহোনি।

'তুমি একটি উদীয়মান তারকা কিংবা বলা যায় উদিত তারকা। কী করতে হবে না হবে সবই তুমি জানো। ওকে কথা বলতে দাও। ওকে কথা বলায় ব্যস্ত রাখো।' বলল মেহোনি। 'শুনেছি এ কাজে তুমি নাকি খুব দক্ষ।'

'তাহলে তুমি এখানে এসেছ কী করতে?' জানতে চাইলাম আমি।

'তোমার কী ধারণা? তোমার কলাকৌশলগুলো দেখতে, বিশ্লেষণ করতে। তুমি ডিরেক্টরের প্রিয় পাত্র, তাই না? তাঁর ধারণা, তুমি ঈশ্বরপ্রদত্ত একটি প্রতিভা।'

সোডার ক্যানে একটি চুমুক দিলাম, তারপর ঠাণ্ডা ক্যানটা চেপে ধরলাম কপালে।

'ডেনিস, তোমাকে কে খুন করতে চাইছে?' সেলফোনে আবার কথা বললাম। 'এখানে কী হচ্ছে সব খুলে বলো আমাকে। তোমার পরিবারের কথাও আমার জানা দরকার। সবাই ঠিক আছে তো?'

খ্যাঁক করে উঠল কুলটার। 'হেই! ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না। আমাকে মেরে ফেলা হবে। ব্যস, এটাই আসল কথা। উল্টোপাল্টা কিছু করে বোসো না। তোমার চারপাশে একবার চোখ বুলাও। এটা একটা এক্সিকিউশন।'

কুলটারকে আমি দেখতে পাচ্ছি না তবে ওর চেহারাটা ভাসছে চোখে। টেনেটুনে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি হবে লম্বায়, মুখে ছাগুলে দাড়ি, সবসময় রসিকতা

করে চলেছে, খুব টাফ স্বভাবের একজন মানুষ। ও নিজের গল্প বলতে শুরু করল। কিন্তু কী যে মাথামুণ্ড বকছে কিছুই বুঝতে পারছি না। কুলটারের মতে বাল্টিমোর পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দারা বড় ধরনের মাদকের অর্থ লেনদেনের সঙ্গে জড়িত ছিল। বিরাট অংকের টাকা ঘুষ পেয়েছে তারা। অংকটা কুলটারের নিজেরও জানা নেই। সে ঘটনা ফাঁস করে দেয়। তার পরপরই তার বাড়ি ঘিরে ফেলে পুলিশ।

তারপর বোমাটা ফাটাল কুলটার। 'আমিও লাভের বখরা পাচ্ছিলাম। কেউ একজন ইন্টারন্যাল অ্যাফেয়ার্সের কাছে আমাকে ফাঁসিয়ে দেয়। আমার কোন পার্টনার।'

'কিন্তু একজন পার্টনার এমন কাজ করতে যাবে কেন?'

হেসে উঠল সে। 'কারণ আমার লোভ বেড়ে যাচ্ছিল। আমি কেকের বড় অংশটা খেতে চাইছিলাম। ভেবেছিলাম আমার পার্টনারদেরকে বাগে পেয়েছি।'

'কীভাবে ওদেরকে বাগে পেয়েছ বলে তোমার মনে হলো?'

'আমি আপনার পার্টনারদেরকে বলেছিলাম আমার কাছে রেকর্ডের কপি আছে— কে কাকে টাকা দিয়েছে সব আমি জানি। কয়েক বছরের নথিপত্র।'

এবারে ব্যাপারটা একটু একটু স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

'তাই নাকি?'

জবাব দিতে ইতস্তত করছে কুলটার। কেন? হয় ওর কাছে রেকর্ড ছিল অথবা ছিল না।

'আমার কাছে থাকতে পারে,' অবশেষে বলল সে। 'তবে ওদের ধারণা আছে। তাই এখন আমাকে ওরা কব্জা করতে চাইছে। আমাকে আজ ধরার জন্যেই এসেছে... এ বাড়ি থেকে বোধহয় জান নিয়ে আমি বেরুতে পারব না।'

ও কথা বলছে, আমি বাড়ির সদস্যদের কারও গলা শোনার জন্য উৎকীর্ণ হয়ে রইলাম। কিন্তু তেমন কিছু শুনতে পেলাম না। *ওখানে কি এখনও কেউ বেঁচে আছে? কুলটার ওর পরিবারের কী করেছে? ও কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে?*

নেড মেহোনির দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। কুলটার সত্যি কথা বলছে কিনা বুঝতে পারছি না। মেহোনির চেহারাতেও সন্দেহের ছাপ। *আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না* ধরনের চাউনি চোখে। এ ব্যাপারে অন্য কারও কাছে পরামর্শ চাইতে হবে আমাকে।

'এখন তাহলে আমাদের করণীয় কী?' জিজ্ঞেস করলাম কুলটারকে।

গলা দিয়ে ঠা ঠা হাসির আওয়াজ বেরিয়ে এল। 'আমি তো ভেবেছি তুমি আগেই এসব ভেবে রেখেছ। ইউ আর সাপোজড টু বী দ্য হটশট, রাইট?'

এ কথা সবাই বলে।

আট

বাল্টিমোরের পরিস্থিতির পরবর্তী কয়েক ঘণ্টায়ও তেমন উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না। বরং আরও খারাপের দিকে মোড় নিল। পড়শীরা তাদের বারান্দায় এসে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল কী ঘটছে দেখতে। তাদেরকে শত বুঝিয়েও নিবৃত্ত করা গেল না। শেষে বাল্টিমোর পুলিশ কুলটারদের প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকেই বের করে দিতে শুরু করল, এদের মধ্যে অনেকেই আবার কুলটারের বন্ধু-বান্ধব। গ্যারেট হাইটস এলিমেন্টারি স্কুলের কাছে অস্থায়ী একটি শেল্টারের ব্যবস্থা করা হলো। ওই শেল্টার সকলকে মনে করিয়ে দিল ডিটেকটিভ কুলটারের বাড়িতে শিশুরাও সম্ভবত জিম্মি হয়ে আছে।

আমি চারপাশে তাকিয়ে বাল্টিমোর পুলিশ, SWAT টিমের সদস্য আর কুয়ানটিকোর হোস্টেজ রেসক্যু দলের ভিড় দেখে বিরক্তিতে মাথা নাড়লাম। চকচকে চোখের উৎসাহী দর্শকদেরকে ধাক্কা মেরে ব্যারিকেডের ওপাশে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ, এদের কেউ কেউ এমনই বেপরোয়া, পুলিশ যদি তাদেরকে গুলি করে বসে তাহলে দোষ দেয়া যাবে না।

একটি ইমার্জেন্সি ভ্যানের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসারদের একটি দলের দিকে ভিড় ঠেলে, সতর্ক পদক্ষেপে এগোলাম। এফবিআই'র নাক গলানোর ব্যাপারটি যে তারা পছন্দ করছে না মুখে না বললেও তাদের চেহারা দেখে বোঝা যায়। ওয়াশিংটন পুলিশে কাজ করার সময় আমিও এফবিআইকে সহ্য করতে পারতাম না। আমি ক্যাপ্টেন স্টকটন জেমস শিহানকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'আপনার কী মনে হয়? আমাদের এখন করণীয় কী?' এখানে আসার পরে এ লোকটির সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথা হয়েছে আমার।

'ও কি কাউকে বেরুতে দিতে রাজি হয়েছে?' প্রশ্ন করল শিহান। 'এটা হলো প্রথম প্রশ্ন।'

মাথা নাড়লাম আমি। 'সে নিজের পরিবারের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলবে না। ওরা বাড়িতে আছে কিনা তা স্বীকার বা অস্বীকার কোনটাই সে করছে না।'

জানতে চাইল শিহান, 'সে কী নিয়ে কথা বলছে?'

কুলটার যা বলেছে তার খানিকটা ক্যাপ্টেনকে জানালাম আমি। বাল্টিমোর পুলিশ যে বড় ধরনের ড্রাগ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত, কুলটারের দেয়া এ

তথ্যটা ইচ্ছে করেই চেপে গেলাম। বললাম না যে কুলটারের কাছে এ সংক্রান্ত যেসব রেকর্ড আছে তা প্রকাশ হলে বাল্টিমোর পুলিশের বারোটা বেজে যাবে।

স্টকটন শিহান আমার কথা শুনে মন্তব্য করল, 'হয় ওকে জিম্মিদের কাউকে ছেড়ে দিতে হবে নতুবা আমরা ঘরে ঢুকে ওকে পাকড়াও করব। নিজের পরিবারের ওপরে নিশ্চয় সে গুলি চালাবে না।'

'বলেছে চলাবে। ভয়টা তো সেখানেই।'

মাথা নাড়ল শিহান। 'আমি ঝুঁকিটা নিতে চাই। অন্ধকার হওয়ার পরে আমরা বাড়িতে ঢুকব।'

আমি আবছাভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম। চলে এলাম ওখান থেকে। আর আধঘণ্টা বোধহয় আলো থাকবে। আঁধার ঘনাবার পরে কী ঘটবে ভাবতে ভালো লাগল না আমার।

আবার ফোন করলাম কুলটারকে। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল সে।

'একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে আমার,' বললাম ওকে। 'মনে হয় প্ল্যানটা তুমি কাজে লাগাতে পারবে।'

'প্ল্যানটা কী শুনিই না?' বলল ও।

আমি ওকে আমার বুদ্ধিটা খুলে বললাম...

দশ মিনিট বাদে ক্যাপ্টেন শিহান এসে আমাকে তারস্বরে গালমন্দ করতে লাগল, বলল আমি নাকি এফবিআই'র 'মাদার ফাকিং' যে কোন 'অ্যাশহোলে'র চেয়েও নিকৃষ্ট। এমন নিকৃষ্ট হারামজাদা সে নাকি জীবনেও দেখেনি। আমি অবশ্য অনেক আগেই 'কিং অভ দা এফবিআই অ্যাশহোলস' উপাধি পেয়ে গেছি সে কথা আর ক্যাপ্টেনকে বললাম না। আমার ওপরে শিহানের খাপ্পা হওয়ার কারণ আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম পরিস্থিতির উন্নতির জন্য বাল্টিমোর পুলিশ যেন একটু ছাড় দেয়। বলাবাহুল্য আমার কথা তাদের পছন্দ হয়নি।

ক্যাপ্টেন শিহানের প্রতিক্রিয়ার কথা বলার পরে এমনকী মেহোনি পর্যন্ত সন্দেহ প্রকাশ করল। 'আমার ধারণা সোশাল এবং পলিটিকাল সংশোধনটা তুমি ঠিকভাবে করতে পার না।'

'হয়তো পারি না। তবে আমার ধারণা এবারে এটা কাজে লাগবে। ওরা ওকে খুন করতে চাইছে, নেড।'

'হুঁ। আমারও তাই ধারণা। আমরা আসলে ঠিক কাজটাই করছি।'

'আমরা?'

মাথা ঝাঁকাল মেহোনি। 'আমি এ ব্যাপারটিতে তোমার সঙ্গে আছি, বন্ধু। সাহস নেই তো বিজয়ও নেই। এটার সঙ্গে ব্যুরো জড়িয়ে পড়েছে।'

খানিক পরে দেখি বাল্টিমোর পুলিশ প্রচণ্ড অনিচ্ছা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। শিহানকে বলেছিলাম চৌহদ্দির কোথাও আমি নীল রঙের কোন

ইউনিফর্ম কিংবা SWAT টিমের ওভারঅল দেখতে চাই না। ক্যাপ্টেন যা করতে চেয়েছিল তাতে ঝুঁকির মাত্রা যথেষ্ট ছিল। তারা যদি বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ত, কেউ না কেউ নির্ঘাত গুলি খেয়ে মরত। তবে আমার বুদ্ধি যদি কাজে লাগে, অন্তত কেউ আহত হবে না। অন্তত আমি ছাড়া কারও গায়ে গুলি লাগার আশংকা নেই।

আমি ফোনে কুলটারের সঙ্গে কথা বললাম। 'বাল্টিমোর পুলিশ দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে। তুমি বাইরে চলে এসো, ডেনিস। ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক্ষুণি চলে এসো।'

প্রথমে সাড়া দিল না কুলটার, তারপর বলল, 'আমি ভাবছি। নাইটস্কোপ দিয়ে যে কোন স্নাইপার গুলি করে বসতে পারে।'

ও ঠিকই বলেছে। যে কেউ গুলি করতেই পারে। তবে আমাদের কাছে একটাই সুযোগ আছে।

'তোমার কোন জিম্মিকে সঙ্গে নিয়ে এসো,' বললাম আমি। 'আমি নিজে বারান্দার সিঁড়িতে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।'

আর কিছু বলল না কুলটার। আমি নিশ্চিত ওকে আমরা হারাতে যাচ্ছি। বাড়ির সদর দরজায় তাকালাম। না ভাবার চেষ্টা করলাম যে ওখানে মারা যাচ্ছে মানুষ। *কামন, কুলটার। মাথাটা খাটাও। এরচেয়ে বড় সুযোগ আর মিলবে না।*

অবশেষে সাড়া দিল ও। 'তুমি নিশ্চিত তো? কারণ আমি নিশ্চিত হতে পারছি না। ভাবছি তোমার মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল কিনা।'

'আমি নিশ্চিত।'

'ঠিক আছে। আমি বেরিয়ে আসছি।' বলল ও। তারপর যোগ করল। 'শুধু তোমার ওপরে ভরসা করে।'

মেহোনির দিকে তাকালাম আমি। 'ও বারান্দায় আসা মাত্র ওকে প্রটেকটিভ ভেস্ট পরিয়ে দেবে। আমাদের লোকজন দিয়ে ওকে ঘিরে ফেলবে। বাল্টিমোর পুলিশ কী বলল না বলল তাতে কান দেবে না। পারবে তো?'

হাসল মেহোনি। 'চলো তো চেষ্টা করে দেখি।'

'আমি তোমাকে ঘর থেকে বের করে আনছি, ডেনিস। ওটাই সবচেয়ে নিরাপদ।' সেল ফোনে ওকে জানালাম আমি। 'আমি এখন আসছি।'

কী সর্বনাশ! কুলটার আগেই সামনের বারান্দায় চলে এসেছে। হাত দুটো মাথার ওপর তুলে রেখেছে। নিরস্ত্র। ওকে এখন একটা শিশুও গুলি করতে পারবে।

ভয় লাগল নির্ঘাত এখন একটা গুলির আওয়াজ শুনব এবং মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাবে কুলটার। আমি সামনের দিকে ঝেড়ে দৌড় দিলাম।

HRT'র আধডজন লোক বিদ্যুৎগতিতে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল কুলটারকে যাতে গুলি করলেও গায়ে না লাগে। অপেক্ষমান একটি ভ্যানে ছুটল ওকে নিয়ে।

'ওকে আমরা ট্রাকের ভেতরে নিয়ে এসেছি। সাবজেক্ট এখন নিরাপদ। 'HRT জানাল আমাকে। 'আমরা ওকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

বাড়িটির দিকে ঘুরে তাকালাম। পরিবারটির কী হবে? তারা কোথায়?

ও কি গল্পটা বানিয়েছে?

তখন দেখলাম বাড়ি থেকে এক সারে বেরিয়ে আসছে কুলটারের পরিবারের লোকজন। একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য। আমার ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল।

এক বুড়ো লোককে দেখলাম সাদা শার্ট এবং কালো ট্রাউজার পরনে। গোলাপি ড্রেস আর হাইহিল পায়ে হেঁটে আসছে এক বৃদ্ধা। জল গড়িয়ে নামছে তার গাল বেয়ে। পার্টি ড্রেস পরা দুটি ছোট মেয়েও আছে দলটির সঙ্গে। মধ্যবয়স্ক এক দম্পতি হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। বছর কুড়ি বয়সের তিন তরুণ মাথার ওপর তুলে রেখেছে হাত। এক মহিলার সঙ্গে দুটি শিশু।

বেশ কয়েকজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের হাতে কার্ড বোর্ডের কতগুলো বাক্স।

ওগুলোর মধ্যে কী রয়েছে অনুমান করতে কষ্ট হলো না *রেকর্ড আর প্রমাণ।*

ডিটেকটিভ ডেনিস কুলটার সত্যি কথাই বলছিল। ওর পরিবার ওকে বিশ্বাস করেছিল। তারাই ওর জীবন বাঁচিয়েছে।

আমার পিঠে নেড মেহোনির শক্ত হাতের চাপড় অনুভব করলাম। 'নাইস জব। রিয়েলি গুড জব।'

হেসে উঠলাম আমি। 'FNG'র জন্য ওটা একটা পরীক্ষা ছিল, তাই না?'

'ঠিক বলতে পারব না। তবে এটা পরীক্ষা হলেও তুমি এতে পাশ করে গেছ।'

নয়

পরীক্ষা? যীশাস! এজন্যেই কি আমাকে বাল্টিমোরে পাঠানো হয়েছে? আমি মনে মনে আর্তনাদ করে উঠলাম 'না।'

সেদিন বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হলো। কেউ জেগে বসে নেই দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বিশেষ করে নানা জেগে থাকলে আমার খবর ছিল। ওই তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চোখের কলজে এফোঁড় ওফোঁড় করা ভৎর্সনাময় চাউনি এ মুহূর্তে সহ্য করতে পারতাম না। আমি এখন একটা বিয়ার খাবো তারপর টানটান হবো। অবশ্য ঘুম এলেই হয়।

নিঃশব্দে ঢুকে পড়লাম বাড়িতে, কেউ যেন আবার সাড়া পেয়ে ঘুম ভেঙে যায়। মৃদু একটা বৈদ্যুতিক গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ওপরে উঠেই জামিলাকে ফোন করব। ওকে ভীষণ মিস করছি। আমাদের বেড়াল রোজি কোত্থেকে এসে আমার পায়ে গা ঘষতে লাগল।

'হ্যালো, রেড,' ফিসফিসিয়ে বললাম। 'আজ বেশ ভালো কাজ দেখিয়েছি।'

এমন সময় ভেসে এল একটা চিৎকার।

এক লাফে সামনের সিঁড়ি বেয়ে লিটল অ্যালেক্সের ঘরে ছুট দিলাম। ঘুম ভেঙে গেছে ওর। কাঁদছে। আমি চাই না নানা কিংবা আমার সন্তানদের কেউ এসে ওকে এখন আদর করে কান্না থামাক। কারণ আজ সকালের পর থেকে বাচ্চাটার কাছে নেই আমি। ওকে এখন বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে আমার, চুমু খেতে মন চাইছে। ছোট্ট মুখটা দেখার জন্য খা খা করছে বুক।

অ্যালেক্সের ঘরে ঢুকে দেখি ও বিছানায় উঠে বসেছে। আমাকে দেখে তাজ্জব। তারপর হেসে উঠে হাততালি দিল।

'কী করছ, সোনা?' বলতে বলতে ওর বিছানার পাশে এসে বসলাম। ওর খাটের দুপাশটাতে কতগুলো গরাদ লাগিয়ে দিয়েছি যাতে ও গড়িয়ে পড়ে না যায়। 'দেখি, একটু সরো। আমি আজ তোমার সঙ্গে ঘুমাব।' ফিসফিস করলাম আমি। চুমু এঁকে দিলাম কপালে। আমার বাবা আমাকে কখনও চুমু খেয়েছেন বলে মনে পড়ে না। তাই আমি সুযোগ পেলেই লিটল অ্যালেক্সকে চুম্বন করি।

ডেমন আর জেনিকেও। যদিও ওরা আপত্তি করে বলে ওরা বড় হয়ে গেছে, চুমু খেতে হবে না। কিন্তু আমি ওদের কথা শুনি না।

'আমি খুব ক্লান্ত, লিটল ম্যান,' অ্যালেক্সের বিছানায় শরীর ফেলে দিলাম। 'তোমার কী খবর, পম্পা?'

ম্যাট্রেস এবং গরাদের মাঝখানে রাখা বোতলটা নিয়ে ওকে দিলাম। ও চুকচুক করে দুধ খেতে লাগল। তারপর ঘেঁষে এল আমার কাছে। খেলনা গরু মোকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

লিটল অ্যালেক্সের গা থেকে কী মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে! ও অল্প অল্প শ্বাস ফেলছে— নরম বাতাস লাগছে আমার গায়ে।

ওকে নিয়ে গভীর ঘুমে পার করে দিলাম রাতটা।

দশ

সেই দম্পতি কয়েকদিনের জন্য লুকিয়ে রইল নিউইয়র্ক মহানগরীর লোয়ার ম্যানহাটানে। ওখানে আত্মগোপন করে থাকা খুবই সহজ, ম্যাপের বুক থেকে যেন হাওয়া হয়ে যাওয়া। আর নিউইয়র্ক এমন একটি শহর যেখানে তারা যখন যা চাইছে পেয়ে যাচ্ছে। শুরুতে ওদের দরকার ছিল বুনো সেক্স।

ওরা ছত্রিশ ঘণ্টারও বেশি সময় ওদের নিয়োগ দাতাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রইল। অবশেষে ওয়েস্ট টোয়েন্টি-থার্ড স্ট্রিটের চেলসিয়া হোটেলে ওদের সঙ্গে সেল ফোনে যোগাযোগ করতে পারল দুজনের কন্ট্যাক্ট ম্যান স্টার্লিং। জানালার বাইরে, সাইন বোর্ডে ঝুলছে **হোটেল চেলসিয়া**। **হোটেল চেলসিয়া** অনুভূমিক। এটি নিউইয়র্ক সিটির একটি বিখ্যাত আইকন।

'তোমাদেরকে খুঁজে পেতে আমার দেড়টা দিন নষ্ট হয়েছে,' বলল স্টার্লিং। 'আর কখনও সেল ফোন বন্ধ করে রাখবে না। মনে রেখো, এটা লাস্ট ওয়ার্নিং।'

মহিলার নাম যোয়া, হাই তুলে **East Eats west** শিরোনামের একটি সিঁড়ি চালিয়ে দিল প্লেয়ারে। তীব্র নিনাদে বেজে উঠল রক মিউজিক।

'আমরা ব্যস্ত ছিলাম, ডার্লিং। এখনও ব্যস্ত আছি। তুমি কী চাও? আমাদের জন্য আরও টাকা পয়সার ব্যবস্থা করেছ? টাকা কথা বলে।'

'মিউজিক বন্ধ করো, প্লিজ। প্লিজ। একজন লোকের গা চুলকাচ্ছে। লোকটা মস্ত ধনী। এর সঙ্গে বিপুল অংকের টাকা-পয়সার ব্যাপার জড়িত।'

'বললামই তো, ডার্লিং, আমরা এখন ব্যস্ত আছি। অন্য কাজে ব্যস্ত। চুলকানিটা কত বড়?'

'গতবারের মতো। অনেক বড় চুলকানি। উলফের ব্যক্তিগত বন্ধু।'

উলফের নাম শুনে বুকটা একবার ধক করে উঠল যোয়ার। 'বিস্তারিত বলো। আমাদের সময় নষ্ট কোরো না।'

'আমরা সবসময় যেভাবে করি সেভাবেই কাজ করব, ডার্লিং। এক বারে একটি ধাঁধা। কত তাড়াতাড়ি তোমরা রাস্তায় আসতে পারবে? ধরো আধ ঘণ্টা?'

'এখানে একটা কাজ আছে। সেটা সারতে হবে। ঘণ্টা চারেক সময় লাগবে। এ চুলকানিটা কী ধরনের?'

'এক ইউনিট, মহিলা। নিউইয়র্ক থেকে খুব বেশি দূরেও নয়। আমি আগে ডিরেকশন দেব তারপর ইউনিটের বৈশিষ্ট্যগুলো জানাব। চারঘণ্টা পরে কিন্তু দেখা হচ্ছে।'

যোয়া তার পার্টনারের দিকে তাকাল। স্লাভা আর্ম চেয়ারে বসে যোয়ার কথা শুনছে। অলস দৃষ্টি জানালা ছাড়িয়ে রাস্তার ওপারে। দেখছে মিষ্টির দোকান, দরজির দোকান, এক ঘণ্টায় ছবি ডেলিভারি দেয়ার দোকান। টিপিকাল নিউইয়র্ক মহানগরীর দৃশ্য।

'কাজটা আমরা করব,' বলল যোয়া। 'উলফকে বোলো তার বন্ধু যা চাইছে সে তা পেয়ে যাবে। কোন সমস্যা হবে না।' তারপর বন্ধ করে দিল ফোন।

পার্টনারের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল যোয়া। দৃষ্টি ফিরল ঘরের কুইন-সাইজ বেডের দিকে। স্টিলের অলংকৃত হেড বোর্ড। সোনালি চুলের এক তরুণ শুয়ে আছে ওখানে। নগ্ন, মুখে কাপড় বাঁধা। বিছানা থেকে হাত খানেক উচ্চতায় রডের সঙ্গে হ্যান্ডকাফ পরানো তার।

'ইউ আর অন লাক,' যোয়া সোনালি চুলের তরুণকে বলল। 'আর মাত্র চার ঘণ্টা খেলা করতে হবে, বেবী। মাত্র চার ঘণ্টা।

স্লাভা বলল, 'সময়টা যেন আরও কম হয় সে জন্য প্রার্থনা করো। তুমি কখনও রাশান শব্দ Zamochit-এর কথা শুনেছ? শোনোনি? বেশ, আমরা তোমাকে দেখাব Zamochit কী জিনিস। চার ঘণ্টা লাগে কাজটা করতে। উলফের কাছ থেকে শিখেছি। এখন তুমি আমার কাছ থেকে শিখবে। Zamochit-এর মানে হলো তোমার শরীরের সমস্ত হাড় একটা একটা করে ভেঙে ফেলা হবে।'

যোয়া ছেলেটির দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। 'চার ঘণ্টা। Zamochit আগামী চারঘণ্টা পরে তুমি অনন্তকালের দিকে যাত্রা করবে। এ অভিজ্ঞতা তুমি কোনদিন ভুলবে না, ডার্লিং।'

এগারো

সকালে ঘুম ভেঙে দেখি লিটল অ্যালেক্স আমার বুকে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ওকে চুরি করে আরেকটা চুমু খাওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। তারপর আরেকটা চুমু দিলাম। তারপর আরও একটা। ওর পাশে চুপচাপ শুয়ে রইলাম। ভাবছি ডিটেকটিভ কুলটার আর তার পরিবারের কথা। ওরা যখন বাড়ি থেকে একসঙ্গে বের হয়ে আসছিল, দৃশ্যটা দেখে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিলাম। পরিবারটি কুলটারের জীবন বাঁচিয়েছে। আর আমি আমার পরিবারের জন্য কিছুই করতে পারছি না। পরিবারের একটা কুলাঙ্গার আমি।

কোয়ানটিকোতে যাওয়ার আগে আমাকে হুভার ভবনে যেতে বলা হয়েছে। বাল্টিমোরের ঘটনার বর্ণনা আমার কাছে শুনতে চাইছেন ডিরেক্টর। আমি একটু উদ্বেগ বোধ করছিলাম কী বলব ভেবে না পেয়ে।

হুভার বিল্ডিং যারা দেখেছে সকলে এক বাক্যে স্বীকার করবে এটি একটি অদ্ভুত এবং ভৌতিক ধরনের কুৎসিত ভবন। পেনসিলভানিয়া এভিনিউ এবং নাইনথ, টেনথ এবং ই স্ট্রিটের মাঝখানের গোটা ব্লক দখল করে দাঁড়িয়ে আছে ভবনটি। এর সম্পর্কে ভালো কথা একটাই বলা যায়, একে দেখতে লাগে দুর্গের মতো। দুর্গের ভেতরটা আরও বিশ্রী। অফিস বা ব্যুরোতে লাইব্রেরির নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে, ওয়্যার হাউজের মতো থমথমে। লম্বা হলওয়েগুলো হাসপাতালের দেয়ালের মতো ধবধবে সাদা রঙ নিয়ে জ্বলজ্বল করছে।

ডিরেক্টরের ফ্লোরে পা দিতেই দেখা হয়ে গেল তাঁর নির্বাহী সহকারী টনি উডসের সঙ্গে। নিজের কাজে অত্যন্ত দক্ষ একজন মানুষ। একে ইতিমধ্যে বেশ পছন্দ হয়ে গেছে আমার।

'ওঁর মেজাজ মর্জি কেমন আছে, টনি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'বাস্টিমোরের ঘটনাটাকে ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন তিনি,' জবাব দিল টনি। 'হিজ হাইনেস বেশ ভালো মুডে আছেন।'

'বাল্টিমোর কি একটা পরীক্ষা ছিল?' জানতে চাইলাম আমি।

সহকারীকে এরচেয়ে বেশি প্রশ্ন করা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না।

'ওহ্, ওটা ছিল তোমার ফাইনাল এক্সাম। তবে মনে রেখো, সবকিছুই কিন্তু একটা পরীক্ষা।'

আমাকে ডিরেকটরের ক্ষুদ্রকায় কনফারেন্স রুমে নিয়ে যাওয়া হলো। বার্নস ওখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখে হাতে ধরা কমলার রসের গ্লাসটা সেলুট করার ভঙ্গিতে তুলে ধরলেন। 'এই যে ও এসে পড়েছে!' হাসলেন তিনি। 'নিশ্চিত হতে চাইছিলাম বাল' মোরের ঘটনাটা সবাই জানে কিনা।'

'কেউ গুলি খায়নি,' বললাম আমি।

'তুমি চমৎকার কাজ দেখিয়েছ, অ্যালেক্স। HRT খুব খুশি। আমিও।'

আমি সোফায় বসে কফি ঢেলে নিলাম। এখানে নিজেই নিজের কফি ঢেলে খেতে হয়, বার্নস ফর্মালিটিজ পছন্দ করেন না। 'আপনি সবাইকে ঘটনাটা বলে বেড়াচ্ছেন...তার মানে আমার জন্য নিশ্চয় বড়সড় কোন প্ল্যান আছে আপনার মাথায়?'

ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে হেসে উঠলেন বার্নস। 'ঠিক ধরেছ, অ্যালেক্স। আমি চাই তুমি আমার দায়িত্বটা নেবে।'

এবারে আমার হেসে ওঠার পালা। 'নো, থ্যাংক ইউ।' ঘন বাদামি রঙের কফিতে চুমুক দিলাম। স্বাদটা একটু তিতকুটে হলেও চমৎকার—প্রায় নানা মামা'র হাতের সুস্বাদু কফির মতোই। 'আপনার লেটেস্ট কোন প্ল্যান আমার সঙ্গে শেয়ার করতে চাইছেন?'

আবার হাসলেন বার্নস। আজ বেশ ভালো মুডে আছেন তিনি। 'আমি ব্যুরোটাকে সহজ এবং দক্ষভাবে চালাতে চাই, ব্যস। যেভাবে নিউইয়র্ক অফিস চালিয়েছি সেভাবে। আমি দুটি শ্রেণী দুচক্ষে দেখতে পারি না ব্যুরোক্রাট এবং কাউবয়। আর ব্যুরোতে এদের অভাব নেই। বিশেষ করে পরেরটি। আমি স্ট্রিট স্মার্টদেরকে রাস্তায় দেখতে চাই, অ্যালেক্স। অথবা শুধু স্মার্ট লোকদের চাই। গতকাল তুমি একটা ঝুঁকি নিয়েছ, সম্ভবত একমাত্র তুমিই বিষয়টিকে ভিন্নভাবে দেখেছ। তুমি পলিটিক্সের আশ্রয় নাওনি ঠিক যেভাবে দরকার কাজটা সেভাবেই করেছ।'

'কিন্তু যদি ওভাবে কাজ না হতো?' ব্যুরোর নাম খচিত কোস্টারের ওপরে নামিয়ে রাখলাম কফির কাপ।

'সেক্ষেত্রে আজ তুমি এখানে থাকতে না এবং আমরাও এভাবে কথা

বলতাম না। তোমাকে সিরিয়াসলি একটা ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি। হয়তো ব্যাপারটা তুমি জানো তবে তুমি যা ভাবছ তারচেয়েও অনেক বেশি খারাপ দশা এখানকার। ব্যুরোতে কে ভালো আর কে মন্দ তা সবসময় সঠিকভাবে বলা মুশকিল। কেউ পারবে না বলতে। আমি চেষ্টা করেছিলাম। ব্যর্থ হয়েছি।'

উনি কীসের ইঙ্গিত করছেন তা বুঝতে পারছি—বার্নস ইতিমধ্যে আমার একটা দুর্বলতা বুঝে গেছেন। উনি জানেন আমি লোকের ভালো দিকটা সবসময় খুঁজে বেড়াই। এটা আমার একটা দুর্বল দিক। তবে এ দুর্বলতাকে আমি দূর করতে চাই না।

'আপনি কি ভালো মানুষ?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'অবশ্যই,' মুচকি হাসলেন তিনি। 'আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার, অ্যালেক্স। সবসময়। সর্বান্তকরণে। যেভাবে বিশ্বাস করতে কাইলি ক্রেগকে।'

ওঁর কথা শুনে শরীর কেঁপে উঠল আমার। হয়তোবা ডিরেক্টর তাঁর নিজের পদ্ধতিতে আমাকে দুনিয়া দেখার ইঙ্গিত করছেন *কাউকে বিশ্বাস কোরো না।*

বারো

এগারোটা বাজার খানিক পরে আমি রওনা হলাম কুয়ানটিকো অভিমুখে। বাল্টিমোরে আমার 'ফাইনাল পরীক্ষা' নেয়ার পরেও আমাকে 'Stress management and Law Enforcement'-এর ওপর ক্লাস করতে হচ্ছে।

সেল ফোন বেজে উঠল। ডিরেকটরের অফিস থেকে টনি উডস। পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। ডিরেক্টরের নির্দেশ সোজা রোনাল্ড রিগান ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যেতে হবে। ওখানে আমার জন্য একটি প্লেন অপেক্ষা করছে।

যীশাস! আবার একটি অ্যাসাইনমেন্ট, আবার ক্লাস করতে মানা করা হলো। আমার ভাবনার চেয়ে দ্রুত গতিতে ঘটছে ঘটনা। তবে এর ফল ভালো হবে না মন্দ জানি না।

'সিনিয়র এজেন্ট নুনি কি জানে যে আমি ডিরেক্টরের ওয়ানম্যান ফ্লাইং স্কোয়াড?' জিজ্ঞেস করলাম উডসকে। *বলো যে জানে। কারণ কুয়ানটিকোতে আমি আর কোন ঝামেলা চাই না।*

'তুমি কোথায় যাচ্ছ আমরা ওকে জানিয়ে দেব,' বলল উডস। 'নিজেই বলব কথাটা। আটলান্টায় যাও তুমি, ওখানে কী ঘটছে জানাও আমাদেরকে। প্লেনে বসে ব্রিফিং করা হবে তোমাকে। এটা একটা অপহরণ কেস।' ব্যস, ফোনে টনি এর বেশি আর কোন তথ্য দিল না।

ওড়াউড়ির বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিগান ওয়াশিংটন ন্যাশনাল ব্যবহার করে ব্যুরো। আমি একটি সেসনা সাইটেশন আল্ট্রায় চড়ে বসলাম। প্লেনের গায়ে কোন আইডেন্টিফাইং মার্কিং নেই্ সেসনায় আটজন বসার জায়গা আছে যদিও যাত্রী কেবল আমি।

'আপনি নিশ্চয় খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবেন,' প্লেন ছাড়ার আগে মন্তব্য করল পাইলট।

'আমি গুরুত্বপূর্ণ কেউ নই। বিশ্বাস করুন আমি কেউ না।'

হাসল চালক। 'সিট বেল্ট বেঁধে ফেলুন, মি. কেউ না।'

বুঝতে পারলাম ডিরেক্টরের অফিস থেকে আগেই এখানে ফোন করা হয়েছে। আমাকে সিনিয়র এজেন্টের সম্মান দেয়া হচ্ছে। ডিরেক্টরের মুশকিল

আসান?

প্লেন আকাশে ওড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে আরেকজন এজেন্ট লাফ মেরে উঠে বসল উড়োজাহাজে। আমার পাশে, আইলের ধারে বসল সে। নিজের পরিচয় দিল উইয়াট ওয়ালশ বলে, ওয়াশিংটন ডিসি'র লোক। এও কি ডিরেক্টরের 'ফ্লাইং টিম'-এর সদস্য? হয়তো আমার পার্টনার।

'আটলান্টায় কী হয়েছে?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'এমন কী ওখানে ঘটেছে যে আমাদের সাহায্য দরকার হয়ে পড়ল?'

'আপনাকে কেউ কিছু বলেনি?' আমি এ ব্যাপারে বিশদ কিছু জানি না দেখে তাকে বিস্মিত মনে হলো।

'আধঘণ্টাও হয়নি ডিরেক্টরের অফিস থেকে ফোন পেয়েছি আমি। আমাকে এখানে আসতে বলা হয়েছে। বলল প্লেনে বসে নাকি আমাকে ব্রিফ করা হবে।'

ওয়াশ এক তাড়া কাগজ ঝপ করে ফেলে দিল আমার কোলে। 'আটলান্টার বাক হেড-এ একটা অপহরণ হয়েছে। এক মহিলা। বয়স ত্রিশ/বত্রিশ। শ্বেতাঙ্গিনী, ধনবতী। এক বিচারপতির স্ত্রী উনি। ফলে বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে ফেডারেল। তবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো *উনিই প্রথম শিকার নন।*'

তেরো

হঠাৎ করে সবকিছু যেন দ্রুত ঘটতে লাগল। ভূমিতে অবতরণ করার পরে আমাকে একটি ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হলো বাক হেড-এর ফিপস প্লাজার শপিং সেন্টারে।

ওখানে পৌঁছে মনে হলো বড় রকমের কোন গণ্ডগোল ঘটে গেছে। স্যাকস ফিফথ এভিন্যু এবং নর্ড অ্যান্ড টেলরের মতো পুরানো, বনেদী দোকানগুলোও প্রায় ফাঁকা। এজেন্ট ওয়ালশ জানাল ভিক্টিম, মিসেস এলিজাবেথ কনোলি আন্ডারগ্রাউন্ডের পার্কিংলট থেকে অপহৃত হয়েছেন। ওটার কাছেই আরেকটি বড় দোকান পারিসিয়ান।

গোটা পার্কিং এরিয়া ঘিরে রেখেছে পুলিশ, যদিও মিসেস কনোলিকে লেভেল তিন থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রতিটি লেভেলের গ্যারেজ সবুজ-সোনালি রঙের স্ক্রল ডিজাইন করা তবে পুলিশ টেপ দিয়ে ওসব স্ক্রল ঢেকে দিয়েছে। ব্যুরোর এভিডেন্স রেসপন্স টিমও ওখানে হাজির। অবিশ্বাস্য কর্মচাঞ্চল্য ইংগিত করে স্থানীয় পুলিশ এজেন্সিগুলো গোটা ব্যাপারটি অত্যন্ত সিরিয়াসভাবে গ্রহণ করেছে। ওয়ালশের কথাটা মনে পড়ল আমার *উনিই প্রথম শিকার নন।*

কথাটা হাস্যকর শোনালেও সত্যি, আমি ব্যুরোর ফিল্ড অফিসের এজেন্টদের চেয়ে স্থানীয় পুলিশদের সঙ্গে কথা বলে বরং অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। আমি ওদের দিকে হেঁটে গেলাম। কথা বললাম আটলান্টা পুলিশ বিভাগের দুই গোয়েন্দা পেডি এবং সিয়াকিও'র সঙ্গে।

'আমি আপনাদের কাজে বাগড়া দিতে আসিনি,' ওদেরকে বললাম আমি, তারপর যোগ করলাম, 'আমি একসময় ওয়াশিংটন পুলিশ বিভাগে ছিলাম।'

'ওদের সঙ্গে বেঈমানি করেছেন বুঝি, অ্যাঁ?' বলে হেসে উঠল সিয়াকিও। কথাটা ঠাট্টার ছলে বলা হলেও এর মধ্যে সত্যের হুলও রয়েছে। মেয়েটির চোখে যেন ছায়া ঘনাল।

কথা বলল পেডি। সে তার সঙ্গীর চেয়ে বয়সে কমপক্ষে দশ বছরের বড়। দুজনেই দেখতে ভালো। 'এফবিআই'র এ কেসের ব্যাপারে আগ্রহ কেন?'

যেটুকু ওদেরকে বলা উচিত মনে করলাম তাই বললাম।

'অপহরণ এবং নিখোঁজ হওয়ার যেসব ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে এটির মিল রয়েছে। শ্বেতাঙ্গ, শহুরে নারী। আমরা এখানে এসেছি সম্ভাব্য কানেকশন খুঁজে বের করতে। তাছাড়া ভদ্রমহিলা একজন বিচারপতির স্ত্রী।'

পেডি প্রশ্ন করল, 'আমরা কি আটলান্টা মেট্রো এলাকায় অতীতের নিখোঁজ সংবাদগুলো নিয়ে কথা বলছি?'

মাথা নাড়ালাম আমি। 'না, আমার জানা মতে নয়। আর যেসব শহরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে রয়েছে টেক্সাস, ম্যাসাচুসেটস, ফ্লোরিডা, আরকানসাস।'

'এর সঙ্গে কি মুক্তিপণের বিষয়টি জড়িত?' জানতে চাইল পেডি।

'টেক্সাসের কেসের ক্ষেত্রে জবাব হলো হ্যাঁ। অন্যরা কেউ মুক্তিপণ চায়নি। অপহৃত নারীদের কারও আর খোঁজও পাওয়া যায়নি।'

'শুধুই সাদা চামড়া মহিলারা অপহৃত হচ্ছে?' নোট নিতে নিতে প্রশ্ন ছুড়ল সিয়াকিও।

'যদ্দুর জানি, হ্যাঁ। আর সবাই টাকাঅলা। তবে কেউ মুক্তিপণ চায়নি। আর এদের কথা সংবাদমাধ্যমগুলোও জানে না।' পার্কিং গ্যারেজের চারপাশে চোখ বুলালাম। 'এ পর্যন্ত আমাদের অর্জন কী? আমাকে একটু সাহায্য করুন।'

সিয়াকিও তাকাল পেডির দিকে। 'যোশুয়া?'

শ্রাগ করল পেডি। 'ঠিক আছে, ইরিন।'

'একটা তথ্য আমরা জানি। অপহরণের ঘটনার সময় পার্ক করা গাড়িগুলোর একটিতে দু'টি কিশোর ছেলেমেয়ে ছিল। তবে অপরাধ সংঘটনের প্রথম অংশ তারা দেখতে পায়নি।'

'ওরা তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল,' জানাল জোশুয়া পেডি।

'তবে ওরা চিৎকার শুনে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পায় এলিজাবেথ কনোলিকে। দুই কিডন্যাপার, নিজেদের কাজে অত্যন্ত দক্ষ। একজন পুরুষ, অপরজন মহিলা। তারা আমাদের কিশোর লাভারদের দেখতে পায়নি দুজনে ভ্যানের পেছনে ছিল বলে।'

'আর ওদের মুখ নিচু ছিল?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল?'

'হুঁ। ওরা যখন একটু ফ্রি হয়, দেখে পুরুষ এবং মহিলাটি, বর্ণনানুযায়ী তাদের বয়স হবে ত্রিশের কোঠায়, গায়ে দামি পোশাক, মিসেস কনোলিকে জাপ্টে ধরে রেখেছে। ওরা অত্যন্ত দ্রুত ভদ্রমহিলাকে ধরে, চ্যাং দোলা করে ছুড়ে দেয় তারই স্টেশন ওয়াগনের পেছনে। তারপর মিসেস কনোলির গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

'ওরা দুজন ভ্যান থেকে নেমে চিৎকার করল না কেন?'

মাথা ছাড়ল সিয়াকিও। 'ওরা বলেছে ঘটনাটা নাকি চোখের পলকে ঘটে যায়। তাছাড়া দুজনেই খুব ভয়ে ছিল। কারণ স্কুল ফাঁকি দিয়ে প্রেম করে যে অপরাধ করেছে সে বোধটুকু ওদের ছিল। ওরা বাকহেড-এর একটি স্থানীয় প্রেপ স্কুলে পড়ে।'

একটা দল ভদ্রমহিলাকে নিয়ে গেছে, মনে মনে ভাবলাম আমি। খবরটা জেনে ফায়দাই হলো। আমি প্লেনে আসার সময় ফাইলে চোখ বুলিয়ে দেখেছি অন্যান্য অপহরণের ক্ষেত্রে কোন দল বা জুটি জড়িত ছিল না।

একজন পুরুষ ও একজন মহিলার দল? ইন্টারেস্টিং তো!

অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত।

'একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?' জিজ্ঞেস করল পেডি।

'যদি পারি। বলে ফেলুন।'

পার্টনারের দিকে তাকাল সে। আমার মনে হলো যোশুয়া এবং ইরিনও হয়তো মাঝে মাঝে গাড়ির পেছনের আসনে গিয়ে সময় কাটায়। ওরা একে অন্যের দিকে যেভাবে তাকাচ্ছে তাতে এমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

'আমরা শুনছি এটার সঙ্গে নাকি সানড্রা ফ্রিড ল্যান্ডারের কেসের একটা মিল রয়েছে। কথাটা কি সত্যি? ওয়াশিংটন ডিসিতে ওই ভদ্রমহিলা নিখোঁজ প্রায় দুবছর হলো।

আমি গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লাম। 'আমার জানা মতে নয়। আপনাদের কাছেই প্রথম সান্ড্রা ফ্রিডল্যান্ডারের কথা শুনলাম।'

কথাটি সত্য নয়। প্লেনে আসার পথে এফবিআই'র গোপন ফাইলে সান্ড্রা ফ্রিডল্যারের কথা পড়েছি। শুধু সে নয়— আরও সাতজন নারী নিখোঁজ।

চৌদ্দ

মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে আমার। কেস নোট পড়ে জানলাম সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২২০জনেরও বেশি নারী নিখোঁজ। এর মধ্যে অন্তত সাতজনের অদৃশ্য হওয়ার বিষয়টি ব্যুরোর 'শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস চক্র'র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির কাছে কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরের সাদা চামড়ার মেয়েদের দারুণ চাহিদা। আর মধ্যপ্রাচ্য কিংবা জাপানে এদের বিক্রয়মূল্য অত্যধিক।

বছর কয়েক আগে আটলান্টা আরেক ধরনের সেক্স-স্লেভ স্ক্যান্ডালের কেন্দ্রস্থল ছিল। এশিয়ান এবং মেক্সিকান মেয়েদেরকে আমেরিকায় ধরে আনা হতো। তারপর জর্জিয়া এবং ক্যারোলাইনায় জোর করে বেশ্যাবৃত্তিতে ঢুকিয়ে দিত। এর সঙ্গে সম্ভবত মেক্সিকোর জুয়ানিটার নারী অপহরণের বিষয়টি জড়িত। বছর কয়েক আগে ওদেশ থেকে শতশত মেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে পৌঁছে গেলাম বাকহেড-এর টক্সেডো পার্কে বিচারপতি ব্রেনডান কনোলির বাড়িতে। এদের দু একবার জায়গা দখল করে থাকা বাড়িটি ১৮৪০ সালের জর্জিয়া প্ল্যান্টেশনের আদলে তৈরি। বৃত্তাকার ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা একটি পোর্শে বাক্সটার। প্রতিটি জিনিস যেটি যেখানে থাকার কথা সেরকম রয়েছে।

স্কুল ড্রেস পরা একটি কিশোরী খুলে দিল সামনের দরজা। তার গায়ের জাম্পার দেখে বোঝা যায় সে পেস একাডেমির ছাত্রী। নিজের পরিচয় দিল ব্রিজিড কনোলি বলে। দাঁতে ব্রেস পরানো। ব্যুরো কনোলি পরিবার নিয়ে লেখা নোটে ব্রিজিডের কথা পড়েছি আমি। বাড়ির ফয়ারটি অত্যন্ত অভিজাত, বিশাল একটি ঝাড়বাতি ঝুলছে মাথার ওপর, হার্ডউডের মেঝে চকচক করছে।

মূল এন্ট্রিওয়ের দরজার আড়ালে দুটি বাচ্চা মেয়েকে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখলাম। কনোলিদের তিনটে মেয়েই সুশ্রী। ব্রিজিডের বয়স বারো, মেরিডিস এগারো এবং গুয়েন ছয়। শেষের দুজন লভেট স্কুলে পড়ে।

'আমি অ্যালেক্স ক্রস, এফবিআই'র সঙ্গে আছি,' বললাম ব্রিজিডকে। মেয়েটিকে তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী লাগছে। এমন একটা বিপদের সময়েও সে মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে। 'তোমাদের বাবা জানেন আমি আসব।'

'বাবা এক্ষুণি চলে আসবেন, স্যার।' বলল ও। ছোট দুই বোনের দিকে ফিরল। 'বাবা কী বলেছেন শুনেছ তো। সেরকম আচরণ করবে। তোমরা দুজনেই।'

'আমি কাউকে কামড়ে দেব না,' হলওয়ে থেকে উঁকি দিতে থাকা মেয়ে দুটিকে লক্ষ করে বললাম আমি।

মুখ লাল হয়ে গেল মেরিডিথের। 'ওহ্, আমরা দুঃখিত। আপনাকে ইংগিত করে কিছু বলা হয়নি।'

'তা জানি,' বললাম আমি। অবশেষে হাসি ফুটল ওদের মুখে। মেরিডিথের দাঁতেও ব্রেস পরানো। মেয়েগুলো ভারী কিউট, খুব মিষ্টি।

ওপরতলা থেকে ভেসে এল একটি কণ্ঠ। 'এজেন্ট ক্রস?'

এজেন্ট? এ শব্দটির সঙ্গে এখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি।

সামনের সিঁড়িতে তাকালাম। জাজ ব্রেনডান কনোলি সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন। পরনে স্ট্রাইপ্ড নীল শার্ট, গাঢ় নীল স্ল্যাক্স, কালো ড্রাইভিং লোফার। একহারা গড়ন। তবে চেহারায় ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট, যেন অনেকদিন ঘুমান না তিনি। এফবিআই'র দেয়া তথ্য থেকে জানি, বিচারপতির বয়স চুয়াল্লিশ, তিনি জর্জিয়া টেক এবং ভ্যান্ডারবিল্ট ল স্কুলে পড়াশোনা করেছেন।

'তো আপনি,' জোর করে হাসি ফোটালেন তিনি। 'কামড়ান নাকি কামড়ান না?'

ওঁর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলাম। 'শুধু যাদের কামড় দেয়া দরকার তাদেরকেই কামড়াই আমি। আমি অ্যালেক্স ক্রস।'

ব্রেনডান কনোলি আমাকে বৃহদায়তনের একটি লাইব্রেরি কক্ষে নিয়ে এলেন। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত শুধু বই। একটি ক্ষুদ্রাকৃতির গ্রান্ড পিয়ানোও আছে। বিলি জোয়েলের গানের স্বরলিপি আছে পিয়ানোর ওপর। ঘরের কোনে একটি বিছানা— অগোছালো।

'এজেন্ট ক্রসের সঙ্গে কথা শেষ করে তোমাদেরকে ডিনার বানিয়ে দেব'খন।' বিচারপতি তাঁর মেয়েদের দিকে ফিরে বললেন। 'তখন তোমাদের সাহায্য লাগবে।'

'নিশ্চয়, ড্যাডি,' কোরাসে বলে উঠল তিন বোন। দেখেই বোঝা যায় এরা বাবা-অন্ত প্রাণ। ব্রেনডান ওক কাঠের স্লাইডিং দরজা টেনে দিলেন। আমরা দুজন বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।

'কাজটা যে কী কঠিন!' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। ব্রেনডান। 'বিশেষ করে ওদের সামনে নিজেকে সামলে রাখতে খুব কষ্ট হয়।' বইতে ভরা ঘরের চারপাশটা হাত ঘুরিয়ে দেখালেন তিনি। 'এ বাড়িতে এ জায়গাটি লিজির সবচেয়ে প্রিয়। ও খুব ভালো পিয়ানো বাজায়। আমার মেয়েরাও। আমরা সবাই বইয়ের পোকা। তবে লিজি এ ঘরে বসে বই পড়তে সবচেয়ে পছন্দ করত।'

চামড়ার একটি চেয়ারে বসলেন তিনি। 'আপনি আটলান্টা এসেছেন বলে খুব খুশি হয়েছি। শুনেছি কঠিন কঠিন কেসগুলো নাকি আপনি খুব দক্ষতার সঙ্গে সামাল দেন। আপনাকে আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি, বলুন?'

আমি বিচারপতির বিপরীতে চামড়ার একটি কাউচ দখল করলাম। ওঁর পেছনের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে পার্থেন, চার্টরেস এবং পিরামিডের ছবিসহ চ্যাস্টেন হর্স পার্কের একটি সম্মানসূচক ফলক। 'মিসেস কনোলিকে খুঁজে পেতে বহু লোক কাজ করছে, তারা বিভিন্ন এভিন্যুতেও যাবে। আমি আপনার পরিবার সম্পর্কে খুব বেশি বিস্তারিত কিছু জানতে চাইব না। ওটা স্থানীয় গোয়েন্দাদের কাজ।'

'ধন্যবাদ,' বললেন বিচারপতি। 'এ মুহূর্তে ওসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার মন-মানসিকতাও নেই। বারবার একই প্রশ্নের জবাব দেয়া যে কী বিরক্তিকর আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালাম। 'স্থানীয় কোন পুরুষ কিংবা নারীকে কি দেখেছেন আপনার স্ত্রীর প্রতি অহেতুক কৌতূহল প্রদর্শন করতে? কেউ হয়তো দীর্ঘদিন ধরে আপনার স্ত্রীর প্রেমে পড়েছে কিংবা তাঁকে প্রচণ্ড কামনা করছে? আমি এসব ব্যাপার জানতে চাই। কিংবা খুব সাধারণ কোন বিষয় যা ঠিক সাধারণ মনে হয়নি আপনার কাছে। সম্প্রতি এমন কাউকে কি খুব বেশি করে চোখে পড়েছে যারা ঘনঘন এসেছে আপনার বাড়িতে? ডেলিভারীর লোকজন? ফেডারেল এক্সপ্রেস কিংবা অন্য কোন সেবা সংস্থার মানুষ?' কোন প্রতিবেশীর আচার-আচরণ কি আপনার চোখে সন্দেহজনক মনে হয়েছে? অথবা কর্মস্থলের লোকজন? কিংবা কোন বন্ধু যে মিসেস কনোলিকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বোনে বলে আপনি জানেন?

মাথা ঝাঁকালেন ব্রেনডা। 'আপনি কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি।'

আমি ওঁর চোখে চোখ রাখলাম। 'সম্প্রতি কি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার কোন ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে? হয়ে থাকলে আমাকে বলুন। এসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আমাদেরকে এগুতে হবে।'

হঠাৎ ব্রেনডান কনোলির চোখের কোন ভিজে উঠল।

'লিজির সঙ্গে আমার যখন প্রথম পরিচয় হয় সে ওই সময় *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর সঙ্গে আছে আর আমি টেট শিলিং নামে একটি ল ফার্মে কাজ করছি। আমাদের মধ্যে প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়ে যায়। আমরা কখনও ঝগড়া করিনি, গলা উঁচিয়েও কোনদিন কথা বলেছি বলে মনে পড়ে না। কথাটি এখনও সত্য। এজেন্ট ক্রস, আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি। ওর মেয়েরাও। প্লিজ, ওকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে আমাদেরকে সাহায্য করুন। লিজিকে খুঁজে বার করুন।'

পনেরো

আধুনিক কালের রাশান গড ফাদারটির বয়স আটচল্লিশ, বর্তমানে বাস করছে আমেরিকায়। তাকে সবাই উলফ নামে চেনে। শ্রুতি আছে অকুতোভয় এ লোকটিকে চাইলেই পাওয়া যায়, সে অস্ত্র বিক্রি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, ড্রাগস থেকে শুরু করে ব্যাংকিং-এর মতো বৈধ ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত। কেউ তার আসল পরিচয় জানে না, কিংবা জানা নেই কোন্ আমেরিকান নামে সে পরিচিত অথবা সে কোথায় থাকে। সে অত্যন্ত চতুর, অদৃশ্য একজন মানুষ। এফবিআই'র ফাইলে তার সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য নেই বললেই চলে, কেউ তাকে খুঁজলেও পাবে না।

কুড়ির কোঠায় যখন তার বয়স, সে রাশান অর্গানাইজড ক্রাইম রেড মাফিয়ার চরম নির্দয় এক নেতা হওয়ার জন্য কেজিবি ত্যাগ করে। সে নিজের নামটা ধার করেছে সাইবেরিয়ান নেকড়ের কাছ থেকে। সাইবেরিয়ান এ নেকড়েগুলো দক্ষ শিকারী তবে একই সঙ্গে তারা সারাক্ষণ ধাওয়ার ওপর আছে। এ প্রজাতির নেকড়ে দুরন্ত গতিতে ছুটতে ওস্তাদ, দ্বিগুণ শক্তিশালী জানোয়ারদের ওপর হামলা করতেও পিছ পা হয় না এবং প্রায়ই লড়াইয়ে জিতে যায়। তবে তারা ধাওয়ার শিকার হয় মূলত তাদের রক্ত এবং হাড়ের জন্য। মানুষ নেকড়ে বা উলফও একজন শিকারী এবং সে-ও ধাওয়া খেয়ে চলছে— তবে পুলিশ জানে না কোথায় তাকে ধাওয়া করবে।

তাকে বলা হয় সে একজন অদৃশ্য মানব। কথাটা ভুল নয়। সে সবার চোখের সামনে আছে, কিন্তু তার আসল পরিচয় কেউ জানে না বলে ধরাও খায় না। তাই সে সকলের সামনে থেকেও অদৃশ্য।

এক সুখময় সন্ধ্যায় উলফ নামের লোকটি ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেলের ওয়াটারফ্রন্টে অবস্থিত, ২০,০০০ বর্গ ফুটের নিজের বাড়িতে বিশাল এক পার্টির আয়োজন করল। পার্টির উদ্দেশ্য *'instinct'* নামে পুরুষদের জন্য তার নতুন ম্যাগাজিন-এর উদ্বোধন। এ পত্রিকাটি *Maxim* এবং *Stun*-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে।

লডারডেলে উলফকে লোকে চেনে অরি ম্যানিং হিসেবে, তেলআবিব থেকে আসা একজন ধনী ব্যবসায়ী। অন্যান্য শহরে সে ভিন্ন ভিন্ন নামে

পরিচিত।

এ মুহূর্তে সে ডেন-এ হাজির। এখানে বেশ কয়েকটি টিভিতে, এর মধ্যে ৬১ ইঞ্চি দৈর্ঘের Runco টিভিও আছে, তার অতিথিরা ফুটবল খেলা দেখছে। কয়েকজন ফুটবল ফ্যানাটিক কম্পিউটারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে স্টাটিসটিক্স ডাটাবেস নিয়ে। কাছের একটি টেবিলে, বরফের মধ্যে বন্দি রয়েছে এক বোতল স্টালিকনায়া। পার্টির প্রচুর খানাপিনার মধ্যে উলফ রাশান পানীয় হিসেবে শুধু ভোদকা পরিবেশনের অনুমতি দিয়েছে।

ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা উলফের ওজন ২৪০ পাউন্ড। এমন বিশাল একটি শরীর নিয়েও তার নড়াচড়া প্রকাণ্ড এবং অত্যন্ত শক্তিশালী জানোয়ারের মতো। সে তার অতিথিদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাসছে, ঠাট্টা-তামাশা করছে। হাসছে কারণ সে জানে এ ঘরের কেউ তার হাসির রহস্য জানে না এবং তথাকথিত বন্ধু কিংবা ব্যবসায়ী অংশীদারদের কোন ধারণাই নেই সে আসলে কে।

ওরা তাকে চেনে অরি নামে, পাশা সরোকিন হিসেবে নয় আর উলফ নামে চেনার তো প্রশ্নই নেই। তারা জানে না উলফ সিয়েরা লিওন থেকে অবৈধ হিরে কেনে, তাদের জানা নেই এশিয়া থেকে টনকে টন হেরোইন-এর ক্রেতা সে, ধারণা নেই সে কলম্বিয়ানদের কাছে অস্ত্র এমনকী জেট বিমানও বিক্রি করে আর তার কাছ থেকে সৌদি শেখ ও জাপানীরা উচ্চমূল্যে শ্বেতাঙ্গ নারীদের কিনে নেয়। দক্ষিণ ফ্লোরিডায় সামাজিক এবং ব্যবসায়ী মহলে সে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো লোক হিসেবে পরিচিত।

আজ রাতে দেড় শতাধিক অতিথি এসেছে উলফের পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে। তবে সে তিনশো লোকের উপযোগী খাবার-দাবারের অর্ডার দিয়েছে। সে নিউইয়র্কের *লো সিরক ২০০০* থেকে শেফ ভাড়া করে এনেছে, এসেছে স্যানফ্রান্সিসকো থেকে সুশি কুক। তার পরিচারিকারা সেজেছে চিয়ারলিডারদের সাজে, সকলের উর্ধ্বাংগ উন্মুক্ত। নগ্ন বক্ষা পরিচারিকারা অভ্যাগতদের জন্য একটি মজার জিনিস হবে বলে উলফের ধারণা। পার্টির সবচেয়ে বিস্ময় হলো এর ডেসার্ট যা ভিয়েনার শাসার থেকে আমদানী করা। সন্দেহ নেই এজন্যেই সকলেই অরিকে পছন্দ করে। অথবা তাকে ঘৃণা করে।

সে মিয়ামি ডলফিনস থেকে আসা এক সাবেক প্রফেশনালকে আলিঙ্গন করল, কথা বলল এক আইনজীবীর সঙ্গে যে কিনা ফ্লোরিডা টোবাকো সেটলমেন্ট থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার কামিয়েছে। গভর্নর জেব বুলকে নিয়ে দু একটা কথা বলে ভিড়ের দিকে কদম বাড়ালো উলফ। তার অতিথিদের মধ্যে সুবিধেবাদী লোকজনের সংখ্যাও কম নয় যারা পার্টিতে এসেছেই কার কাছ থেকে কী সুবিধা আদায় করা যায় সে নিয়ত নিয়ে।

উলফ হাঁটতে হাঁটতে ইনডোর সুইমিং পুলের ধার ঘেঁষে এগিয়ে গেল দ্বিগুণ আয়তনের আউটডোর পুলের দিকে। অতিথিদের সঙ্গে গল্প-গুজব করল, একটি প্রাইভেট-স্কুল চ্যারিটিতে উদার হস্তে কিছু অর্থ দান করল। সিরিয়াস কথা বলল রাজ্যের সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেল মালিক, একজন মার্সিডিস ব্যবসায়ী মুঘল এবং বৃহৎ একটি কর্পোরেশনের কর্ণধারের সঙ্গে। শেষোক্ত লোকটি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

উলফ এখানে উপস্থিত প্রায় প্রতিটি লোককে নিতান্তই অবজ্ঞার চোখে দেখে। বিশেষ করে বয়সী বড়লোকগুলো তো তার চোখের বিষ। এরা জীবনেও কোনদিন সত্যিকারের ঝুঁকি নিয়ে দেখেনি। অথচ কোটি কোটি টাকা কামাই করেছে এবং নিজেদেরকে ভাবছে বিরাট কিছু।

গত এক ঘণ্টায় এই প্রথম এলিজাবেথ কনোলির কথা মনে পড়ে গেল তার। তার মিষ্টি, দারুণ দারুণ সেক্সি লিজি। লিজির চেহারা ক্লডিয়া শিফারের মতো। সে স্মৃতিচারণ করল সেসব দিনগুলোর কথা যখন ক্লডিয়া শিফারের ছবি সমৃদ্ধ শতশত বিলবোর্ডে ছেয়ে গিয়েছিল মস্কো। ক্লডিয়াকে সে কামনা করত—প্রতিটি রাশান পুরুষেরই কামনার ধন এ জার্মান মডেল—এর সঙ্গে তার বন্দিনীর চেহারার রয়েছে অপূর্ব মিল।

তার প্রিয় লিজি এ মুহূর্তে বন্দি হয়ে আছে ফোর্ট লডারডেলে তারই এ প্রকাণ্ড বাড়িটিতে।

ষোলো

ওর জীবনে এমন ভয়ংকর ঘটনা ঘটছে বিশ্বাস করতে পারছে না লিজি কনোলি। এখনও পুরো ব্যাপারটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। কিন্তু ঘটছে তো! ও এখানে বন্দিনী!

ওকে যে বাড়িতে রাখা হয়েছে সেখানে মানুষজন ভর্তি, বুঝতে পারছে লিজি। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে পার্টি চলছে। পার্টি? লোকটার কী সাহস!

ওকে যে জিম্মি করে রেখেছে সে লোকটা বোধহয় খুব আত্মবিশ্বাসী। এবং উদ্ধত! লোকটা লিজিকে গর্ব করে বলছিল সে একজন গ্যাংস্টার, গ্যাংস্টারদের রাজা, সর্বকালের সেরা। লোকটার সারা গায়ে উল্কি আঁকা— ডান হাতের পেছনে, কাঁধে, পিঠে, ডান কনিষ্ঠা আঙুলে, এমনকী অণ্ডকোষ এবং পুরুষাঙ্গেও সে উল্কি দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে।

এ বাড়িতে যে পার্টি চলছে লিজির তাতে কোন সন্দেহ নেই। কথাবার্তাও শুনতে পাচ্ছে সে কারা যেন আসন্ন অ্যাসভোন ট্যুর নিয়ে কথা বলছে, একজন বলছে এক ন্যানি এবং স্থানীয় এক মায়ের মধ্যেকার সম্পর্কের গুজব নিয়ে, আরেকজন বলল সুইমিং পুলে ডুবে মরা একটি শিশুর কথা, লিজির গুয়েনের মতো বয়সী বাচ্চাটা, ফুটবলের গল্প...

এরা কারা? ওকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে? *কোথায় আমি?*

মাথা ঠাণ্ডা রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে লিজি, পারছে না। ফালতু বিষয় নিয়ে কথা বলা লোকগুলো তার খুব কাছে। লিজিকে হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে রেখেছে এক উন্মাদ, বোধহয় লোকটা একটা খুনীও।

ওদের কথা শুনছে লিজি, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসে গাল বেয়ে ঝরতে লাগল। ওরা কথা বলছে, হাসছে, লিজির কাছ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে তারা।

আমি এখানে। আমাকে বাঁচাও, পিটলজ!

আমি এখানে!

অন্ধকারে বসে আছে লিজি। কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

পার্টি চলছে, লোকজন কথা বলছে পুরু কাঠের দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে।

ক্লজিটের মতো ছোট একটি ঘরে আটকে রাখা হয়েছে লিজিকে। কয়েকদিন ধরে এখানে বন্দি ও। শুধু বাথরুমে যাবার সময় ওর বাঁধন খুলে দেয়া হয়।

ওর হাত-পা শক্ত রশি দিয়ে বাঁধা।

মুখে টেপ লাগানো।

লিজি তাই চিৎকার করতে পারছে না, সাহায্য চাইতে পারছে না। ও শুধু মনে মনে চিৎকার করছে।

প্লিজ হেল্প মি।

আমাকে কেউ দয়া করে বাঁচাও।

আমি এখানে! তোমাদের ঠিক নাকের ডগায়!

আমি মরতে চাই না!

লোকটা একটা কথাই বলেছে লিজিকে— সে লিজিকে হত্যা করবে।

সতেরো

লিজি কনোলির নীরব চিৎকার কেউ শুনতে পেল না। পার্টি নিজের গতিতে এগিয়ে চলল। পার্টিতে লোক সমাগম বাড়ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে কোলাহল, অসংযত আচরণ এবং অশ্লীলতা বেড়ে চলেছে সে সঙ্গে। ওই রাতে ফোর্ট লডারডেলের ওয়াটার ফ্রন্টের বাড়িটিতে মোট এগারো বার লিমুজিন এসে নামিয়ে গেল তাদের অতিথিদেরকে। তারপর গাড়িগুলো চলে গেল। যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই তাদের। তবে ব্যাপারটা কেউ লক্ষ করল না।

কেউ খেয়াল করল না এসব অতিথির কেউই যে গাড়ি চড়ে এসেছে তাতে চড়ে তারা ফেরত যায়নি। তারা বাড়ি ফিরেছে অন্য গাড়িতে। প্রতিটি গাড়িই অত্যন্ত দামি, বিশ্বের সবচেয়ে সেরা গাড়ি এগুলো এবং সবগুলো চুরি করা।

একজন NF2 গভীর মেরুন রঙের রোলস রয়েস করনিশ কনভার্টিবলে চড়ে বাড়ি ফিরল। গাড়িটির দাম ৩৬৩,০০০ ডলার।

এক শ্বেতাঙ্গ র‍্যাপ তারকা ২২৮,০০০ ডলার মূল্যের অ্যাকুয়া ব্লু অ্যাকটিন মার্টিন ভ্যানকুইশে উঠল। মাত্র দশ সেকেন্ডে এ গাড়ি শূন্য থেকে একশো মাইলে স্পিড তুলতে পারে।

এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দামি গাড়িটি হলো আমেরিকায় তৈরি Saleen St, সীগালের ডানার মতো দরজা, চেহারা হাঙরের মতো, ৫৫০ অক্ষশক্তিতে চলে।

এগারোজন বিশেষ অতিথির জন্য চুরি করা প্রচণ্ড দামি গাড়িগুলি ফোর্ট রডার ডেলের বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

ইটালিতে তৈরি একটি সিলভার কালার Pagani zonda গাড়ির দাম ৩৭০,০০০ ডলার।

একটি সিলভার এবং অরেঞ্জ কালারের মিশেল দেয়া spyker c8 Double হে গাড়ির রয়েছে ৬২০ অক্ষশক্তি।

ব্রোঞ্জ রঙের একটি Bently Azure Mulliner convertible-এর দাম

৩৭৬,০০০ ডলার।

একটি Ferrari 575 Maranello দাম ২১৫,০০০ ডলার

একটি Porshe GT2।

দুটি হলুদ সোনা রঙের Lamborghieni murcielagos প্রতিটির মূল্য ২৭০,০০০ ডলার।

একটি Hammer HI অন্য গাড়িগুলোর মতোই দামি।

সবগুলো চুরি করা গাড়ির মূল্য তিন মিলিয়ন ডলারের ওপরে তবে বিক্রি হয়েছে দু মিলিয়ন ডলারে।

উলফ সুন্দরের পূজারী। দ্রুত, দামি এবং সুন্দর সব কিছুই সে পছন্দ করে।

আঠারো

পরদিন প্লেনে ফিরে এলাম ওয়াশিংটন ডি.সিতে। সন্ধ্যা ছ'টায় ফিরলাম বাড়িতে। মনে হলো যেন জীবন ফিরে পেয়েছি। আমার পুরানো, কালো পর্শে থেকে নেমে দেখি ফ্রন্ট পর্চে বসে বেহালা বাজাচ্ছে জেনি। ও খুব ভালো বেহালা বাজায়।

'এত চমৎকারভাবে জুজেক বাজাচ্ছে যে সুন্দরী মেয়েটি, কে সে?' লন ধরে এগোতে এগোতে হাঁক ছাড়লাম।

আমার গলা শুনে মুখে তুলে চাইল জেনি, কিছু বলল না। শুধু হাসল। আমি ওর কাছে এসে বললাম, 'দারুণ বাজাচ্ছ তুমি,' আমার মেয়ের মুখের হাসি প্রসারিত হলো। আমি বারান্দার সিঁড়িতে বসে ওর বাজনা শুনতে লাগলাম। শুধু আমরা দুজন। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ঝংকার তুলছে বেহালার সুর। কী যে ভালো লাগছে আমার!

জেনির বেহালা বাজানো শেষ হলো। আমরা হালকা ডিনার সেরেই ছুটলাম কেনেডি সেন্টারে। গ্রান্ড ফোয়ারে আজ ফ্রি প্রোগ্রাম আছে। কাল আমরা ক্যাপিটাল ওয়াইতে যাওয়ার প্ল্যান করেছি। তারপর ডেমনের সঙ্গে ভিডিও গেম খেলব।

বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। সাড়ে দশটার সময় জামিলাকে ফোন করলাম। ওকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। ড্রেস বদলাতে ঘণ্টাখানেকের জন্য বাড়ি এসেছে।

'হেই,' আমার গলা শুনে বলল ও।

'হেই ব্যাক টু ইউ। কথা বলার সময় হবে?'

'তোমার জন্য কয়েক মিনিট সময় টেনেটুনে বের করা যাবে। নিশ্চয় বাড়ি থেকে ফোন করেছ, না?'

'সন্ধ্যা ছ'টা থেকে ওদের সঙ্গে আছি আমি। কেনেডি সেন্টারে গিয়েছিলাম। খুব মজা করেছি।'

'শুনে হিংসে হচ্ছে।'

ও কী করছে জানতে চাইলাম, তারপর বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কীভাবে

কাটল তার বর্ণনা দিলাম, সবশেষে অফিসে আমার দিনকাল কেমন কাটছে তা বললাম। কিন্তু পনেরো মিনিট কথা বলার পরেই বুঝতে পারলাম জামিলাকে এখন ছেড়ে দিতে হবে। ও রাতে কোথাও যাচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম না। প্রয়োজন হলে জামিলা নিজেই আমাকে বলবে।

'তোমাকে খুব মিস করছি,' বললাম আমি। জানি আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছে জামিলা। ওর কথা সারাক্ষণ মনে পড়ে আমার।

'এখন আমাকে দৌড়াতে হবে, অ্যালেক্স। বাই,' বলল জামিলা।

'বাই।'

জামিলাকে এখন ছুটতে হবে। আর আমি ছোটাছুটি থেকে রেহাই চাইছি।

উনিশ

কনোলি অপহরণ বিষয়ক জরুরি একটি মিটিংয়ে পরদিন আমাকে হাজির থাকতে বলা হলো। গত বারো মাসে যেসব অপহরণের ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে কনোলি কিডন্যাপিং-এর একটা সম্পর্ক থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেসটি 'প্রধান' কেস হিসেবে প্রাধান্য পাচ্ছে, এর কোড নেম দেয়া হয়েছে 'শ্বেতাঙ্গ নারী।'

এফবিআই'এর একটি র‍্যাপিড স্টার্ট টিমকে ইতিমধ্যে আটলান্টায় পাঠানো হয়েছে। ফিপস প্লাজা শপিং সেন্টারের স্যাটেলাইট ফটো দেখে আশা করা যায় যে মোটরগাড়িটিতে চড়ে কিডন্যাপাররা ওখানে গিয়েছিল এবং কনোলির স্টেশন ওয়াগন নিয়ে কেটে পড়েছিল, সেই গাড়িটি সনাক্ত করা সম্ভব হবে।

ওয়াশিংটন-এর ব্যুরো অফিসে জানালাবিহীন একটি ঘরে প্রায় দুডজন এজেন্টকে দেখলাম বসে আছে। অফিসে ঢুকে শুনলাম এ কেস পরিচালনা করা হবে ওয়াশিংটন থেকে। তার মানে ডিরেক্টর বার্নস বিষয়টিতে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন। ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন ইতিমধ্যে তাঁর জন্য একটি ব্রিফিং বুক তৈরি করেছে। একজন ফেডেরাল জাজের স্ত্রীর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটি খুব গুরুত্ব দিচ্ছে এফবিআই।

HRT'র নেড মেহোনি আমার পাশের আসনটি দখল করল। আমার সঙ্গে ওর বেশ একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমার দিকে চোখ টিপে বলল 'হেই, স্টার।' কালো জাম্পসুট পরা, কালো চুলের ছোটখাট অবয়বের এক মহিলা টপ করে বসে পড়ল আমার আরেক পাশে। পরিচয় দিল মনি ডোনেলি বলে, জানাল এ কেস-এর সে ভায়োলেন্ট ক্রাইমস অ্যানালিস্ট। মহিলা অসম্ভব দ্রুতগতিতে কথা বলে, প্রাণশক্তিতে ভরপুর এবং এ জিনিসটি তার মধ্যে রয়েছে অতিমাত্রায়।

'বোধহয় আমরা একসঙ্গে কাজ করছি,' আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে করতে বলল সে। 'আপনার সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা আমি শুনেছি। আপনার বায়োডাটা আমার মুখস্ত। আমিও হপকিন্স-এর গ্রাজুয়েট।'

'মনি আমাদের সেরা এবং উজ্জ্বলতম নক্ষত্র,' বলল মেহোনি।

'অ্যান্ড দ্যাটস আ গ্রস আন্ডারস্টেন্টমেন্ট।'

'হি ইজ সো রাইট,' মাথা ঝাঁকাল মনি ডোনেলি। 'কথাটা সবাইকে বলে দাও, প্লিজ। গোপন অস্ত্র হিসেবে কাজ করতে করতে আমি ক্লান্ত।'

লক্ষ করলাম আমার সুপারভাইজার গর্ডন নুনি এ ঘরে উপস্থিত নেই। 'শ্বেতাঙ্গ নারী' নিয়ে শুরু হয়ে গেল মিটিং।

ওয়াল্টার জেলরাস নামে এক সিনিয়র এজেন্ট সামনে দাঁড়িয়ে স্লাইড দেখাতে শুরু করল। লোকটা পেশাদার হলেও বড্ড রসকষহীন। মনে হচ্ছিল আমি এফবিআই'র বদলে আইবিএম কিংবা চেজ ম্যানহাটান ব্যাংক-এর আলোচনা সভায় এসেছি। ফিসফিস করল মনি, 'এই তো সবে শুরু। বিরক্তির চরম সীমায় পৌঁছে যাবেন। এ লোক সূচনা করছে মাত্র।'

জেলরাসের একঘেয়ে সুরের বক্তৃতা হপকিন্সে আমার এক প্রফেসরের কথা মনে করিয়ে দিল। জেলরাসও ওই প্রফেসরের মতো প্রতিটি বিষয়ে সমান ওজন দিয়ে কথা বলছে, যে তথ্য সে জানাচ্ছে তা নিয়ে তাকে উত্তেজিত কিংবা বিরক্ত কোনটাই মনে হচ্ছে না। জেলরাসের বিষয় হলো কনোলির অপহরণের সঙ্গে গত কয়েক মাসের নানান কিডন্যাপিং-এর ঘটনার সম্পর্ক আছে কিনা তা নিয়ে আলোকপাত। কাজেই তার ধারণা বিষয়টি সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে।

'জেরাল্ড গটলিয়েব,' আবারও গলা নামাল মনি। আমি হাসলাম। প্রায় জোরেই হেসে দিচ্ছিলাম। গটলিয়েব হপকিন্সে একঘেয়ে কণ্ঠে পড়া বোঝাতেন।

'ধনবতী, আকর্ষণীয় শেতাঙ্গ রমণীরা,' বলে চলেছে জালরাস, 'গত বছরের পরিসংখ্যানের চেয়ে তিনগুণ বেশি পরিমাণে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এ ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্ব ইউরোপ, উভয়স্থানেই ঘটছে। আমি একটি ক্যাটালগ দেখাচ্ছি যাতে গত তিনমাসে বিক্রি হওয়া মেয়েদের বর্ণনা রয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যবশত কারা এ ক্যাটালগ তৈরি করেছে তা আমরা খুঁজে বের করতে পারিনি। মিয়ামিতে এটি তৈরি করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হলেও আমরা এ ব্যাপারে কোন উপসংহারে পৌঁছাতে সক্ষম হইনি।'

ক্যাটালগের কপিটি আমার হাতে আসার পরে লক্ষ করলাম এটি ইন্টারনেট থেকে প্রিন্ট করা হয়েছে। দ্রুত পাতা ওল্টাতে লাগলাম। মোট সতেরোটি মেয়ের ছবি আছে। সবাই নগ্ন। তাদের বুক এবং কোমরের মাপের বর্ণনা আছে, চুলের 'আসল' রঙ, চোখের রঙ ইত্যাদি তথ্যও দিয়েছে। মেয়েদের ছদ্ম নাম ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, ক্যান্ডি, স্যাবল, ফক্সি, ম্যাডোনা, রাইপ ইত্যাদি। এদের মূল্য ৩,৫০০ থেকে ১৫০,০০০ ডলার। এছাড়া কোন মেয়ের বায়োগ্রাফিকাল কোন তথ্য নেই।

'শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস ব্যবসার এ বিষয়টি নিয়ে ইন্টারপোলের সঙ্গে আমরা

একজোট হয়ে কাজ করছি। 'শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস' বলা হচ্ছে সেইসব নারীদেরকে যাদেরকে ধরে এনে, বিক্রির পরে বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করা হচ্ছে। আজকাল এসব কাজে ব্যবহার করা হয় সাধারণত এশিয়ান, মেক্সিকান এবং দক্ষিণ আমেরিকান মেয়েদেরকে। এরা শ্বেতাঙ্গ নয়, শুধু ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান মেয়েরা ছাড়া। আপনারা নিশ্চয় জানেন ইদানিং ক্রীতদাস ব্যবসা আগের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত এবং প্রযুক্তি নির্ভর।

গত কয়েক বছর ধরে শ্বেতাঙ্গ নারীদের বিকিকিনির জন্য একটি মার্কেট খোলা হয়েছে, বিশেষ করে স্বর্ণকেশীদের জন্য। এসব মহিলা কয়েক শো ডলার থেকে কয়েক লাখ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। আর এদেরকে বিক্রি করা হয় জাপানে। এবং অবশ্যই সৌদি আরবেও। সৌদিরা সবচেয়ে বড় ক্রেতা। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, ইরাক এবং ইরানেও একটি মার্কেট রয়েছে। এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন?'

অনেকেই নানান প্রশ্ন করল। শেষে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা কেন ভাবছি অন্যদের অপহরণের সঙ্গে এলিজাবেথ কনোলি'র সম্পর্ক রয়েছে?'

সাথে সাথে জবাব দিল জেলরাস। 'একটি দল তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে। ক্রীতদাস ব্যবসায় কিডন্যাপিং গ্যাং খুব সাধারণ বিষয়, বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপে। তারা অপহরণের কাজে অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং দক্ষ। তারা একটি পাইপ লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত। মিসেস কনোলির মতো নারীকে তারা অপহরণ করে ক্রেতা আছে বলেই। মিসেস কনোলিকে অপহরণ করা ছিল দারুণ ঝুঁকির ব্যাপার। তবে তারা এ জন্য নিশ্চয় অনেক টাকাও পেয়েছে। অপহরণে ঘটনাটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে কারণ এতে মুক্তিপণ চাওয়া হয়নি। আমাদের প্রোফাইলের সঙ্গে কনোলি অপহরণ খাপে খাপ মিলে গেছে।'

একজন জানতে চাইল, 'ক্রেতা কি বিশেষ কাউকে কেনার জন্য অনুরোধ করতে পারে? এর কোন সম্ভাবনা আছে কি?'

মাথা ঝাঁকাল জেলরাস, 'টাকার অংক যদি ঠিক থাকে তাহলে অবশ্যই আছে। আর মূল্য নির্ধারিত হতে হবে ছয় সংখ্যার মধ্যে। আমরা এদিকটা ভেবে নিয়েই কাজ করছি।'

দীর্ঘ মিটিংয়ের বাকি অংশটুকু ব্যয় হলো মিসেস কনোলিকে নিয়ে আলোচনায় এবং তাঁকে দ্রুত খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সে প্রশ্নে। সবাই একমত হলো যে মিসেস কনোলির আর সন্ধান মিলবে না। একটি বিষয় সকলকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছে অপহরণকারীরা কেন একটি পাবলিক প্লেসে বসে অপহরণ করবে? যদি এতে মুক্তিপণের ব্যবস্থা থাকত তাহলেও একটি ব্যাখ্যা মিলত কিন্তু কেউ মুক্তিপণ চায়নি। কেউ কি বিশেষভাবে মিসেস কনোলিকে চেয়েছিল? যদি চেয়ে থাকে— তবে কে সে? ভদ্রমহিলার মধ্যে বিশেষ কী

আছে? আর মল থেকে কেন তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো? অপহরণ করার আরও অনেক সহজ জায়গা ছিল।

আমরা ভদ্রমহিলাকে নিয়ে কথা বলছি, কনফারেন্স রুমের সামনের পর্দায় ফুটে উঠল মিসেস কনোলি এবং তার তিন কন্যার ছবি। চারজনের চেহারায় সুখি সুখি ভাব। গত সন্ধ্যায় জেনির সঙ্গে বসে ওর বেহালা বাজানোর দৃশ্যটা মনে পড়তে মনটাই গেল খারাপ হয়ে।

একজন প্রশ্ন করল, 'যারা অপহৃত হয়েছে, তাদের কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেছে?'

'একজনেরও না,' জবাব দিল এজেন্ট জেলরাস। 'আমাদের আশংকা ওঁরা সকলেই মারা গেছেন। ওই কিডন্যাপাররা, তাঁদেরকে যার কাছে ডেলিভারি দিয়েছে তারা মহিলাদেরকে বোধহয় ব্যবহারের পরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।'

বিশ

ওইদিন লাঞ্চ ব্রেকের পরে আমার ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে গেলাম। থিওরিটিক্যাল ক্লাস শেষ হবার পরে বলা হলো এবারে প্রাকটিকাল ক্লাস নেয়া হবে, আউটডোরে। সকলকে স্পোর্টস জ্যাকেট পরতে হলো। তিনটে গাড়ি নিয়ে একটি গাড়িকে ধাওয়া করতে হবে। সাইরেন বাজতে শুরু করল তীক্ষ্ণ স্বরে। লাউড স্পীকারে ভেসে এল নির্দেশ দাঁড়াও। গাড়ি থামাও! মাথার ওপরে হাত তুলে বেরিয়ে এসো গাড়ি থেকে।' আমাদের অ্যামুনিশন থাকল গোলাপি রঙের কার্টিজ। ও দিয়ে আগুন আর ধোঁয়াই বের হয় শুধু, কারও হতাহত হবার আশংকা নেই।

বেলা পাঁচটায় শেষ হলো অনুশীলন। আমি গোসল সেরে পোশাক পরে নিলাম। ট্রেনিং বিল্ডিং ছেড়ে ডাইনিং হল বিল্ডিংয়ে, আমার কিউবিকলের উদ্দেশে রওনা হয়েছি, পথে দাঁড়া করাল নুনি। ইংগিত দিল তার কাছে যেতে। *যদি না যাই?*

'তুমি ডিসিতে ফিরছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'হুঁ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগে কিছু রিপোর্ট পড়তে হবে। আটলান্টার অপহরণ সংক্রান্ত রিপোর্ট।'

'বিগ স্টাফ। আমি ইমপ্রেসড। তোমার ক্লাসমেটরা এখানে রাত কাটায়। তাদের ধারণা এতে ওদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্য গড়ে উঠবে। আমারও তাই ধারণা। তুমি কি ওদের থেকে নিজেকে আলাদা কেউ ভাবছ?'

ডানে-বামে মাথা নাড়লাম আমি, হাসার চেষ্টা করলাম নুনির দিকে তাকিয়ে। হাসিতে কাজ হলো না।

'আমাকে শুরুতেই বলা হয়েছে রাতে আমি বাড়ি ফিরতে পারব। বেশিরভাগের পক্ষেই এটা করা সম্ভব নয়।'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল নুনি। 'শুনেছি ডিসিতে তোমার চিফ অভ ডিটেকটিভের সঙ্গে নাকি হাঙ্গামা বাঁধিয়েছ।'

'চিফ অভ ডিটেকটিভ পিটম্যানের সঙ্গে সবারই হাঙ্গামা বাঁধে।'

রাগে জ্বলছে নুনির চোখ। 'সবার সঙ্গে আমারও হাঙ্গামা হয়। তার মানে এ নয় যে এখানে একটা টিম তৈরি করার গুরুত্ব দিয়ে ভুল করেছি। আমি ভুল

করিনি, ক্রস।'

আমি আর কিছু বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম। নুনি আবার আমার ওপর চটে যাচ্ছে। কেন? আমি যে কটা সম্ভব ক্লাসে হাজির থাকার চেষ্টা করছি। শ্বেতাঙ্গ নারীর কেস নিয়েও আমাকে কাজ করতে হচ্ছে। চাই বা না চাই আমি এ কেসের সঙ্গে এখন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছি। আর এটা কোন প্রাকটিকাল ক্লাস নয়— এটা বাস্তব। এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'আমার কাজ আমাকে করতেই হবে,' অবশেষে বললাম আমি। তারপর নুনিকে পাশ কাটিয়ে চলে এলাম।

জানি এফবিআই'র প্রথম শত্রুটি সৃষ্টি করেছি আমি। এবং সে শত্রু যথেষ্ট প্রভাবশালী।

একুশ

গর্ডন নুনির সঙ্গে ঝগড়া করে মুডটাই গিয়েছিল অফ হয়ে। ডাইনিং হল বিল্ডিং-এর লোয়ার লেভেলে নিজের কিউবে বসে কাজ করছিলাম আমি। এখানে বিহেভিয়োরাল সায়েন্সের অফিস। নিচু ছাদ, ফ্লুরোসেন্ট বাতির আলো, কাঠের দেয়াল আমাকে আমার প্রেসিংক্টের দিনগুলো কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি যেন আবার বসে আছি আগের অফিসে। তবে এফবিআই এজেন্টদের যে গবেষণা করার সুযোগ পায় তা এক কথায় বিস্ময়কর। ব্যুরোর রিসোর্স ওয়াশিংটন ডিসি'র পুলিশ বিভাগের চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ।

আমি শ্বেতাঙ্গ নারী ব্যবসার ফাইলপত্র ঘেঁটে দেখছিলাম। কয়েক ঘণ্টা কাজ করার পরেও মাত্র অল্প কিছু ফাইল দেখা শেষ করতে পারলাম। আর এসব ফাইলের সবই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নারী অপহরণের তথ্যে ঠাসা। একটি অপহরণের ঘটনা আমার নজর কেড়েছে। ওয়াশিংটন ডিসির এক মহিলা অ্যাটর্নি, নাম রুথ মরগেনস্টার্ন। আগস্টের ২০ তারিখ রাত সাড়ে নটার দিকে তাকে শেষ দেখা যায়। তার এক বন্ধু ফগি বটম রুথের অ্যাপার্টমেন্টের কাছে তাকে পৌছে দিয়েছিল।

মিস মরগেনস্টার্নের বয়স ২৬, ১১১ পাউন্ড ওজন, নীল চোখ, কাঁধ ছোঁয়া সোনালি চুল। ২৮ আগস্ট, আনাকোস্টিয়া নাভাল স্টেশনের উত্তর ফটকের কাছে পাওয়া যায় তার পরিচয়পত্র। দুই দিন পরে, শহরের এক রাস্তায় পাওয়া গেছে তার সরকারী অ্যাকসেস কার্ড।

কিন্তু রুথ মরগেনস্টার্ন এখনও নিখোঁজ। তার ফাইলে লেখা হয়েছে *সম্ভবত সে মারা গেছে।*

আমি ভাবছি : রুথ মরগেনস্টার্ন কি মারা গেছে?

মিসেস এলিজাবেথ কনোলিরই বা কী হলো?

রাত দশটা নাগাদ ঘুম পেয়ে গেল। ঘনঘন হাই উঠছে। আরেকটি রিপোর্ট পড়ছি আমি। একবার পড়েছি ওটা, আবারও পড়ছি।

রিপোর্টে লেখা এগারো মাস আগে হাউস্টনে বিলি লোপেজ নামে এক মহিলাকে অপহরণ করা হয়। কিডন্যাপিংটা হয়েছে হাউস্টানিয়ান হোটেলে। দুজন পুরুষের একটা দল পার্কিং গ্যারেজে, ভিক্টিমের গাড়ির কাছে ঘোরাঘুরি

করছিল। মিসেস লোপেজকে 'খুবই আকর্ষণীয়া' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে হাউস্টনে যে অফিসার কেসটি হ্যান্ডল করত তাকে ফোন করলাম। অপহরণের বিষয়ে আমার আগ্রহের কথা শুনে কৌতূহল বোধ করল ডিটেকটিভ স্টিভ বোয়েন। তবে সহযোগিতা করতে কার্পণ্য করল না। বলল নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে মিসেস লোপেজের আর কোন সন্ধান মেলেনি। তার জন্য কেউ মুক্তিপণও দাবি করেনি। 'খুব ভালো ছিলেন ভদ্রমহিলা। যার সঙ্গেই কথা বলেছি সবাই মহিলার প্রশংসা করেছে।'

আটলান্টায় গিয়ে মিসেস এলিজাবেথ কনোলি সম্পর্কে একই কথা শুনেছি আমি।

এ কেসটার প্রতি ইতিমধ্যে আমার বিরাগ জন্মে গেছে তবু এটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। *শ্বেতাঙ্গ নারী।* যেসব মহিলাকে অপহরণ করা হয়েছে সকলেই সুন্দরী ছিল। এই একটি বিষয়ে সবার একটা মিল আছে। হয়তো কিডন্যাপারদের প্যাটার্নই এটা।

বেছে বেছে সুন্দরী মহিলাদেরকে অপহরণ করা।

বাইশ

বাসায় ফিরতে ফিরতে পোনে এগারোটা বেজে গেল। আমার জন্য একটি সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছিল। দেখি জন সিম্পসন বসে আছে সামনের বারান্দায়। ছয় ফুট নয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের আড়াইশো পাউন্ড ওজনের দানব। আমার দিকে প্রথমে কটমট করে তাকাল, তারপর মিষ্টি হাসিতে ভরে গেল মুখ।

'দ্যাখো কে এসেছে! ডিটেকটিভ স্যাম্পসন।' বললাম আমি।

'কেমন চলছে, বন্ধু?' জিজ্ঞেস করল জন। 'দেরি করে বাড়ি ফেরার অভ্যাসটা তোমার আর গেল না।'

'কুয়ানটিকোতে আজই প্রথম এত রাত অবধি অফিস করলাম,' আত্মরক্ষার সুরে বললাম আমি। 'আবার ঝগড়া শুরু কোরো না।'

'আমি কি খারাপ কিছু বললাম?' হাসল জন।

'ঠাণ্ডা বিয়ার চলবে তো?' সদর দরজার তালা খুললাম আমি।

'তোমার বউ কেমন আছে?'

স্যামসন আমার পেছন পেছন ঘরে ঢুকল। আমরা দুজনে দুটো হেইনকেনস বিয়ার নিলাম। তারপর সানপর্চে চলে এলাম। কাচের দেয়াল দিয়ে ঘেরা এ জায়গায় দিনের বেলায় প্রচুর রোদ পাওয়া যায়। আমি বসলাম পিয়ানো বেঞ্চে, জন ধপ করে বসল রকারে, ওর শরীরের চাপে ওটা ক্যাচকোচ শব্দে আপত্তি জানাল। এ পৃথিবীতে জন আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ও আমার বাল্য বন্ধু। এফবিআইতে যোগ দেয়ার আগ পর্যন্ত দুজনে একসঙ্গে পার্টনার হিসেবে হোমিসাইড ডিটেকটিভের কাজ করেছি। আমি এফবিআইতে যোগ দিয়েছি বলে আমার ওপর এখনও রেগে আছে জন।

'বিলি ভালোই আছে। সেন্ট অ্যান্টনিতে ও আজ রাতে এবং কাল লেট শিফটে কাজ করবে। আমরা বেশ আছি।' এক ঢোকে অর্ধেকটা বিয়ার গিয়ে নিল জন। 'আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাঁটি হয় না। তুমি একজন সুখি মানুষকে দেখছ।'

হেসে উঠলাম আমি। 'এতে নিজেই অবাক হয়ে গেছ যেন।'

স্যাম্পসনও হাসল। 'আমি কোনদিন কল্পনাই করিনি আমার দ্বারা সংসার

টংসার হবে। এখন দিন-রাতের বেশিরভাগ সময় বিলির সঙ্গে লটকে থাকি। ও আমাকে হাসিয়ে মারে এমনকী আমাকে দিয়ে জোকস পর্যন্ত বলায়। তোমার আর জামিলার কী খবর? ও ভালো আছে তো? ওর নতুন চাকরির খবর কী? ক্লাব ফেড-এর সঙ্গে কাজ করে কেমন লাগছে?'

'আমি এক্ষুণি জ্যামকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম,' বললাম ওকে। জামিলার সঙ্গে পরিচয় আছে স্যাম্পসনের। ওকে ওর পছন্দ হয়েছে। আমাদের চাকরির অবস্থা জানে জন। জ্যামও হোমিসাইড ডিটেকটিভ। কাজেই ও জানে ডিটেকটিভদের জীবন কীরকম। জ্যামের সঙ্গ খুব উপভোগ করি আমি। কিন্তু দুর্ভাগ্য কাজের কারণে স্যানফ্রান্সিসকো থাকতে হচ্ছে আমার বউকে।

'ও আরেকটা মার্ডার কেস নিয়ে ব্যস্ত। স্যানফ্রান্সিসকোতেও খুন-খারাবী চলে। ব্যুরোতে আমার দিনকাল অবশ্য কাটছে ভালোই।' আমি দ্বিতীয় বিয়ারের ক্যান খুললাম।

'তবে ব্যুরো ক্রাটদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করছি।'

হাসল জন। 'ব্যুরো ক্রাটদের নিয়ে ইতিমধ্যে ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে, অ্যাঁ? অথরিটি প্রবলেম? কিন্তু বাড়ি ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন তোমার? তুমি ওরিয়েন্টেশন না কী যেন করছ শুনলাম?'

এলিজাবেথ কনোলির অপহরণের ঘটনাটা বললাম জনকে। তারপর চলে গেলাম অন্য প্রসঙ্গে। বিলি আর জামিলা, রোমান্স, জর্জ পেনিব্যানোস-এর লেটেস্ট নভেল, আমাদের এক গোয়েন্দা বন্ধু যে তার পার্টনারের সঙ্গে প্রেম করছে এবং ভাবছে ব্যাপারটা কেউ জানে না ইত্যাদি নানান বিষয় নিয়ে আড্ডায় মেতে উঠলাম দুই বন্ধু। জনকে খুব মিস করছি আমি। চিন্তাটা অনিবার্যভাবেই ঢুকল মাথায় ওকে এফবিআইতে ঢোকানোর একটা রাস্তা বের করতে হবে।

বিশালদেহী মানুষটা একটু কেশে পরিস্কার করে নিল গলা। 'একটা কথা বলতে চাই তোমাকে। মূলত এ জন্যেই এখানে আসা।'

একটা ভুরু তুললাম আমি। 'আচ্ছা! কী কথা?'

আমার চোখে থেকে চোখ সরিয়ে নিল ও। 'কথাটা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে, অ্যালেক্স।'

আমি ঝুঁকে এলাম সামনে।

হাসছে স্যাম্পসন। বুঝলাম ভালো কোন খবরই বলতে এসেছে ও।

'বিলি প্রেগন্যান্ট,' বলল জন, তারপর উদাত্ত গলায় প্রাণখোলা হাসিতে উদ্ভাসিত হলো। লাফ মেরে আমাকে জড়িয়ে ধরল, ওর চাপে আমার দম বন্ধ হবার দশা।

'আমি বাবা হতে চলেছি!'

তেইশ

'আবার কাজ শুরু করতে যাচ্ছি আমরা, মাই ডার্লিং যোয়া,' ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে ফিসফিস করল স্লাভা। 'ভালো কথা, তোমাকে আজ কিন্তু দারুণ লাগছে। জাস্ট পারফেক্ট ফর টুডে।'

কিং অব প্রুশিয়া মল-এ আর দশটা শহুরের মতো ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রবেশপথের সাইন বোর্ড দাবি করছে এটি আমেরিকার 'দ্বিতীয় বৃহত্তম শপিং মল।' মলটির জনপ্রিয়তার পেছনে কারণ আছে। লোভী ক্রেতারা আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্য থেকে এখানে কেনাকাটা করতে আসে কারণ পেনসিলভানিয়ায় জামাকাপড়ের ওপর কোন ট্যাক্স নেই।

স্লাভা চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে। গোটা শপিং মলে কর্তৃত্ব বিস্তার করছে নর্ডস্টম এবং নেইম্যান মার্কাস। ওদের টার্গেট এইমাত্র নেইম্যান থেকে পঞ্চাশ ডলার দামের কুকিজ কিনেছে। তারপর কিনল একটি *রেড, হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু ডগ* জার্নাল। এটিও বেশ দামি।

স্টুপিড, স্টুপিড লোকজন। কুত্তার জন্যেও তাদের নোটবুক কিনতে হয়, ভাবছে স্লাভা। আবার টার্গেটের দিকে তাকাল। ছোট দুই সন্তানকে নিয়ে সে স্কেচার্স থেকে বেরিয়ে আসছে।

টার্গেটকে খানিকটা উৎকণ্ঠিত লাগছে। ঘটনা কী? হয়তো ভাবছে লোকে তাকে চিনে ফেলবে এবং তার ভক্তদেরকে অটোগ্রাফ দিতে হবে কিংবা তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

বিখ্যাত হওয়ার মূল্য, অ্যাঁ? দ্রুত হাঁটছে মহিলা, সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছে ডিক ক্লার্ক'স আমেরিকান ব্যান্ডস্ট্যান্ড গ্রিল অভিমুখে। সম্ভবত লাঞ্চ করতে যাচ্ছে, অথবা ভিড় এড়িয়ে যেতে চাইছে।

'ডিক ক্লার্ক ফিলাডেলফিয়া থেকে এসেছে জানো সেটা?' জিজ্ঞেস করল স্লাভা।

'ডিক ক্লার্ক কিংবা ডিক ট্রেসি যাই হোক তাতে কী আসে যায়?' বলল যোয়া, স্লাভার বাইসেপে মুষ্ঠাঘাত করল।

'এসব পণ্ডিতি ছাড়ো। জ্ঞানের কথা শুনলে আমার মাথা ধরে। তোমার

সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে জ্ঞান গর্ভ কথা শুনে এক কোটি বার আমার মাথা ধরেছে।'

ওদের কন্ট্রোলার টার্গেটের চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছে এর সঙ্গে খাপে খাপ মিলে গেছে লম্বা, সোনালি চুল, আইস কুইন। আর্ট ডিরেক্টর নামে এক মক্কেল এ মহিলাকে কিনেছে।

ওরা দুজনে মিনিট পনেরো অপেক্ষা করল। পেনসিলভানিয়ার ক্রমল থেকে আসা মিডল স্কুলের একদল ছাত্রছাত্রী অস্ট্রিয়ামে ধর্মীয় সঙ্গীত পরিবেশন করছে। ওদের টার্গেট তার দুই সন্তানসহ বেরিয়ে এল রেস্টুরেন্ট থেকে।

'লেটস ডু ইট,' বলল স্লাভা। 'কাজটা বেশ ইন্টারেস্টিং হবে, না? তবে বাচ্চাদুটো ঝামেলা পাকাতে পারে।'

চব্বিশ

যে মহিলাকে ক্রয় করা হয়েছে তার নাম অড্রে মিক। সে একজন সেলেব্রিটি, মহিলা ফ্যাশন এবং অ্যাকসেসরিজ-এর জগতে অত্যন্ত সফল এক ব্যক্তিত্ব। মিক নামে তার একটি ফ্যাশন হাউজ আছে। মিক তার মায়ের ডাক নাম। এ নামটি সে-ও ব্যবহার করে।

স্লাভা দম্পতি তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে ওকে, কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক না করেই মিকের পেছন পেছন চলে এল পার্কিং গ্যারেজে। নিউ জার্সির নাম্বার প্লেট লাগানো, ঝলমলে কালো রঙের একটি লেক্সাস গাড়িতে সে নেইম্যান মার্কাস এবং হার্মেসসহ অন্যান্য দোকানের জিনিসপত্র রাখছে, এমন সময় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল স্লাভা ও যোয়া।

'বাচ্চারা, ভাগো! দৌড়াও!' যোয়া তার নাকে-মুখে কটু গন্ধের একটা কাপড় গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে করতে চিৎকার দিল অড্রে মিক। একটু পরেই সে চোখে নানান তারা এবং উজ্জ্বল রঙ ফুটে উঠতে দেখল, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল স্লাভার গায়ে।

যোয়া পার্কিং গ্যারেজের চারপাশে চকিত চাউনি বোলাল। আশপাশে নেই কেউ। কেউ তাদেরকে লক্ষ করছে না। শুধু বাচ্চা দুটো তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে।

'আমার মাকে ছেড়ে দাও!' কাঁদতে কাঁদতে বলল অ্যান্ড্রু মিক, ঘুসি মারল স্লাভার গায়ে। স্লাভা তার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'বাহ্, বেড়ে বাচ্চা তো!' প্রশংসার সুরে বলল স্লাভা।

'মাকে রক্ষা করতে চাইছে। তোমার মা কথাটা শুনলে তোমাকে নিয়ে গর্ব করবে। আমারও তোমাকে নিয়ে গর্ব হচ্ছে।'

'চলো, গর্দভ!' চেঁচাল যোয়া। সবসময় সে একাই সব ঝামেলা সামাল দেয়। মস্কোর শহরতলীর বস্তিতে বেড়ে উঠেছে সে। ছেলেবেলায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বড় হয়ে সে কারখানার শ্রমিক কিংবা বেশ্যাবৃত্তি কোন পেশাতেই যাবে না। কৈশোর থেকেই কঠিন কঠিন কাজ একা করতে অভ্যস্ত যোয়া।

'বাচ্চাগুলোর কী হবে? ওদেরকে এভাবে একা ফেলে রেখে যাওয়া যায় না,' বলল স্লাভা।

'ওদেরকে ফেলে রেখেই যেতে হবে, ইডিয়েট। আমরা স্বাক্ষী চাই। প্ল্যানটা সেভাবেই করা হয়েছে। তোমার মাথায় কি বুদ্ধিসুদ্ধি কোনদিন হবে না?'

'ওদের কোন সমস্যা হবে না। হলেই বা কী করার আছে। কিস্যু আসে যায় না। কাম'ন। এখন যাবো।'

ব্যাকসিটে অজ্ঞান পড়ে থাকা টার্গেট অড্রে মিককে নিয়ে লেক্সাস স্টার্ট দিল যোয়া। পেছনে ক্রন্দনরত বাচ্চা দুটোকে ফেলে রেখে পার্কিং গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল। মল পার হলো স্বাভাবিক গতিতে, তারপর ডেকলাব পাইকে মোড় নিল।

কিছুক্ষণ পরে ওরা ভ্যালি ফোর্জ ন্যাশনাল হিস্টোরিকাল পার্কে চলে এল। এখানে বদল করল গাড়ি।

আট মাইল রাস্তা পার হয়ে ঢুকল একটি প্রত্যন্ত পার্কিং এলাকায়, এখানে আবারও বাহন পাল্টাল।

এবারে ওরা চলেছে আর্টসভিলে, পেনসিলভানিয়ার বাকস কাউন্টি অঞ্চলে। শীঘ্রি আর্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে মিক অড্রের। আর্ট ডিরেক্টর তার প্রেমে পাগল। মিকের সঙ্গ পাবার জন্য সে আড়াই লাখ ডলার খরচ করেছে।

আর ওরা অপহরণের সময় সাক্ষি রেখে গেছে— ইচ্ছে করেই করেছে কাজটি।

দ্বিতীয় খণ্ড

বিশ্বস্ততা, সাহসিকতা, শুদ্ধতা

পঁচিশ

আজতক কেউ উলফের সন্ধান পায়নি। ইন্টারপোল এবং রাশান পুলিশের তথ্যানুযায়ী, সে একজন নো-ননসেন্স, হ্যান্ডসঅন অপারেটর যার ভিত একজন পুলিশম্যানের। সে পুলিশের ট্রেনিং পাওয়া লোক। অনেক রুশীর মতোই তার চিন্তাধারা স্বচ্ছ, কমনসেন্স দ্বারা চলে। এ কারণেই দীর্ঘসময় ধরে মহাশূন্যে মির স্পেস স্টেশন আগলে রাখতে পারছে। রুশ নভোচারীরা প্রতিদিনকার সমস্যাগুলোর সমাধানে আমেরিকানদের চেয়ে এগিয়ে। স্পেস ক্রাফটে অপ্রত্যাশিত কোন ত্রুটি দেখা দিলে তারা তা সারিয়ে তুলতে পারে।

উলফও তাই।

সেদিন, রৌদ্রকরোজ্জ্বল এক বিকেলে কালো একটি ক্যাডিলাক এস্কেলেড নিয়ে মিয়ামির উত্তরাঞ্চলে রওনা হলো উলফ। নিরাপত্তাজনিত একটি বিষয়ে ইয়েগি টিটভ নামে এক লোকের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তার। ইয়েগি নিজেকে বিশ্বমানের ওয়েব সাইট ডিজাইনার এবং তীক্ষ্ণধী ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দাবি করে। সে যে ক্যালবার্কলি থেকে ডক্টরেট উপাধি পেয়েছে সে কথা কাউকে ভুলতে দেয় না। তবে ইয়েগি একজন বিকৃত মনের মানুষ এবং ভয়ানক ভড়ংবাজ।

বিসকেন বে'র একটি আকাশ ছোঁয়া ভবনে বাস করে ইয়েগি। তার অ্যাপার্টমেন্টের ধাতব দরজায় টোকা দিল উলফ। ঘরের ভেতরে শুধু একটা স্কালজ্যাপ আর মিয়ামি হিট উইন্ড ব্রেকার পরা ছিল ইয়েগি। উলফের অসহিষ্ণু টোকা শুনে সে সাড়া দিল, 'খুলছি রে বাবা, খুলছি!'

কয়েক মিনিট পরে দোর খুলল ইয়েগি। এ মুহূর্তে তার পরনে ব্লু-জিন শর্টস এবং রঙ জ্বলা, ছেঁড়া একটা সুইট শার্ট, তাতে আইনস্টাইনের হাসিমুখের ছবি।

'তোমাকে মানা করেছিলাম যেন তোমার বাসায় আমি আসতে বাধ্য না হই।' বলল উলফ। তবে দাঁত বের করে হাসছে সে, যেন মস্ত একটা ঠাট্টার কথা বলেছে। তার হাসি দেখে ইয়েগিও হাসল। দুজনে বছরখানেক ধরে একসঙ্গে কাজ করছে। ইয়েগির সঙ্গে সাধারণত এতটা সময় ধরে কাজ করার রেকর্ড নেই কারও। 'তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছ,' বলল সে।

'নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে আমার,' লিভিং রুমে ঢুকতে ঢুকতে বলল উলফ, সঙ্গে সঙ্গে নাক কোঁচকাল। ঘরটাকে দোজখ বানিয়ে রেখেছে ইয়েগি। আবর্জনায় ভরে আছে গোটা অ্যাপার্টমেন্ট। ফাস্ট ফুডের র‍্যাপার, পিজ্জা বক্স, দুধের খালি কার্টন এবং ডজন না ভুল হলো, সম্ভবত শতাধিক *Novoye Russkoye slovo*'র সংখ্যা ছিটিয়ে আছে ঘরময়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রুশ ভাষার এ পত্রিকাটি সবচেয়ে বেশি চলে।

নোংরা আবর্জনা এবং পচা খাবারের দুর্গন্ধে পেট গুলিয়ে উঠল উলফের। তবে এগুলোর চেয়েও বিশ্রী দশা ইয়েগির। ওর গা থেকে সবসময় এক হপ্তার বাসি সসেজের গন্ধ আসে। উলফকে নিয়ে লিভিংরুম থেকে বেডরুমে ঢুকল ইয়েগি— অবশ্য এটাকে যদি শোবার ঘর বলা যায়। এটা আসলে প্রচণ্ড রকম বিশৃঙ্খল একজন লোকের ল্যাব। কুৎসিত দর্শন বাদামী রঙের কার্পেট, তিনটে সিপিউ বক্স গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেয়, আর কিনারে ছড়িয়ে রয়েছে হিট সিঙ্ক, সার্কিট বোর্ড এবং হার্ড ড্রাইভ।

'তুমি একটা শুয়োর,' বলল উলফ তারপর আবার হাসল। 'তবে অতিশয় চালাক-চতুর শুয়োর।'

ঘরের মাঝখানে একটি মডুলার ডেস্ক। একটা জরাজীর্ণ চেয়ারের ওপরে রাখা গোটা তিনেক ফ্ল্যাট স্ক্রিন ডিসপ্লে একটা অর্ধবৃত্ত সৃষ্টি করেছে। ডিসপ্লে স্ক্রীনের পেছনে অসংখ্য জড়ানো তার। ঘরে একটিমাত্র জানালা। তাও বন্ধ।

'তোমার সাইট এখন অত্যন্ত নিরাপদ,' বলল ইয়েগি। 'শতকরা একশো ভাগ। কেউ ওতে নাক গলাতে পারবে না। তুমি যেমনটি চেয়েছ।'

'কিন্তু আমার ধারণা ছিল ওটা আগে থেকেই নিরাপদ,' বলল উলফ।

'তা ছিল তবে ওটা বর্তমানে আরও বেশি নিরাপদ। আজকাল খুব বেশি সাবধানে থাকতে চাইলেও পারা যায় না। আমি লেটেস্ট একটি ক্রুশারের কাজ শেষ করলাম। দারুণ একটা ক্ল্যাসিক কাজ হয়েছে। সত্যি!'

'হুঁ এবং তিন হপ্তা দেরিতে।'

হাড্ডিসার কাঁধজোড়া ঝাঁকাল ইয়েগি। 'তাতে কী হলো— আমার কাজটা আগে দেখোই না। ইট'স জিনিয়াস। জিনিয়াস কী জিনিস দেখলে বুঝতে পারবে? দিস ইজ জিনিয়াস।'

ইয়েগিকে কিছু না বলে ক্রুশিয়ারের পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগল উলফ। ক্রুশিয়ারটি সাড়ে আট বাই এগারো ইঞ্চি গ্লসি পেপারে প্রিন্ট করা, রিপোর্ট কাভার দিয়ে মোড়ানো, শিরদাঁড়াটা লাল। ইয়েগি তার এইচ পি কালার লেসার প্রিন্টার দিয়ে এটার প্রিন্ট করেছে। রঙটা এসেছে মারাত্মক। কাভারটাও অসাধারণ এবং অভিজাত, উলফ যেন টিফানির কোন ক্যাটালগ দেখছে। দেখে বিশ্বাস হয় না এ জিনিস এরকম জঘন্য একটা জায়গায় বাস করা লোকের হাত

থেকে বেরিয়েছে।

'আমি তোমাকে বলেছিলাম সাত আর সতেরো নাম্বারের মেয়ে দুটো আর আমাদের সঙ্গে নেই। মারা গেছে,' অবশেষে কথা বলল উলফ। 'আমাদের জিনিয়াস ছেলেটিরও অনেক কথা মনে থাকে না দেখছি।'

'সবিস্তারে বলবে, সবিস্তারে,' বলল ইয়েগি। 'সে যা-ই হোক তোমার কাছে কিন্তু আমার পনেরো হাজার ডলার পাওনা হয়েছে। টাকাটা আমার নগদ চাই। টাকা দাও, মাল নিয়ে যাও।'

উলফ নিজের সুট জ্যাকেটের পকেট থেকে একটি Sig Sauer 2IO বের করল। ইয়েগির দু চোখের মাঝখানে পরপর দুবার গুলি করল। তারপর ঠান্ডা করেই আলবার্ট আইনস্টাইনের কপালটাও ফুটো করে দিল।

'তোমাকে আর আমাদের দরকার নেই, মি. টিটভ। সবিস্তারেই বলছি।'

উলফ একটি ল্যাপটপ কম্পিউটার নিয়ে বসল, সেলস ক্যাটালগটি নিজেই সাজাতে লাগল। তারপর ওটা সিডি করল। সিডি পকেটে পুরল। সঙ্গে নিল NOVOYE Russkoye Slovo'র বেশ কয়েকটি কপি। এগুলো ওর কাছে নেই। ও একজন লোক পাঠিয়ে দেবে। সে-ই নোংরা আবর্জনাটাকে কোথাও ফেলে আসার ব্যবস্থা করবে।

ছাব্বিশ

'গ্রেফতারের কলাকৌশল' নিয়ে সকালে যে ক্লাসটি হওয়ার কথা ছিল ওটাতে ইচ্ছে করেই অনুপস্থিত থাকলাম আমি। আমার ধারণা, এ বিষয়ে শিক্ষকের চেয়ে অনেক বেশি জানি আমি।' মনি ডোনেলিকে ফোন করে বললাম সে শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস ব্যবসা সম্পর্কে যা জানে সে সমস্ত তথ্য আমার দরকার। বিশেষ করে আমেরিকায় এ অবৈধ কর্মকাণ্ড যা ঘটেছে সে বিষয়ে তথ্য প্রয়োজন। শ্বেতাঙ্গ নারী ব্যবসার সঙ্গে এটির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।

ব্যুরোর বেশিরভাগ অপরাধ বিশ্লেষকরা CIRG থেকে দশ মাইল দূরে থাকে কিন্তু কুয়ানটিকোতে মনির একটি অফিস আছে। ফোন করার পরে এক ঘণ্টাও হয়নি, সে আমার কিউবে এসে হাজির। হাতে একজোড়া ডিস্ক, চেহারায় গর্বের ছাপ।

'এ জিনিসগুলো খানিকটা সময় আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। আমি শুধু শ্বেতাঙ্গ নারীদের দিকেই নজর দিয়েছি। সুন্দরী, সম্প্রতি অপহৃত হয়েছে এরকম নারী। আটলান্টার ঘটনার ব্যাপারেও আলোকপাত করেছি। মল, এর মালিক, কারা এখানে কাজ করে, বাকহেডের পড়শী ইত্যাদি বিষয়গুলো এসেছে আমার গবেষণায়। পুলিশ এবং ব্যুরোর তদন্ত রিপোর্টের কপিও রেডি করেছি আপনার জন্য। আপনি যা যা চেয়েছেন সবই এনেছি। আপনি হোমঅয়র্ক করেন, না?'

'আমি খেলার ছাত্র। যদ্দুর সম্ভব নিজেকে তৈরি করে নিই। কুয়ানটিকোতে এটা কি কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা?'

'সত্যি বলতে কী যারা পুলিশ বিভাগ কিংবা আর্মড ফোর্স থেকে আমাদের কাছে আসে তাদেরকে একটু অস্বাভাবিকই মনে হয়। ওরা মাঠে কাজ করতে ভালোবাসে মনে হয়।'

'আমিও মাঠে কাজ করতে পছন্দ করি,' বললাম মনিকে, 'তবে কাজটাকে একটু সংকুচিত করে আনার আগ পর্যন্ত নয়। আমার জন্য অনেক করলেন আপনি। অনেক ধন্যবাদ।'

'ওরা আপনার সম্পর্কে কী বলে জানেন, ড. ক্রস?'

'না। কী বলে?'

'বলে আপনি একজন সাইকিক। আপনার কল্পনাশক্তি প্রখর। বোধহয়

আপনি ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা। আপনার চিন্তাশক্তি হত্যাকারীদের মতো। এজন্যেই শ্বেতাঙ্গ নারীর কেসটা আপনাকে দেয়া হয়েছে।' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল ও। 'শুনুন, গায়ে পড়ে একটা উপদেশ দিই। গর্ডন নুনির সঙ্গে লাগতে যাবেন না। সে তার ওরিয়েন্টেশন গেমটা অত্যন্ত সিরিয়াসভাবে নিয়েছে। আর মানুষ হিসেবে সে খুবই বদ। আর ওপর মহলের সঙ্গে তার ভালো যোগাযোগ আছে।'

'কথাটা আমি মনে রাখব,' বললাম আমি। 'খারাপ যখন আছে ভালো লোকজনও নিশ্চয় আছে?'

'অবশ্যই। বেশিরভাগ এজেন্টই সলিড। তারা লোক ভালো। অলরাইট, ওয়েল, হ্যাপি হান্টিং,' বলল মনি। তারপর চলে গেল সে আমাকে একগাদা পড়ার উপাদানের মধ্যে ফেলে রেখে। প্রচুর পড়তে হবে আমাকে। প্রচুর।

শুরু করলাম দুটো অপহরণের ঘটনা দিয়ে। দুটোই ঘটেছে টেক্সাসে— ভাবলাম আটলান্টার সঙ্গে এগুলোর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। পড়তে পড়তে আমার রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। কুড়ি বছরের মারিয়ান নরম্যান ২০০১ সালের ৬ আগস্ট হাউস্টন থেকে নিখোঁজ। সে তার কলেজ সুইটহার্টকে নিয়ে দাদু-দিদিমার বাড়িতে থাকত। মারিয়ান এবং ডেনিস টারকোস ওই বছরই টেক্সাস ক্রিশ্চিয়ান কলেজে সিনিয়র স্টুডেন্ট হতে যাচ্ছিল। ২০০২ সালের বসন্তে ওরা বিয়ে করার প্ল্যানও করে। সবাই বলত ওদের মতো ভালো ছেলেমেয়ে আর হয় না। আগস্টের ওই রাতের পরে মারিয়ানের আর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি। ওই বছর, ডিসেম্বরের ৩০ তারিখ কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করে ডেনিস টারকোস। সে বলত মারিয়ানকে ছাড়া সে বাঁচবে না, যেদিন নিখোঁজ হয়ে গেছে মারিয়ান, ওই দিন থেকে তার বেঁচে থাকার খায়েশ মিটে গেছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি টেক্সাসের চাইল্ড্রেসের ঘরপালানো পনেরো বছরের এক কিশোরীকে নিয়ে। তার নাম আড্রিয়ান টুলেন্ডি। তাকে স্যান অ্যান্টেনিও'র একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানকার মেয়েরা নাকি পতিতাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত ছিল। কমপ্লেক্সের প্রতিবেশীরা বলছে, আড্রিয়ান অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার দিনে তারা সন্দেহজনক চেহারার এক পুরুষ ও এক নারীকে ভবনে ঢুকতে দেখেছে। এক পড়শী ভেবেছিল ওরা মেয়েটির বাবা মা, মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছে। তবে এর পর থেকে কিশোরীর আর কোন সন্ধান মেলেনি।

অনেকক্ষণ মেয়েটির ছবির দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি— মিষ্টি চেহারার এক স্বর্ণকেশী, যেন এলিজাবেথ কনোলির মেয়ে হতে পারত সে। মেয়েটির বাবা-মা চাইল্ড্রেসের এলিমেন্টারি স্কুলে মাস্টারি করে।

সেদিন বিকেলে আরও খারাপ খবর পেলাম। পেনসিলভানিয়ার কিং অভ প্রুশিয়া মল থেকে অপহৃত হয়েছে অদ্রে মিক নামে এক ফ্যাশন ডিজাইনার। তার দুই নাবালক সন্তানের সামনে তাকে ওরা তুলে নিয়ে গেছে। খবরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বাচ্চাদুটো পুলিশকে জানিয়েছে, অপহরণকারীরা ছিল একজন পুরুষ, অপরজন নারী।

পেনসিলভানিয়া যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। নানাকে ফোন করে খবরটা জানিয়েও দিলাম। এমন সময় নুনির অফিস থেকে মেসেজ এল। আমি পেনসিলভানিয়া যাচ্ছি না। ক্লাসে হাজির থাকতে হবে আমাকে।

নিঃসন্দেহে ওপর মহল থেকে নেয়া হয়েছে সিদ্ধান্ত। কী ঘটছে বুঝতে পারলাম না।

এ সব কি একটা পরীক্ষা?

সাতাশ

'ওরা আপনার সম্পর্কে কী বলে জানেন, ড. ক্রস? বলে আপনি একজন সাইকিক। আপনার কল্পনাশক্তি প্রখর। বোধহয় আপনি ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা। আপনার চিন্তাশক্তি হত্যাকারীদের মতো।' সকালে এ কথাগুলোই আমাকে বলেছিল মনি ডোনেলি। যদি তা-ই হয় তাহলে আমাকে এ কেস থেকে কেন সরিয়ে দেয়া হলো?

বিকেলে ক্লাস করতে গেলাম। বিক্ষিপ্ত মন, রেগেও আছি। খানিক উদ্বেগ বোধ করছি আমি এফবিআইতে কী করছি? আমি আসলে কী হতে চলেছি? কুয়ানটিকোর সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই না কিন্তু আমাকে একটা অসম্ভব জায়গায় ঠেলে দেয়া হয়েছে।

পরদিন সকালে আবার ক্লাসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। আজ সকালে পড়ানো হবে 'Law,' 'White-collar crime', civil Rights violations,' 'Firearms Practice.'

'সিভিল রাইটস ভায়োলেশন' বিষয়টি চিত্তাকর্ষক হবে নিশ্চয় কিন্তু আমি যে এদিকে এলিজাবেথ কনোলি এবং অদ্রে মিকের কথা মাথা থেকে দূর করতে পারছি না। এদের একজন কিংবা দুজনেই হয়তো এখনও বেঁচে আছে। আমি যদি সত্যি ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা হয়ে থাকি ওদেরকে হয়তো সাহায্যও করতে পারব।

নানা আর রোজির (আমাদের বেড়াল) সঙ্গে রান্নাঘরের টেবিলে বসে নাশতা খাচ্ছি, সামনের বারান্দায় ভোরের কাগজ ছুড়ে মারার শব্দ ভেসে এল কানে।

'বসো। তোমরা খাও। আমি কাগজ নিয়ে আসছি,' নানাকে বলে চেয়ার ছাড়লাম আমি।

ওয়াশিংটন পোস্ট বারান্দার কিনারে আধ খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। প্রথম পৃষ্ঠার খবরটা চোখে পড়তে আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, 'ওহ্, হেল। ড্যাম ইট!'

খবরটা মোটেই ভালো নয়। যা দেখছি নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছে না।

হেডলাইনটা রীতিমতো আত্মা উড়িয়ে দেয়ার তো **দুই নারীর অপহরণের ঘটনা একটির সঙ্গে অপরটির সম্পর্ক থাকতে পারে** সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হলো এতে এমন কিছু কথা লেখা হয়েছে, নির্দিষ্ট কিছু তথ্য দেয়া হয়েছে যা এফবিআই'র মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া অন্যদের জানার কথা নয়। আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমি সেই স্বল্প সংখ্যকদের একজন।

কাগজটি বলছে একটি জুটি, একজন পুরুষ, অপরজন নারী, এদেরকে পেনসিলভানিয়ায় ঘটে যাওয়া অতি সাম্প্রতিক অপহরণের জায়গায় দেখা গেছে। আমার পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল। অদ্রে মিকের বাচ্চাদের স্বাক্ষ্যর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা মোটেই চাইনি প্রেস এ খবরটি জেনে যাক।

কেউ *পোস্ট*-এর কাছে খবর ফাঁস করেছে। নইলে ওরা এত তথ্য কোথাও পেত না। অতটা চালাকচতুর ওরা নয়।

কিন্তু *পোস্ট*-এর কাছে কে খবর ফাঁস করল?

কেন?

এর মানে কিছুই বুঝতে পারছি না। কেউ কি তদন্ত স্যাবোটাজ করতে চাইছে? কে?

আঠাশ

সোমবার সকালে জেনি এবং ডেমনকে নিয়ে আমি স্কুলে গেলাম না। বেড়ালটাকে নিয়ে সান পর্চে বসে পিয়ানোয় মোৎসার্ট আর ব্রাহমের সুর তুললাম। তারপর রওনা হলাম অফিসে।

রাস্তায় ভয়াবহ যানজট। কুয়ানটিকোতে পৌছাতে পুরো দেড়টা ঘণ্টা নষ্ট হলো। কল্পনায় দেখলাম নুনি সামনের গেটে আমার অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যামে পড়ে অবশ্য উপকারই হলো। আমার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করার সময় পেলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম এখন ক্লাস করাই উচিত হবে। ডিরেক্টর বার্নস হোয়াইট গার্ল কেস-এ যদি আমাকে চান, নিজেই আমাকেই বলবেন। না বললে নাই।

সকালের ক্লাসে 'প্র্যাকটিকাল অ্যাপ্লিকেশন এক্সারসাইজ' হলো। হোগানস এলিতে একটি সাজানো ব্যাংক ডাকাতির তদন্ত করতে হবে। প্রত্যক্ষদর্শী এবং কেরানিদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এ কোর্সের ইন্সট্রাক্টর অত্যন্ত দক্ষ একজন SSA, নাম মেরিলিন মে।

আধঘণ্টা এক্সারসাইজ শেষে, এজেন্ট মে ক্লাসের সবাইকে বলল এবারে আমাদেরকে ব্যাংক থেকে মাইলখানেক দূরে, একটি সাজানো অটোমোবাইল অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় যেতে হবে। দল বেঁধে দুর্ঘটনাস্থলে গেলাম, এর সঙ্গে ব্যাংক ডাকাতির কোন সম্পর্ক আছে কিনা দেখতে। এ ধরনের সত্যিকারের তদন্ত অতীতে বহুবার করেছি বলে ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিলাম না। আমার কয়েকজন ক্লাসমেটকে দেখলাম নির্দেশ অনুযায়ী লোকজনের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে। এরা বোধহয় টিভিতে পুলিশের অনুষ্ঠানগুলো খুব বেশি দেখে। এজেন্ট মে কে দেখে মনে হলো ব্যাপারটা সে বেশ উপভোগ করছে।

আমি দুর্ঘটনাস্থলে এক নতুন বন্ধুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি, এ লোক ব্যুরোতে যোগ দেয়ার আগে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিল, এমন সময় কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। ঘুরলাম। নুনির প্রশাসনিক সহকারী।

'সিনিয়র এজেন্ট নুনি আপনাকে তাঁর অফিসে দেখা করতে বলেছেন।'

হা, ঈশ্বর, এখন আবার কী? এ লোকটা দেখছি পাগল হয়ে গেছে! দ্রুত কদম বাড়ালাম প্রশাসনিক ভবনে।

নুনিকে দেখলাম বসে আছে অফিসে।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও, প্লিজ,' বলল সে। ক্ষতচিহ্নের দাগঅলা ওক কাঠের ডেস্কের পেছনে নুনি এমন চেহারা নিয়ে বসে আছে যেন তার কোন নিকটাত্মীয় পটল তুলেছে।

আমার মেজাজ চড়ে যাচ্ছিল। 'আমি একটা এক্সারসাইজের মাঝখান থেকে চলে এসেছি।'

'আমি জানি তুমি কী করছিলে। আমিই প্রোগ্রাম এবং শেড্যুল লিখেছি,' বলল সে। '*ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর প্রথম পৃষ্ঠার খবরটা নিয়ে কথা বলার জন্য তোমাকে ডেকেছি। দেখেছ ওটা?'

'দেখেছি।'

'সকালে তোমার সাবেক চিফ অভ ডিটেকটিভের সঙ্গে কথা বলেছি। উনি বললেন তুমি এর আগে *পোস্ট*কে ব্যবহার করেছ। জানিয়েছেন ওখানে তোমার বন্ধুবান্ধব আছে।'

অনেক কষ্টে রাগ দমন করে বললাম, *পোস্ট*-এ আমার এক ভালো বন্ধু ছিল। সে খুন হয়েছে। ওখানে আমার আর কোন বন্ধু নেই। আমি কেন অপহরণের খবর ফাঁস করতে যাব? তাতে আমার কী লাভ?'

নুনি আমার দিকে ঝট করে একটা আঙুল তাক করল, চড়ে গেছে গলা। 'তুমি কীভাবে কাজ কর আমি জানি। এবং এও জানি তুমি কীসের পেছনে আছ—তুমি দলের সদস্য হিসেবে কাজ করতে চাও না। তোমাকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করুক বা প্রভাব খাটাক তাও তোমার অপছন্দ। তবে তুমি যেভাবে চাইছ তা হবে না। সোনার ছেলেটেলে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা মনে করি না যে তোমার ক্লাসের অন্য কারও চেয়ে তুমি বেশি বুদ্ধিমান কিংবা প্রখরতর তোমার কল্পনাশক্তি। কাজেই এক্সারসাইজে ফিরে যাও, ড. ক্রস। এবং ভেবেচিন্তে কাজ করো।'

আমি আর কিছু না বলে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে এলাম অফিস থেকে। ফিরে এলাম ভুয়া অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায়। এ প্রোগ্রাম নুনি লিখে দিয়েছে। আমি ঘুমের মধ্যে এরচেয়ে ভালো জিনিস লিখতে পারি। আমার এখন প্রচণ্ড রাগ লাগছে। কার ওপরে রাগ হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কীভাবে এ খেলাটা খেলব তাও জানি না।

কিন্তু আমি খেলায় জিততে চাই।

উনত্রিশ

আরেকটি পণ্য ক্রয় করা হলো— বড় অংকের টাকার।

শনিবার রাতে, রোড আইল্যান্ডের নিউপোর্টের একটি বার, হেলিয়ার্ডে প্রবেশ করল জুটি। নিউপোর্টের তথাকথিত পিংক ডিস্ট্রিক্ট-এর অধিকাংশ সমকামী ক্লাব থেকে একটু ভিন্ন হেলিয়ার্ড। এখানে স্পাইকের মতো চুল খাড়া করে রাখা লোকজন কদাচিৎ চোখে পড়ে, সানগ্লাস চোখে, এলোমেলো কেশের মানুষজনের আগমন এ জায়গায় বেশি।

ডিজে একটি স্ট্রোকস টিউন বাজাচ্ছে, বেশ কয়েকটি জুটি বাজনার তালে নাচছে। এদের ভিড়ে সহজেই মিশে যেতে পারল ওরা দু'জন। স্লাভার পরনে বেবী ব্লু টি-শার্ট এবং ডকার্স, লম্বা চুলে জেল মেখেছে। যোয়ার মাথায় সেইলিং ক্যাপ, সুদর্শন তরুণের সাজে সেজেছে।

পছন্দের একটি ছেলে খুঁজছে ওরা। পেয়েও গেল। ছেলেটির নাম বেনজামিন কোফি। প্রভিডেন্স কলেজের সিনিয়র স্টুডেন্ট। রোড আইল্যান্ডের ব্যারিংটোনের সেন্ট থমাসে অল্টার বয় হিসেবে কাজ করতে গিয়ে বেনজামিন প্রথম টের পায় যে সে একজন সমকামী। ওখানে থাকাকালীন কোন প্রিস্ট ওকে স্পর্শ করেনি কিংবা ওর ওপর যৌন হামলা চালায়নি, তবে ও ওর মতো একটি ছেলেকে পেয়ে যায়। ছেলেটি অল্টার সার্ভার হিসেবে কাজ করত। চৌদ্দ বছরের দুই কিশোর একে অন্যের প্রেমে পড়ে যায়। হাই স্কুলে পড়ার সময় দুজনে প্রায়ই মিলিত হতো তবে পরে ওখান থেকে বেনজামিনকে চলে আসতে হয়।

প্রভিডেন্স কলেজের কেউ এখনও জানে না বেনজামিন সমকামী। পিংক ডিস্ট্রিক্টে এসে নিজের চাহিদা মেটাতে পারে সে। জুটিটি ওকে লক্ষ করছে। দেখছে অত্যন্ত সুদর্শন ছেলেটি বছর ত্রিশের, পেশীবহুল শরীরের বারটেন্ডারের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে।

'এ ছেলে তো অনায়াসে GQ পত্রিকার প্রচ্ছদ হতে পারে,' মন্তব্য করল স্লাভা।

পঞ্চাশের কোঠায় বয়স এক লোক সদলবলে ঢুকল বারে। তার পেছন পেছন এল চার তরুণ এবং এক তরুণী। দলের সবার পরনে ব্লু ল্যাকোস্টি

শার্ট। বেনজামিনের দিক থেকে ফিরে পৌঢ়ের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল বারটেন্ডার। লোকটা তার সঙ্গীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল ডেভিড স্কালা, ক্রু। হেনরী গালপেরিন, ক্রু। বিল লাটানজি, ক্রু। স্যাম হিউজেস, রাঁধুনী। নোরা হ্যামারম্যান, ক্রু।'

'আর এ হলো,' বলল বারটেন্ডার, 'বেন।'

'বেনজামিন,' শুধরে দিল ছেলেটি, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো চেহারা।

যোয়া আড়চোখে তাকাল স্লাভার দিকে। ওদের দিকে তাকিয়ে না হেসে পারল না। 'এ ছেলেটাকেই আমাদের চাই,' বলল যোয়া। 'এ যেন ব্রাড পিটের ক্লিন-আপ ভার্সন।'

মক্কেল যেমনটি চেয়েছে তার সব কিছুই আছে ছেলেটির মধ্যে নমনীয়, সোনালি চুল, শিশুসুলভ, সম্ভবত এখনও কৈশোর পার হয়নি, রসালো লালচে ঠোঁট, বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি। এটা থাকতেই হবে—*বুদ্ধি।* ক্রেতার সেসব ছেলে মোটেই পছন্দ নয় যারা রাস্তায় বিক্রি করে শরীর।

মিনিট দশেক পরে দম্পতি বেনজামিনের পেছন পেছন ঢুকল বাথরুমে। চোখ ঝলসানো সাদা রঙের বাথরুম। দেয়ালে নটিকাল নটের ছবি আঁকা। একটি টেবিলে রাখা কোলোন, মাউথ ওয়াশ ইত্যাদি। একটি কাঠের বাক্সে রয়েছে এমিল নাইট্রাইট পপার।

বেনজামিন একটা স্টলের দিকে এগিয়েছে, ওরা দুজন দুপাশ থেকে ওকে চেপে ধরল। নড়াচড়ার উপায় নেই।

ঘুরল বেনজামিন, জোর ধাক্কা খেল গায়ে। পরক্ষণে ওরা ওকে জোর করে বসিয়ে দিল মেঝেতে।

'হেই হেই,' ভয় পেয়ে চেঁচাল বেনজামিন। 'আমাকে কেউ বাঁচাও!'

একটা রেশমি কাপড় চেপে ধরা হলো ওর মুখে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল বেনজামিন। ওরা ওকে সিধে করল, দুজনে দুপাশ থেকে ধরে বাথরুম থেকে নিয়ে চলল। যেন অচেতন বন্ধুকে নিয়ে যাচ্ছে।

খিড়কির দুয়ার খুলে পার্কিং লটে চলে এল দম্পতি। অনেকগুলো কনভার্টিবল আর SUV দাঁড় করানো। ওদেরকে কেউ লক্ষ করছে কিনা গ্রাহ্য করল না দম্পতি ছেলেটা যেন ব্যথাট্যথা না পায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকল। ওর গায়ে কোন ক্ষত থাকা চলবে না। অনেক টাকা দিয়ে একে কেনা হয়েছে। একজন ওকে সাংঘাতিক ভাবে চাইছে।

ত্রিশ

ক্রেতার নাম মি. পটার।

স্টার্লিং-এর কাছ থেকে কোন কিছু কেনার সময় এ কোড নেমটা সে ব্যবহার করে। নিউ হ্যাম্পশায়ারের ওয়েবস্টারে তার খামার বাড়িতে জুটিটি মাল দেয়ার পরে বেনজামিনকে দেখে খুব খুশি হয়েছে মি. পটার। ওদেরকে সে কথা জানাতে কসুরও করেনি। ছোট এ শহরে সাকুল্যে লোকসংখ্যা চোদ্দশ'র সামান্য বেশি। এখানে কেউ কাউকে বিরক্ত করতে আসে না। আর তার খামার বাড়িটি বেশ ঝকমকে। নতুন রঙ করা হয়েছে, সাদা অ্যান্টিক কাঠের তক্তি দিয়ে তৈরি বাড়ি। দোতলা ছাদটাও নতুন। বাড়ির শ গজ পেছনে লাল রঙের একটি গোলাবাড়ি বা 'গেস্ট হাউজ'। এখানে বেনজামিনকে লুকিয়ে রাখা হবে। অন্যদেরকেও এখানেই রাখা হয়েছিল।

বাড়ি এবং গোলাঘর ঘিরে রেখেছে ষাট একর আয়তনের জঙ্গল এবং ফার্মল্যান্ড। এগুলো পটার পরিবারের সম্পত্তি ছিল এখন সে এসবের মালিক। সে খামার বাড়িতে থাকে না, বাস করে পঞ্চাশ মাইল দূরে, হ্যানোভালে। ডার্টমাউথে ইংরেজি পড়ায় সে। সহকারী অধ্যাপক।

গড, বেনজামিনের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না সে। ছেলেটি অবশ্য তাকে দেখতে পাচ্ছে না। কথাও বলতে পারছে না। অন্তত এখনও নয়। কারণ তার চোখ বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা, হাত এবং পা বেঁধে রাখা হয়েছে পুলিশের হ্যান্ডকাফ দিয়ে।

বেনজামিনের পরনে শুধু রূপোলি রঙের এক টুকরো কাপড়ের ফালি। এতেও ওকে দারুণ লাগছে। অসম্ভব রূপবান ছেলেটির দিকে তাকিয়ে এ নিয়ে চার নাকি দশবার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল পটারের। ডার্টমাউথে পাঁচ বছর ধরে মাস্টারি করছে সে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ওখানকার কোন ছেলেকে স্পর্শ করার সুযোগ বা সাহস কোনোটাই তার হয়নি। কামনার জিনিস হাতের নাগালে অথচ তাকে ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না এরচেয়ে কষ্ট আর কী হতে পারে। তবে এখন সে তার কামনার ধনকে পেয়ে গেছে। বেনজামিন তার সেই বহু অপেক্ষার জিনিস, সবুরে মেওয়া ফলেছে। অবশেষে পুরস্কারটা পেয়েছে পটার।

এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে সে বেনজামিনের দিকে এগোল। অবশেষে ঘন, ঢেউ খেলানো চুলে হাত রাখল। লাফিয়ে উঠল বেনজামিন। শিউরে উঠল, রীতিমতো কাঁপছে। বাহ্, চমৎকার।

'ভয় পাওয়া...ভালো,' ফিসফিস করল পটার। 'ভয়ের মধ্যে অদ্ভুত এক আনন্দ আছে। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার, বেনজামিন। এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। তোমার এখনকার অনুভূতি পরিষ্কার অনুভব করতে পারছি আমি।'

আর তর সইছে না পটারের। স্বপ্ন যখন সত্যি হয় তখন তা ভোগ না করা পর্যন্ত অসহ্য লাগে। আর এই দারুণ কান্তিমান তরুণটিকে দিয়ে সে তার নিষিদ্ধ লালসা মেটাবে।

বেনজামিন যেন কিছু বলতে চাইছে মনে হলো পটারের। সে ছেলেটির মিষ্টি কণ্ঠ শুনতে চায়, তার লোভনীয় মুখের নড়াচড়া দেখতে চায়, চায় তার চোখের দিকে তাকাতে। ঝুঁকল পটার, ছেলেটির বাঁধা মুখেই চুম্বন করল। বেনজামিনের নরম ঠোঁটের স্পর্শ অপূর্ব লাগল তার কাছে।

আর সইতে পারল না মি. পটার। তার হাতের আঙুল কিলবিল করে এগিয়ে গেল বেনজামিনের দিকে, মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য ফিসফিসানি বেরিয়ে আসছে, পক্ষাঘাত রোগীর মতো কাঁপছে শরীর, সে ছেলেটার চোখের বাঁধন খুলে দিয়ে ওর দিকে তাকাল।

'তোমাকে আমি বেনজি বলে ডাকি?' ঘরঘরে গলায় বলল সে।

একত্রিশ

আরেক বন্দিনী অদ্রে মিক দেখছে তার অশ্লীল, পথভ্রস্ট, সম্ভবত উন্মাদ আটককারীকে। লোকটা তার জন্য সকালের নাশতা বানাচ্ছে। অদ্রেকে সে রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। খুব শক্ত করে বাঁধেনি তবে অদ্রে যাতে পালিয়ে যেতে না পারে সেরকম জোর দিয়ে বেঁধেছে। এসব যে ওর জীবনে ঘটছে তা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না অদ্রের এবং এরকম বোধহয় ঘটতেই থাকবে। সুসজ্জিত একটি কেবিনে সে বন্দি। তার এখনও মনে পড়ে যাচ্ছে কিং অভ প্রুশিয়া মল-এর দৃশ্য। ওকে সারাহ্ এবং অ্যান্ড্রুর সামনে থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওরা চিৎকার করছে। *ঈশ্বর, বাচ্চা দুটো ঠিক আছে তো?*

'আমার বাচ্চারা?' আবার জিজ্ঞেস করল অদ্রে। 'ওরা ঠিক আছে কিনা জানতে হবে আমাকে। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি ওদের সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত তুমি আমাকে যা করতে বলছ তা আমি করব না। এমনকী খাবোও না।'

একটি অস্বস্তিকর নীরব মুহূর্ত পার হয়ে গেল, তারপর কথা বলল আর্ট ডিরেক্টর।

'তোমার বাচ্চারা ভালোই আছে। শুধু [illegible]ই তোমাকে বলতে পারি,' বলল সে। 'তোমার খাওয়া উচিত।'

'আমার বাচ্চারা যে ভালো আছে তা তুমি কী করে জানো?' খেঁকিয়ে উঠল অদ্রে। 'তোমার তা জানার কথা নয়।'

'অদ্রে, কোন কিছু দাবি করার মতো অবস্থানে কিন্তু তুমি নেই। ওই জীবন তুমি পেছনে ফেলে এসেছ।'

লোকটা বেশ লম্বা, কম পক্ষে ছয় ফুট দুই ইঞ্চি হবে উচ্চতা, সুগঠিত শরীর, মুখে ঝোপের মতো কালো দাড়ি, ঝকমকে নীল চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। অদ্রে অনুমান করল লোকটার বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন হবে। সে তাকে আর্ট ডিরেক্টর বলে সম্বোধন করতে বলেছে। কেন এ নাম নিয়েছে সে কিংবা এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তার কোন ব্যাখ্যাই দেয়নি লোকটা।

'আমি নিজে তোমার বাড়িতে ফোন করেছিলাম। তোমার বাচ্চারা তোমার ন্যানি আর স্বামীর সঙ্গে আছে। বিশ্বাস করো আমি একটুও মিথ্যা কথা বলছি

না, অদ্রে।'

মাথা নাড়ল অদ্রে। 'তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছ? তোমার কথাকে?'

'হ্যাঁ। কেন নয়? এখানে আর কেউ নেই যাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার। অবশ্য তোমার নিজেকে ছাড়া। আর আমাকে। তুমি লোকালয় থেকে বহু বহু দূরে। এখানে আমরা শুধু দুজন আছি। প্লিজ, ব্যাপারটা মেনে নেয়ার চেষ্টা করো। তোমার ডিম একটু নরম করে ভাজতে হবে, তাই না? আর খানিক ফুলোফুলো, না? এ শব্দটাই তো তুমি ব্যবহার কর?'

'তুমি এসব কেন করছ?' সাহস করে জিজ্ঞেস করল অদ্রে। লোকটা এখনও তাকে কোন রকম হুমকি টুমকি দেয়নি। 'আমরা দুজনে এখানে কী করছি?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আর্ট ডিরেক্টর। 'সময়ে সব জানতে পারবে। এ মুহূর্তে শুধু এটুকুই বলতে পারি তোমার প্রতি আমার তীব্র একটা অশোভন মোহ তৈরি হয়েছে। আসলে ব্যাপারটা আরও জটিল। থাক্, এ নিয়ে আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।'

জবাবটা বিস্মিত করল অদ্রেকে। লোকটা জানে সে একটা পাগল। সে কি করছে তা ভালো না মন্দ এ বোধ কি এর আছে?

'তোমাকে আমি মুক্তভাবে চলাফেরা করতে দিতে চাই। ঈশ্বরের কসম, আমি তোমাকে বন্দি করে রাখতে চাই না। রশি দিয়ে বেঁধে রাখতেও চাই না। তুমি কিন্তু পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে না। ঠিক আছে?'

মাঝে মাঝে লোকটাকে বেশ যুক্তিবাদী মনে হয়। ক্রাইস্ট! এরকম মনে হওয়াটাই তো সবচেয়ে ভয়ের।

'আমি তোমার বন্ধু হতে চাই,' অদ্রেকে নাশতা দিল সে। ডিম, টোস্ট, ভেষজ চা, বয়সন বেবি জ্যাম। 'তোমার পছন্দের সব জিনিস আমি নিজের হাতে বানিয়েছি, দেখো! তোমার সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার করতে চাই না। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার, অদ্রে... নাও, ডিম ভাজাটা খেয়ে দ্যাখো। খুব মজা হয়েছে।'

বত্রিশ

কুয়ানটিকোতে আমার কতটা সময় ব্যয় করতে হচ্ছে তার একটা হিসাব রাখছি। এবং সময় ব্যয় করতে আমার মোটেই ভাল লাগছে না। পরদিন আমি ক্লাসে গেলাম, তারপর ঘণ্টাখানেক ফিটনেস ট্রেনিং চলল। পাঁচটার দিকে গেলাম মনি ডোনেলির কাছে সে হোয়াইট গার্ল কেস নিয়ে কত দূর কী তথ্য জোগাড় করেছে জানার জন্য। ডাইনিং হল বিল্ডিং-এর তিনতলায় ছোট, অপ্রশস্ত একটি কিউবিকলে বসে সে। এক দেয়ালে তার কলেজ জীবনের ছবি টাঙিয়ে রেখেছে এবং নানান ভয়ংকর অপরাধের ছবির ফটোকপিও ঝুলছে পাশাপাশি।

ওর ধাতব নেমপ্লেটে টোকা দিয়ে কিউবে ঢুকলাম আমি।

মনি ঘুরল। আমাকে দেখে হাসল। ওর ছেলের ছবি, ছেলেদের সঙ্গে মজার ভঙ্গি করে তোলা ছবি এবং জেমসবন্ডরূপী পিয়ার্স ব্রসনানের একটি ছবিও সে টাঙিয়ে রেখেছে দেয়ালে।

'আমার জন্য কোন তথ্য জোগাড় করতে পেরেছ?' আমাদের সম্পর্কটা এখন 'আপনি' থেকে 'তুমি' তে নেমে এসেছে।

মনি তার কম্পিউটারে ফিরে গেল। ওর আইবিএম কম্পিউটার। 'তোমাকে কয়েকটা জিনিস প্রিন্ট করে দিচ্ছি। আমি জানি তুমি হার্ড কপি পছন্দ কর।'

'আমি এভাবেই কাজ করি।'

মনি সম্পর্কে নানানজনকে জিজ্ঞেস করে সবার কাছ থেকে একই জবাব শুনেছি। সে একটি প্রতিভা, অসম্ভব পরিশ্রমী কিন্তু কুয়ানটিকোতে সে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে অমূল্যায়িত। মনি দুই সন্তানের জননী, একজন সিঙ্গল মাদার। তার বিরুদ্ধে একটাই অভিযোগ—বড্ড বেশি পরিশ্রম করে, প্রতি রাতে এবং ছুটির দিনগুলোতেও অফিসের কাজ নিয়ে বাসায় ফেরে।

মনি আমার জন্য মোটা এক তাড়া কাগজ বের করল। কাগজের তাড়াটা সুন্দরভাবে গোছানো।

'কিছু বুঝতে পারলে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'আমি স্রেফ একজন রিসার্চার, তাই না? এখানে আরও কিছু তথ্য প্রমাণ জোগাড় করেছি। গত বছর বা তার আগে যেসব সাদা চামড়ার মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে

তাদের সংখ্যাটা আশংকাজনক রকম উঁচু। এদের বেশিরভাগই স্বর্ণকেশী সুন্দরী। তবে বিশেষ কোন অঞ্চল থেকে তাদেরকে অপহরণ করা হয়নি। এ বিষয়টি নিয়ে আরো কাজ করতে হবে। জিওগ্রাফিক প্রোফাইলিং দিয়ে অনেক সময় অপরাধীর আসল লোকেশন খুঁজে পাওয়া যায়।'

'এখন পর্যন্ত কোন আঞ্চলিক পার্থক্য লক্ষ করা যায়নি। এটা আশংকার কথা। কোন প্যাটার্নই চোখে পড়েনি তোমার?'

জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে চুকচুক শব্দ করল মনি। মাথা নাড়ল। 'নাহ্। নিউ ইংল্যান্ড, দক্ষিণ এবং পশ্চিমেও মহিলারা নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি আরও চেক করে দেখা দরকার। নিখোঁজ মহিলাদের প্রায় প্রত্যেকেই অত্যন্ত আকর্ষণীয়া। আর এদের কারোরই কোন সন্ধান মেলেনি। ওরা হারিয়ে গেছে, হারিয়েই আছে।'

আমার দিকে করুণ চোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল মনি। বুঝতে পারলাম ও এই কিউবিকল থেকে বেরিয়ে আসতে চায়।

আমি কাগজের তাড়াগুলো নিয়ে বললাম, 'আমরা চেষ্টা করছি। আমি কনোলি পরিবারকে কথা দিয়েছি।'

মনির হালকা সবুজ চোখে ঝিলিক দিল কৌতুক। 'তুমি কথা দিলে কথা রাখো?'

'চেষ্টা করি,' জবাব দিলাম। 'তথ্যের জন্য ধন্যবাদ। অতিরিক্ত কাজ কোরো না। বাড়ি যাও। বাচ্চারা নিশ্চয় তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'তুমিও বাড়ি যাও, অ্যালেক্স। বাচ্চারা তোমার জন্যেও অপেক্ষা করছে। তুমিও বড্ড বেশি পরিশ্রম করছ।'

তেত্রিশ

সে রাতে বাসায় ফিরে দেখি আমার জন্য নানা, বাচ্চারা, এমনকী আমাদের বেড়াল রোজিও অপেক্ষা করছে। সামনের বারান্দায় বসে আছে সবাই। ওদের থমথমে চেহারা দেখেই বুঝলাম আজ আমার কপালে খারাবী আছে।

'সাড়ে-সাতটা। যত দিন যাচ্ছে দেরি করে বাড়ি ফেরার রোগটা বেড়ে চলেছে তোমার।' বললেন নানা। মাথা নেড়ে যোগ করলেন, 'আমাদেরকে আজ সিনেমায় নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। ডেমন উত্তেজনায় বারবার ঘর-বাহির করেছে।'

'একটা ওরিয়েন্টেশন ছিল,' বললাম আমি।

'বেশ,' নানার মুখের ভাঁজ গভীর হলো। 'আবার মাঝ রাত পার করে বাড়ি ফেরার অভ্যাস করছ তুমি। তোমার তো কোন জীবনই নেই। তুমি প্রেমও করছ না। যেসব মেয়ে তোমাকে পছন্দ করে, অ্যালেক্স—এদের কাউকে তোমার কাছে আসার সুযোগ দাও। খুব বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই কাজটা করো।'

'হয়তো ইতিমধ্যে দেরি হয়ে গেছে।'

'তাতে বিস্মিত হচ্ছি না।'

'তুমি বড্ড কঠিন,' বললাম আমি। 'তোমাকে ভাঙা যায় না, কাটাও যায় না।' সিঁড়িতে বসা বাচ্চাদের দিকে তাকালাম। 'তোমাদের নানা পেরেকের মতো শক্ত। আচ্ছা তোমরা কেউ আমার সঙ্গে লম্ফ ঝম্পের খেলাটা খেলবে?'

কপাল কুঁচকে মাথা নাড়ল ডেমন। 'জেনির সঙ্গে আমি খেলতে রাজি নই।'

'আমিও *সুপারস্টার* ডেমনের সঙ্গে খেলব না,' মুখ বাঁকাল জেনি।

আমি ভেতরে যেতে যেতে বললাম, 'বল নিয়ে আসছি। আমরা বাইরে খেলব।'

ওদের সঙ্গে খেলেটেলে পার্ক থেকে ফিরে এসে দেখি নানা অ্যালেক্সকে ইতিমধ্যে শুইয়ে দিয়েছে বিছানায়।

আবার এসে বসেছেন বারান্দায়। আমি এক পাইন্ট Prolone, ক্রিম এবং আরেক পাইন্ট oreos ও ক্রিম নিয়ে এসেছিলাম। বসে বসে ওগুলো

খেলাম। বাচ্চারা গেল যে যার ঘরে। কেউ ঘুমাবে, কেউবা পড়বে অথবা ঘাঁটাঘাঁটি করবে ইন্টারনেট নিয়ে।

'তুমি দিনদিন হোপলেস হয়ে যাচ্ছ, অ্যালেক্স,' চামচে লেগে থাকা ক্রীমের শেষ অংশটুকু চাটতে চাটতে বললেন নানা।

'আসলে তুমি বলতে চাইছ কনসিসটেন্ট এবং ডেডিকেটেড। এরকম লোক খুঁজে পাবে না। খাবারটা তোমার পছন্দ হয়েছে, না?'

চোখের মণি ঘোরালেন নানা। 'সংসারের দিকেও তোমার খেয়াল রাখা উচিত, বেটা। কাজই সবকিছু নয়।'

'আমি তো তোমাদের জন্য আছিই, নানা।'

'কখনও বলিনি যে তুমি ছিলে না। জামিলা কেমন আছে?'

'ব্যস্ত।'

ওপরে-নিচে পুতুলের মতো মাথা নাড়তে লাগলেন নানা। তারপর সিধে হলেন, বাচ্চাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা আইসক্রিমের পাত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

আমি চলে এলাম চিলেকোঠায়, আমার অফিস কক্ষে। তারপর ভয়ে ভয়ে ফোনটা করলাম। করতে চাইছিলাম না। কিন্তু ফোন করব কথা দিয়েছিলাম যে!

ফোন বাজছে, সাড়া দিল একটি পুরুষ কণ্ঠ। 'ব্রেনডান কনোলি।'

'হ্যালো, জাজ কনোলি, অ্যালেক্স ক্রস বলছি,' বললাম আমি। ভদ্রলোককে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুনলাম। তবে বললেন না কিছুই। আমি বলে চললাম, 'মিসেস কনোলির ব্যাপারে এখনও কোন ভালো খবর পাইনি। যদিও আটলান্টায় আমাদের পঞ্চাশজন এজেন্ট কাজ করছে। ফোন করলাম কারণ আপনাকে বলেছিলাম আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব, কী ঘটছে জানাব।'

কারণ আমি কথা দিয়েছিলাম।

চৌত্রিশ

অপহরণের কয়েকটি বিষয় ঠিক মেলাতে পারছি না আমি। শুরুর দিকের অপহরণগুলো করা হয়েছে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে। হঠাৎ করেই অপহরণকারীরা কেমন উদাসীন হয়ে পড়তে শুরু করেছে। প্যাটার্নটা একইরকম। কেন? এর মানে কী? পরিবর্তনটা কী হয়েছে? এ বিষয়টি বুঝতে পারলে তদন্ত করতে সুবিধে হবে আমাদের।

পরদিন সকালে আমি কুয়ানটিকোতে গেলাম। তার পাঁচ মিনিট আগে ডিরেক্টরকে নিয়ে একটি বড় এবং কালো বেল হেলিকপ্টারে ভূমি স্পর্শ করল। বার্নসের আগমন সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত।

জরুরি মিটিং ডেকেছেন বার্নস। আমাকে আসতে বলা হয়েছে। আমি কি কেসটিতে ফিরে যাচ্ছি? প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স কক্ষে ঢুকলেন ডিরেক্টর। কয়েকজন এজেন্টের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আমার দিকে একবারও ফিরে তাকালেন না। আবারও চিন্তা করলাম কী করতে এসেছেন এখানে। আমাদের জন্য কোন খবর এনেছেন? এমন কী খবর যে জন্য স্বয়ং তাঁকে আসতে হলো?

প্রথম সারিতে তিনি আসন গ্রহণ করার পরে বিহেভিয়োরিয়াল অ্যানালিসিস ইউনিট প্রধান ড. বিল থম্পসন হেঁটে গেলেন রুমের সামনে। বোঝা যাচ্ছে বার্নস এখানে অবজারভার হিসেবে এসেছেন। কিন্তু কেন? তিনি কী পর্যবেক্ষণ করতে চান?

ড. থম্পসনের একজন প্রশাসনিক সহকারী পিন মারা কিছু ডকুমেন্ট ধরিয়ে দিল হাতে। একই সঙ্গে দেয়ালের পর্দায় একটি পাওয়ার পয়েন্ট থেকে স্লাইড প্রদর্শন শুরু হয়ে গেল। 'আরেকটি অপহরণ হয়েছে,' দলটাকে জানালেন থম্পসন। 'রোড আইল্যান্ডের নিউ পোর্টে, শনিবার রাতে এ ঘটনা ঘটেছে। তবে এখানে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করছি আমরা। ভিক্টিম একজন পুরুষ। আমাদের জানা মতে এই প্রথম একজন পুরুষকে অপহরণ করা হলো।

ড. থম্পসন বিস্তারিত জানালেন আমাদেরকে। তাঁর দেয়া তথ্য দেয়ালেও প্রদর্শিত হলো। প্রভিডেন্স কলেজের এক ছাত্র, বেনজামিন কোফি, নিউ পোর্টের

হেলিইয়ার্ড নামে একটি বার থেকে অপহৃত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, অপহরণকারী দুজনেই পুরুষ।

একটা দল।

এবং আবার ওদেরকে দেখা গেছে।

'কারও কোন প্রশ্ন আছে?' জিজ্ঞেস করলেন থম্পসন। 'প্রতিক্রিয়া? মন্তব্য? কারও মনে কোন প্রশ্ন জাগলে করে ফেলুন। আমাদের ইনপুট দরকার। আমরা এ থেকে কোথাও পৌঁছাতে পারছি না।'

'প্যাটার্নটা একদম আলাদা,' মন্তব্য করল একজন অ্যানালিস্ট। 'অপহরণটা হয়েছে একটি বার থেকে। ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একজন পুরুষকে।'

'এ বিষয়ে আমরা এত নিশ্চিত হচ্ছি কী করে?' প্রশ্ন করলেন বার্নস। 'এখানে প্যাটার্নটা কী?'

সবাই নিশ্চুপ হয়ে রইল। বার্নস ঘুরে তাকিয়ে দলটার ওপরে চোখ বুলালেন। আমার ওপরে স্থির হলো দৃষ্টি। 'অ্যালেক্স? হোয়াট ইজ দ্য প্যাটার্ন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'তোমার কোন আইডিয়া আছে?'

অন্য এজেন্টরা আমাকে লক্ষ্য করছে। 'আমরা কি নিশ্চিত যে বার-এ ওরা দুজনেই পুরুষ ছিল?' এটা আমার প্রথম প্রশ্ন।

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন বার্নস। 'না. আমরা নিশ্চিত নই। একজনের মাথায় ছিল নাবিকের ক্যাপ। ওটা কিং অব প্রুশিয়ার মহিলা হতে পারে। এ অপহরণের সঙ্গে অন্য ঘটনাগুলোর যোগ বিচ্ছিন্নতার বিষয়ে যে ব্যাখ্যা রয়েছে সে বিষয়ে কি তুমি একমত পোষণ কর? প্যাটার্নটা কি ভেঙে ফেলা হয়েছে?'

'না,' বললাম আমি। 'বিহেভিওরাল প্যাটার্নের থাকারও দরকার নেই। অ্যাবডাকশন টিম যদি টাকার জন্য কাজ করে থাকে তাহলেও নয়। যদিও আমার ধারণা তাই। আমি এগুলো ক্রাইম অভ প্যাশন হিসেবে দেখছি না। তবে আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ওদের ভুলগুলো। ওরা কেন ভুল করছে? এখানেই রয়েছে হলো সব রহস্যের চাবিকাঠি।'

পঁয়ত্রিশ

সময়ের হিসেব নেই লিজি কনোলির। শুধু উপলব্ধি করছে অসম্ভব ধীর গতিতে বয়ে যাচ্ছে সময়। সে নিশ্চিত যে মারা যাচ্ছে। গুইনি, ব্রিজিড, মেরী কিংবা ব্রেনডানের সঙ্গে জীবনেও দেখা হবে না ওর। আর এ চিন্তাটা দারুণ বিমর্ষ করে তুলছে ওকে।

এ ছোট কক্ষ বা কুজিটে বন্দি হবার পর থেকে নিজের জন্য এক ফোঁটাও চিন্তা করেনি লিজি, আতংকিতও হয়নি। ওর কাছে সবচেয়ে বড় বাস্তবতা এখন এটাই যে ভয়ংকর দানবটা ওকে ছাড়বে না। কোনদিন না। বহুবার পালাবার চিন্তা করেছে সে। কিন্তু জানে এখান থেকে পালাবার পথ নেই। চামড়ার রশি দিয়ে ওকে বেঁধে রাখা হয়েছে, শত গা মোড়ামুড়ি করেও এক বিন্দু ঢিল করতে পারেনি বাঁধন। তবে অলৌকিকভাবে রশির বন্ধন থেকে নিজেকে যদি মুক্ত করতে পারেও লিজি, লোকটার সঙ্গে কোনভাবেই শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। ওই লোকটার মতো বলশালী মানুষ জীবনে দেখেনি সে। কলেজ জীবনে ফুটবল খেলে অভ্যস্ত, শক্তপোক্ত গড়নের ব্রেনডানের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তি ধরে ওই লোক শরীরে।

তাহলে কী করবে লিজি? বাথরুমে যাওয়ার সময় কিংবা খাওয়ার সময় একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু লোকটা খুব চতুর এবং সাবধানী। লিজি কনোলি অন্তত সম্মান নিয়ে মারা যেতে চায়। কিন্তু দানবটা কি সে সুযোগ তাকে দেবে? নাকি ওকে কষ্ট দেয়ার মতলব তার? অতীত ইতিহাস রোমন্থন করে একটু আরাম পেল লিজি। ও বড় হয়েছে মেরীল্যান্ডের পটোম্যাকে, প্রায় প্রতিটি ঘণ্টা কেটেছে কাছের এক আস্তাবলে। নিউইয়র্কের ভাসার থেকে শেষ করেছে কলেজ জীবন। তারপর *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ যোগদান। এরপর ব্রেনডানের সঙ্গে বিয়ে। এল ভালো সময়, গেল খারাপ সময়। বাচ্চারা এল ওদের সংসারে। তারপর ফিপস প্লাজায় সেই ভয়ংকর সকাল। জীবন ওকে নিয়ে কী ভয়ানক এক ঠাট্টাই না করেছে।

গত কয়েক ঘণ্টা ধরে অন্ধকারে বসে বসে জীবনে ঘটে যাওয়া অন্যান্য ভয়ংকর অভিজ্ঞতাগুলোর কথা ভাবার চেষ্টা করছিল লিজি। চিন্তা করছিল এমন কিছু নিয়ে যা ওকে সাহায্য করতে পারবে।

আট বছর বয়সে ওর একটা চোখে অপারেশন হয়। ওর ওই চোখটা সামান্য ট্যারা ছিল। বাবা মা'ও প্রচণ্ড ব্যস্ততার কারণে মেয়েকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবার সময়ই পেতেন না। তাই ওর দাদা-দাদী একদিন ওকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে। তারা যখন ওকে একা রেখে চলে যাচ্ছিলেন, চোখ ফেটে জল আসছিল লিজির। এক নার্স এসে ওর চোখের জল দেখে ফেলে। লিজি ভান করে মাথায় বাড়ি খেয়েছে। যেভাবেই হোক, একাকী, ভয়ংকর মুহূর্তটি সে পার করে দিতে পেরেছিল।

তেরো বছর বয়সে ভয়াবহ একটি দুর্ঘটনার শিকার হয় লিজি। ভার্জিনিয়ায় এক বন্ধুর পরিবারের সঙ্গে সাপ্তাহিক ছুটি কাটিয়ে ফিরছিল লিজি। ঘুমিয়ে পড়েছিল গাড়িতে। হঠাৎ দুর্বল ও রক্তাক্ত শরীর নিয়ে জেগে ওঠে ও। চোখ মেলে তাকিয়ে শুধুই নিকষ আঁধার দেখতে পায়। ধীরে ধীরে উপলব্ধিবোধ ফিরে আসে ওর। ও যখন ঘুমাচ্ছিল তখন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়। দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত অপর গাড়ির লোকটি হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে রাস্তায়। নড়াচড়া করছে না। লিজির মনে হলো লোকটা যেন ওকে ভয় পেতে মানা করছে। বলছে ও হয় বেঁচে থাকতে পারে কিংবা হাল ছেড়ে দিতে পারে। সিদ্ধান্তটি তার— অন্য কারও নয়। লিজি বেঁচে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।

'এটা আমার ইচ্ছা,' ক্লজিটের অন্ধকারে বসে নিজেকে শোনায় লিজি। 'বেঁচে থাকব নাকি মরে যাবো সে সিদ্ধান্ত আমিই নেবো, ওই লোক নয়। উলফেরও নয়। নয় অন্য কারও।'

'আর বেঁচে থাকাটাই আমার ইচ্ছা।'

ছত্রিশ

পরদিন সকালে, কুয়ানটিকোর মূল কনফারেন্স হল-এ প্রায় সকলেই জড়িত হলো শ্বেতাঙ্গ নারীর ব্রিফিং-এ। আমাদেরকে এ বিষয়ে বিশদ তেমন কিছু বলা হয়নি।

ঘর যখন প্রায় ভরে গেছে, এমন সময় হাজির হলো HRT প্রধান সিনিয়র এজেন্ট নেড মেহোনি। সে সামনে এসে দাঁড়াল। তাকাল আমাদের দিকে। ধূসর-নীল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছুঁয়ে গেল একে একে প্রতিটি সারি।

'একটা ঘোষণা দিতে এসেছি আমি। গুড নিউজ ফর এ চেঞ্জ।' বলল মেহোনি। 'ওয়াশিংটন থেকে মাত্রই খবরটা পেয়েছি।' নাটকীয়ভাবে বিরতি দিল সে। তারপর আবার শুরু করল, 'সোমবার থেকে, নিউইয়র্কে আমাদের এজেন্টরা রেফ ফার্লে নামে এক সাসপেক্টের ওপরে নজর রেখে চলেছে। সাসপেক্ট একজন রিপিট সেক্স অফেন্ডার। এক মহিলার ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে তাকে সে পেটায় এবং ধর্ষণ করে। এজন্য রাহওয়ে কারাগারে চার বছর জেল খেটেছে সে। তবে ফার্লের দাবি ছিল, মহিলা তার গার্লফ্রেন্ড। সে যেখানে কাজ করত মহিলাও সেখানকার। তবে ফার্লে সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হয়ে ওঠার কারণ সে ইন্টারনেট চ্যাট রুমে ঢুকে মিসেস অড্রে মিক সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে। সে মিসেস মিক সম্পর্কে বিস্তারিত অনেক কিছুই জানত, জানত ভদ্রমহিলা প্রিন্সটন এলাকায় সপরিবারে থাকেন, এমনকী বাড়ির ভেতরের লে আউটও ফার্লের অজানা ছিল না।

'সাসপেক্ট এ ছাড়াও পরিষ্কারভাবে জানত কীভাবে এবং কখন কিং অভ প্রুশিয়া মল থেকে মিসেস মিককে অপহরণ করা হয়। মিসেস মিকের গাড়ি যে ব্যবহার করা হয়েছে সে খবর সে রাখত, জানত কী ধরনের গাড়ি ছিল ওটা এবং বাচ্চাদেরকে যে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে তা-ও তার অজানা নয়।

পরবর্তীতে চ্যাট রুমে ঢুকে ফার্লে বিশেষ কিছু তথ্য প্রদান করে যা আমাদের কাছেও ছিল না। তার দাবি, মিসেস মিককে বিশেষ এক ধরনের মাদক দিয়ে অজ্ঞান করে নিউজার্সির জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে অড্রে মিক বেঁচে আছেন নাকি মারা গেছেন সে বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলেনি ফার্লে।

‘তবে আমরা যখন ওর ওপর নজর রাখছিলাম, দুর্ভাগ্যজনকভাবে মিসেস মিকের কাছে তখন সাসপেক্ট যায়নি। এটা প্রায় তিনদিন আগের ঘটনা। আমাদের বিশ্বাস, সে হয়তো সার্ভিলেন্সের অস্তিত্ব টের পেয়ে গেছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং ডিরেক্টরও এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, আমরা ফার্লেকে পাকড়াও করব।’

‘HRT নিউ জার্সির নর্থ ভাইল্যান্ডে স্থানীয় ফিল্ড অফিস এবং পুলিশকে সাহায্য করছে এবং ইতিমধ্যে ওখানে পৌঁছে গেছে। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে ওখানে যাচ্ছি। এ বিষয়টির সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তাদের সকলকে অভিনন্দন।’

আমি অন্য সবার সঙ্গে হাততালি দিলাম। তবে অন্যরকম একটা অনুভূতি হচ্ছিল আমার। ফার্লেকে আমি চিনি না, তার ওপর নজর রাখতেও যাইনি। মনে হচ্ছিল আমি গেড়োর বাইরে। গত কয়েক বছরে এ ধরনের কৌতুককর অনুভূতি আমার হয়নি, অন্তত ওয়াশিংটন ডিসি’র পুলিশ বিভাগে যোগদানের পর থেকে।

সাঁইত্রিশ

একটা কথা আমার মস্তিষ্কে বারবার বাড়ি মারছে *এ বিষয়ে ডিরেক্টরও একমত হয়েছেন যে...* আমি ভাবছি ডিরেক্টর বার্নস জার্সির সাসপেক্ট সম্বন্ধে কবে থেকে জানেন এবং উনি কেন এর কথা আমাকে বলেননি। হতাশ বোধ না করার চেষ্টা করলাম, তবু...মিটিং শেষ হওয়ার পরেও কেমন অস্বস্তি কাজ করছিল আমার মধ্যে।

সমস্যা হলো আমার বারবারই মনে হচ্ছিল কোথাও একটা ভজকট হয়েছে এবং বিষয়টি আমি ঠিক ধরতে পারছি না।

অন্যদের সঙ্গে রুম থেকে বেরোচ্ছি, দ্রুত কদমে আমার দিকে ছুটে এল মেহোনি। 'ডিরেক্টর তোমাকে নিউজার্সি যেতে অনুরোধ করেছেন।' বলে হাসল সে। 'আমার সঙ্গে হেলি প্যাডে চলো। তোমাকে আমার ওখানেও দরকার।' যোগ করল ও। 'ফার্লেকে দ্রুত পাকড়াও করতে না পারলে মিসেস মিককে জিন্দা ফেরত পাবার আশা ক্ষীর্ণ।'

পঞ্চান্ন মিনিট বাদে, একটি বেল হেলিকপ্টার উড়ে এল নিউজার্সির মিলভিলের বিগ স্কাই এভিয়েশনে। দুটো কালো SUV অপেক্ষা করছিল, আমি আর মেহোনি গাড়ি চড়ে দশ মাইল উত্তরে, নর্থ ভাইনল্যান্ড অভিমুখে ছুটলাম।

একটি iHop রেস্টুরেন্টের সামনে পার্ক করা হলো গাড়ি। ফার্লের বাড়ি এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে। আমি মেহোনির সঙ্গে একটি SUV-এ রইলাম। HRT-এর ছজনের একটি দল প্রথমে ফার্লের বাড়িতে হামলা চালাবে। আশা করি অড্রে মিককে ওখানে জ্যান্ত অবস্থায় পাবো।

একটি বর্ণহীন বাংলোকে পাশ কাটাচ্ছি, বাড়িটির বারান্দার বোর্ড টোর্ডগুলো ভাঙা, ক্ষুদ্রাকৃতির সামনের উঠোনে একটি জংধরা গাড়ি এবং ক্যাম্পিং স্টোভ চোখে পড়ল। 'দ্যাটস ইট,' বলে উঠল মেহোনি। 'হোম, সুইট হোম। ওখানে গাড়ি থামাও।'

বাড়ি থেকে একশো গজ দূরে, লাল ওক আর পাইনের একটা সারির ধারে গাড়ি থামালাম আমরা। আমি জানি ক্যামোফ্লেজ সুট পরা সার্ভিলেন্স এজেন্টরা ইতিমধ্যে বাংলোর কাছাকাছি ওঁৎ পেতে বসে আছে। বাংলোর দিকে মুখ করে রয়েছে একটি ক্লোজড-সার্কিট ক্যামেরা এবং UNSUB-এর গাড়ি, একটি লাল

ডজ পোলারিস।

'বোধহয় ও ভেতরে ঘুমাচ্ছে,' জঙ্গল দিয়ে হাঁটছি, মন্তব্য করল মেহোনি।

'এখন তো প্রায় দুপুর,' বললাম আমি।

'ফার্লে গভীর রাত অবধি জেগে কাজ করে। আজ সকাল ছটায় বাড়ি ফিরেছে সে। ওর গার্লফ্রেন্ডও আছে ওখানে।'

আমি কিছু বললাম না।

'কী ভাবছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল মেহোনি। বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে ঘন ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাড়িটির ওপর নজর রাখছি আমরা।

'তুমি বলছ ওখানে ওর গার্লফ্রেন্ডও আছে! কথাটা কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল না?'

'জানি না, অ্যালেক্স। সার্ভিলেন্সের দেয়া তথ্য অনুযায়ী গার্লফ্রেন্ডটি ওখানে সারা রাত ছিল। হয়তো ওরাই সেই কাপল বা জুটি। আমরা এখানে এসে পড়েছি। আমাদের কাজ রেফ কার্লেকে কব্জা করা। সে কাজটাই করি, এসো... *দিস ইজ HRT ONE* আই হ্যাভ কন্ট্রোল। রেডি! ফাইভ, ফোর, থ্রি, টু, ওয়ান। গো গো!

আটত্রিশ

আমি আর মেহোনি দেখছি বিশ্রী চেহারার ছোট বাড়িটির দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে ব্রীচ টিম। বডি আর্মার আর পুরোপুরি কালো সুট পরা ছজন এজেন্ট। সাইড ইয়ার্ডে আরও দুটো ভাঙাচোরা বাহন চোখে পড়ল। একটি ছোট গাড়ি, অপরটি ডজ ট্রাক। এছাড়া উঠোনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানান যন্ত্রপাতি। দেখে মনে হলো রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার কন্ডিশনারের পার্টস। একটা ইউরিনাল আউটব্যাকও আছে, যেন কোন শুঁড়িখানা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।

দুপুর অথচ বাড়ির জানালা অন্ধকার। অদ্রে মিক কি ওখানে আছে? সে কি জীবিত? আশা করি বেঁচে আছে। ওকে উদ্ধার করতে পারলে বিরাট একটা কাজ হবে। বিশেষ করে সকলেই যখন ভাবছে মারা গেছে মিক।

তবে ঘেরাওর একটি বিষয় আমার মনে প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে।

যদিও এখন এতে কিছুই আসে যায় না।

HRT উদ্ধার পর্ব অভিযানে অংশ নিল অথচ কোন 'Knock and announce' প্রটোকল নেই। কোন আলোচনা নয়, নয় দর-কষাকষি অথবা পলিটিক্যাল কারেক্টনেস। দেখলাম দুজন এজেন্ট এগিয়ে গেল সামনের দরজায়। সাসপেক্টের বাড়ির ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে।

হঠাৎ 'বুম' করে ভোঁতা একটি আওয়াজ। সদর দরজার দুজন এজেন্ট মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এদের একজন আর খাড়া হলো না। অপরজন সিধে হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সরে এল বাড়ির সামনে থেকে।

'বোমা,' বিস্ময় এবং রাগ নিয়ে বলল মেহোনি। 'ব্যাটা নিশ্চয় দরজায় বোমা সেট করে রেখেছে।'

ততক্ষণে বাকি চারজন এজেন্ট ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতরে। খিড়কির দরজা এবং সাইড ডোর দিয়ে ঢুকেছে ওরা। আর কোন বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল না। তার মানে অন্য দরজাগুলোয় বোমা পেতে রাখা হয়নি। দুই HRT এজেন্ট দরজার সামনে পড়ে থাকা এজেন্টের দিকে এগোল। তাকে দরজার সামনে থেকে সরিয়ে আনল।

আমি আর মেহোনি জান বাজি রেখে ছুটলাম বাড়িটির দিকে। মেহোনির মুখ দিয়ে অনবরত গালির মতো বেরিয়ে আসছে 'ফাক' শব্দটি। ভেতরে কোন

গোলাগুলির শব্দ নেই।

হঠাৎ ভয় লাগল ভেবে ফার্লে হয়তো বাড়িতেই নেই। প্রার্থনা করলাম অদ্রে মিককে যেন মৃত দেখতে না হয়। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আমি হলে এভাবে রেইড করতাম না। এফবিআই! আমি সবসময় এ হারামজাদাগুলোকে ঘৃণা এবং অবিশ্বাস করে এসেছি। আর আমি এখন তাদেরই একজন।

শুনতে পেলাম কেউ চিৎকার করছে 'সিকিউর!' সিকিউর!' বলে। তারপর *'আমরা একজন সাসপেক্টকে পাকড়াও করেছি। এ ফার্লে। এক মহিলাও আছে!'*

কোন্ মহিলা? সাইড ডোর দিয়ে সবেগে ভেতরে প্রবেশ করলাম আমি আর মেহোনি। ঘর ডুবে আছে ঘন ধোঁয়ায়, বাতাসে এক্সপ্লোসিভ আর মারিজুয়ানার গন্ধ। ছোট একটি লিভিংরুম পার হয়ে একটি বেডরুমে ঢুকে পড়লাম দুজনে।

বেডরুমের কাঠের মেঝেয় এক নগ্ন পুরুষ এবং নারী হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। মহিলা নিশ্চয় অদ্রে মিক নয়। এ মহিলা বেশ মোটাসোটা, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পাউন্ড হবে বেশি ওজন। রেফ ফার্লের ওজন কমপক্ষে তিনশো পাউন্ড। মাথা ভর্তি লালচুল আর গা ভর্তি লোম।

চাদর কিংবা বেডকাভার বিহীন প্রকাণ্ড খাটের মাথায় ফুলহ্যান্ড লিউক'-এর প্রাচীন একটি পোস্টার। এছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না।

আমাদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছিল ফার্লে। মুখ লাল টকটকে। 'আমার অধিকার আছে! আমার যথেষ্ট অধিকার আছে। তোমরা, হারামজাদারা বিপদ কী জিনিস টের পাবে।'

মনে হলো লোকটা ঠিক কথাই বলছে। এ চিৎকার করনেওয়ালা যদি মিসেস মিককে অপহরণ করে থাকে তাহলে সে ইতিমধ্যে মারা গেছে।

'বিপদে পড়বে তুমি, মোটকু!' এক HRT এজেন্ট খেঁকিয়ে উঠল। 'সঙ্গে তোমার গার্লফ্রেন্ডও।'

এরা কি সেই জুটি যারা অদ্রে মিক এবং এলিজাবেথ কনোলিকে অপহরণ করেছে?

আমার কিন্তু সন্দেহ লাগছে।

তাহলে ওরা কোথায়?'

উনচল্লিশ

অন্ধকার বেডরুমে সাসপেক্ট র‍্যাফ ফার্লেকে নিয়ে বসে আছি আমি এবং নেড মেহোনি। মহিলাটি, গায়ে একটা নোংরা বাথরোব চাপিয়ে গেছে কিচেনে। ওখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা সবার মনে সৃষ্টি করেছে প্রবল রাগ। বুবি ট্রাপে পড়ে আহত হয়েছে দুজন এজেন্ট। ফার্লে আমাকে আর মেহোনির গায়ে থুতু ছেটাতে ছেটাতে মুখ শুকিয়ে ফেলে এখন ক্ষান্ত দিয়েছে। পুরো ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুত ঠেকছে আমাদের কাছে। নেড এবং আমি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলাম হো হো করে।

'ব্যাপারটা খুব মজার মনে হচ্ছে, না?' বিছানার কিনারায় তিমির মতো বসে থাকা ফার্লে ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল। ওকে জামাকাপড় পরার সুযোগ দিয়েছি আমরা। নীল জিন্স এবং শার্ট। ওর নগ্ন থলথলে চর্বিসর্বস্ব শরীরটা দেখতে খুবই অশ্লীল লাগছিল।

'তোমার বিরুদ্ধে অপহরণ এবং খুনের অভিযোগ আনা হবে,' খেঁকিয়ে উঠল নেড। 'তুমি আমাদের দুজন লোককে আহত করেছ। এদের একজনের একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে।'

'আমি ঘুমাচ্ছি এমন সময় আমার বাড়িতে দুম করে ঢুকবার কোন অধিকার তোমাদের নেই! আমার শত্রুর অভাব নেই!' চেঁচাল ফার্লে আবার থুতু মারল মেহোনিকে লক্ষ্য করে। 'আমি মাদক বিক্রি করি বলেই হুড়মুড় করে আমার বাড়িতে ঢুকে পড়বে? নাকি বিবাহিতা এক মহিলা যে তার বুড়ো স্বামীর চেয়ে আমাকে বেশি পছন্দ করে বলে আমার প্রাইভেসিতে নাক গলাবে?'

'তুমি কি অদ্রে মিকের কথা বলছ?' প্রশ্ন করলাম আমি।

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল ফার্লে। কটমট করে তাকাল আমার দিকে, মুখ এবং ঘাড় লাল হয়ে গেছে। এটা যদি অভিনয় হয় তাহলে বলব অভিনেতা হিসেবে সে যাচ্ছেতাই এবং চতুরও নয়।

'কী আবোলতাবোল বলছ? গাঁজা খেয়েছ নাকি?' অবশেষে বলল সে। 'অদ্রে মিক? যে সুন্দরীকে ওরা কিডন্যাপ করেছে?'

সামনে ঝুঁকল মেহোনি। 'অদ্রে মিক। আমরা জানি তুমি এ মহিলা সম্পর্কে

সব খবর রাখো, ফার্লে। উনি কোথায়?' ফার্লের শুয়োরের মতো কুঁতকুঁতে চোখ জোড়া আরও ছোট হয়ে এল।

'আমি কী করে জানব সে কোথায়?'

'তুমি ফেভারিট থিংস ফোর নামের কোন চ্যাটরুমে কখনও ঢুকেছ?'

মাথা নাড়ল ফার্লে। 'জীবনেও নাম শুনিনি।'

'তোমার কথোপকথনের রেকর্ড আমাদের কাছে আছে, অ্যাশহোল,' বলল নেড। 'ইউ গট লট অভ স্পেলিং টু ডু, লুসি।'

বিভ্রান্ত দেখাল ফার্লেকে। 'লুসিটা আবার কে? কার কথা বলছ তুমি? 'আই লাভ লুসি' ছবির কথা বলছ?'

'জার্সির জঙ্গলে কোথাও তুমি ওর ওপরে চড়াও হয়েছ,' হুংকার দিল মেহোনি, মেঝেতে সজোরে পা ঠুকল।

'তুমি কি ওঁর গায়ে হাত তুলেছ? উনি কি ঠিক আছেন? অড্রে মিক কোথায়?' জানতে চাইলাম আমি।

'ওঁর কাছে আমাদেরকে নিয়ে চলো, ফার্লে।'

'তোমাকে আমরা আবার জেলে পুরব। এবারে আর বেরিয়ে আসতে পারবে না।' খেঁকিয়ে উঠলাম আমি।

ফার্লে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। পিটপিট করল চোখ তারপর কড়া দৃষ্টিতে তাকাল আমাদের দিকে। ওর চাউনি দেখে বোঝা যায় ভয় পেয়েছে।

'এক মিনিট, ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি আমি। ইন্টারনেটের ওই জায়গাটার কথা বলছ তো? আমি স্রেফ একবার ওখানে ঢুকেছিলাম।

'মানে?'

কুঁকড়ে গেল ফার্লে যেন আমরা ওকে মেরেছি। 'ফেভারিট ফোর-এ উদ্ভট টাইপের মানুষজন কথা বলে।'

'কিন্তু তুমি নিশ্চয় বেহুদা অড্রে মিকের সম্বন্ধে তথ্য জোগাড় করনি, তুমি ওর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানো।' বললাম আমি।

'ওই মাগী আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। শি ইজ আ ফক্স। আমি সবসময়ই Meek-এর ক্যাটালগ সংগ্রহ করি। রোগা-দুবলো মডেলগুলোকে দেখলেই মনে হয় ওদের জোর চো—দরকার।'

'তুমি অপহরণের বিষয়ে জানতে, ফার্লে,' বললাম আমি।

'আমি খবরের কাগজ পড়ি, CNN দেখি। কে দেখে না? বললামই তো অড্রে মিককে দেখলে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি। মহিলাকে অপহরণ করতে পারলে মজাই হতো। অড্রে মিক এখানে থাকলে কি আর আমি সিনি'র সঙ্গে ঘুমাই?'

তর্জনী তুললাম ফার্লের দিকে। 'খবরের কাগজে ছাপা হয়নি এমন সব

তথ্যও তোমার কাছে আছে।'

প্রকাণ্ড মাথাটা ডানে-বামে নাড়ল ফার্লে। 'আমার কাছে একটা স্ক্যানার আছে। পুলিশের রেডিও শুনি আমি। এসব থেকে তথ্য জোগাড় করি। না, আমি অড্রে মিককে কিডন্যাপ করিনি। অত সাহস আমার নেই, হবেও না কোনদিন।'

'কিন্তু কার্লি হোপকে ধর্ষণ করার সাহস তোমার হয়েছিল,' ফোঁড়ন কাটল নেড।

আবারও নিজের ভেতরে যেন সেঁধিয়ে গেল ফার্লে।

'নাহ্, নাহ। আমি কোর্টে তো বলেইছি কার্লি আমার গার্লফ্রেন্ড ছিল। আমি ওকে ধর্ষণ করিনি। আমার সে হিম্মত নেই। আমি অড্রে মিকের কিছু করিনি। আয়াম নো বডি। আয়াম নাথিং।'

অনেকক্ষণ আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রেফ ফার্লে। চোখ জোড়া লাল টকটকে, চেহারাটা করুণ এবং বিমর্ষ। উচিত হচ্ছে না জানি, তবু মনে হচ্ছে ফার্লে সত্যি কথাই বলেছে। ও কেউ না, কিছু না।

চল্লিশ

স্টার্লিং
মি. পটার
দ্য আর্ট ডিরেক্টর
স্ফিংক্স
মার্ভেল
দ্য উলফ

ওপরের নামগুলো শুনলে মনে হয় খুব সাধারণ কিছু নাম। কিন্তু নামের আড়ালের মানুষগুলো মোটেই সাধারণ নয়। এরা প্রত্যেকে ভয়ংকর এবং বিপজ্জনক। এক আড্ডায় পটার ঠাট্টা করে দলটির নাম রাখে মনস্টারস ইনক। এ দলের যারা সদস্য তাদের জন্য এর চেয়ে জুৎসই নাম আর হয় না। এরা আক্ষরিক অর্থেই একেকটি দানব। এরা খামখেয়ালী, উদ্ভট, পথভ্রষ্ট এবং ভয়ানক খারাপ।

আর এদের মধ্যে উলফ সবার থেকে আলাদা।

তারা একটি নিরাপদ ওয়েব সাইটে মিলিত হয় যেখানে বহিরাগতদের প্রবেশ করার সুযোগ নেই। সবগুলো মেসেজই সাংকেতিক ভাষায় লেখা এবং এতে প্রবেশের জন্য একজোড়া চাবির প্রয়োজন হয় প্রথম চাবিতে তথ্য বিকৃতি থাকে, দ্বিতীয় চাবির সাহায্যে আসল তথ্য উদ্ধার করা হয়। সবচেয়ে জরুরি, সাইটে ঢুকতে হলে হাত স্ক্যান করতে হবে। ওরা সাইটকে আরও সুরক্ষিত করে রাখতে রেটিনাল স্ক্যান কিংবা অ্যানাল প্রোব-এর কথা চিন্তা-ভাবনা করছে।

আজকের আলোচ্য বিষয় হলো অপহরণকারী জুটি বা কাপল এবং এদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে তা নিয়ে।

'এদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে কথার মানে কী?' জিজ্ঞেস করল আর্ট ডিরেক্টর। তাকে মশকরা করে মি. সফটি বলা হয় কারণ সে খুব আবেগ প্রবণ।

'কথার মধ্যেই এর অর্থ নিহিত রয়েছে,' জবাব দিল স্টার্লিং। 'সিকিউরিটির দারুণ অবনতি ঘটেছে। এ বিষয়ে কী করা যায় তা নিয়ে এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ওরা অত্যন্ত নির্বোধের মতো কিছু কাজ করেছে। সবচেয়ে আশংকার কথা হলো ওদের চেহারা দেখা গেছে। এর ফলে আমরা সবাই বিপদের মুখে।'

'আমাদের অপশন কী?' জানতে চাইল আর্ট ডিরেক্টর।

সাথে সাথে জবাব দিল স্টার্লিং। 'খবরের কাগজ পড়েছ? তোমার টিভি আছে? জর্জিয়ার আটলান্টায় দুজনের একটি দল একটি মল থেকে এক মহিলাকে ধরে নিয়ে গেছে। ওরা লোকের চোখে পড়েছে। পেনসিলভানিয়ায় দুজনের একটি দল এক মহিলাকে অপহরণ করেছে এবং অপহরণকারীদের দেখা গেছে। আমাদের অপশন? হয় কিছুই করব না অথবা চরম ব্যবস্থা নেব। অন্য দলগুলোকে সাবধান করার জন্য এদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দেয়া দরকার।'

'সেক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান করছি কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল মার্ভেল, সে সাধারণত চুপচাপ থাকে তবে রেগে গেলে ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

'কিছুদিনের জন্য আমি সমস্ত ডেলিভারি বন্ধ করে দিয়েছি,' জবাব দিল স্টার্লিং।

'এ কথাটা তো আমাকে কেউ বলেনি!' নাক গলায় স্ফিংক্স।

'আমার একটা ডেলিভারি আসার কথা। তোমরা সবাই জানো আমি এ জন্য টাকাও দিয়ে দিয়েছি। আমাকে এ খবরটা আগে জানানো হলো না কেন?'

অনেকক্ষণ কেউ কিছু বলল না। স্ফিংক্সকে কেউ পছন্দ করে না। তাছাড়া ওরা প্রত্যেকেই একেকজন স্যাডিস্ট। স্ফিংক্স কিংবা দলের দুর্বল যে কাউকে টর্চার করে ওরা আনন্দ পায়।

'আমি আমার ডেলিভারি চাই!' গোঁ ধরে রইল স্ফিংক্স। 'এটা পাবার অধিকার আমার আছে। ইউ বাস্টার্ডস! ফাক ইউ অল।' সে লাইন থেকে থেকে বেরিয়ে গেল। স্ফিংক্স এরকমই। সবাই ওকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। তবে আজ কেউ হাসল না।

'স্ফিংক্সটার চলে গেছে,' অবশেষে বলল পটার।

এবারে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করল উলফ।

'আজ রাতের জন্যে যথেষ্ট আড্ডাবাজি হয়েছে, মৌজমস্তি হয়েছে। আমি চিন্তায় আছি খবরের কাগজের খবরগুলো নিয়ে। ওই কাপলের সঙ্গে আমাদের কথা বলা দরকার। আমি প্রস্তাব করছি আরেকটি দল ওদের সঙ্গে দেখা করতে

যাবে। এ ব্যাপারে কারও কোন অমত আছে?'

কেউ অমত করল না, বিশেষ করে উলফ যখন ফ্লোর নেয়, কেউ তর্ক করার সাহস করে না। সবাই এ রাশানকে যমের মতো ডরায়।

'তবে সুখবরও আছে,' বলল পটার। 'এসব ঘটনা...বেশ উত্তেজনাকর নয় কি? রক্ত ফুটতে থাকে, না?'

'ইউ আর ক্রেজি, পটার, ইউ আর ম্যাড।'

'আমাদের সকলেরই ব্যাপারটা পছন্দ, নয় কি?'

সুরক্ষিত চ্যাট রুম অকস্মাৎ অরক্ষিত হয়ে পড়ল।

উলফ বলল, 'কেউ আর একটি কথাও বলবে না। একটি শব্দও নয়! কেউ একজন আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। দাঁড়াও। এখন অফ হয়ে গেছে। কেউ আস্তানায় অনুপ্রবেশ করেছিল তবে এখন চলে গেছে। কে ঢুকেছিল? কে ওদেরকে ঢুকতে দিয়েছিল? ওরা যে-ই হোক, ওদের মৃত্যু অনিবার্য।'

একচল্লিশ

লিলি ওলসেনের বয়স সাড়ে চৌদ্দ। তার ধারণা সে সবকিছুই জানে, অন্তত উলফস ডেন-এ হ্যাকিং করার আগ পর্যন্ত এরকম একটা ধারণাই ছিল তার।

এখানে মানসিকভাবে অসুস্থ বুড়ো হারামজাদাগুলো খুবই নোংরা এবং কুৎসিত। নিজেদের ওয়েব সাইটটিকে তারা সুরক্ষিত মনে করলেও আসলে ওখানে অনুপ্রবেশে খুব একটি বেগ পেতে হয়নি লিলিকে। বুড়োরা মেয়েদের গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সেক্স নিয়ে এমন সব কুৎসিত কথাবার্তা অবিরাম বলে চলে যে রীতিমত ঘিনঘিন করে গা। আর তাদের আলোচনায় বয়স, লিঙ্গ, মানুষ, প্রাণী সবকিছুই স্থান পায়। এসবের বাছবিচারও তাদের মধ্যে নেই। পুরুষগুলোকে ঘৃণা করতেও ঘেন্না লাগে। ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু দেখলে বমি এসে যায়। নোংরামি যখন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেল, লিলি ভাবল উলফ'স ডেন-এর নামটা না শোনাই তার উচিত ছিল, অমন সুরক্ষিত চ্যাটরুমে ঢোকা তার মোটেই উচিত হয়নি। এরা নির্ঘাত খুনী!

এমন সময় দলনেতা উলফ আবিষ্কার করে বসল লিলি ওদের সঙ্গে আছে এবং ওদের সমস্ত কথা মেয়েটা শুনে ফেলেছে।

লিলি এখন খুনগুলো সম্পর্কে জানে, জেনে ফেলেছে অপহরণের কথা, দলের সদস্যদের পরিকল্পনাও তার অজানা নেই। *শুধু জানে না ও যা শুনেছে তা সত্যি নাকি মিথ্যা।*

এ কী সত্যি? নাকি বানোয়াট? হয়তো লোকগুলো কদর্য মানসিকতার, অসুস্থ। সত্যটা লিলি প্রায় জানতে চায় না এবং বুঝতে পারছে না ও যা শুনেছে সে সব তথ্য দিয়ে কী করবে। ও লোকগুলোর সাইটে হ্যাক করেছে, কাজটা অবৈধ। পুলিশের কাছে গেলে উল্টো তারা ওকে জেলে পুরে না দেয়। কাজেই পুলিশের কাছে যাওয়া যাবে না। যাওয়া উচিত কী? ও যা শুনেছে তা যদি স্রেফ ওদের ফ্যান্টাসি হয়ে থাকে?

নিজের রুমে বসে কী করবে ভাবছিল লিলি। অসুস্থ লাগছিল ওর এবং ভয়ও লাগছিল।

ওরা টের পেয়ে গেছে লিলি উলফ'স ডেন-এ ঢুকেছে। কিন্তু ওরা কি লিলিকে খুঁজে বের করতে পারবে? ওদের জায়গায় হলে লিলি পারত। ওরা কি

ইতিমধ্যে লিলির বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে?

লিলি বুঝতে পারছে ওর পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত। এফবিআই'র কাছে হয়তো যাবে ও। কিন্তু নড়াচড়ার শক্তি পাচ্ছে না লিলি। বসে রইল স্থাণূর মতো। যেন প্যারালাইজড হয়ে গেছে।

ডোরবেলের শব্দে লাফিয়ে উঠল লিলি। 'হলি শিট! হলি মাদার! নির্ঘাৎ ওরা!'

বুক ভরে দম নিল লিলি, তারপর দ্রুত পায়ে নেমে এল নিচে, ছুটল ফ্রন্ট ডোর অভিমুখে। পিপ হোল দিয়ে তাকাল। বুকের ভেতরে ধড়াশ ধড়াশ হৃৎপিণ্ড।

ডোমিনা'স পিজ্জা! যীশাস!

ভুলেই গিয়েছিল লিলি পিজ্জার অর্ডার দেয়ার কথা। পিজ্জা ডেলিভারি দিতে এসেছে, খুনী নয়। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খিলখিলিয়ে এক চোট হেসে নিল লিলি। বাব্বাহ্, যা ভয় পেয়েছিল! ভেবেছিল যম এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ারে।

দরজা খুলে দিল লিলি।

বিয়াল্লিশ

উলফ যখন রেগে যায়, তার খেসারত কাউকে না কাউকে দিতেই হয়। রাশান মাফিয়া সর্দার নিউ ইয়র্ক মহানগরীকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। সে প্রচণ্ড ঘৃণা করে এ শহরের উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন, কল্পনাশক্তিছাড়া, গণ্ডিবদ্ধ জীবনে বন্দি মানুষজন আর জনবহুল এলাকাকে। তার কাছে নিউইয়র্ক মানে দুর্গন্ধ ছড়ানো, নোংরা একটা শহর যেখানকার মানুষজন অভব্য এবং অসভ্য, মস্কোর চেয়েও খারাপ। কিন্তু আজ তাকে এ শহরে আসতে হয়েছে। কারণ এখানেই ওই জুটি থাকে আর এদের সঙ্গে তার কাজ আছে।

স্লাভা এবং যোয়া থাকে লং আইল্যান্ডে। হান্টিংটনে।

তিনটে বাজার পরপর শহরে হাজির হলো উলফ। দুবছর আগে সে একবার এসেছিল নিউইয়র্কে। তার এক কাজিনের একটি বাড়ি ছিল এখানে এবং তাকে আমেরিকায় থিতু হতে কাজিনটি বেশ সাহায্য করেছে। লং আইল্যান্ডে সে চারটে খুন করে। হান্টিংটন কেনেডি এয়ারপোর্টের কাছে। কাজ শেষ করেই সে দ্রুত নিউইয়র্ক ত্যাগ করতে পারবে।

কাপলটি শহরতলীতে একটি সাদামাটা র‍্যাঞ্চ হাউজে থাকে। সদর দরজায় কড়া নাড়ল উলফ। মুখে ছাগলে দাড়ি, ষাঁড়ের মতো চেহারার লুকানভ খুলে দিল দরজা। লুকানভ আরেকটি দলের অংশ, ক্যালিফোর্নিয়া, ওরিগন এবং ওয়াশিংটন রাজ্যে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। লুকানভ একদা কেজিবি'র মেজর ছিল।

'নির্বোধগুলো কোথায়?' ভেতরে পা দিয়েই জিজ্ঞেস করল উলফ।

ষাঁড় লুকানভ তার পেছনে প্রায়ান্ধকার একটি হলওয়ের দিকে ইঙ্গিত করল বুড়ো আঙুল তুলে। উলফ পা টেনে টেনে ওদিকে এগোল। তার ডান হাঁটুটা আজ বেশ ব্যথা করছে। আশির দশকে প্রতিদ্বন্দ্বী একটি দল তার ডান পা-টা ভেঙে দিয়েছিল। মস্কোতে এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হয় সাবধান করে দিতে। কিন্তু সতর্ক বাণী অগ্রাহ্য করে উলফ। যারা তাকে খোঁড়া করে দিতে চেয়েছিল, সেই তিনজনকে খুঁজে বের করে প্রত্যেকের শরীরের হাড্ডি একটা একটা করে ভেঙেছে উলফ। রাশিয়ায় ভয়ংকর এ প্রাকটিসকে বলে Zamochit। তবে উলফসহ অন্যান্য গ্যাংস্টাররা এর নাম দিয়েছে 'মণ্ড বানানো'।

ছোট একটি বেডরুমে ঢুকল উলফ। দেখতে পেল স্লাভা এবং যোয়াকে, তার সাবেক স্ত্রী'র কাজিনদ্বয়। এদের বেড়ে ওঠা মস্কো থেকে ত্রিশ মাইল দূরের একটি জায়গায়। ১৯৯৮ সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত ওরা সেনাবাহিনীতে ছিল, তারপর চলে আসে আমেরিকায়। উলফের সঙ্গে কাজ করছে মাস আস্টেকও হয়নি। উলফ এদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানে না।

'তোমরা একটা আবর্জনার স্তূপের মধ্যে থাকো,' বলল উলফ। 'আমি জানি তোমাদের টাকার অভাব নেই। টাকা দিয়ে করো কী?'

'বাড়িতে আমাদের পরিবার আছে,' জবাব দিল যোয়া। 'তোমার আত্মীয়স্বজনও সেখানে আছে।'

একদিকে মাথা কাত করল উলফ। 'ওহ্হ সত্যি মায়া হওয়ার কথা। জানতাম না তোমার এমন একটি স্বর্ণ হৃদয় আছে, যোয়া।' ষাঁড়কে ইঙ্গিত করল চলে যেতে। 'দরজা বন্ধ করে দাও। কাজ শেষ করে আসছি। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

কাপলকে রশি বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে মেঝেতে। দুজনেরই পরনে শুধুমাত্র আন্ডারওয়্যার। ছোট ছোট হাঁসের ছাপঅলা শর্টস ঢেকে রেখেছে স্লাভার নিম্নাঙ্গ। যোয়া কালো ব্রা'র সঙ্গে মিলিয়ে বিকিনি থং পরেছে।

অবশেষে হাসল উলফ। 'তোমাদের দুজনকে নিয়ে আমি কী করব, হাহ্?'

স্লাভার গলা দিয়ে তীক্ষ্ণ নিনাদের, নার্ভাস অট্টহাসি বেরিয়ে এল। সে ভেবেছিল ওদেরকে মেরে ফেলা হবে। তবে এটা স্রেফ একটা ওয়ার্নিংও হতে পারে। উলফের চোখের ভাষা তো তেমনই ইঙ্গিত করছে।

'তো ঘটনা কী? জলদি বলো আমাকে। তোমরা খেলার নিয়ম কানুন জানতে।' বলল সে।

'কাজটা বড্ড সহজ হয়ে যাচ্ছিল। আমরা আরেকটু রোমাঞ্চ পেতে চাইছিলাম। ভুল হয়ে গেছে, পাশা। আমরা কাজে যত্নের পরিচয় দিতে পারিনি।'

'আমার সঙ্গে কখনও মিথ্যা কথা বলবে না,' বলল উলফ। 'আমার সোর্স আছে। সবখানে!'

শতাব্দী প্রাচীন চেহারার একটি আরামাকেদারার হাতলের ওপর ধুলো উড়িয়ে বসল উলফ।

'তুমি ওকে পছন্দ করো?' জিজ্ঞেস করল সে যোয়াকে। 'আমার স্ত্রীর কাজিনকে?'

'আমি ওকে ভালোবাসি,' জবাব দিল যোয়া, নরম দেখাল বাদামী চোখজোড়া। 'সবসময়। আমার বয়স যখন তেরো তখন থেকে ওকে ভালোবাসি আমি। বাসব চিরদিন।'

'স্লাভা, স্লাভা,' বলল উলফ। হেঁটে গেল মেঝেতে পড়ে থাকা বলশালী পুরুষটির দিকে। স্লাভাকে আলিঙ্গন করার জন্য ঝুঁকল। 'তুমি আমার সাবেক স্ত্রী'র রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়। আর তুমিই কিনা আমার সঙ্গে বেঈমানি করলে। আমাকে বিক্রি করে দিলে আমার শত্রুদের কাছে। করোনি? নিশ্চয় করেছ। কত টাকা পেয়েছ তুমি? নিশ্চয় অনেক টাকা।'

সে স্লাভার মাথাটা ধরে মোচড় দিল যেন আচারের বড় বোয়েম খুলছে। মট্ শব্দে ভেঙে গেল স্লাভার ঘাড়, যে আওয়াজটা বরাবর মধুবর্ষণ করে উলফের কানে।

যোয়ার চোখ বড়বড় হয়ে গেল, ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন রা করল না। উলফ জানে স্লাভা এবং তার স্ত্রী ভয়ানক কঠিন কিসিমের মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার জন্য কতটা বিপজ্জনক। 'আয়াম ইমপ্রেসড, যোয়া।' বলল সে। 'এসো, কথা বলি।'

যোয়ার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উলফ।

'আমরা এখন আসল ভদকার স্বাদ নেবো, রাশান ভদকা। তারপর তোমার যুদ্ধের গল্প শুনব।' বলল সে। 'শুনব যোয়ার সঙ্গে তোমার জীবন কেমন কেটেছে। তোমার ব্যাপারে আমার কৌতূহল জাগছে। সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো, তোমার সঙ্গে আমি দাবা খেলতে চাই, যোয়া। আমেরিকার মানুষ দাবা খেলতে জানে না। এক দান খেলার পরে তুমি তোমার প্রিয়তম স্লাভার কাছে, স্বর্গে চলে যাবে। তবে আগে ভদকা এবং দাবা এবং তারপর—অবকোর্স, আই ফাক ইউ!'

তেতাল্লিশ

ভয় দেখিয়ে যোয়ার কাছ থেকে যেসব তথ্য পেয়েছে উলফ তাতে ওকে আজ নিউইয়র্কে থেকে যেতে হবে। তার মানে কেনেডির ফ্লাইটটা ধরতে পারছে না সে। রাতের পেশাদার হকি খেলাটাও মিস করবে। আফসোস হলেও আজকের কাজটা ওকে সারতেই হবে। স্লাভা এবং যোয়ার বিশ্বাসঘাতকার কারণে ওর জীবনটাই বরবাদ হয়ে যেতে বসেছে, লোকের চোখে সে খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

এগারোটার খানিক বাদে প্যাসেজ নামে একটি ক্লাবে ঢুকল উলফ। এটা ব্রুকলিনের ব্রাইটন বীচে। প্যাসেজের বাইরের চেহারা রাস্তার আবর্জনার মতো তবে ভেতরটা ভারী সুন্দর, চমৎকার সাজানো-গোছানো, মস্কোর সেরা ক্লাবগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়।

পুরানো দিনের অনেক চেনা মানুষ দেখতে পেল উলফ : গোশা চেরনভ, লেভ দেশিনভ, উরা ফমিন এবং তার রক্ষিতা। তারপর চোখে পড়ল তার ডার্লিং উলিয়াকে। ওর সাবেক স্ত্রী। উলিয়া লম্বা, সুতনুকা, বড়বড় পয়োধর। রাতের ঝলমলে আলোয় উলিয়াকে যথেষ্ট সুন্দরী লাগছে দেখতে, মস্কো থেকে আসার পরে তেমন একটা পরিবর্তন ঘটেনি চেহারা-সুরতে। উলিয়া মস্কোর ক্লাবে পনেরো বছর বয়স থেকে নাচত।

উলিয়া বার-এ রয়েছে মিখাইল বিরুকভের সঙ্গে, ব্রাইটন বীচের বর্তমান বাদশা। ওরা দুজনে সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি ম্যুরালের ঠিক সামনে বসেছে।

উলিয়া ওকে আসতে দেখল, বিরুকভের কাঁধে চাপড় দিল। লোকাল *পাখান* ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, চোখের পলকে তার সামনে এসে হাজির উলফ। টেবিলে কালো রঙের একটি রাজা রাখল সে। 'চেক,' হুংকার ছাড়ল উলফ, তারপর দরাজ গলায় হেসে উঠে আলিঙ্গন করল উলিয়াকে।

'আমাকে দেখে তোমরা খুশি হওনি?' জিজ্ঞেস করল সে ওদেরকে। 'তাহলে আমি মনে ভারী কষ্ট পাবো।'

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল বিরুকভ। 'তুমি একজন রহস্যমানব। আমি জানতাম তুমি ক্যালিফোর্নিয়ায় আছ।'

'ভুল জানতে,' বলল উলফ। 'ভালো কথা, স্লাভা এবং যোয়া তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। ওদের সঙ্গে লং আইল্যান্ডে দেখা হলো। ওরা আজ রাতে এখানে আসার সুযোগ করে উঠতে পারেনি।'

কাঁধ ঝাঁকাল উলিয়া— মাগী খুব ঠাণ্ডা মাথার। 'ওদের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই,' বলল সে। 'ওরা আমার দূর সম্পর্কের কাজিন।'

'আমারও, উলিয়া। তবে শুধু পুলিশেরই এখন ওদের ব্যাপারে আগ্রহ।'

'হঠাৎ উলিয়ার চুলের মুঠো চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে শূন্যে তুলে ফেলল উলফ। 'তুমি ওদেরকে বলেছিলে আমাকে ঝামেলায় ফেলে দিতে, তাই না? নিশ্চয় অনেক টাকা দিয়েছ ওদেরকে?' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল ও। 'তুমি এবং ও!'

অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে উলফ তার শার্টের আস্তিনে লুকিয়ে রাখা একটি আইস পিক বের করে খচাৎ করে ঢুকিয়ে দিল বিরুকভের বাঁ চোখে। অন্ধ গ্যাংস্টার মারা গেল তৎক্ষণাৎ।

'না...প্লিজ,' গলা দিয়ে কোনমতে রা বের করল উলিয়া। 'তুমি এরকম করতে পারো না। অন্তত তুমি নও।'

নাইট ক্লাবের সকলকে উদ্দেশ্য করে উলফ বলল, 'তোমরা সবাই সঙ্গী, তাই না? কী? ওকে কেউ সাহায্য করবে না? আমাকে ভয় পাচ্ছ সবাই? গুড—ভয় পাওয়াই ভালো। উলিয়া আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। ও আগেও একটা গাধা ছিল, এখনও আছে। আর বিরুকভ—ওটা স্রেফ একটা লোভী হারামজাদা। উচ্চাকাঙ্ক্ষী! ব্রাইটন বীচের গডফাদার। সেটা আবার কী? ও আমার মতো হতে চেয়েছিল!'

উলফ উলিয়াকে আরও ওপরে তুলল। উন্মাদের মতো পা ছুড়ছে উলিয়া। পায়ের এক পার্টি লাল জুতো ছিটকে গেল কাছের টেবিলে। কেউ জুতোটি তুলতে এগিয়ে গেল না। বিরুকভ এখনও বেঁচে আছে কিনা পরখ করে দেখার সাহসও হলো না কারও। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছে প্যাসেজ-এর সামনের ওই উন্মাদ মানুষটা উলফ।

'কী ঘটছে তার সাক্ষী হয়ে রইলে তোমরা— আমার সঙ্গে বেঈমানি করলে তার পরিণতি কী হয় তা দেখছ। বুঝতেই পারছ এটা একটা ওয়ার্নিং। রাশিয়ায় যেমন ছিল আমেরিকাতেও তেমন।'

উলফ উলিয়ার চুল ছেড়ে দিয়ে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরল ওর গলা। জোরে একটা মোচড় দিতেই বিশ্রী শব্দে ভেঙে গেল উলিয়ার ঘাড়। *'তোমরা সাক্ষী!'* রুশ ভাষায় চেঁচাল উলফ। 'আমি আমার সাবেক স্ত্রীকে হত্যা করেছি। এবং এই বিরুকভ শালাকে। তোমরা আমাকে কাজটা করতে দেখেছ। তোমরা সবাই জাহান্নামে যাও।'

গটগট করে নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে এল উলফ। কেউ ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল না।

নিউইয়র্ক পুলিশ তদন্তে আসার পরে কেউ এ নিয়ে কথাও বলল না।

রাশিয়ায় যেমনটি ঘটেছিল
আমেরিকাতেও তেমনটি ঘটছে।

চুয়াল্লিশ

বেনজামিন কোফিকে একটি গোলাঘরের অন্ধকার রুট সেলারে রাখা হয়েছে—সে কদিন হবে— তিন, নাকি চারদিন? ঠিক মনে পড়ছে না বেনজামিনের। দিনের হিসেব গুলিয়ে গেছে তার।

প্রভিডেন্স কলেজ ছাত্রটি যখন প্রায় পাগল হওয়ার জোগাড়, এমন সময়, সেলারের বন্দিদশায় অসাধারণ একটি জিনিস আবিষ্কার করে বসল সে। ঈশ্বরকে দেখতে পেল সে কিংবা বলা যায় ঈশ্বর তাকে দর্শন দিলেন।

ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করে যারপরনাই বিস্মিত বেনজামিন। ঈশ্বর ওকে গ্রহণ করেছেন এবং সম্ভবত ওর সময় এসেছে ঈশ্বরকে গ্রহণ করার। ও জানত ঈশ্বর ওকে বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু ঈশ্বরের ব্যাপারটি বুঝতে পারছে না কেন? কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে প্রভিডেন্সে সিনিয়র ইয়ার পর্যন্ত ক্যাথলিক স্কুলে গিয়েছে বেনজামিন। ওখানে সে দর্শন এবং আর্ট হিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করেছে। গোলাঘরের অন্ধকার 'কারাকক্ষে' বসে আরেকটি উপসংহারে পৌঁছেছে বেনজামিন। সে সবসময় নিজেকে একজন ভালোমানুষ বলে ভাবত কিন্তু এখন বুঝতে পারছে আসলে সে তা নয়; তবে এর সঙ্গে তার যৌনজীবনের কোন সম্পর্ক নেই, যদিও তার ভণ্ডামিতে ভরা গির্জা তা তাকে ভাবতে বাধ্য করেছে। বেনজামিনের চোখে খারাপ মানুষ সেইজন যার অভ্যাসই হলো লোকের ক্ষতি করে বেড়ানো। বেনজামিন অপরাধবোধে ভুগছে কার সে তার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, তার ক্লাসমেট, প্রেমিক, এমনকী তথাকথিত সেরা বন্ধুদের সঙ্গেও বিভিন্ন সময়ে খারাপ ব্যবহার করেছে। ও নিচু মন মানসিকতার মানুষ ছিল যদিও সবসময় শ্রে'ত্বের জাহির করেছে এবং ক্রমাগত অপ্রয়োজনীয় যাতনা দিয়েছে অন্যদেরকে। ও ছিল নিষ্ঠুর, নাকউঁচু, কঠোর নিয়মনিষ্ঠ, মর্ষকামী, একতাল বিষ্ঠা। সে লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কেন করেছে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছে নিজের কাছে। যদিও ওগুলো অছিলা ছিল মাত্র। সে অমন করত কারণ লোকে তাকে অনেক ভোগান্তি দিয়েছে।

এ কারণেই কি আজ তার এ দশা? হয়তো বা। তবে বেনজামিনকে যে বিষয়টি সবচেয়ে আশ্চর্য করেছে তা হলো তার উপলব্ধি যে যদি কোনদিন এ বন্দিদশা থেকে মুক্তিও পায় তবু সে সম্ভবত বদলাবে না। বরং তার ধারণা সে

এ অভিজ্ঞতা যুক্তি হিসেবে খাড়া করে বাকি জীবনটাও শয়তানি করে যাবে। *শীতল, শীতল, আমি বড্ড শীতল,* ভাবে বেনজামিন, *তবে ঈশ্বর আমাকে নিঃশর্ত ভালোবাসেন। এ ভালোবাসার কখনও পরিবর্তন হবে না।* বেনজামিন বুঝতে পারল আসলে সে দারুণরকম কনফিউজড। সে কাঁদতে শুরু করল। অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করল। কাঁপছে সে, বিড়বিড় করে কী যেন বলছে, এবং ও জানে না ও আসলে কিছু নিয়েই ভাবছিল না।

মনটাকে অন্য দিকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করল বেনজামিন। ওর ভালো ভালো বন্ধু আছে, ও তো বাপের সুপুত্তুরই ছিল; তাহলে মাথায় এসব খারাপ খারাপ চিন্তা আসছে কেন? এর কারণ কি এটা যে ও নরকে আছে? নরক কি এটা? নরক আসলে বিকট গন্ধযুক্ত, দম বন্ধ করা এ রুট সেলার। পচা এ গোলাঘর বোধকরি নিউ ইংল্যান্ডে, নিউ হ্যাম্পশায়ার কিংবা ভারমন্টেও হতে পারে।

হয়তো বা ওর অনুশোচনা করা উচিত এবং অনুতাপ না করা পর্যন্ত মুক্তি নাও মিলতে পারে। কিংবা এ বন্দিদশা চলবে অনন্তকাল।

ওকে কেউ কোনদিন এখানে খুঁজে বের করতে পারেনি। মালাভা এবং মোহাম্মদ খুব বেশি চতুর ছিল। কিন্তু মি. পটার অনেক ধূর্ত।

ওর কান্নাকাটি বন্ধ করা দরকার কারণ পটার ওর ওপর রেগে আছে। কান্না না থামালে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছে। *ওহ গড, ও কেন এমন হাপুস নয়নে কাঁদছে?* ও মরতে চায় না। ওর বয়স মাত্র একুশ। গোটা জীবন পড়ে আছে সামনে।

এক ঘণ্টা গেল? দু'ঘণ্টা? নাকি তিন ঘণ্টা? মাথার ওপরে বিদঘুটে একটা শব্দ হলো। আবার কান্না জুড়ে দিল বেনজামিন। কিছুতেই থামাতে পারছে না কান্না। সারা গা কাঁপছে ওর, সেই সঙ্গে চলছে নাকি কান্না। প্রিস্কুল থেকেই সে ছিচকাঁদুনে হিসেবে বিখ্যাত। *নাকি কান্না বন্ধ করো, বেনজামিন। বন্ধ করো! বন্ধ করো!* কিন্তু বন্ধ করতে পারল না ও।

এমন সময় খুলে গেল ট্র্যাপডোর। কেউ নেমে আসছে নিচে।

কান্না থামাও। কান্না থামাও। থামাও বলছি! এক্ষুণি থামাও! পটার তোমাকে খুন করবে।

তারপর যে অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটল তা ঘটবে বলে কল্পনাও করেনি বেনজামিন।

গম্ভীর একটা কণ্ঠ শুনল ও— তবে পটারের নয়।

'বেনজামিন কোফি? বেনজামিন? আমরা এফবিআই। মি. কোফি আপনি কি নিচে আছেন? আমরা এফবিআই।'

শরীরের কাঁপুনি বেড়ে গেল দ্বিগুণ, এমন ফোঁপাতে শুরু করল বেনজামিন

যে মুখে বাঁধা কাপড় গলায় আটকে শ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়। মুখে কাপড় বাঁধা বলে কথা বলতে পারছে না, এফবিআইকে জানাতে পারছে না যে ও এখানে।

এফবিআই আমাকে খুঁজে পেয়েছে! এ হলো মিরাকল। ওদেরকে জানাতে হবে আমি এখানে। কিন্তু কীভাবে জানাব? তোমরা চলে যেয়ো না। আমি এখানে! ঠিক তোমাদের নাকের ডগায়!

একটি ফ্ল্যাশলাইটের আলো উদ্ভাসিত করে তুলল বেনজামিনের চেহারা।

আলোর পেছনে এক লোককে দেখতে পেল ও। একটা ছায়ামূর্তি। তারপর অন্ধকার থেকে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করল মুখটি।

ট্র্যাপডোর থেকে ওকে উঁকি মেরে দেখছে মি. পটার। জিভ বের করে দেখাল। 'কী হচ্ছে তোমাকে আমি বলেছি। বলিনি, বেনজামিন? ইউ উড দিস টু ইয়োর সেলফ। অ্যান্ড ইউ আর সো বিউটিফুল। ঈশ্বর, তুমি সবদিক থেকেই পারফেক্ট।'

ওর নির্যাতনকারী নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। পটারের হাতে একটি পুরানো স্লেজহ্যামার। ওজনদার একটি যন্ত্র। ভয়ের ঢেউ ডুবিয়ে দিল বেনজামিনকে। 'আমাকে দেখতে যা লাগে তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি আমার গায়ে,' বলল পটার। 'আর তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করে খুবই অন্যায় করেছ।'

পঁয়তাল্লিশ

মি. পটারের আসল নাম হোমার ও টেলর। সে ডার্টমুথের ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। সে প্রতিভাবান কোন সন্দেহ নেই, তবে এখনও সহকারী হয়ে আছে, তাকে কেউ চেনে না। লিবেরাল আর্টস ভবনের উত্তর পশ্চিম কিনারের একটি টারেটে ছোট একটি ঘর নিয়ে তার অফিস। সে এটার নাম দিয়েছে 'গারেট' এখানে সে একাকী বসে ডুবে থাকে চিন্তার সাগরে।

নিজের অফিসে বিকেলের বেশিরভাগ সময় দরজা বন্ধ করে বসে আছে পটার এবং স্নায়বিক অস্থিরতায় ভুগছে। মন খারাপ লাগছে মৃত, সুন্দর ছেলেটার জন্য, তার লেটেস্ট ট্রাজিক প্রেম— তৃতীয় নম্বর ভালোবাসা!

হোমার টেলরের মনের একটা অংশ তাড়া দিচ্ছে ওয়েবস্টারের খামারবাড়িতে গিয়ে বেনজামিনের সঙ্গে সময় কাটাতে, শুধু শরীরটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবে। তার টয়োটা ফোররানার বাইরে পার্ক করা, গাড়ি নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারবে সে। *বেনজামিন, ডিয়ার বয়,* তুমি কেন সুবোধ খোকাটি হয়ে থাকলে না? তোমার জন্য যখন ভালোবাসার ডালি সাজিয়েছি সে সময় কেন আমার ভেতরের খারাপ সত্তাটাকে টেনে বের করে নিয়ে এলে তুমি?

বেনজামিন দেখতে কত সুন্দর ছিল, দারুণ রূপবান এক তরুণ, তাকে হারিয়ে টেলরের বেজায় মন খারাপ। শুধু শারীরিক বা মানসিক কষ্টেই ভুগছে না সে, কতগুলো টাকাও নষ্ট হলো। পাঁচ বছর আগে পৈর্তৃক সূত্রে সে দু মিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পত্তি পেয়েছে। টাকাটা দ্রুত খরচ হয়ে যাচ্ছে। অতি দ্রুত। এভাবে খরচ করলে পোষাতে পারবে না সে— কিন্তু নিজেকে তো নিয়ন্ত্রণ করাও যাচ্ছে না।

আরেকটি ছেলের দরকার হয়ে পড়েছে তার। তার ভালোবাসা বড় দরকার। এবং কাউকে ভালোবাসাও প্রয়োজন। আরেকজন বেনজামিন, তবে মানসিকভাবে ভেঙে পড়তে পারে, এমন কেউ নয়, যেভাবে ওই

ছেলেটা সব গুবলেট করে ছেড়েছে।

চারটার সময় একটা টিউটোরিয়াল ছিল তার। কিন্তু ক্লাসে গেল না সে। কেউ আবার দরজায় নক্ করে বসে কিনা সে ভয়ে পরীক্ষার খাতা দেখার ভান করল যদিও একটি পৃষ্ঠার দিকেও তাকাল না।

বদলে ঝিম মেরে পড়ে রইল।

সন্ধ্যা সাতটায় স্টার্লিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করল সে।

'আমি আরেকটা মাল কিনতে চাই,' বলল সে।

ছেচল্লিশ

একদিন স্যাম্পসন এবং বিলির বাসায় গেলাম বেড়াতে। চমৎকার কাটল তিনজনে মিলে। আমি দিনে অন্তত একবার জামিলার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি। কিন্তু হোয়াইট গার্ল কেস ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আর আমি সম্ভবত এ কেসে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি।

এক বিবাহিত দম্পতি, স্লাভা ভাসিলভ এবং যোয়া পেত্রভকে লং আইল্যান্ডে, তাদের ভাড়া বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কেউ খুন করেছে ওদেরকে। শুনলাম স্বামী-স্ত্রী চারবছর আগে এসেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সন্দেহ করা হয়, রাশানসহ পূর্ব ইউরোপের কিছু মেয়েকে তারা এখানে নিয়ে আসে বেশ্যাবৃত্তির জন্য। এছাড়া কিছু শিশুও নিয়ে এসেছিল বৈভবশালী দম্পতিদের জন্য।

আমাদের নিউইয়র্ক অফিসের এজেন্টরা লং আইল্যান্ডের ঘটনাস্থলে চলে গেছে। দুই ভিক্টিমের ছবি দেখানো হয়েছে হাইস্কুলের ছাত্রদেরকে। এরা কনোলির অপহরণ দৃশ্য এবং অদ্রে মিকের ক্রন্দনরত বাচ্চাদেরকে দেখেছে। ওই দম্পতিকে অপহরণকারী বলে সনাক্ত করেছে তারা, আমি ভাবছিলাম লাশগুলো ওখানে ফেলে রেখে যাওয়ার কারণ কী? উদাহরণ দেখাতে? কাকে উদাহরণ দেখাতে চেয়েছে হত্যাকারী?

ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে হাজিরা দেয়ার আগে প্রতিদিন সকাল সাতটায় মনি ডোনেলির সঙ্গে দেখা করি আমি। লং আইল্যান্ড হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিশ্লেষণ করি। ওই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্য জোগাড় করেছে মনি, সে সঙ্গে আমেরিকায় তথাকথিত রেড মাফিয়া নামে যেসব রুশ অপরাধী কাজ করছে তাদের সম্পর্কেও খোঁজ নিয়েছে। হুভার বিল্ডিং-এর অর্গানাইজড ক্রাইম সেকশন এবং ব্যুরোর নিউইয়র্ক অফিসের রেড মাফিয়া স্কোয়াডে ফোন করে উপাত্ত সংগ্রহ করেছে।

মনি ডোনেলি মেরীল্যান্ডে ক্রিমিনোলজি নিয়ে পড়াশোনা করেছে। ওর জীবনের সঙ্গে নানান দিকে মিল আছে আমার। ও একজন সিঙ্গল প্যারেন্ট, দুটি বাচ্চা আছে আর আছেন বাচ্চাদুটোর দাদী। দাদী ওদের বাসার কাছেই থাকেন। মনির স্বামী জ্যাক ডোনেলি মেরীল্যান্ডে বাস্কেটবল খেলত। ওখানে

মনির সঙ্গে তার পরিচয়। কলেজে থাকতেই মদ্যপানে দারুণ আসক্ত হয়ে পড়ে জ্যাক। গ্রাজুয়েশন শেষ করার পরে অবস্থা আরও বেশি খারাপের দিকে মোড় নেয়। এ অভ্যাসটা সে আর ত্যাগ করতে পারেনি।

মনি টেনেটুনে পাঁচ ফুট হবে লম্বায়। ঠাট্টা করে বলে ও কোনদিন মেরীল্যান্ডে বল-টল খেলেনি। হাইস্কুলে সবাই ওকে ডাকত 'দেড় আঙুল' বলে।

'টোকিও থেকে রিয়াদ পর্যন্ত যতগুলো মেয়েকে পাচার করা হয়েছে সবার কথা পড়ছি আমি,' বলল ও। 'পড়তে গিয়ে বুকটা ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে। অ্যালেক্স, এটা হলো বিশ্বের নিকৃষ্টতম ক্রীসদাসত্ব। তোমরা পুরুষরা এমন কেন?'

আমি ওর দিকে তাকালাম। 'আমি নারী বিকিকিনি করি না, মনি। আমার বন্ধুরাও নয়।'

'সরি। আমি আসলে জ্যাকসহ যে কজন স্বামীকে চিনি তাদের ওপর ক্ষোভ থেকে কথাগুলো বলেছি।' কম্পিউটারের পর্দায় চোখ ফেরাল মনি। 'হাই প্রিমিয়ার তাদের দেশে হাজার হাজার মেয়ে পতিতাবৃত্তির জন্য বিক্রি হয়ে যাচ্ছে শুনে কী বলেছ, জানো? বলেছে 'এই মেয়েগুলো ভারী সুন্দরী।' আর দশ বছরের একটি মেয়ে বিক্রি হয়ে গেছে শুনে মন্তব্য করেছে " 'কামঅন, আপনি কচি মেয়েদেরকে পছন্দ করেন না?" বিশ্বাস করো, উনি এ কথা বলেছেন।'

আমি মনির পাশে বসে ওর কম্পিউটারের পর্দায় উঁকি দিলাম। 'এ মুহূর্তে কেউ শহরতলীর শ্বেতাঙ্গ নারীদের নিয়ে লাভজনক একটি ব্যবসা খুলেছে। কে তারা? আর তারা কাজ করেই বা কোথায়? ইউরোপ? এশিয়া? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র?

নিহত দম্পতি আমাদের জন্য একটা সূত্র হতে পারে।

রাশান। তোমার কী মনে হয়?'

'নিউইয়র্কে একটা দল হয়তো কাজ করছিল। ব্রাইটন বীচে। নাকি ইউরোপে ওদের সদরদপ্তর? রুশ গুণ্ডারা আজকাল সবজায়গায় তাদের লোক ছড়িয়ে রেখেছে। 'রাশানরা আসছে' নয়, তারা এসে পড়েছে।

মনি তথ্য দিতে শুরু করল, 'এ মুহূর্তে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রাইম সিন্ডিকেট হলো সলনতসেতো, তা জানো? এখানেও তাদের অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তি, রেড মাফিয়া তাদের দেশে কোণঠাসা অবস্থায়। তারা রাশিয়া থেকে একশো বিলিয়ন ডলার স্মাগল করেছে, ওই টাকার বিপুল অংশ চলে এসেছে এখানে। রেড মাফিয়ারা ক্যারিবিয়ান এবং সাইপ্রাসে ব্যাংক কিনে নিয়েছে। বিশ্বাস করো বা না করো, তারা ইসরায়েলের পতিতাবৃত্তি, জুয়া এবং হুন্ডির ব্যবসারও মালিক। ইসরায়েলের মতো দেশ!'

আমি মন্তব্য করলাম, 'গত রাতে অ্যান্টি-স্লেভারি ইন্টারন্যাশনাল-এর ওপরে চোখ বুলাচ্ছিলাম। রেড মাফিয়া ওখানেও ঢুকে গেছে!'

'একটা কথা বলি,' আমার দিকে তাকাল মনি, 'নিউ পোর্টে যে ছেলেটা অপহৃত হয়েছে, আমি জানি অপহরণের ধরনটা ছিল ভিন্ন। তবে আমার বিশ্বাস, সে এসবেরই একটা অংশ। তুমি কী বলো?'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালাম। ভাবছিলাম রাস্তায় কাজ করার মতো বুদ্ধি রাখে মনি যদিও অফিস থেকে সে বেরোয় না বললেই চলে। ব্যুরোতে ওর মতো বুদ্ধিমতী চোখে পড়েনি আমার। আর আমরা ওর ছোট্ট কিউবে বসে হোয়াইট গার্ল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি।

সাতচল্লিশ

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকে আমি পড়ালেখা নিয়েই আছি। এর সুফলও পেয়েছি ওয়াশিংটন পুলিশ বিভাগে ঢুকে। এটা আমাকে দৃঢ়শক্তি দিয়েছে। ব্যুরোতেও তেমনটি ঘটবে বলে আশা করেছিলাম। যদিও এখন তক তেমন কিছু ঘটেনি। আমি এক কাপ কালো কফি নিয়ে রাশান মবদের গবেষণায় বসে গেলাম। এদের সম্বন্ধে সব কিছু জানা দরকার আমার আর মনি ডোনেলি এ বিষয়ে আমাকে সব রকমের সহযোগিতা করছে।

আমি কিছু নোট নিলাম যদিও জরুরি বিষয়গুলো বেশিরভাগ আমার মস্তিষ্কে গাঁথা থাকে এবং লিখে রাখার প্রয়োজন হয় না। এফবিআই বলছে রাশান মবরা বর্তমানে আমেরিকায় লা কোসা নোসত্রার চেয়েও বহুমুখী এবং শক্তিশালী। ইটালিয়ান মাফিয়ার মতো রাশানরা আলগা নেটওয়ার্কগুলোকে সংহত করেছে তবে তারা একে অন্যের ওপরে নির্ভরশীল নয়। অন্তত এখন পর্যন্ত নয়। দু ধরনের রাশান মবস্টার রয়েছে। 'Knuckle draggers'-রা হুমকি প্রদর্শন, বেশ্যাবৃত্তি, অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। এ ক্রাইম গ্রুপটির নাম সলন্তসেভো। দ্বিতীয় রাশান মবস্টাররা আরও সফিসটিকেড ভাবে তাদের অপারেশন পরিচালনা করে, এসবের মধ্যে রয়েছে সিকিউরিটি ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং। এরা নব্য পুঁজিবাদী অপরাধী, এদের নাম ইযমেলোভো।

সিদ্ধান্ত নিলাম প্রথম দলটির প্রতি মনোযোগ দেব। বিশেষ করে যারা পতিতাবৃত্তির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ব্যুরোর OC সেকশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, বেশ্যা ব্যবসা 'প্রধান লীগ বেসবল'-এর মতো অপারেট করা হয়। একটি দলের পতিতাদেরকে একটি শহরের মালিকের কাছ থেকে সহজে অন্য আরেক শহরের মালিকের কাছে হস্তান্তর করা যায়। ফুট নোটে লেখা হয়েছে, পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাশিয়ায় সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীরা বলেছে তারা বড় হলে সেরা পাঁচ ক্যারিয়ারের মধ্যে পতিতাবৃত্তিকেও বেছে নেবে। ঐতিহাসিক বহু অ্যানেকডটে রাশান ক্রিমিনালদের মনমানসিকতা বর্ণনা করা হয়েছে *চতুর এবং নির্মম* হিসেবে। গল্পে আছে, আইভান দ্য টেরিবল ইউরোপের বিখ্যাত গির্জা সেন্ট ব্যাসিল'স ক্যাথিড্রাল দেখে এমনই মুগ্ধ হন যে তিনি এর স্থপতিকে

ক্রেমলিনে আমন্ত্রণ করেন। স্থপতি হাজির হলে তাঁর ব্লুপ্রিন্ট পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং কোটর থেকে খুবলে বের করে আনা হয় চোখ যাতে তিনি আর কোনদিন এমন সুন্দর গির্জা তৈরি করতে না পারেন।

সমসাময়িক এরকম আরও উদাহরণ রয়েছে রিপোর্টে, তবে এসবই রেড মাফিয়া কীভাবে কাজ করে তার বর্ণনা। আর আমরা জানি না রাশানরা সত্যি *শ্বেতাঙ্গ নারী* কেস-এর সঙ্গে জড়িত কিনা।

আটচল্লিশ

অবিশ্বাস্য কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

পূর্ব পেনসিলভানিয়ার আজকের বিকেলটি দারুণ। ঝলমলে নীল আকাশ, গাড়ির উইন্ডশিল্ডের ওপর দিয়ে চকিতে সরে যাওয়া সাদা মেঘের প্রতিচ্ছায়া দেখে নিজের মধ্যে যেন হারিয়ে গেছে আর্ট ডিরেক্টর। *আমি কি ঠিক কাজটি করছি?* গাড়ি চালাতে চালাতে এ নিয়ে শ'বার প্রশ্ন করল সে নিজেকে। তবে তার ধারণা সে ঠিক কাজটিই করছে।

'আজকের দিনটি ভারী সুন্দর, না?'

মার্সিডিজ G-Class Suv-গাড়ির হাত বাঁধা যাত্রীকে জিজ্ঞেস করল সে।

'হুঁ,' জবাব দিল অদ্রে মিক। ও ভেবেছিল আর কোনদিন বোধহয় বাইরের আলো দেখতে পাবে না, নিঃশ্বাস নিতে পারবে না মুক্ত বাতাসে, তাজা ঘাস আর ফুলের ঘ্রাণ নেয়ার সুযোগ আসবে না কোনদিন। এ লোক হাত বেঁধে ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? লোকটির কেবিন থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা। কিন্তু যাচ্ছেটা কই?

ভয় পেয়েছে অদ্রে তবে চেহারায় ফুটতে দেয়নি আতংক। *অল্প কথা,* মনে মনে বলল অদ্রে। *ওকে অল্প অল্প কথা বলাতে হবে।*

'আপনার এটি পছন্দের গাড়ি?' জিজ্ঞেস করল অদ্রে এবং বুঝতে পারল নিতান্তই বোকার মতো হয়ে গেছে প্রশ্নটা।

লোকটার আড়ষ্ট হাসি, বিশেষ করে চোখের চাউনি বলছে একই কথা ভাবছে সে মনে মনে। 'খুব পছন্দ।' বলল সে বিনয়ের সঙ্গে। 'তবে এ গাড়িটার মায়া আমার ছাড়তে হবে, নয় কী?'

কেন, প্রশ্নটা করতে ভয় লাগল মিকের। আসলে উত্তরটা ও তো জানেই। হঠাৎ বুঝতে পারল লোকটার সঙ্গে সে মোটেই বাক্যালাপ চালিয়ে যেতে পারবে না। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে খটখটে, গলা দিয়ে একটা শব্দও বেরুবে না। এ লোকটা ওর বন্ধু হবে বলেছিল যদিও সে অদ্রেকে আধডজনবার বলৎকার করেছে। এ ওকে শীঘ্রি হত্যা করবে। তারপর? এই সুন্দর বনভূমির মধ্যে কবর দেবে? গায়ে পাথর বেঁধে অপূর্ব হ্রদের গভীরে ছুড়ে ফেলবে?

অদ্রের চোখে চলে এল জল, মস্তিষ্ক ভোঁ ভোঁ করছে যেন ওখানে শর্ট

সার্কিট করা হয়েছে। অদ্রে মরতে চায় না। এখন নয়, এভাবে নয়। ও ওর বাচ্চাদের ভালোবাসে, ভালোবাসে স্বামীকে, নিজের কোম্পানিকেও সে ভালোবাসে। তিল তিল পরিশ্রমে গড়া এ কোম্পানি। অথচ তার জীবনে কিনা এমন ঘটনা ঘটল। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে!

আর্ট ডিরেক্টর চট করে সরু, কর্দমাক্ত একটি রাস্তায় মোড় ঘুরল, তারপর প্রচণ্ড গতি তুলল গাড়িতে।

যাচ্ছে কোথায় সে? আর এত জোরেই বা গাড়ি চালাচ্ছে কেন? রাস্তার শেষ মাথায় কী আছে?

অকস্মাৎ ব্রেক কষল আর্ট ডিরেক্টর।

'মাই গড, নো!' চিৎকার দিল অদ্রে। 'নো! প্লিজ! ডোন্ট!'

গাড়ি থামাল সে তবে চালু রাখল ইঞ্জিন।

'প্লিজ,' অনুনয়ের সুরে বলল মিক। 'ওহ্, প্লিজ...আমার সঙ্গে এমন কোরো না। প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ। আমাকে মেরো না।'

আর্ট ডিরেক্টরের মুখে আবছা হাসি। 'এসো, আমাকে আলিঙ্গন করো, অদ্রে। তারপর, আমি মত বদলে ফেলার আগেই নেমে পড়ো গাড়ি থেকে। তুমি মুক্ত। আমি তোমাকে মারব না। দেখলে তো, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি!'

উনপঞ্চাশ

হোয়াইট গার্ল কেস-এ একটা ব্রেক মিলেছে। এক মহিলার সন্ধান পাওয়া গেছে—জীবিত।

কুয়ানটিকোতে জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত করে রাখা দুটো বেল হেলিকপ্টারের একটিতে চড়ে আমি উড়ে গেলাম পেনসিলভানিয়ার বাকস কাউন্টিতে। আমাকে কজন সিনিয়র এজেন্ট বলেছে এ হেলিকপ্টারে চড়বার সৌভাগ্য তাদের কোনদিন হয়নি। তারা নাকি এতে চড়তে আগ্রহীও নয়। আমি অবশ্য ওরিয়েন্টেশনের সময় থেকে এ হেলিকপ্টারের নিয়মিত যাত্রী।

কালো, চকচকে বেল পেনসিলভানিয়ার নরিসটাউনের ছোট একটি মাঠে এসে নামল। ফিলাডেলফিয়ার ফিল্ড অফিস থেকে এজেন্টরা এল। অদ্রে মিককে যেখানে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানে নিয়ে চলল আমাকে। প্রেসকে এখন তক ব্যাপারটি জানানো হয়নি, তবে খবর পেয়ে অদ্রের স্বামী নরিসটাউনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন।

'মিসেস মিককে যেখান থেকে অপহরণ করা হয়েছে সে জায়গাটা এখান থেকে কত দূরে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'মাইল পাঁচেক হবে,' জবাব দিল ফিলাডেলফিয়ার একজন এজেন্ট। 'গাড়িতে যেতে মিনিট দশেক লাগবে।'

'ওঁকে কি এলাকায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল?' জানতে চাইলাম আমি।

'উনি স্টেট পুলিশকে বলেছেন অপহরণকারী আজ সকালে তাঁকে এখানে নিয়ে আসে। কোত্থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে ঠিক বলতে পারেননি তবে এদিকে আসতে তাঁদের ঘণ্টাখানেক লেগেছে। মিসেস মিকের ঘড়িটি খুলে নিয়েছিল অপহরণকারী।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'তাঁকে কি চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে আসা হয়?'

'না। ব্যাপারটা অদ্ভুত, না? তিনি তাঁর অপহরণকারীর চেহারা দেখেছেন বহুবার। গাড়িটিও। লোকটা এ ব্যাপারে নাকি কিছু গ্রাহ্যই

করছিল না।'

ব্যাপারটা সত্যি অবাক করার মতো। আমরা লোকাল স্টেট ট্রুপার ব্যারাকে চলে এলাম। এটি হাইওয়ে থেকে দূরে, লাল ইটের একটি ভবন। বাইরে কোন কর্মচাঞ্চল্য চোখে পড়ল না। এটা শুভ লক্ষণ। যাক, প্রেস এখনও খবরটা জানতে পারেনি। কেউ খবরটা এখনও ফাঁস করেনি।

আমি অড্রে মিকের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য দ্রুত ঢুকে পড়লাম ব্যারাকে। মহিলা কী করে এতসব বাধা ডিঙিয়ে বেঁচে ফিরে এল জানতে খুবই আগ্রহ হচ্ছে।

পঞ্চান্ন

অদ্রে মিককে দেখে প্রথমেই আমার মনে হলো ভদ্রমহিলা মোটেই তার বিজ্ঞাপনের মতো নয়। অবশ্য অমন ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মাঝ থেকে এলে কারও চেহারাই খুব সুন্দর দেখানোর কথা নয়। মিসেস মিক রোগা, বিশেষ করে মুখখানা বেশ শুকনো। চোখের রঙ গাঢ় নীল, কোটরে ঢুকে গেছে চক্ষু। গালে কীসের যেন রঙ লেগে আছে।

'আমি এফবিআই এজেন্ট অ্যালেক্স ক্রস। আপনি নিরাপদে আছেন দেখে ভাল লাগছে।' মৃদু গলায় বললাম আমি। তার ইন্টারভ্যু করার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না। কিন্তু কাজটা না করলেই নয়।

মাথা দোলাল অদ্রে মিক, তাকাল আমার দিকে। তার চোখ বলছে সে জানে বেঁচে ফিরে এসেছে এ তার সাত জনমের ভাগ্য।

'আপনার গালে রঙ লেগে আছে। রঙটা কি আজ লেগেছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'আপনি যখন জঙ্গলে ছিলেন, তখন?'

'আমি ঠিক জানি না, তবে মনে হয় না ওই সময় রঙটা লেগেছে। আমাকে বন্দি করার পর থেকে প্রতিদিন সে আমাকে নিয়ে হাঁটতে বেরুত। আমি যে পরিস্থিতিতে ছিলাম সে হিসেবে লোকটা আমার প্রতি বেশ সহানুভূতিশীলই ছিল। আমাকে খাবার রান্না করে দিত। ভালো ভালো খাবার। বলেছে এক সময় নাকি রিচমন্ডে রাঁধুনীর কাজ করেছে। প্রতিদিন আমার সঙ্গে লম্বা সময় ধরে কথা বলত সে। নানা বিষয় নিয়ে কথা হতো। একদিন সে বাড়িতে ছিল না, আমি ভয় পেয়ে যাই। ভেবেছিলাম আমাকে সে ওখানে রেখে চলে গেছে যেন আমি মরে যাই। যদিও কথাটা মন থেকে বিশ্বাস করিনি।'

আমি কথার মধ্যে কোন কথা বললাম না। চাইছি নিজের মনে সব কথা বলে যাক অদ্রে মিক। আমি কোন চাপ দেব না। ওকে যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে সেটাই আমার কাছে দারুণ আশ্চর্যের মনে হচ্ছে। এ ধরনের কেস-এ এরকম ঘটনা বিরল।

'জর্জ? আমার বাচ্চারা?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ওরা এখনও আসেনি? ওরা এলে আমাকে ওদের সঙ্গে দেখা করতে দেবেন তো?'

'ওরা আসছে,' বললাম আমি। 'ওরা এসে পৌছানো মাত্র আপনার কাছে

নিয়ে আসব। আপনাকে ক'টি প্রশ্ন করতে চাই। যদিও বুঝতে পারছি আপনার মনের এ অবস্থায় জেরা করা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু আপনার মতো আরও কয়েকজন অপহৃত হয়েছেন, মিসেস মিক।'

'ওহ্, গড,' ফিসফিস করল সে। 'আচ্ছা, আপনি প্রশ্ন করুন।'

অদ্রে মিক অনেক সাহসী। কীভাবে তাকে অপহরণ করা হয়েছিল বলল, যে মহিলা এবং পুরুষ ওকে জাপ্টে ধরেছিল তাদের চেহারার বর্ণনা দিল। তার বর্ণনার সঙ্গে স্লাভা ভাসিলেভ এবং যোয়া পেত্রভের চেহারা মিলে যায়। বলল তার অপহরণকারী, আর্ট ডিরেক্টর তার সঙ্গে কী রকম আচরণ করেছিল।

'সে বলত আমার জন্য সে দিন গুণত। আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করত। যেন আমার বন্ধু হতে চাইছে। সে আমাকে টিভিতে দেখেছে, মিক নিয়ে পত্রিকায় লেখা পড়েছে। বলত আমার স্টাইল সেন্স তার খুব পছন্দ। তার সঙ্গে আমি সেক্স করতে বাধ্য হয়েছি।'

নিজেকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অদ্রে মিকের অপূর্ব। তার শক্তি আমাকে মুগ্ধ করেছে, হয়তো তার আটককারীও এ শক্তির বিচ্ছুরণে ছিল অভিভূত।

'আপনি পানি খাবেন? কিংবা অন্য কিছু?' বললাম আমি। মাথা নাড়ল সে। 'আমি তার চেহারা দেখেছি। পুলিশের কাছে তার ছবি এঁকে দিয়েছি।'

আমার কাছে খুবই অবাক লাগছিল ভেবে আর্ট, ডিরেক্টর কেন তাকে নিজের চেহারা দেখতে দিল, তারপর আবার ছেড়ে দিলই বা কেন? অন্য কোন কিডন্যাপিং কেসে এরকম ঘটনার কথা কোনদিন শুনিনি।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অদ্রে মিক। বারবার মুঠো খুলছে এবং বন্ধ করছে।

'সে বলত সে অবসেসিভ-কমপালসিভ। সে আর্ট স্টাইল, অন্যদেরকে ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা বলত। বহুবার বলেছে আমাকে সে খুব পছন্দ করে। আমি কি আপনাকে বাড়িটি সম্পর্কে বলেছি? ঠিক মনে পড়ছে না যে অফিসাররা আমাকে খুঁজে পেয়েছে তাদেরকে এ ব্যাপারে কিছু বলেছি কিনা।'

'বাড়ি নিয়ে আপনি এখনও কিছু বলেননি,' বললাম আমি।

'খুব ভারী সেলোফেন জাতীয় কোন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ঢাকা ছিল বাড়ি। দেখে ইভেন্ট আর্টের কথা মনে পড়ছিল আমার। ক্রিস্টোর মতো। ভেতরে ডজনখানেক হাতে আঁকা ছবি দেখেছি। খুব সুন্দর সুন্দর ছবি। সেলোফেন দিয়ে মোড়া কোন বাড়ি খুঁজলেই হয়তো আপনারা পেয়ে যাবেন।'

'পেয়ে যাবো,' সায় দিলাম আমি। 'খুঁজছি আমরা।'

যে ঘরে বসে কথা বলছি সে ঘরের দরজা খুলে গেল। হ্যাট মাথায় এক ট্রুপার উঁকি দিল, তারপর পুরোপুরি মেলে ধরল দরজা। ঝড়ের গতিতে ভেতরে ঢুকল অদ্রের স্বামী জর্জ, সঙ্গে তাদের দুই সন্তান। বাচ্চা দুটোকে ভীত

দেখাচ্ছে। বাবা তাদেরকে সামনে এগোবার ইশারা করল। ওরা এক ছুটে সেঁধুলো মায়ের কোলে। আনন্দের হাসি আর কান্নার মাঝে ঘটল মিলন।

'মাম্মি! মাম্মি! মাম্মি!' তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার দিল মেয়েটি, এমনভাবে জড়িয়ে ধরে রাখল মাকে যেন কোনদিন ছেড়ে যেতে দেবে না।

আমার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। আমি ওয়ার্ক টেবিলে চলে এলাম। অদ্রে মিক দুটো ছবি এঁকেছে। ওর অপহরণকারীর ছবির দিকে তাকালাম আমি। খুবই সাধারণ দেখতে, রাস্তাঘাটে এরকম চেহারার মানুষ হামেশা চোখে পড়ে।

আর্ট ডিরেক্টর।

কিন্তু লোকটা ওকে ছেড়ে দিল কেন? ভাবছি আমি।

একান্ন

মাঝরাতের মধ্যে আরেকটি সম্ভাব্য সূত্র এসে গেল আমাদের হাতে। পেনসিলভানিয়ার ওটসভিলে প্লাস্টিকের আবরণ দিয়ে মোড়ানো একটি বাড়ির খোঁজ পেয়েছে জানাল পুলিশ। ওটসভিল ত্রিশ মাইল দূরে, মাঝরাতে অনেকগুলো গাড়ি নিয়ে আমরা ছুটলাম সেখানে। সারা দিনের কর্মক্লান্তির পরে আবার এ ছোটাছুটি, তবে কেউ কোন অনুযোগ করল না।

গন্তব্যে পৌঁছে ওয়াশিংটন ডি.সি.র অতীত জীবনের স্মৃতি মনে পড়ে গেল আমার। ওখানেও এভাবে অফিসাররা আমার জন্য অপেক্ষা করত। জঙ্গলে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে সেডান আর কয়েকটি কালো ভ্যান। রাস্তার বাঁকে সরু একটি লেন, চলে গেছে বাড়ি অভিমুখে। ওয়াশিংটন থেকে মাত্রই পৌঁছেছে নেড মেহোনি। ও আর আমি কথা বললাম স্থানীয় শেরিফ এডি লাইনের সঙ্গে।

'বাড়ির সবগুলো বাতি নেভানো,' বাড়িটির দিকে চোখ বুলিয়ে বলল মেহোনি। ওটা ঠিক বাড়ি নয়, লগ কেবিনে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। বাড়িতে প্রবেশের একমাত্র পথ সরু, ধুলোয় ভরা রাস্তাটি। মেহোনির HRT দল কদম বাড়ানোর জন্য ওর নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।

'রাত একটা বাজে,' বললাম আমি। 'লোকটা হয়তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমার কেন জানি লোকটাকে মরিয়া মনে হচ্ছে।'

'কেন মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল মেহোনি।

'লোকটা অদ্রে মিককে ছেড়ে দিয়েছে। মহিলা তার চেহারা দেখেছে, দেখেছে বাড়ি এবং গাড়িও। লোকটা জানত আমরা তার খোঁজে এখানে আসব।'

'আমার লোকেরা জানে তারা কী করছে,' কথার মধ্যে ফস করে বলে উঠল শেরিফ, তাকে আমরা পাত্তা দিচ্ছি না ভেবে হয়তো অপমান বোধ করছে। তবে তার ভাবনায় আমাদের কিছু আসে যায় না— আমি একবার ভার্জিনিয়ায় দেখেছি অনভিজ্ঞ এক পুলিশ বোমার আঘাতে উড়ে গিয়েছিল। 'আমি এও জানি আমি কী করছি,' যোগ করল শেরিফ।

মেহোনির দিক থেকে দৃষ্টি ফেরালাম শেরিফ লাইনের দিকে। কটমট করে

তাকিয়ে থেকে বললাম, 'ব্যস, আর কোন কথা নয়। আমরা জানি না বাড়ির ভেতরে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে তবে এটা বুঝতে পারছি যে— লোকটা জানত এ জায়গার সন্ধান আমরা পেয়ে যাব এবং ওকে ধরার জন্য ছুটে আসব। আপনি আপনার লোকদের ওখান থেকে সরে আসতে বলুন। এফবিআই এবং এইচআরটি আগে যাবে! আপনারা আমাদের পেছনে থাকবেন, ব্যাক আপ দেবেন। এতে আপনার কোন সমস্যা?'

শেরিফের মুখ লাল হয়ে গেল। আমি বললাম, 'আপনার লোকজনকে পিছিয়ে আসতে বলুন, আপনি নিজেও কাটুন। আপনি নিজেকে যতই দক্ষ এবং ভালো মনে করেন না কেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না।'

আমি আবার মেহোনির সঙ্গে হাঁটা দিলাম। ও হাসছে।

'ইউ আর আ হট টিকেট, ম্যান।' বলল সে। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে তার দুজন স্নাইপার কেবিনের দিকে লক্ষ রাখছে। কেবিনের ভেতরটা অন্ধকার।

'দিস ইজ এইচআরটি ওয়ান। ওখানে কিছু ঘটছে, কিলভার্ট?'

একজন স্নাইপারকে মাইকে জিজ্ঞেস করল মেহোনি।

'তেমন কিছু চোখে পড়ছে না, স্যার।'

আমি কেবিনের ওপর অলস দৃষ্টি বুলালাম। সামনের এবং পাশের দিকটাও দেখলাম তীক্ষ্ণ চোখে। সবকিছু সুবিন্যস্ত লাগল। পাওয়ার লাইন চলে গেছে ছাদে।

'ও চেয়েছে আমরা যেন এখানে আসি, নেড। ওর উদ্দেশ্য ভালো নয়।'

'বুবি ট্র্যাপ?' প্রশ্ন করল মেহোনি। 'এরকম একটা সম্ভাবনার কথা কিন্তু আমাদের মাথায় ছিল।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'এজন্যেই আমি ওখানে যাবো।'

'হোটেল অ্যান্ড চার্লি টিম, দিস ইজ এইচআরটি ওয়ান,' মাইকে বলল মেহোনি। 'দিস ইজ কন্ট্রোল। অন দা রেডি। ফাইভ, ফোর, থ্রি, টু, ওয়ান, গো!'

সাত সদস্যের দুটি এইচআরটি টিম তাদের 'phase line yellow' থেকে উঠে দাঁড়াল। এটা হলো কাভার এবং লুকিয়ে থাকার ফাইনাল পজিশন। তারা 'phase line yellow'পার হলো। এর মানে হলো ওদের আর ফিরে আসার উপায় থাকল না।

এ ধরনের অ্যাকশনের ব্যাপারে HRT'র আদর্শ হলো 'স্পিড, সারপ্রাইজ এবং ভায়োলেন্স অব অ্যাকশন।' আর এ কাজে তারা অত্যন্ত দক্ষ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হোটেল এবং চার্লি টিম কটেজে ঢুকে পড়ল যেখানে অদ্রে মিককে এক সপ্তাহ'রও বেশি সময় আটকে রাখা হয়েছিল। এরপরে আমি আর মেহোনি খিড়কির দুয়ার দিয়ে ঢুকে পড়লাম কিচেনে। চোখে পড়ল স্টোভ,

রেফ্রিজারেটর, কেবিনেট, টেবিল ইত্যাদি।

তবে আর্ট ডিরেক্টরের কোন চিহ্ন নেই।

কেউ কোন বাধাও দিল না।

অন্তত এখন পর্যন্ত নয়।

সাবধানে কদম বাড়ালাম আমি আর মেহোনি। লিভিং রুমে কাঠের একটি চুল্লি, একটি আধুনিক কাউচ এবং বেশ কয়েকটি ক্লাব চেয়ার। একটি বড় সিন্দুক গাঢ় সবুজ রঙের আফগানে ঢাকা। প্রতিটি জিনিস রুচি এবং পরিচ্ছন্নতার পরিচয় বহন করছে।

কিন্তু আর্ট ডিরেক্টর নেই কোথাও।

অসংখ্য ক্যানভাস ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। বেশিরভাগের কাজ শেষ। যে-ই ছবিগুলো এঁকে থাকুক না, জব্বর হাত তার।

'সিকিউর!' শুনতে পেলাম আমি। তারপর একটি চিৎকার—

'এখানে!'

মেহোনিকে নিয়ে লম্বা একটি হলওয়ে ধরে ছুটলাম। তার দুজন লোক ইতিমধ্যে একটি মাস্টার বেডরুমে ঢুকে পড়েছে। এ ঘরেও চিত্রিত ক্যানভাসের সংখ্যা কম নয়, পঞ্চাশের বেশিই হবে।

কাঠের মেঝে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে একটি নগ্ন শরীর। চেহারাটা বিকৃত, যন্ত্রণার ছাপ তাতে। মৃত লোকটি দুহাতে চেপে ধরে রেখেছে নিজের গলা। যেন নিজেই নিজেকে শ্বাস রোধ করে মারতে চাইছে।

এ লোকটির ছবিই এঁকেছে অদ্রে মিক। লোকটি মারা গেছে, এবং তার মৃত্যু ছিল ভয়ানক। বোধহয় বিষটিষ খাইয়ে মারা হয়েছে।

বিছানার ওপরে ছড়িয়ে রয়েছে কয়েক টুকরো কাগজ। ওগুলোর পাশে একটি ফাউন্টেন পেন।

আমি ঝুঁকে কাগজের লেখা পড়তে লাগলাম :

—আপনারা এখন জানেন আমিই অদ্রে মিককে বন্দি করে রেখেছিলাম। আসলে কাজটা করতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি। আমি তাকে ফিলাডেলফিয়ায় আমার এক চিত্র প্রদর্শনীতে প্রথম দেখেই প্রেমে পড়ে যাই। সে রাতে দুজনে কথাও বলেছিলাম তবে আমার কথা অদ্রে মিকের মনে না থাকারই কথা। কারও মনে থাকেও না। অবসেশনের পেছনে যুক্তি কী? আমি এ প্রশ্নের জবাব জানি না যদিও গত সাত বছর ধরে অদ্রের প্রতি আমি অবসেসড। আমার টাকার অভাব ছিল না তবু আমার কাছে অর্থের মূল্য কিছুই ছিল না। তবে আমি যা চাইতাম তা যখন হাসিল করার সুযোগ এল অর্থ তখন আমার কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। এবং যে কোন মূল্যে আমি ওটা পেতে চেয়েছিলাম। অদ্রেকে পাবার জন্য আমাকে আড়াই লাখ ডলার খরচ করতে

হয়েছে, তবু ওর সঙ্গের চেয়ে এ টাকাটা আমার কাছে বেশি মূল্যবান মনে হয়নি। অন্তত সে সঙ্গটা অল্প কদিনের জন্য হলেও। তারপর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আমরা একত্রে সময় কাটানোর পরে উপলব্ধি করলাম আমি অদ্রেকে এতোটাই ভালোবাসি যে ওকে এভাবে রাখা ঠিক হচ্ছে না। আমি কক্ষনো ওকে কষ্ট দিইনি। অন্তত জ্ঞানত নয়। আমি যদি তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকি, অদ্রে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসতাম। অনেক অনেক ভালোবাসতাম।

আমার মাথায় চিঠির একটা লাইন বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিল—*আমি যা চাইতাম তা যখন হাসিল করার সুযোগ এল...* এটা কীভাবে ঘটেছিল? এই উন্মাদ লোকগুলোর স্বপ্ন-কল্পনা পূরণ করতে কে সাহায্য করছে?

এর পেছনে কে আছে? আর্ট ডিরেক্টর যে ছিল না সে ব্যাপারে তো নিশ্চিত হওয়া গেল।

তৃতীয় খণ্ড

উলফের পেছনে ধাওয়া

বায়ান্ন

সে রাতে ওয়াশিংটনে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বেজে গেল। নির্ঘাত জেনির বকা খেতে হবে। সবাই আমাকে একচোট নেবে শুধু লিটল অ্যালেক্স আর বেড়ালটা ছাড়া। ওদেরকে কথা দিয়েছিলাম পুল-এ নিয়ে যাবো। কিন্তু এত রাতে ঘুমানো ছাড়া আর কিছু করার নেই।

ঘরে ঢুকে দেখি কিচেনে চা নিয়ে বসে আছেন নানা। উনি আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন না পর্যন্ত। আমি একটা লেকচার ঝেড়ে দিয়ে পা বাড়ালাম সিঁড়িতে। আশা করি এখনও জেগে আছে জেনি।

আছে। আমার সোনামণি এক গাদা পত্রিকা নিয়ে বিছানায় বসে রয়েছে। এর মধ্যে আমেরিকান গার্ল পত্রিকাটিও আছে। কোলে ওর প্রিয় ভল্লুক থিও। এক বছরেরও কম যখন জেনির বয়স তখন থেকে থিওকে নিয়ে ঘুমানো ওর অভ্যাস। ওর মা তখন বেঁচে ছিল।

ঘরের এক কোণে, জেনির জামাকাপড়ের স্তূপের ওপর হাত-পা গুটিয়ে বসে রয়েছে বেড়াল রোজি। আমার স্ত্রী মারিয়ার কথা খুব মনে পড়ছে। ও দক্ষিণপুবে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় কেউ ওকে গুলি করে। ওর হত্যা রহস্যের সমাধান করতে পারিনি আমি। তবে তদন্ত এখনও বন্ধ করিনি। মাঝে মাঝে প্রার্থনা করি ওর জন্য। বলি *আশা করি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছ, মারিয়া। তবে আমি তোমার হত্যা-রহস্য উদঘাটনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তোমাকে আমরা খুব ভালোবাসি।*

আমার উপস্থিতি টের পেয়েছে নিশ্চয় জেনি, বুঝতে পেরেছে দেখছি আমি ওকে, ওর আপন মনে ওর মা'র সঙ্গে কথা বলছে। 'ভাবছিলাম তুমি এসেছ,' বলল ও।

'কী করে বুঝলে?' জানতে চাইলাম আমি।

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'এমনি এমনি। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব প্রখর।'

'তুমি কি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলে?' ওর ঘরে ঢুকে পড়লাম আমি। এটা আমাদের একটি গেস্ট রুম ছিল, গত বছর থেকে ঘরটা জেনির দখলে।

'না, তোমার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম না। কারণ তুমি যে বাড়ি ফিরবে সে আশাই করিনি।

বিছানার কোনে বসলাম আমি। 'আমার কপালে তাহলে আজ অনেক বকা আছে, না?'

'অবশ্যই। ভেবেছিলাম আজ সারাদিন পুলে মজা করব। তোমার জন্য হলো না।'

আমি ওর হাতে হাত রাখলাম। 'আমি দুঃখিত। সত্যি দুঃখিত, জেনি।'

'জানি। সরি বলতে হবে না। সত্যি বলছি তোমার দুঃখিত হওয়ার দরকার নেই। কারণ জানি তুমি যে কাজগুলো করছ তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডেমনও জানে।'

আমি আমার সোনামণির হাত চেপে ধরলাম। মেয়েটা আমার হয়েছে একদম মারিয়ার মতো। 'থ্যাংক ইউ, সুইটি। তোমার কাছ থেকে এ কথাগুলোই শুনতে চেয়েছিলাম আমি।'

'জানি আমি,' ফিসফিস করল ও।

তেপান্ন

একটা কাজে ওয়াশিংটন ডিসিতে এসেছে উলফ। ডুপন্ট সার্কেলের কাছে, কানেক্টিকাট এভিন্যুর রুথ'স ক্রিস স্টিক হাউজে ডিনার করেছে।

তার সঙ্গে আছে ফ্রাংকো গ্রিমালডি, গাট্টাগোট্টা গড়নের আটত্রিশ বছরের ইটালিয়ান কাপু, নিবাস নিউইয়র্কে। তারা তাহোকে জুয়োর স্বর্গরাজ্যে রূপান্তর ঘটানোর একটা পরিকল্পনা করছে। এমনভাবে স্বর্গরাজ্যটা গড়ে তুলবে যাতে তা লাস ভেগাস এবং আটলান্টিক সিটির ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। তারা প্রোফেশনাল হকি, ভিন ডিজেলের লেটেস্ট ছবি নিয়েও কথা বলল। এবং পরিকল্পনা করল একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে যার বাস্তবায়ন ঘটলে কোটি কোটি ডলার লাভ হবে উলফের। উলফ বলল এবারে তাকে উঠতে হবে। ওয়াশিংটনে আরেকটি মিটিং আছে তার।

'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল গ্রিমাল্ডি। হেসে উঠল রাশান। 'না। তাঁকে দিয়ে কিস্যু হবে না। আমি কেন তাঁর সঙ্গে দেখা করব? বিন লাদেনসহ অন্যান্য সন্ত্রাসবাদীদের ব্যাপারে তথ্য পেতে হলে বরং আমার সঙ্গে তার দেখা করা উচিত।'

'আচ্ছা, একটা কথা,' উলফ ওঠার আগে জিজ্ঞেস করে বসল গ্রিমাল্ডি। 'কলোরাডোর কারাগারে পালুম্বোর খুন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটা গল্প শোনা যায়। তুমিই নাকি ওকে মেরেছ?'

মাথা নাড়ল উলফ। 'একদম বানোয়াট কাহিনী আমি একজন ব্যবসায়ী, খুনে কিংবা কসাই নই। আমার সম্পর্কে যা-ই শোনো না কেন, মোটেই বিশ্বাস কোরো না।'

স্টিক হাউজ থেকে বেরিয়ে গেল রাশান। মাফিয়া সর্দার তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল। সে নিশ্চিত এ লোকই পালুম্বোকে হত্যা করেছে। প্রেসিডেন্ট হয়তো আল কায়েদার ব্যাপারে উলফের সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেন।

মাঝ রাতে, পটোম্যাক পার্কে একটি কালো ডজ ভাইপার থেকে নেমে এল উলফ। ওহায়ো ড্রাইভে একটি Suv-এর কাঠামো ফুটে উঠতে দেখল সে। ছাদের বাতি ঝলকাচ্ছে, এক যাত্রী বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। *আমার কাছে*

এসো, কবুতর, ফিসফিস করল উলফ।

যে মানুষটি উলফের দিকে কদম বাড়িয়েছে সে এফবিআই'র লোক এবং হুভার বিল্ডিংয়ে কাজ করে। উলফকে বলা হয়েছিল কাজে লাগে এমন কোন এজেন্টকে অর্থ দিয়ে কেনা সম্ভব নয় এবং ওই লোক যদি কোন তথ্য দেয়ও, তবু তা বিশ্বাস করা যাবে না। কিন্তু কথাটা পাত্তা দেয়নি উলফ। টাকা দিয়ে কেনা যায় না এমন কোন জিনিস আছে নাকি পৃথিবীতে? টাকা দিয়ে সবসময়ই মানুষ কেনা যায়—বিশেষ করে সেসব মানুষকে যাদের পদোন্নতি উপেক্ষা করা হয়, বাড়ানো হয় না বেতন। এ কথা আমেরিকায় যেমন সত্য, রাশিয়াও তেমন সত্য ছিল। বরং এ দেশে বিষয়টি আরও বেশি মিলে যায়।

'হুভার-এর পাঁচ তলায় আমাকে নিয়ে কি কেউ কথা বলছে?' জিজ্ঞেস করল উলফ।

'আমি এভাবে আর দেখা করতে চাই না। পরের বারে তুমি ওয়াশিংটন টাইমস-এ বিজ্ঞাপন দেবে।'

হাসল উলফ, ফেডারেল এজেন্টের চোয়ালে আঙুলের খোঁচা দিল।

'আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি। কেউ কি আমার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিচ্ছে?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল এজেন্ট। 'এখনও নেয়নি, তবে নেবে। লং আইল্যান্ডে খুন হয়ে যাওয়া দম্পতির সঙ্গে কিং অভ প্রুশিয়া মল-এর অপহরণের কোন সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা ওরা খতিয়ে দেখছে।'

মাথা ঝাঁকাল উলফ। 'তা তো দেখবেই। বুঝতে পারছি তোমাদের লোকজন নির্বোধ নয়। তবে বুদ্ধিমানদের সংখ্যা খুবই সীমিত।'

'ওদেরকে খাটো করে দেখো না,' সাবধান করে দিল এজেন্ট। 'ব্যুরো বদলে যাচ্ছে। ওরা ওদের কাছে যা আছে সব নিয়ে তোমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

'কোন লাভ হবে না,' বলল উলফ। 'বরং আমিই আমার যা কিছু আছে তা নিয়ে ওদেরকে হামলা চালাতে পারি। আমি ওদেরকে স্রেফ উড়িয়ে দেব।'

চুয়ান্ন

পরদিন সন্ধ্যা ছটার আগে বাড়ি ফিরলাম আমি। নানা এবং বাচ্চাদের সঙ্গে ডিনার করলাম। আমি তাড়াতাড়ি বাসায় এসেছি বলে ওরা সবাই খুব খুশি।

খাওয়া প্রায় শেষ, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। সাড়া দিতে ইচ্ছে করল না। হয়তো কেউ ধরা পড়েছে, কিন্তু আমি ওতে নাক গলাতে চাই না। অন্তত আজ রাতে নয়।

'আমি ধরছি,' বলল ডেমন। 'সম্ভবত আমার ফোন। আমার কোন গার্লফ্রেন্ড।' কিচেন ওয়ালে ঝোলানো ফোনটা টান মেরে নিল ও।

'ফোনটা কোন মেয়ের হলেই হলো,' ফোঁড়ন কাটল জেনি।

'এখন ডিনারের সময়। হয়তো কোন ফেরিঅলা ফোন করেছে জিনিস বিক্রির জন্য। অথবা ব্যাংক লোনের ব্যাপার। ওদের কাজই হলো ডিনারের সময় মানুষকে বিরক্ত করা।'

ডেমন আমার দিকে তাকাল, মুখ থেকে উধাও হাসি। চেহারাটা কেমন বিকৃত দেখাচ্ছে, যেন হঠাৎ পেট ব্যথা উঠেছে।

'ড্যাড,' নিচু গলায় বলল ও। 'তোমার ফোন।'

টেবিল ছাড়লাম আমি, ওর হাত থেকে ফোন নিলাম।

'মিস জনসন,' ফিসফিস করল ডেমন।

আমার গলার মধ্যে যেন একটা ডেলা পাকাল। এখন আমার অসুস্থ লাগছে। একই সঙ্গে কনফিউজডও। 'হ্যালো? অ্যালেক্স বলছি,' বললাম আমি।

'আমি ক্রিস্টিন, অ্যালেক্স। আমি কয়েকদিনের জন্য ওয়াশিংটনে এসেছি। লিটল অ্যালেক্সকে একটু দেখতে আসতে চাই।'

আমার নাক মুখ গরম হয়ে গেল। *তুমি এখানে ফোন করেছ কেন? এখন কেন?* কথাগুলো বলতে চেয়েও বলতে পারলাম না। 'তুমি কি আজ রাতেই আসতে চাইছ? একটু রাত হয়ে গেছে বটে তবে আশা করি অ্যালেক্স ঘুমিয়ে যাবে না।'

ইতস্তত গলায় ক্রিস্টিল বলল, 'আমি কাল আসব ভাবছিলাম। ধরো সকাল সাড়ে আটটা-পোনে নয়টার দিকে? সমস্যা নেই তো?'

আমি বললাম, 'না, সমস্যা নেই, ক্রিস্টিন। আমি তখন থাকবো বাসায়।'

'ওহ্,' বলল ও, তারপর শব্দ হাতড়ে যোগ করল, 'আমার জন্য কাজকর্ম বাদ দিয়ে তোমাকে বাড়িতে বসে থাকতে হবে না। শুনলাম তুমি নাকি এফবিআইতে জয়েন করেছ।'

আমার পেটটা কেউ খিমচে ধরল। ক্রিস্টিল জনসনের সঙ্গে আমার বছর খানেক আগে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মার্ডার কেসগুলো নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এ অবস্থার সৃষ্টি। আমার কাজের কারণে ওকে অপহরণ করা হয়। ওকে অবশেষে আমরা খুঁজে পাই জ্যামাইকার এক প্রত্যন্ত এলাকায়, একটি কুটিরে। অ্যালেক্সের জন্ম ওখানে। জানতাম না ক্রিস্টিন তখন গর্ভবতী। ওই ঘটনার পরে আমাদের সম্পর্কটা আর স্বাভাবিক হয়নি। দোষটা আমারই। এরপরে ক্রিস্টিন সিয়াটলে চলে যায়। ক্রিস্টিনই অ্যালেক্সকে আমার কাছে রেখে গিয়েছিল। ও সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাচ্ছে, বলেছে মা হিসেবে সন্তানের যত্ন নেয়ার মতো মানসিক অবস্থায় ও ঠিক নেই। এখন ও ওয়াশিংটনে এসেছে *'কয়েকদিনের জন্য।'*

'ওয়াশিংটনে এলে কী মনে করে?' অবশেষে জানতে চাইলাম আমি।

'আমাদের ছেলেটাকে দেখতে,' খুব নরম গলায় বলল ক্রিস্টিন। 'আর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গেও দেখা করব।'

আমার মনে পড়ল ক্রিস্টিনকে কী প্রচণ্ড ভালোবাসতাম আমি, এখনও বোধহয় আগের মতোই বাসি, তবে আমরা যে আর এক ছাদের নিচে বাস করতে পারব না সে কথাটিও জানি। আমার পুলিশি জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে না ক্রিস্টিন আর আমিও ওর জন্য চাকুরিটা ছাড়তে পারব না।

'ঠিক আছে। আমি তাহলে সাড়ে আটটা-পোনে নটার দিকে আসছি।'

'এসো। আমি থাকবো তখন।'

পঞ্চান্ন

সকাল সাড়ে আটটা।

হার্টজ থেকে ভাড়া করা, চকচকে রূপোলি রঙের একটি টারাস গাড়ি এসে থামল ফিফথ স্ট্রিটে, আমাদের বাড়ির সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে এল ক্রিস্টিন জনসন, চুল শক্ত করে বেণী বাঁধা, ওকে দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে। লম্বা, হালকা-পাতলা গড়ন, স্থপতির হাতে গড়া একটি শরীর যার কথা আমি ভুলতে পারি না। ওকে দেখে আমার বুকের ভেতরটা কেমন দুলে উঠল যদিও ওর সঙ্গে আমার এখন অনেক দূরত্ব।

আমার মেজাজ খিটখিটে হয়ে আছে, শরীরটাও ক্লান্ত। গত দেড় বছরে কম শক্তি ক্ষয় হয়নি আমার। জন হপকিন্সে আমার এক ডাক্তার বন্ধু বলেছিল আমাদের আয়ু রেখা নাকি লেখা থাকে হাতের তালুতে। কয়েকদিন আগে ওর সঙ্গে দেখা হয় আমার। বার্নি স্ট্রিঙ্গার বলেছে আমার শারীরিক অবস্থা খুবই ভালো, তবে আয়ু রেখায় ঝামেলা আছে। আমার আয়ু নাকি কমে যাচ্ছে। যদি তা-ই হয় তাহলে এজন্য অংশত দায়ী ক্রিস্টিন, আমাদের দুজনের সম্পর্ক এবং অতঃপর ভাঙন।

আমি সদর দরজার প্রটেকটিভ স্ক্রিনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছি, কোলে অ্যালেক্স। ক্রিস্টিনকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। ক্রিস্টিনের পরনে ছিল এবং গাঢ় নীল সুট।

'ওকে হাই বলো,' অ্যালেক্সকে বললাম আমি, ওর মাকে উদ্দেশ্য করে ওর হাত ধরে নাড়ালাম।

ক্রিস্টিনের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে কেমন যেন লাগছে আমার। আমাদের সম্পর্কটি ছিল জটিল। বেশিরভাগ সময় সুসম্পর্ক ছিল, তবে সম্পর্ক যখন খারাপ হতো তা চরম খারাপে পৌঁছে যেত। আমি একটা কেস নিয়ে কাজ করার সময় ক্রিস্টিনের স্বামী তার বাড়িতে খুন হয়ে যায়। মৃত্যুর জন্য আমি অনেকটাই দায়ী। আমরা তখন সহস্র মাইল দূরত্বের ব্যবধানে বাস করি। ও আবার ডিসিতে এসেছে কেন? লিটল অ্যালেক্সকে দেখতে অবশ্যই। কিন্তু অন্য কোন কারণ আছে কি?

'হ্যালো, অ্যালেক্স,' বলল ক্রিস্টিন। হাসল। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো আমাদের দুজনের মধ্যে কিছু ঘটেনি, আমরা বদলে যাইনি। ক্রিস্টিনকে প্রথম দেখি আমি সোজারনার ট্রুথ স্কুলে। ও তখন ওই স্কুলের প্রিন্সিপাল। ওকে দেখে

আমার দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখনও সেরকম অনুভূতি হচ্ছে।

সিঁড়ি গোড়ায় হাঁটু মুড়ে বসল ক্রিস্টিন, সামনে বাড়িয়ে দিল দুহাত। 'হাই, ইউ হ্যান্ডসাম গাই,' আহ্বান করল ও লিটল অ্যালেক্সকে।

আমি কোল থেকে নামিয়ে দিলাম অ্যালেক্সকে। ও-ই ঠিক করুক কী করবে। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল অ্যালেক্স। ক্রিস্টিনের ইশারার হাসি, ওর উষ্ণতা এবং আদুরে ভঙ্গিটাই বোধহয় পছন্দ হলো বেশি—এক ছুটে গিয়ে বাঁধা পড়ল মায়ের বাহু ডোরে।

'হ্যালো, বেবী,' ফিসফিস করল ক্রিস্টিন, 'তোমাকে আমি খুব মিস করেছি। তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ।'

ক্রিস্টিন ছেলের জন্য কোন উপহার আনেনি, ঘুষ দিয়ে খুশি করতে চায়নি অ্যালেক্সকে। এ ব্যাপারটি আমার ভালো লাগল। একটু পরেই দেখি ক্রিস্টিন জাদুতে একদম মজে গেছে অ্যালেক্স, মা'র সঙ্গে হাসছে, খেলছে, বকবক করছে।

'আমি ভেতরে আছি,' বললাম আমি। 'তোমার ইচ্ছে করলে এসো। ফ্রেশ কফি আছে। নানা বানিয়েছেন। নাশতা না খেলে নাশতাও খেয়ে নিতে পারো।'

ক্রিস্টিন আমার দিকে তাকিয়ে আবার হাসল। বাচ্চাটাকে কাছে পেয়ে ওকে খুব সুখি দেখাচ্ছে। 'ধন্যবাদ,' বলল ও। 'আমি কফি খাবো। অবশ্যই। তবে একটু পরে আসছি।' ক্রিস্টিন এরকমই। সবকিছুতে নিশ্চয়তায় ভরপুর। আত্মবিশ্বাসটুকুও আছে আগের মতোই।

আমি পিছিয়ে যেতে নানার সঙ্গে ধাক্কা লাগল। উনি স্ক্রিন ডোরের পেছনে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করছিলেন।

'ওহ্, অ্যালেক্স,' ফিসফিস করলেন তিনি। তাঁকে আর কিছু বলতে হলো না। আমার বুকে যেন খচ করে ঢুকে গেল একটা ছুরি। আমি ফ্রন্ট ডোর বন্ধ করে দিলাম। ওরা কিছুক্ষণ নিভৃত সময় কাটাক।

কিছুক্ষণ পরে বাচ্চাকে নিয়ে ভেতরে এলো ক্রিস্টিন। আমরা কিচেনে বসে কফি পান করলাম। অ্যালেক্স খেল আপেলের রস। ছেলের রস পান করার দৃশ্য তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল মা। সিয়াটলের জীবন নিয়ে কথা বলল ও, ওখানে একটা স্কুলে কাজ করছে ক্রিস্টিন।

লিটল অ্যালেক্সের দিকে তাকাল ক্রিস্টিন। গাঢ় স্নেহ আর ভালোবাসা ঝরে পড়ল কণ্ঠে। 'ওরে আমার সোনা রে!'

আমার ছোট্ট অ্যালেক্স। তোকে আমি যে কী মিস করেছি তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না।'

ছাপান্ন

ক্রিস্টিন জনসন আবার এসেছে ওয়াশিংটন ডিসিতে।

ও এতদিন পরে কেন এসেছে? আমাদের কাছে কী চায়?

প্রশ্নগুলো খোঁচাচ্ছে মস্তিষ্কে, বুকের ভেতরেও তুলছে অনুরণন। আমার কেন জানি ভয় লাগছে। সন্দেহ হচ্ছে—*লিটল অ্যালেক্সের ব্যাপারে মত পাল্টে ফেলেছে ক্রিস্টিন।* নিশ্চয় তাই। নইলে কেন সে আসবে এখানে? আমাকে দেখার জন্য নিশ্চয় আসেনি। নাকি এসেছে?

কুয়ানটিকো থেকে খানিক দূরে আমি, আমার সেল ফোনে ফোন করল মনি ডোনেলি। গাড়ির রেডিওতে মাইলস ডেভিস বাজছে। কাজে যাওয়ার আগে মনটা একটু স্থির করা দরকার।

'তুমি আবার দেরি করেছ,' বলল মনি।

'জানি। জানি। কাল রাতে পার্টিতে গিয়েছিলাম। আর পার্টিতে গেলে কী হয় তুমি তো জানোই।'

মনি সরাসরি কাজের কথায় চলে এল। 'তুমি কি জানো ওরা গত রাতে আরেক সন্দেহভাজন জুটিকে গ্রেপ্তার করেছে?'

আবার ওরা। খবরটা শুনে এমন অবাক হলাম তাৎক্ষণিকভাবে রা জোগাল না মুখে। এ ব্যাপারে আমাকে কেউ কিস্যু বলেনি।

'মনে হয় জানো না,' নিজেই প্রশ্নের জবাব দিল মনি। 'পেনসিলভানিয়ার বিভার হিলসে ঘটেছে ঘটনা। কাপলদের বয়স চল্লিশের কোঠায়। একটা অ্যাডাল্ট বুক স্টোর চালায়। শহরের নামে নাম বইয়ের দোকানের— জো নামাথ। প্রেস বিষয়টি জেনেছে খানিক আগে।'

'হারানো মহিলাদের কারও খোঁজ মিলেছে?' প্রশ্ন করলাম আমি মনিকে।

'মনে হয় না। এখানকার কেউ বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিতও নয়।'

'ওরা কতক্ষণ ধরে নজরবন্দি হয়ে ছিল জানো কিছু তুমি, মনি? বাদ দাও। আমি নাইনটি ফাইভ পার হচ্ছি। অফিসের প্রায় কাছাকাছি। অফিসে ঢুকেই তোমার সঙ্গে দেখা করছি।'

'তোমার দিনটাকে সকাল সকাল ধ্বংস করার জন্য দুঃখিত,' বলল ও।

'দিন আমার আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে,' বিড়বিড় করে বললাম।

সারাদিন টানা কাজ করলাম কিন্তু পেনসিলভানিয়ার ঘটনার বিষয়ে অনেক

প্রশ্নের জবাবই অজ্ঞাত থেকে গেল। যেটুকু তথ্য পেয়েছি তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। পর্ণোগ্রাফি বিক্রির জন্য ক্রিমিনাল রেকর্ড রয়েছে লোক দুটোর। ফিলাডেলফিয়ার ফিল্ড অফিসের এজেন্টরা খবর পেয়েছিল ওরা দুজন একটা অপহরণের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এফবিআই'র চেইন অভ কমান্ডের কে সন্দেহভাজনদের ব্যাপারে জানত তা এখনও অস্পষ্ট তবে ধারণা করা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ থেকে তথ্য পাওয়া গেছে।

মনির সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকবারই কথা হলো। তবে আমার বন্ধু নেড মেহোনি আমাকে একবারও ফোন করেনি। বার্নসের অফিস থেকেও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। আমি মর্মাহত হলাম। কুয়ানটিকোর পার্কিং লটে রিপোর্টারদের ভিড়। জানালা দিয়ে ইউএসটুডে'র ভ্যান এবং সিএনএন-এর ট্রাক দেখতে পাচ্ছি।

শেষ বিকেলের দিকে, ক্রিস্টিন জনসনের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল মন। চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে লিটল অ্যালেক্সকে জড়িয়ে ধরে আছে, আদর করছে। আমার বিশ্বাস হতে চাইছে না যে ক্রিস্টিন স্রেফ অ্যালেক্স আর তার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ভাবতেই বুকটা টনটন করে উঠছে ব্যথায় 'বিগ বয়' কে হারাতে হবে! লিটল অ্যালেক্সকে আমি 'বিগ বয়' বলে ডাকি। ও আমার, বাচ্চারা এবং নানা মামার জন্য অফুরন্ত আনন্দের উৎস। ওকে হারালে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের। ব্যাপারটা কল্পনাই করতে পারি না। তবে ক্রিস্টিনের জায়গায় আমি হলে ওকে ফিরিয়ে না নিয়ে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারতাম না।

অফিস থেকে বেরুবার আগে, ভয়ে ভয়ে, জোর করে ফোন করলাম। কয়েকবার রিং হবার পরে সাড়া দিলেন জাজ ব্রেনডান কনোলি।

'অ্যালেক্স ক্রস বলছি,' বললাম আমি। 'আপনাদের খবর নেয়ার' জন্য ফোন করেছি।'

জাজ কনোলি জানতে চাইলেন তাঁর স্ত্রীর কোন খোঁজ পাওয়া গেছে কিনা।

'ওঁর কোন খোঁজ এখনও পাইনি। আমার মনে হয় না ওই লোক দুটো আপনার স্ত্রীর অপহরণের সঙ্গে জড়িত। তবে আমরা আশাবাদী ওঁর সন্ধান নিশ্চয় পাবো।'

বিড়বিড় করে কী যেন বললেন তিনি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি বললাম কোন খবর পেলেই তাঁকে জানাব। অবশ্য কেউ যদি কোন খবর আমাকে জানায় তবেই।

কঠিন ফোনটা শেষ করে চুপচাপ বসে রইলাম ডেস্কে। হঠাৎ মনে পড়ল— আরি, আজ না আমার ক্লাসের গ্রাজুয়েশন হয়েছে! এখন থেকে আমরা অফিশিয়াল এজেন্ট। এ মুহূর্তে জাম্পেশ পার্টি হচ্ছে বিষয়টি সেলিব্রেট করার জন্য। তবে আমার পার্টিতে যেতে ইচ্ছে করল না। বদলে বাড়ির পথ ধরলাম।

সাতান্ন

ওর হাতে আর কতটা সময় আছে?

একদিন? কয়েক ঘণ্টা?

এতে এখন তেমন কিছু এসে যায় না, যায় কি? বর্তমান জীবনটাকে মেনে নেয়ার চেষ্টা করছে লিজি, শিখছে ওর ভেতরের মানুষটা আসলে কী রকম এবং কীভাবে ভারসাম্য রেখে চলতে হবে।

তবে ওর যখন ভয়ে অজ্ঞান হবার দশা হয় তখন এসব চিন্তাভাবনা কিছুই কাজ করে না।

পালিয়ে যাওয়ার চিন্তাটাই প্রায় সবসময় কাজ করছে ওর মনে। সেই সঙ্গে ভয়ংকর লোকটার কথাও ভাবছে। উলফ। হারামজাদা নিজের নাম তা-ই বলেছে। কিন্তু উলফ কেন?

লিজি অনুমান করতে পারে সে শহরের মধ্যে কোথাও আছে। আর শহরটি নিশ্চিতভাবেই দক্ষিণে, খুব বড় কোন শহর, চারপাশে টাকার ছড়াছড়ি। হয়তো ফ্লোরিডা হবে। কিন্তু ফ্লোরিডার কথা কেন মনে হলো জানে না লিজি। হতে পারে নামটা কারও মুখে শুনেছে সে গেঁথে গেছে অবচেতন মনে। বাড়িতে মাঝে মাঝে বড় পার্টি চলে, লোকজনের কথা শুনতে পায় ও, কখনও আবার ছোটখাটো পার্টির আয়োজন করা হয়। তার বিশ্বাস তার নরপিশাচতুল্য আটককারী একা বাস করে। এরকম ভয়ানক একটা দানবের সঙ্গে কে থাকতে চাইবে? কোন মহিলা থাকতে পারবে না।

লোকটার কিছু অভ্যাসের ব্যাপারে ইতিমধ্যে অবগত লিজি। সে বাড়ি এসেই টিভি অন করে, কখনও দেখে ইএসপিএন, তবে বেশিরভাগ সময় সিএনএন। সে বিরতিহীনভাবে খবর দেখতেই থাকে। ল অ্যান্ড অর্ডার, সিএসআই, হোমিসাইড ধরনের ডিটেকটিভ শোগুলোও তার পছন্দ। বাড়িতে টিভি চলতেই থাকে, গভীর রাত পর্যন্ত।

শারীরিক দিক থেকে লোকটা বিশালদেহী। এবং শক্তিশালী এবং একজন স্যাডিস্ট— তবে ওর গায়ে কখনও জোরে মারে না। অন্তত এখন পর্যন্ত মারেনি। এর মানে— কী এর অর্থ? এর মানে কি সে লিজিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকে রাখার প্ল্যান করেছে?

লিজি আর সইতে পারছে না। লোকটাকে সে রাগিয়ে দিলে দানব তার ঘাড় মটকে দেবে। প্রতিদিন এরকম হুমকি বহুবার দিয়েছে সে। *'তোমার ঘাড়টা আমি মুচড়ে দেব। এভাবে! আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? আমার কথা তোমার বিশ্বাস করা উচিত, এলিজাবেথ।'* সে ওকে সবসময় এলিজাবেথ বলে সম্বোধন করে, লিজি নয়। বলেছে লিজি নামটা মোটেই সুন্দর নয়। *আমি তোমার ঘাড় মটকে দেব, এলিজাবেথ!*

লোকটা ওর সম্পর্কে জানে এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত খবর তার নখদর্পণে। ব্রেনডান, ব্রিজিড, মেরী, গুইনি কারও কথাই লোকটার অজানা নেই। হুমকি দিয়েছে লিজি তাকে রাগিয়ে তুললে সে শুধু লিজিকেই মারবে না তার পরিবারও রক্ষা পাবে না। 'আমি আটলান্টা যাবো। কাজটা করব স্রেফ মজা পাবার জন্য। আমি এরকম মজা পাবার জন্যেই বেঁচে আছি। আমি তোমার গোটা পরিবার খতম করার ক্ষমতা রাখি, এলিজাবেথ।'

ওর প্রতি লোকটার লালসা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, বুঝতে পারছে লিজি। লোকটা মাঝে মাঝে ওর চোখের বাঁধন সামান্য আলগা করে দিয়ে ঘরের মধ্যে হাঁটা চলার সুযোগ দেয়। তবে লিজির হাত তখন শিকল দিয়ে বাঁধা থাকে। লোকটা ওকে বলেছে সে জানে লিজি ভাবতে পারে সে লিজির প্রতি ক্রমে দয়াশীল হয়ে উঠছে তবে লিজি যেন এ সুযোগের অপব্যবহার না করে। তাহলে পস্তাবে।

চিন্তা করা ছাড়া লিজির আর কীইবা করার ক্ষমতা আছে? সারাদিন অন্ধকারে বন্দি থেকে আর কিছু করারও নেই ওর। ও—

দুম করে খুলে গেল ক্লজিটের দরজা। আবার বন্ধ হয়ে গেল।

উলফ লিজির মুখের ওপর মুখ এনে গাঁকগাঁক করে চেঁচাল 'তুমি আমার কথা ভাবছিলে, তাই না? তুমি অবসেশড হতে চলেছ, এলিজাবেথ। আমি সারাক্ষণ তোমার ভাবনায় রয়েছি।'

যাচ্চলে, ব্যাটা ঠিকই বলেছে।

'আমার সঙ্গ পেয়ে তুমি খুশিও হও। তুমি আমাকে মিস করো, ঠিক বলিনি?'

না, এটা ভুল বলেছে লোকটা।

লিজি উলফকে বর্ণনাতীত ঘৃণা করে। ও ওকে খুন করবে। হয়তো সে সুযোগ একদিন আসবে।

গড, আমি এটাই চাই, ভাবছে লিজি। *'নিজের হাতে খুন করতে চাই উলফকে।*

আটান্ন

ওই রাতে নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটির সিজার্সে দুজন পেশাদার হকি খেলোয়াড়ের সঙ্গে মিটিং ছিল উলফের। যে সুইটে ও উঠেছে তার দেয়াল পুরোটা গোল্ড ফয়েল ওয়াল পেপার দিয়ে মোড়ানো, আটলান্টিকমুখী জানালা, লিভিংরুমে রয়েছে একটি হট টাব। তারকা অতিথিদের সম্মানে সে দামি চক-স্ট্রাইপ প্রাডা সুট পরেছে।

তার কন্ট্যাক্ট ঘটনাক্রমে সম্পদশালী একজন কেবল্ টিভি অপারেটর। সে উলফের নেরো সুইটে দুই হকি খেলোয়াড় আলেক্সেই ডোবুশফিন এবং ইলিয়া তেপাতেভকে নিয়ে হাজির হলো। এরা টপ ডিফেন্সম্যান, 'টাফ গাই' হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত কারণ প্রকাণ্ড দেহী লোকদুটির নড়াচড়ায় রয়েছে বিদ্যুৎ গতি এবং তারা প্রতিপক্ষের জন্য রীতিমতো হুমকি। হকি খেলোয়াড়রা টাফ হতে পারে বলে বিশ্বাস করে না উলফ তবে সে খেলাটির দারুণ ভক্ত।

'আমি আমেরিকান স্টাইল হকি পছন্দ করি,' ওদেরকে হাসি মুখে স্বাগত জানাল উলফ, বাড়িয়ে দিল হাত।

অ্যালেক্সেই এবং ইলিয়া কেবল মাথা ঝাঁকাল তবে দুজনের কেউই তার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরল না। অপমানিত বোধ করল উলফ যদিও চেহারায় ভাবটা ফুটতে দিল না। মুখের হাসিটা সামান্য বিস্তৃত হলো তার, বুঝতে পারল নির্বোধ হকি প্লেয়ার দুজনের উপলব্ধিতেই নেই সে আসলে কে।

'ড্রিংক নেবেন কেউ?' অতিথিদেরকে শুধায় উলফ। 'স্টালিচনায়া? আপনাদের যা খুশি নিতে পারেন।'

'আমি নেবো না,' বলল আমেরিকান কেবল অপারেটর।

'নিয়েত' নিজের অনাগ্রহের কথা তাচ্ছিল্য ভরে জানিয়ে দিল ইলিয়া যেন তার হোস্ট হোটেল বারম্যান কিংবা ওয়েটার জাতীয় কিছু। হকি খেলোয়াড়টির বয়স বাইশ, জন্ম রাশিয়ার ভসক্রেসেনস্কে। তার উচ্চতা ছয় ফুট পাঁচ ইঞ্চি, খুলির সঙ্গে কামড়ে থাকা চুল, মুখে তিনদিনের না কামানো খেংড়ামুড়া দাড়ি, প্রকাণ্ড একটা ঘাড়ের ওপরে বসানো মস্ত মাথাটা।

'আমি স্টলি খাই না,' বলল আলেক্সেই, ইলিয়ার মতো তারও পরনে কালো লেদার জ্যাকেট এবং নিচে ডার্ক টার্টলনেক। 'আপনার কাছে

অ্যাবসোলুট আছে? কিংবা বোম্বে জিন?'

'অবশ্যই,' বিনীত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল উলফ। হেঁটে গেল সুইটের আয়না ঘেরা বার-এ। ড্রিংক বানাতে বানাতে এরপরের করণীয় স্থির করে ফেলল। ওদের সঙ্গ বেশ উপভোগ করছে সে। অন্যরকম একটা ব্যাপার ঘটছে। এখানে তাকে কেউ ভয় পাচ্ছে না।

ইলিয়া এবং আলেক্সেই'র মাঝখানে বালিশঅলা কাউচে ধপ করে বসে পড়ল উলফ। ওদের দুজনের দিকে পালা করে তাকাল সে। মুখে আবার ফিরে এল চওড়া হাসি।

'আপনারা অনেক দিন ধরে দেশের বাইরে, না? বোধহয় বহুদিন।' বলল সে। 'আপনি বোম্বে জিন খেতে চাইলেন যে? ম্যানার্স ভুলে গেছেন?'

'শুনেছি আপনি খুব টাফ ম্যান,' বলল আলেক্সিই। তার বয়স ৩০/৩২ হবে, দেখলেই বোঝা যায় এ লোক ওয়েট লিফটিং করে, প্রকাণ্ড, পেশীবহুল কাঠামো। লম্বা ছফুটের কাছাকাছি, ওজন দুশো কুড়ি পাউন্ডের বেশি।

'না, ঠিক তা না,' বলল উলফ। 'আমি স্রেফ একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী। বিরাট কিছু না। টাফ তো নইই। যাকগে, মন্ট্রিয়েল-এর সঙ্গে খেলার বিষয়ে আমরা কি কোন চুক্তি করছি?'

আলেক্সেই তাকাল কেবল ব্যবসায়ীর দিকে, 'ওকে বলুন,' বলল সে।

'আমাদের মধ্যে যে কথা হয়েছে, আলেক্সেই এবং ইলিয়া তারচেয়েও একটু বেশি অ্যাকশন চাইছে,' বলল সে। 'আমি অ্যাকশন বলতে কী বোঝাতে চেয়েছি বুঝতে পেরেছেন তো?'

'আআহ্,' বলল উলফ, খিকখিক করে হাসল। 'আমি অ্যাকশন পছন্দ করি,' বলল সে ব্যবসায়ীকে। 'পছন্দ করি *শালিটও।* আমাদের দেশে *শালিট* কথার মানে দুষ্টুমি।'

সবাই শুধু একটা ঝিলিক দেখল, এত দ্রুত কেউ বসা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। উলফ একটি কাউচ কুশনের নিচ থেকে ঝট করে সীসার ছোট একটি পাইপ বের করে এক বাড়িতে আলেক্সিই দোবুশকিনের চোয়াল ভেঙে দিল। তারপর ইলিয়া তেপতেভের নাকের ব্রিজ ভাঙল আরেক বাড়িতে। দুই হকি খেলোয়াড়ের নাক মুখ দিয়ে জবাই করা শুয়োরের মতো দরদর ধারায় রক্ত বেরুতে লাগল।

বন্দুক বের করল উলফ। ঠেসে ধরল কেবল্ অপারেটরের দুই চোখের মাঝখানে। 'তুমি জানো, আমি ওদেরকে যতটা টাফ মনে করেছিলাম তা ওরা নয়। এখন কাজের কথায় আসি। এ দুই ভল্লুকের একজনকে প্রথম পিরিয়ডে খেলায় একটা স্কোর করতে হবে। দ্বিতীয়জন দ্বিতীয় পিরিয়ডে একটা খেলায় অংশ নেবে না। আমি কী বলছি বুঝতে পারছ? ফ্লায়াররা খেলায় হারবে।

আন্ডারস্টুড?

'আমি যা বললাম সেভাবে কাজ না করলে সবাই মরবে। এখন তোমরা ভাগো। আমি খেলা দেখার জন্য মুখিয়ে আছি। আগেই বলেছি আমি আমেরিকান স্টাইল খেলা পছন্দ করি।'

দুই বিশালদেহী হকি তারকাকে টলতে টলতে নেরো সুইট থেকে বেরোতে দেখে ঠাঠা হাসিতে ফেটে পড়ল উলফ।

'তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, আলেক্সেই, ইলিয়া,' দরজা বন্ধ করে দিল সে। 'একটা ঠ্যাং ভেঙো।'

উনষাট

হুভার বিল্ডিংয়ের পাঁচ তলায় Sioc মানে Strategic Information operations center যা ব্যুরোর পবিত্র ভূমি বলে পরিচিত।

আমাকে মিটিংয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এজন্য কাকে ধন্যবাদ দেব জানি না। আমি সকাল নটায় সুইটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ফ্রন্ট ডেস্কে বসা একজন এজেন্ট আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

Sioc সুইটে চারখানা ঘর, এর মধ্যে তিনটে সম্ভবত গবেষক এবং বিশ্লেষকদের জন্য সংরক্ষিত। একটি বৃহদায়তন কনফারেন্স রুমে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। ঘরের মাঝখানে কাঁচ এবং ধাতব দিয়ে তৈরি একটি টেবিল। দেয়ালে বিভিন্ন দেশের টাইম জোন ঘোষণা করছে ঘড়িগুলো, সে সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য ম্যাপ এবং আধডজন টিভি মনিটর। ডজনখানেক এজেন্ট এ ঘরে তবে সবাই পালন করছে নীরবতা।

অবশেষে হাজির হলো Sioc প্রধান স্টেসি পোলাক। বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা। উপস্থিত এজেন্টসহ সিআইএ থেকে আসা দুজন ভিজিটরের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিল সে। ব্যুরোর ভেতরে সবাই স্টেসিকে 'নো-ননসেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটর' বলে ডাকে, সে নির্বোধদের পছন্দ করে না। স্টেসির বয়স একত্রিশ, বার্নস তাকে ভালোবাসেন।

দেয়ারে ঝোলানো টিভি পর্দায় দেশের প্রধান প্রধান নেটওয়ার্কগুলোর লেটেস্ট বিষয় প্রদর্শন করা হচ্ছে। পেনসিলভানিয়ার বীভার ফলস তাদের প্রদর্শনীর প্রধান বস্তু।

'ওসব পুরানো খবর। আমরা নতুন একটা সমস্যা নিয়ে কাজ করছি,' ঘোষণার সুরে বলল স্টেসি। 'বীভার ফলস নিয়ে কথা বলতে আজ আমি এখানে আসিনি। বন্ধুগণ, কুয়ানটিকোর খবর বাইরে কে ফাঁস করেছে তা আমরা জেনে গেছি।'

স্টেসি পোলাক সরাসরি তাকাল আমার দিকে।

'*ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর একজন সাংবাদিক এ কথা অস্বীকার করেছে, কিন্তু তিনি কেন করেননি?' বলে চলল সে, 'খবর ফাঁস করেছে একজন ক্রাইম অ্যানালিস্ট, নাম তার মনি ডোনেলি। আপনি তার সঙ্গে কাজ করছেন তাই না,

ড. ক্রস?'

অকস্মাৎ কনফারেন্স কক্ষটিকে মনে হলো আয়তনে অত্যন্ত ছোট হয়ে গেছে এবং চারপাশ থেকে আমাকে চেপে ধরছে।

'এজন্যেই কি আমাকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'না,' জবাব দিল পোলাক। 'না, আপনাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে কারণ আপনি সেক্সুয়াল-অবসেশন কেস্-এর একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এ ঘরের যে কারোর চেয়ে এ বিষয়ে আপনার ইনভলভমেন্ট অনেক বেশি। তবে সেটা আমার প্রশ্ন নয়।'

সাবধানে পরের কথাগুলো বললাম আমি। 'এটা কোন সেক্সুয়াল অবসেশন কেস নয় এবং মনি ডোনেলি কোন কিছু ফাঁস করেনি।'

'তাহলে বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চাইছি আপনার কাছ থেকে।' আমাকে সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে বসল পোলাক। 'প্লিজ, গো অ্যাহেড। আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে আপনার কথা শুনছি।'

'আমি ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করছি,' বললাম আমি। 'কিডন্যাপিং-এর পেছনে যে-ই থাকুক, অপহরণকারী, কোন দল অথবা গোষ্ঠী, তারা টাকার জন্য কাজটা করছে না। তবে তাদের কাজের অন্য কোন ব্যাখ্যাও আমার জানা নেই। লং আইল্যান্ডে নিহত রুশ দম্পতি একটা সূত্র হতে পারে। আমার মনে হয় না অতীতের সেক্স অপরাধীদের নিয়ে আমাদের খুব একটা মাথা ঘামানো উচিত। প্রশ্নটা হওয়া উচিত, এমন বিপুল অংকের টাকা ব্যয় করে যে লোক পুরুষ এবং নারীদের অপহরণ করছে তার আয় এবং তার পেশাদারদের নিয়োগের উৎস কী? এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা কার আছে? মনি ডোনেলি তা জানে এবং সে একজন অসাধারণ অ্যানালিস্ট। সে *পোস্ট*-এর কাছে কোন তথ্য বা খবর ফাঁস করেনি। ফাঁস করে তার লাভটা কী?'

স্টেসি পোলাক কতগুলো কাগজে চোখ বুলাল। আমার কথায় কোন মন্তব্য না করে বলল, 'লেটস মুভ অন।'

মনি বা তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নিয়ে মিটিংয়ে আর কিছু বলা হলো না। আলোচনা চলল রেড মাফিয়া এবং লং আইল্যান্ডের কাপল হত্যাকাণ্ড নিয়ে। এ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে যে সব নতুন তথ্য পাওয়া গেছে তাতে সবাই নিশ্চিত এর সঙ্গে রুশ গ্যাংস্টারদের সম্পর্ক রয়েছে। গুজব রয়েছে ইস্ট কোস্টে ইটালিয়ান এবং রাশান গুণ্ডাদের মধ্যে শীঘ্রি একটা লড়াই বেধে যেতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী মিটিং শেষে আমরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেলাম। স্টেসি পোলাক আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল।

'শুনুন, আমি আপনাকে কোন অভিযোগ করছি না,' বলল সে। 'আপনি

তথ্য ফাঁস করছেন তা আমি বলছি না, অ্যালেক্স।'

'তাহলে মনির বিরুদ্ধে অভিযোগটা করছে কে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

আমার প্রশ্নে তাকে বিস্মিত দেখাল। 'আমি তা আপনাকে বলতে পারব না। বিষয়টি এখনও অফিশিয়াল নয়।'

'বিষয়টি এখনও অফিশিয়াল নয়,' কথার মানে কী?'

'মিস ডোনেলির বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নেয়া হয়নি। আমরা সম্ভবত এর তদন্তভার থেকে তাকে অব্যাহতি দেব। এ বিষয়ে এ মুহূর্তে এর বেশি কিছু বলার নেই আমার। আপনি কুয়ানটিকোতে ফিরতে পারেন।'

অনুমান করলাম আমাকে ডিসমিস করা হয়েছে।

ষাট

মনিকে ফোন করে সব কথা বললাম। ও খুব রেগে গেল— রাগ হওয়ারই কথা। অবশ্য একটু পরেই নিজেকে সামলে নিল। বলল, 'ওয়েল, ফাক দেম। আমি ওয়াশিংটন পোস্টের কাছে কিছুই বলিনি, অ্যালেক্স। দ্যাটস অ্যাবসার্ড। কাকে বলব— আমাদের পেপার বয়কে?'

'আমি জানি তুমি কিছু বলোনি,' বললাম আমি। 'শোনো, আমি একটু কুয়ানটিকোতে আসছি। তারপর চলো তোমাকে আর তোমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে একসঙ্গে রাতের খাবারটা সেরে ফেলি? সস্তা কোন রেস্টুরেন্টে।'

মনির হাসিটা কেমন আড়স্ট শোনাল। বলল, 'ঠিক আছে। আমি একটা জায়গা চিনি। কমান্ড পোস্ট পাব। ওখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আমার বাচ্চারা ওখানে খেতে খুব পছন্দ করে। কেন করে তা গেলেই বুঝতে পারবে।'

রেস্টুরেন্টটা চিনবার রাস্তা বাতলে দিল মনি। ওটা পটোম্যাক এভিন্যুতে, কুয়ানটিকোর কাছেই। আমি ক্লাব ফেড-এ আমার অস্থায়ী অফিসে একটু ঢুঁ মেরে মনি আর তার বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হতে চললাম। ওর দুই ছেলে। ম্যাট এবং উইল। বয়স যথাক্রমে এগারো এবং বারো। এ বয়সেই ওদের বাবার মতো গায়ে-গতরে বেড়ে উঠেছে। দুজনেই ছ ফুটের কাছাকাছি।

'মা বলেছে তুমি খুব ভালো মানুষ,' আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে করতে বলল ম্যাট।

'তোমাদের মা তোমার এবং উইল সম্পর্কে একই কথা বলেছে আমাকে,' বললাম আমি। এ কথায় হেসে উঠল সকলে। আমরা বার্গার, চিকেন উইং, এবং চিজ ফ্রাই'র অর্ডার দিলাম। মনির বাচ্চাদুটো আচার-ব্যবহারে বেশ ভদ্র, সহজেই আমার সঙ্গে মিশে গেল। মনি সম্পর্কে অনেক কথা বলল আমাকে।

পাবটি বেশ মজার। মেরিন কর্পসের নানান জিনিস দিয়ে সাজানো। এর মধ্যে রয়েছে অফিসারদের পতাকা, ছবি, একটি টেবিলে আবার মেশিনগানও বসানো আছে দেখলাম।

খাওয়া শেষে উঠতে যাচ্ছি, আমাকে রেস্টুরেন্টের এক কোণে টেনে নিয়ে গেল মনি। মেরিনদেরকে দেখলাম রেস্টুরেন্টে ঢুকছে, বেরুচ্ছে। কেউ কেউ আড়চোখে আমাদেরকে দেখল।

'আমি জানি কথাটা অস্বীকার করলেও কিছু আসে যায় না। তবে বিশ্বাস করো, ওয়াশিংটন পোস্টের কাছে আমি কোন তথ্য পাচার করিনি। কিংবা অন্য কাউকে কিস্যু বলিনি। এ কাজ আমি জীবনে কোনদিন করবও না। আমি অত্যন্ত সৎ এবং নীতিবান একজন মানুষ।'

'হুভার বিল্ডিংয়ে এ কথাটাই আমি বলতে চেয়েছি,' বললাম আমি। 'বলেছিলাম যে তুমি নির্ভেজাল সৎ একজন মানুষ।'

মনি আমার গালে চুম্বন করল। 'তুমি আমাকে ঋণী করে রেখেছ, মিস্টার। আমাকে মুগ্ধও করেছ।'

'তুমি তোমার কাজ করে যাও,' বললাম ওকে। 'তুমি ঠিক রাস্তাতেই এগোচ্ছ।'

মনিকে একটু বিস্মিত দেখাল। তারপর কী বলতে চেয়েছি বুঝতে পার।

'ওহ্, ইয়াহ্। আমি কাজ থামাব না। ওরা জাহান্নামে যাক।'

'মূল কালপ্রিট রাশানরা,' কমান্ড পোস্ট-এর দরজায় ওকে ছেড়ে দেয়ার আগে বললাম আমি, 'দেখো আমার অনুমানই সত্য হবে।'

একষট্টি

ওরা দুজন একে অন্যের প্রেমে মাতোয়ারা। ওদের নাম ভিন্স পেট্রিল্লো এবং ফ্রান্সিস ডিগান। দুজনেই উরচেস্টারের হলিক্রস কলেজের জুনিয়র ছাত্র। ওদের পরিচয় ইজি স্ট্রিটে, মুলডি ডর্মে, তারপর থেকে তারা পরিণত হয়েছে পরস্পরের অপরিহার্য অঙ্গে। গত দুটো গ্রীষ্মে, প্রভিন্সটাউনে একই রেস্টুরেন্টে কাজ করেছে দুজনে মিলে। গ্রাজুয়েশন শেষ করে ওরা বিয়ে করবে তারপর হানিমুনে ইউরোপ ভ্রমণে যাবার ইচ্ছে আছে।

হলি ক্রস একটি জেসুইট স্কুল, সমকামীতার জন্য কুখ্যাত। যদি কোন ছাত্র সমকামী হিসেবে ধরা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাসপেন্ড কিংবা স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। ক্যাথলিক চার্চ সম লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণকে ঠিক দোষের দেখে না। তবে সমকামী কর্মকাণ্ডকে 'সহজ বিকৃতি' হিসেবে দেখা হয় এবং একে 'প্রচণ্ড নৈতিক অবক্ষয়' বলে বিবেচনা করা হয়। যেহেতু জেসুইট স্কুল সমকামীতার বিষয়ে অত্যন্ত কড়া তাই সমকামী ছাত্ররা তাদের ব্যাপারটি গোপন রাখার চেষ্টা করে। ভিন্স এবং ফ্রান্সিসও সঙ্গোপনে তাদের সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছে।

হলিক্রস-এর ক্যাম্পাস আরবোরিটাম বহুদিন ধরেই নিঃসঙ্গ পিয়াসু এবং রোমান্টিক ইচ্ছে পূরণকারীদের জন্য একটি আদর্শ স্থান বলে বিবেচিত। বাগান এলাকায় রয়েছে নানান ধরনের শতশত গাছ এবং ঝোপঝাড় যার আড়ালে বসে সহজেই প্রেম করা যায়।

সে রাতে ভিন্স এবং ফ্রান্সিস, পরনে অ্যাথলেটিক শর্টস এবং টি-শার্ট, মাথায় বেগুনি-সাদা রঙের বেসবল ক্যাপ, ইজি স্ট্রিট ধরে হুইলার বীচ নামক একটি জায়গায় চলে এল। এখানে রয়েছে ইটের প্যাশিও এবং লন। এখানে ভিড় একটু বেশি বলে আরবোরিটাম-এ নির্জন একটি জায়গা খুঁজতে লাগল ওরা।

তারপর পছন্দের জায়গাটি খুঁজে পেয়ে কম্বল বিছিয়ে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে পড়ল দুজনে। আকাশে অকৃপণ আলো বিলোচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ, জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য নক্ষত্র। হাতে হাত ধরে ওরা ডব্লিউ বি. ইয়েটসের কবিতা নিয়ে কথা বলতে লাগল। ফ্রান্সিসের প্রিয় কবি ইয়েটস আর

মেডিকেলের ছাত্র ভিন্স অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ আলোচনায় অংশ নিল।

ওরা দুজনেই সুগঠিত তরুণ। ভিন্সের উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত, ওজন একশো আশি পাউন্ড। ওয়েট লিফটিং করে পেশীবহুল একটি শরীরের অধিকারী সে। তার মাথার কালো চুল কোঁকড়ানো, মুখখানা দেবতাদের মতো সুন্দর। শৈশবের মিষ্টি চেহারা এখনও ধরে রেখেছে ভিন্স। আর তার শৈশবের একটি ছবি তার প্রেমিকের ওয়ালেটে সবসময় শোভা পাচ্ছে। ফ্রান্সিসের চেহারা দারুণ যৌন আবেদনময়। সে ছয় ফুট এক ইঞ্চি লম্বা, এক গ্রাম অনাবশ্যক মেদ নেই শরীরে। তার চুল সাদা-সোনালী। ভিন্সকে সে প্রচণ্ড ভালোবাসে আর ভিন্স তাকে রীতিমতো পুজো করে।

আর ওরা এসেছে ফ্রান্সিসের জন্য।

ওরা তাকে খুঁজে বের করেছে এবং বিক্রি হয়ে গেছে ফ্রান্সিস।

বাষট্টি

স্থূলকায় তিন ব্যক্তির পরনে ঢিলা জিনস, ওয়ার্ক বুট এবং কালো উইন্ড ব্রেকার। এরা গুণ্ডা। রুশ ভাষায় তারেকে বলা হয় *বালকানি বা ব্যান্ডিটি।* মস্কোর এ দানবগুলোকে আমেরিকায় এনে ছেড়ে দিয়েছে উলফ।

রাস্তায় একটি কালো পন্টিয়াক গ্রাঁ প্রি পার্ক করল ওরা। তারপর চড়াই পেরিয়ে চলল হলিক্রসের মূল ক্যাম্পাসে।

পাহাড়ের খাড়া ঢাল বাইতে গিয়ে গলদঘর্ম একজন গজগজ করছিল রাশান ভাষায়।

'আস্তে, বানচোত,' বলল দলনেতা ম্যাক্সিন, সে নিজেকে উলফের ব্যক্তিগত বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করে, যদিও মোটেই সে তা নয়। *পাখানদের* কোন বন্ধু থাকে না, উলফের তো নেইই। তার আছে শুধু শত্রু এবং তার জন্য যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে উলফ সাক্ষাৎ করে না বললেই চলে। এমনকী রাশিয়াতেও সে অদৃশ্য কিংবা রহস্যমানব হিসেবে পরিচিত ছিল। এখানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেউ অন্তত তাকে চাক্ষুস করেনি। করলেও জানে না সে-ই উলফ।

তিন গুণ্ডা দেখছে দুই কলেজ ছাত্র কম্বলে হাতে হাত ধরে শুয়ে আছে, চুমু খাচ্ছে, আদর করছে।

'মেয়েদের মতো চুমু খাচ্ছে,' বিশ্রী ভঙ্গিতে হেসে উঠল এক রাশান। 'আমি কোন মেয়েকে ওভাবে চুমু খেতে দেখিনি।'

তিনজন হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল। দৃশ্যটা তাদের মনে বিবমিষার সৃষ্টি করেছে। বিশালদেহী দলনেতা তার শরীরের বিপুল আয়তন এবং ওজন নিয়েও বিদ্যুৎগতিতে সামনে কদম বাড়াল। নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল ফ্রান্সিসের দিকে। অপর দুজন ছেলেটাকে ডিঙ্গের কাছ থেকে বিযুক্ত করল।

'অ্যাই, এসব কী হচ্ছে?' চিৎকার দিতে লাগল ফ্রান্সিস। চওড়া একটি ইলেকট্রিক টেপ মুখে লাগিয়ে তক্ষুণি বন্ধ করে দেয়া হলো তার চেঁচামেচি।

'এখন যতখুশি চেঁচাও,' সন্তুষ্টির হাসি দিল এক গুণ্ডা। 'তবে মেয়েদের মতো চেঁচিয়ো। যদিও কেউ তোমার চিৎকার শুনতে পাবে না।'

দ্রুত কাজ সারল ওরা। এক গুণ্ডা ফ্রান্সিসের গোড়ালি বেঁধে ফেলল কালো

টেপ দিয়ে, অপরজন ওর হাত পিছু মোড়া করে বাঁধল। তারপর তাকে একটি বড়সড় ডাফল ব্যাগে পুরে ফেলা হলো। এ ধরনের ব্যাগে বেসবল ব্যাট অথবা বাস্কেটবলের মতো খেলাধূলার সরঞ্জাম বহন করা হয়।

এদিকে দলনেতা অত্যন্ত ধারালো একটি স্টিলেটো ছুরি দিয়ে গরু জবাই করার মতো জবাই করে ফেলেছে ভিন্সকে। ভিন্সকে ক্রয় করা হয়নি এবং সে অপহরণের দৃশ্য দেখে ফেলেছে। এ দোষে তাকে প্রাণ দিতে হলো। ওই কাপল বা দম্পতির মতো এ লোকগুলো কখনও নিজেদের মতো খেলতে যাবে না কিংবা উলফের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাও করবে না অথবা করবে না হতাশ। কোন ভুল করা যাবে না, এ কথা উলফ পরিষ্কারভাবে, বিপজ্জনক সুরে বুঝিয়ে দিয়েছে ওদেরকে।

'সুন্দর ছেলেটাকে নিয়ে কেটে পড়ো, জলদি!' গাড়ির দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল লিডার। পন্টিয়াকের ট্রাংকে ফোলা ব্যাগটা ছুড়ে ফেলল ওরা। বেরিয়ে গেল শহর থেকে।

যথার্থভাবে সম্পন্ন হয়েছে কাজ।

তেষট্টি

শান্ত থাকার চেষ্টা করছে ফ্রান্সিস। যুক্তি দিয়ে বিষয়টি বুঝতে চাইছে। নিজেকে বোঝাতে চাইছে কিছুক্ষণ আগে যা ঘটেছে আসলে তা তার জীবনে ঘটতে পারে না। তিন ভয়ংকর প্রকৃতির লোক তাকে হলিক্রস-এর ক্যাম্পাস থেকে অপহরণ করেনি। এরকম কিছুতেই ঘটা সম্ভব নয়। গত ৪/৫ ঘণ্টা ধরে গাড়ির ট্রাংকে করে তাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভিন্স মারা যেতে পারে না। ওই নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন জিনিসটা ভিন্সের গলা কেটে দু ফাঁক করে দেয়নি। *এমনটা ঘটেনি।*

এসবই আসলে অসম্ভব খারাপ একটা স্বপ্ন, এরকম ভয়াবহ স্বপ্ন ফ্রান্সিস ডিগান তিন/চার বছর বয়স পার হবার পরে আর দেখেনি। আর তার সামনে ক্যারিকেচার টাইপের টেকো, মাথার দুপাশে অল্প কিছু সোনালি-সাদা চুল বেরিয়ে থাকা, টাইট কালো লেদার বডি সুট পরা দণ্ডায়মান লোকটাও কিছুতেই সত্য হতে পারে না। কিছুতেই না।

'তোমার ওপরে আমি ভয়ানক রেগে আছি! আমি একজন ভালো মানুষ অথচ অবহেলার শিকার!' ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে চিৎকার করছে মি. পটার। 'তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে কেন?'

কিচকিচ করে উঠল সে। 'কেন? জবাব দাও কেন। আর আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। তুমি না থাকলে আমি ভীষণ ভয় পাই এবং কথাটা তুমি জানো। তুমি জানো আমি কী রকম, রোনাল্ড!'

এই পাগল লোকটা কেন মি. পটার বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে সে কারণটা বের করার চেষ্টা করছিল ফ্রান্সিস। কিন্তু কারণটা বের করতে পারেনি। সে এ উন্মাদটাকে বহুবার বলেছে তাকে সে আগে কোনদিন দেখেনি এবং সে রোনাল্ড নয়। রোনাল্ড নামে কাউকে চেনেও না! তাতে লাভ হয়েছে এই মুখে সপাটে অনেকগুলো চড় খেতে হয়েছে এবং একটা চড় এমনই জোরে লেগেছে, নাক ফেটে দরদর ধারায় রক্ত পড়েছে।

মরিয়া হয়ে শেষতক ফ্রান্সিস গলায় ক্ষমাপ্রার্থনার সুর ফুটিয়ে ফিসফিস করে উদ্ভট লোকটাকে বলল, 'আমি দুঃখিত। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আর অমন কাজ করব না।'

মি. পটার তাকে জোরে বুকের সঙ্গে চেপে ধরল আর ফ্রান্সিস কাঁদতে লাগল। 'ওহ্ গড, তোমাকে ফিরে পেয়ে আমার যে কী ভাল লাগছে! তোমাকে নিয়ে আমার যা চিন্তা হচ্ছিল। আমাকে ছেড়ে আর কোথাও কোনদিন যাবে না, রোনাল্ড।

রোনাল্ড? এই শালার রোনাল্ডটা কে? আর মি. পটারই বা কে? এখন কী ঘটবে? ভিন্স কি সত্যি মারা গেছে? কলেজে আজ রাতে ওকে খুন করা হয়েছে? ফ্রান্সিসের ব্যথায় দপদপ করা মস্তিষ্কে প্রশ্নগুলো বারবার বাড়ি খাচ্ছে। কাজেই পটারের বক্ষবন্দি হয়ে কাঁদতে ভালোই লাগছে ফ্রান্সিসের। সে লোকটার সুগন্ধী কালো চামড়ার বডিসুটে মুখ চেপে ধরে বারবার ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'আয়াম সো সরি। আয়াম সো, সো সরি। ওহ্, মাই গড, আয়াম সরি।'

পটার বলল, 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি, রোনাল্ড। তোমাতে আমি মুগ্ধ। কথা দাও, আমাকে ছেড়ে আর চলে যাবে না?'

'না, যাবো না। কথা দিলাম। কোনদিন ছেড়ে যাবো না তোমায়।'

হেসে উঠল পটার, ঝট করে পিছিয়ে এল ছেলেটার কাছ থেকে।

'ফ্রান্সিস, প্রিয় ফ্রান্সিস,' ফিসফিস করল সে। 'রোনাল্ড আবার কে? আমি তোমার সঙ্গে স্রেফ মজা করছিলাম, খোকা। এটা স্রেফ আমার একটা খেলা। তুমি কলেজে পড়ো, নিশ্চয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ। চলো, খেলা করি, ফ্রান্সিস। গোলাবাড়িতে গিয়ে চলো খেলবো।'

চৌষট্টি

মনি ডোনেলির কাছ থেকে অদ্ভুত একটা ই-মেইল এসেছে। ওকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, বলেছে মনি। সে সঙ্গে যোগ করেছে, আমাকে নাকি কিছু জরুরি কথা বলবে। *আজ রাতে দেখা করতে চাই। সেই একই জায়গায়, একই সময়ে। খুবই জরুরি খবর—M*

কাজেই আমি সাতটার পরপর হাজির হয়ে গেলাম কমাণ্ড পোস্ট পাব-এ। মনির খোঁজে চোখ বুলালাম চারপাশে। ও আমার জন্য কী রহস্যময় খবর এনেছে? বার এলাকা খদ্দেরের ভিড়ে পূর্ণ, তবে ওকে খুঁজে নিতে বেগ পেতে হলো না। এতগুলো পুরুষের মাঝে একমাত্র ও-ই নারী। অনুমান করি কমান্ড পোস্টে আমি আর মনিই বোধহয় নন— মেরিন।

'কুয়ানটিকোতে ফোনে তোমাকে কথাগুলো বলা যেত না। কাকে বিশ্বাস করবে তুমি?' ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর পরে বলল মনি।

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। তুমি কি সত্যি কোন খবর নিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ। অনেক খবর। ভালো খবর।'

মনির পাশের একটি টুলে বসলাম। বারটেন্ডার এলে আমরা বিয়ারের অর্ডার দিলাম। লোকটা চলে যেতেই শুরু করল মনি, 'ERF-এ আমার এক ভালো বন্ধু আছে। ERF মানে কুয়ানটিকোর Engineering Research Facility.'

'আমি মানেটা কী জানি। তোমার বোধহয় সবজায়গাতেই বন্ধুবান্ধব আছে।'

'ঠিকই বলেছ। তবে হুভার বিল্ডিং ছাড়া। আমার বন্ধু একটি মেসেজের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে। দিন কয়েক আগে মেসেজটি আসে ব্যুরোতে। কিন্তু ভুয়া ফোন ভেবে ওরা পাত্তা দেয়নি। উলফ'স ডেন নামে একটা ওয়েব সাইট। এ ডেন থেকে প্রেমিক কিনতে পারবে, কাউকে অপহরণ করতে চাইলেও তা সম্ভব। প্রচলিত মতে, এ ওয়েব সাইটে হ্যাক করা অসম্ভব। দ্যাটস দা ক্যাচ।'

'তাহলে লোকটা ওই ওয়েবে ঢুকল কী করে?'

'লোকটা নয় মেয়ে। ও একটা জিনিয়াস। এজন্যেই ওকে পাত্তা দেয়া হয়নি। ওর সঙ্গে কথা বলবে? মেয়েটার বয়স মাত্র চোদ্দ।'

পঁয়ষট্টি

ভার্জিনিয়ার ডেল সিটিতে হ্যাকার মেয়েটি থাকে। জায়গাটা কুয়ানটিকো থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে। মনিকে নিয়ে চললাম ডেল সিটিতে। মেয়েটির মা'র সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। গলার স্বরে বেশ নার্ভাস মনে হলো। তবে এও বলেছে এফবিআই অবশেষে তার মেয়ে লিলির সঙ্গে কথা বলতে চাইছে জেনে তিনি খুশি। সবশেষে যোগ করেছেন, 'কেউ লিলিকে বেশিদিন অগ্রাহ্য করে থাকতে পারে না। আমার কথার অর্থ আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।'

ফ্রন্ট ডোর খুলে দিল কালো ওভারঅল পরা এক কিশোরী। ধারণা করেছিলাম এ লিলি তবে আমার অনুমান ভুল। ওর নাম অ্যানি, লিলির বোন। বয়স বারো হলেও দেখতে লাগে চোদ্দ বছরের মতো। আমাদেরকে ভেতরে যেতে ইশারা করল সে।

'লিলি ওর ল্যাবরেটরিতে আছে,' জানাল অ্যানি।

কিচেন থেকে বেরিয়ে এলেন মিসেস ওলসেন। আমাদের সঙ্গে পরিচয় হলো। তাঁর পরনে সাদামাটা সাদা ব্লাউজ এবং সবুজ জাম্পার। হাতে চর্বি মাখানো স্প্যাটুলা।

'ওকে আমরা ড. হকিং বলে ডাকি। জুনিয়ার স্টিফেন হকিং,' নিজের মেয়ের ব্যাপারে বলছেন মিসেস ওলসেন। 'খুবই বুদ্ধিমতী। তবে খাওয়া দাওয়া একেবারে করেই না বলতে গেলে। বকাঝকা করেও কাজ হয়নি।'

'লিলির সঙ্গে এখন কথা বলা যাবে?' জানতে চাইলাম আমি।

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ওলসেন। 'বুঝতে পারছি ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াসলি নিয়েছেন আপনারা। খুব ভালো হয়েছে। ব্যাপারটা সিরিয়াস না হলে লিলি আপনাদেরকে ফোন করত না, বিশ্বাস করুন।'

'আমরা ওর সঙ্গে আগে একটু কথা বলে দেখি। তারপর বুঝতে পারব বিষয়টা কী?'

মিসেস ওলসেন স্প্যাটুলা ধরা হাতটা নির্দেশ করলেন সিঁড়ির দিকে। 'ডান দিকের দ্বিতীয় দরজা। আপনারা আসবেন বলে খুলে রেখেছে দরজা। নইলে ও ঘর সবসময় বন্ধ থাকে। আমাদেরও ও ঘরে ঢোকা নিষেধ।'

মনি এবং আমি পা বাড়ালাম সিঁড়িতে। 'ব্যাপারটা সম্পর্কে ওদের পরিষ্কার

কোন ধারণা নেই, তাই না?' গলা নামিয়ে বলল মনি। 'হয়তো শেষ পর্যন্ত জিনিসটা ভুয়া বলে প্রমাণিত হবে।'

কাঠের দরজায় নক্ করলাম আমি। ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো।

'দরজা খোলা,' তীক্ষ্ণ খনখনে একটা নারী কণ্ঠ ভেসে এল। 'ভেতরে আসুন।'

দরজা খুললাম আমি। তাকালাম পাইন কাঠের বেডরুমে। সিঙ্গল একটা বেড, বিছানার চাদর কুঁচকে আছে, দেয়ালে এমআইটি, ইয়েল এবং স্ট্যানফোর্ডের পোস্টার সাঁটানো।

নীল হ্যালোজেন বাতির পেছনে ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছে একটি টিনেজ মেয়ে— কালো চুল, চোখে চশমা, দাঁতে ব্রেস পরানো।

'আমি লিলি।' বলল মেয়েটি। 'আমি ডিক্রিপশন অ্যাঙ্গেল নিয়ে কাজ করছি। অ্যালগরিদমে ত্রুটি বের করতে এটা ব্যবহার করা হয়।'

মনি এবং আমি লিলির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলাম। ওর হাত খুব ছোট আর ডিমের খোলের মতো পলকা।

মনি বলল, 'লিলি, তুমি তোমার ই-মেইলে বলেছ তোমার কাছে কিছু তথ্য আছে যা নাকি আটলান্টা এবং পেনসিলভানিয়ার অপহরণের তদন্তে সুবিধা দিতে পারবে।

'ঠিকই বলেছি। আপনারা মিসেস মিককে তো খুঁজে পেয়েছেন।'

'তুমি অত্যন্ত সিকিওর একটি সাইটে হ্যাক করেছে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল মনি।

'আমি কিছু গোপন UDP স্ক্যান পাঠিয়েছিলাম। তারপর IP তে ধাপ্পা দিয়েছি। ওদের রুট সার্ভার ফলস প্যাকেটে বিট করত। আমি একটা সোর্স কোড ঢোকাই। সবশেষে DNS ব্যবহার করে হ্যাক করি। পুরো ব্যাপারটাই বেশ জটিল। বাট দ্যাটস দা বেসিক আইডিয়া।'

'আমি বুঝতে পারছি,' বলল মনি।

'আমার ধারণা ওরা টের পেয়ে গেছে যে আমি ওদের সঙ্গে ছিলাম,' বলল লিলি।

'তুমি কী করে বুঝলে?' জানতে চাইলাম আমি।

'ওরা তা-ই বলছিল।'

'এজেন্ট টিয়েজ্জিকে তুমি স্পষ্ট করে কিছু বলোনি। বলেছিলে ওই সাইটে কাউকে 'বিক্রি করা হতে পারে', তাই না?'

'হুঁ। কথাটা এফবিআইকে জানিয়েও ছিলাম। কিন্তু এজেন্ট টিয়েজ্জি আমার কথা বিশ্বাস করেননি। আমি বলেছিলাম আমার বয়স চোদ্দ এবং আমি একটি মেয়ে। বোকার মতো হয়ে গেছে কাজটা 'না'?'

'না, তুমি ঠিক কাজই করেছ,' হাসিমুখে বলল মনি।

অবশেষে হাসি ফুটল লিলির মুখে। 'আমি মস্ত বিপদে আছি, তাই তো? জানি আমি। ওরা হয়তো ইতিমধ্যে আমার পরিচয়ও জেনে গেছে।'

মাথা নাড়লাম আমি। 'না, লিলি। ওরা তোমার পরিচয় জানে না এবং তুমি কোথায় থাকো তাও ওদের জানা নেই। আমি নিশ্চিত ওরা জানে না।'

জানলে ইতিমধ্যে তুমি মারা যেতে।

ছেষট্টি

লিলির সঙ্গে কথা বলে মনে হলো ও আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। ও ওদেরকে কথা বলতে শুনেছে। শুনেছে ওরা কাউকে কিনে নেয়ার কথা বলছিল। ও নিজের জন্য ভীত, আশংকিত পরিবারকে নিয়ে।

'আপনারা কি ওদের সঙ্গে অন-লাইনে যেতে চান?' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল লিলি। 'যেতে পারব আমরা! দেখি ওরা এখনও একসঙ্গে আছে কিনা। আমি নামহীন একটা দারুণ সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করছি। আশা করছি এটাকে দিয়ে হবে। তবে ঠিক নিশ্চিত না। নাহ্, হবে।'

দাঁত বের করে মিষ্টি হাসি দিল লিলি। ওর চোখ চকচক করছে। প্রমাণ করতে চাইছে ও পারে।

'কাজটা করা কি ঠিক হবে?' মনি আমার দিকে ঝুঁকে এল। আমি ওকে একপাশে টেনে নিয়ে অনুচ্চ গলায় বললাম, 'ওকে আর ওর পরিবারকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখন আর ওদের এখানে থাকা চলবে না, মনি।'

তাকালাম লিলির দিকে। 'ঠিক আছে। চেষ্টা করে দেখো অন-লাইনে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো কিনা। দেখা যাক ওদের মতলবটা কী।'

কাজ করতে করতে অনর্গল বকবক করে যেতে লাগল লিলি। ওর টেকনিক্যাল কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি। কিন্তু মনি সব বুঝতে পারছে এবং লিলির প্রতিভায় ওকে মুগ্ধ মনে হচ্ছে।

হঠাৎ কপালে ভাঁজ ফেলে মুখ তুলে চাইল লিলি। 'এখানে একটা সমস্যা হয়েছে,' চোখ ফেরাল কম্পিউটারে।

'ওহ্, শিট! গড ড্যাম দেম!' খেঁকিয়ে উঠল লিলি, 'হারামজাদার দল। এতো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল মনি। 'ওরা কী বদলে ফেলেছে, তাই না?'

'তারচেয়েও খারাপ,' দ্রুত কমান্ড টিপছে লিলি। 'অনেক অনেক খারাপ। আই কান্ট বিলিভ ইট।'

ল্যাপটপের চকচকে পর্দা থেকে অবশেষে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ও।

'প্রথমত, আমি সাইটটিকে খুঁজেই পাচ্ছিলাম না। এই দারুণ ডাইনামিক

নেটওয়ার্কটা ওরা সেটআপ করেছে ডেট্রয়েট, বোস্টন, মিয়ামি সহ সবজায়গায়। তারপর যখন খুঁজে পেলাম, ঢুকতে পারলাম না ওতে। এ সাইট ওরা ছাড়া অন্য কেউ ঢুকতেও পারবে না।'

'কেন?' প্রশ্ন করল মনি। 'হঠাৎ করে আবার কী হলো?'

'ওরা চোখের স্ক্যান ইনস্টল করেছে। আর এটাকে ফাঁকি দেয়া প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। পুরো কাজটা একা করেছে উলফ নামের লোকটা। উলফ খুবই ভয়ংকর স্বভাবের একজন মানুষ। জাতিতে রাশান। যেন সাইবেরিয়া থেকে আসা এক নেকড়ে। সে আমার চেয়ে অনেক বেশি চালাক।'

সাতষট্টি

পরদিন গেলাম হুভার বিল্ডিংয়ের পাঁচতলায়, Sioc কনফারেন্স রুমে। মনিও এসেছে। লিলি ওলসেনের ব্যাপারে আমি এবং মনি মুখে তালা লাগিয়ে রেখেছি। ওর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কিছু জিনিস চেক করতে হবে। মূল কক্ষে গমগম করছে লোক। অপহরণের ঘটনাগুলো এখন প্রধান মিডিয়া স্টোরীতে পরিণত হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে ব্যুরোর বিরুদ্ধে নানান অভিযোগে তাতিয়ে আছে অফিস। কাজেই ওদের একটা জয় দরকার। না, ভাবলাম আমি, আমাদের আসলে জয় দরকার।

রাতের মিটিংয়ে হোমড়াচামড়া অনেক ব্যক্তি এসেছেন। এদের মধ্যে রয়েছে Behavioral Analysis unit বা BAU'র পুব এবং পশ্চিম প্রধান, Child Abduction serial Murder Investigative Resource Center (CASMIRC) এর ইউনিট চিফ এবং বাল্টিমোরের Innocent images-এর প্রধান। এটি এফবিআই'র একটি ইউনিট। এ ইউনিটের কাজ হলো ইন্টারেনেট যৌনশিকারীদের খুঁজে বের করে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা। স্টেসি পোলাক আসরের মধ্যমণি।

ম্যাসাচুসেটসের হলি ক্রস কলেজ থেকে একটি ছাত্র নিখোঁজ হয়েছে। আর তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ক্যাম্পাসে মৃত পাওয়া গেছে। খুন করা হয়েছে তাকে। ফ্রান্সিস ডিগানের শারীরিক কাঠামো অনেকটা নিউপোর্টে অপহৃত হওয়া বেনজামিন কোফির মতো। এর ফলে আমাদের ধারণা কোফির রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে কিডন্যাপ করা হয়েছে ফ্রান্সিসকে। কোফি সম্ভবত মারা গেছে।

'আমি অপহরণকারীদের ধরিয়ে দিতে একটি পুরস্কার দেয়ার ঘোষণার প্রস্তাব করছি। পুরস্কারের আর্থিক মূল্যমান পাঁচ লাখ ডলার করা যেতে পারে।' বললেন BAU-র পূর্বাঞ্চল প্রধান জ্যাক আর্নল্ড। তবে এ প্রস্তাবে কেউ কোন মন্তব্য করল না। বেশ কয়েকজন এজেন্ট ল্যাপটপে কিংবা হাতে লিখে নোট নিচ্ছে। সবার ভেতরে একরকম হতাশা কাজ করছে।

'আমার কিছু বলার আছে,' ঘরের পেছন দিক থেকে হাঁক ছাড়লাম আমি।

আমার দিকে তাকাল স্টেসি পোলাক। কয়েকটি মাথা ঘুরে গেল আমার দিকে। আমি আসন ছেড়ে খাড়া হলাম। মনিকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে

দিলাম। তারপর উলফ'স ডেন এবং চোদ্দ বছরের লিলি ওলসেনের কথা বললাম। উল্লেখ করতে ভুললাম না মনির তথ্যানুযায়ী উলফ রাশান গ্যাংস্টার পাশা সরোকিন হতে পারে। তার বংশ পরিচয় বের করা সম্ভব হয়নি, রাশিয়া ছেড়ে আসার আগে সে কী করত, কোথায় থাকত সে সব জানা যায়নি।

'তবে কোনভাবে যদি ডেন-এ ঢোকা যায় তাহলে নিখোঁজ নারীদের ব্যাপারে কোন খোঁজ-খবর পেয়েও যেতে পারি। আর ইনোসেন্ট ইমেজেস যেসব সাইট ইতিমধ্যে আইডেন্টিফাই করেছে সেগুলোর প্রতি কড়া নজর রাখাও দরকার। এমনটি ভাবা অযৌক্তিক নয় যে, উলফ'স ডেন যেসব পারভার্টরা ব্যবহার করছে তারা পর্ণোসাইটেও ঢুকতে পারে। আমাদের সাহায্য দরকার। উলফ যদি সত্যি পাশা সরোকিন হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সত্যি সাহায্যের দরকার হবে।'

স্টেসি পোলাক সব শুনে বলল, 'আপনাকে রিসোর্স দেয়া হবে। আমরা পর্ণো সাইটগুলোতে সপ্তাহের সাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখবো। সত্য এটাই যে, এ বিষয়টি সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই। আমি চাই নিউইয়র্কের বাইরে আমাদের রাশান দলটা এ বিষয়ে কাজ করুক। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, পাশা সরোকিনের মতো লোক এসবের সঙ্গে জড়াতে পারে। তবে যদি জড়িয়ে থাকে তাহলে বলব ইটস হিউজ। আমরা গত ছয় বছর ধরে পাশার ব্যাপারে আগ্রহী। খুবই আগ্রহী উলফের ব্যাপারেও।'

আটষট্টি

পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টায় ত্রিশজনেরও বেশি এজেন্টকে চোদ্দটি পর্ণো সাইট এবং চ্যাট রুমে নজর রাখার কাজে লাগিয়ে দেয়া হলো। আমাদের নিজেদেরও পরিষ্কার ধারণা নেই ঠিক কাকে খুঁজছি—উলফ'স ডেন এবং সম্ভবত উলফকে খুঁজছি। রেড মাফিয়া, বিশেষ করে পাশা সরোকিন সম্পর্কে যতটা তথ্য জোগাড় করা সম্ভব, আমি আর মনি সংগ্রহ করে চলেছি।

সেদিন বিকেলে ডুপন্ট সার্কল এলাকার ব্লেক বিল্ডিং-এ ক্রিস্টিন জনসনের আইনজীবীর সঙ্গে আমার দেখা করার কথা। ক্রিস্টিন লিটল অ্যালেক্সকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চাইছে।

পাঁচটার খানিক আগে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। বারো তলা ভবনটি বোঝাই মানুষ আর মানুষ। হই-হট্টগোল আর চেঁচামেচিতে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার দশা। আমি লিফটের দিকে পা বাড়ালাম। ভেতরে ঢুকে একটা বোতাম টিপে দিলাম।

ক্রিস্টিনের উকিল আজকের মিটিং-এর আয়োজন করেছে। ক্রিস্টিনের আশা, আদালতে না গিয়ে উকিলের মাধ্যমেই লিটল অ্যালেক্সের কাস্টডি সংক্রান্ত ঝামেলাটা আমরা দুজনে মিটিয়ে ফেলতে পারব। আমি সকালে আমার আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলেছি। তাকে এখানে আসতে মানা করেছি যেহেতু এটি একটি 'ইনফরমাল' মিটিং। লিফটে সাত তলায় উঠতে উঠতে চিন্তা করছিলাম একটা কাজই আমার করা উচিত আর সেটা হলো অ্যালেক্স যার কাছে ভালো থাকবে তার কাছে ওর থাকার ব্যবস্থা করা।

সাত তলায় এসে নেমে পড়লাম লিফট থেকে। সাক্ষাৎ হলো গিল্ডা হারানজোর সঙ্গে। হালকাপাতলা গড়নের সুশ্রী মেয়েটিকে চারকোল সুট আর গলার কাছে নট বাঁধা সাদা সিল্কের ব্লাউজে বেশ মানিয়েছে। আমার আইনজীবী মিস হারানজোর সঙ্গে লড়াই করছে, বলেছে ভদ্রমহিলা ল ইয়ার হিসেবে বেশ ভালো। ফিজিশিয়ান স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে হারানজোর, দুই সন্তানকে নিয়ে সে একা থাকে। হারানজোর ফী আকাশছোঁয়া তবে ক্রিস্টিনের সঙ্গে ভিলানোভায় বেড়াতে গিয়ে দুজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যায় এবং সম্ভবত ক্রিস্টিনের কাছ থেকে সে কোন টাকা-পয়সা নিচ্ছে না।

'ক্রিস্টিন, অনেক আগেই কনফারেন্স রুমে এসে বসে আছে, অ্যালেক্স,' পরিচয়পর্ব শেষ হওয়ার পরে বলল হারানজো। তারপর যোগ করল, 'ব্যাপারটা এভাবে গড়িয়েছে বলে আমি দুঃখিত। এ কেসটা বেশ কঠিন, তবে এতে মন্দ লোকের কোন সম্পর্ক নেই। আমার সঙ্গে চলুন।'

'দেরি হওয়ার জন্য দুঃখিত,' বললাম আমি। এ কেসে মন্দ লোক জড়িত আছে কী নেই তা পরে প্রমাণ হবে।

মিস হারানজো আমাকে নিয়ে মাঝারী আকারের একটি কামরায় ঢুকল। ঘরের মেঝেতে কার্পেট পাতা, দেয়াল হালকা নীল ফ্যাব্রিকের কক্ষের মাঝখানে ছটি কালো চামড়ার চেয়ারসহ কাচের একখানা টেবিল। টেবিলের ওপরে শুধু বরফ পানির কুঁজো, কয়েকটি গ্লাস আর একটি ল্যাপটপ কম্পিউটার।

এক সারি লম্বা জানালা ডুপন্ট সার্কেলের দিকে মুখ করে আছে। ক্রিস্টিন দাঁড়ানো জানালার কাছে, আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেও কথা বলল না। হেঁটে এল টেবিলের কাছে, বসল চামড়ামোড়া একটি চেয়ারে।

'হ্যালো, অ্যালেক্স,' অবশেষে বলল সে।

উনসত্তর

গিল্ডা হারানজো তার ল্যাপটপের পেছনে চট করে বসে পড়ল, আমি ক্রিস্টিনের থেকে সামান্য দূরে, গ্লাস কনফারেন্স টেবিলের পাশের একটি চেয়ার দখল করলাম। লিটল অ্যালেক্সকে হারানোর বেদনা অকস্মাৎ বড্ড বাস্তব হয়ে বিঁধল বুকে। কষ্টে বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে দম। সিদ্ধান্তটি ভালো ছিল নাকি খারাপ, ন্যায় নাকি অন্যায় জানি না, জানি শুধু এটুকু ক্রিস্টিন আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল হাজার মাইল দূরে এবং একবারের জন্যেও আমার সঙ্গে দেখা করেনি। সে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছিল মায়ের দাবী। এখন বদলে ফেলেছে মত। আবারও যদি ও মত বদলায়?

ক্রিস্টিন বলল, 'আসার জন্য ধন্যবাদ, অ্যালেক্স। পরিস্থিতির জন্য আমি দুঃখিত। তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস করবে মন থেকে কথাটা বলেছি আমি।'

কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। এমন নয় যে আমি ওর জন্য উন্মাদ হয়ে আছি তবে—হ্যাঁ, বলা যায় রেগে আছি আমি। লিটল অ্যালেক্স আমার আদর যত্নে বড় হয়েছে, ওকে এখন হারাবার কথা ভাবাই যায় না। যেন লিফট থেকে সাঁসাঁ করে পরে যাচ্ছি, পেটের ভেতরটায় শিরশির একটা অনুভূতি। ব্যাপারটা এরকম—আপনি দেখছেন আপনার সন্তান রাস্তায় দৌড়াচ্ছে, এক্ষুণি ভয়ানক একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে কিন্তু আপনি ওকে ওখান থেকে সরিয়ে আনতে পারছেন না, কিচ্ছুটি করার ক্ষমতা আপনার নেই। চুপচাপ বসে রইলাম ওখানে, ভেতরে ফুঁসে উঠছে বিকট চিৎকারের একটা ঢেউ যে চিৎকার গলা চিরে বেরিয়ে এলে এ অফিসের সমস্ত কাচের জানালা ভেঙে চৌচির করে দেবে।

শুরু হলো মিটিং। ইনফরমাল গেট-টুগেদার। এখানে কোন মন্দ লোক নেই।

'ড. ক্রস সময় করে এখানে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।' বলল গিল্ডা হারানজো, মৃদু হাসল।

'আসব না কেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার ঠোঁটে হাসি ফোটাল সে। 'আমরা সবাই চাই এ সমস্যাটি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হোক। আপনি কেয়ারগিভার হিসেবে

বাচ্চাদের চমৎকার যত্ন নিতে পারেন এবং এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই।'

'আমি ওর বাবা, মিস হারানজো,' ওকে শুধরে দিলাম আমি।

'অবকোর্স। তবে ক্রিস্টিন এখন থেকে ছেলেটির দায়িত্ব নিতে পারবে এবং সে ওর মা। এবং সিয়াটলে প্রাইমারি স্কুলের প্রিন্সিপাল।'

আমার নাক-মুখ গনগনে হয়ে উঠল, 'ও এক বছর আগে অ্যালেক্সকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল।'

ক্রিস্টিন বলল, 'কথাটা ঠিক বলোনি, অ্যালেক্স। আমি তোমাকে বলেছিলাম তুমি এখন ওকে লালনপালন করো। আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট অস্থায়ী ভিত্তিতে ছিল।'

মিস হারানজো প্রশ্ন করল, 'ড. ক্রস, এ কথা কি সত্য নয় আপনার বিরাশি বছর বয়স্ক দাদীমা বেশিরভাগ সময় বাচ্চাটির যত্ন নেন?'

'আমরা সবাই ওর যত্ন নিই,' জবাব দিলাম আমি। 'তাছাড়া, গত বছর ক্রিস্টিন যখন সিয়াটলে চলে যায় তখন নানা সুস্থই ছিলেন। তিনি এখনও সুস্থ এবং আমার মনে হয় না নানাকে আপনাদের সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়া করানোর প্রয়োজন আছে।'

আইনজীবী বলে চলল, 'আপনার কর্মব্যস্ততার কারণে আপনাকে ঘনঘন বাড়ির বাইরে থাকতে হয়, ঠিক?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম। 'মাঝে মাঝে থাকতে হয় বৈকি। কিন্তু তাতে অ্যালেক্সের যত্নআত্তির কোন অভাব হয় না। ও সুখী, স্বাস্থ্যবান, ঝকমকে একটি শিশু, সবসময় হাসছে। ও আমাদের বাড়ির প্রাণ।'

আমার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ হয়ে রইল মিস হারানজো। তারপর আবার শুরু করল যেন আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি।

'আপনার কাজের ধরন অত্যন্ত বিপজ্জনক, ড. ক্রস। আপনার পেশার কারণে আপনার পরিবার এর আগে ভীষণ বিপদে পড়েছিল। তাছাড়া মিস জনসন চলে যাওয়ার পরে অন্য মহিলাদের সঙ্গে আপনার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ঠিক কিনা?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম আমি। তারপর চামড়ার গদি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম ধীর গতিতে। 'আয়াম সরি, তবে মিটিং এখানেই শেষ। মাফ করবেন। আমি এখন যাবো।' দরজার কাছে এসে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম ক্রিস্টিনের দিকে। 'কাজটা তুমি ঠিক করলে না।'

সত্তর

আমি হুভার বিল্ডিংয়ে ফিরে এলাম। বসলাম কম্পিউটারের সামনে। রাশান মব সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্যে চোখ বুলালাম। তেমন চমকপ্রদ কোন তথ্য নেই। অবশ্য কাজে তেমন মনোযোগ দিতেও পারছি না। মাথায় ভনভন করছে ক্রিস্টিনের আইনজীবীর কথাগুলো। সাতটার পরে আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলাম হুভার বিল্ডিং থেকে। কেউ ফিরেও চাইল না আমার দিকে। এগুলো কি খারাপ লক্ষণ?

ফ্রন্ট ডোরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন নানা। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছি, দরজা খুলে দিলেন তিনি। বেরিয়ে এলেন। স্ক্রীণ ডোরের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়লেন, 'লিটল অ্যালেক্সের দিকে একটু খেয়াল রেখো, ডেমন। আমরা আসছি এখুনি।'

পা টেনে টেনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন নানা। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম।

'যাচ্ছি কোথায় আমরা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হাওয়া খেতে,' জবাব দিলেন নানা। 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

আমার পুরানো পোর্শে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলাম। প্যাসেঞ্জার সীট-এ এসে বসলেন নানা।

'চালাও,' বললেন তিনি।

'ইয়েস, মিস ডেইজি।'

পশ্চিমে, শেনানডোয়া মাউন্টেনের দিকে গাড়ি ছোটালাম। ও জায়গাটা নানার খুব পছন্দ। কিছুক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালালাম। অস্বাভাবিক নীরবতা আমাদের দুজনের মধ্যে।

'ল ইয়ারের সঙ্গে কী কথা হলো?' রুট ৬৬-এ মোড় নেয়ার পরে জিজ্ঞেস করলেন নানা।

আমি বিস্তারিত বললাম তাঁকে। আসলে কথা বলে বুকটা হালকা করার দরকার ছিল। উনি চুপচাপ শুনে গেলেন গল্প। তারপর, যা তাঁকে মানায় না সেরকম একটি কাজ করে বসলেন। অভিশাপ দিলেন নানা। 'জাহান্নামে যাক ক্রিস্টিন জনসন। ও কাজটা মোটেই ঠিক করেনি।'

'ক্রিস্টিনকে পুরোপুরি দোষও দেয়া যায় না।' বললাম আমি।

'কিন্তু আমি দোষ দেব। ও ছোট্ট, মিষ্টি একটা বাচ্চাকে ফেলে দিয়ে সিয়াটলে চলে গিয়েছিল। অতদূরে না গেলেও চলত। সিদ্ধান্তটা তার। এখন সে সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে কাজ করতে হবে।'

নানার দিকে আড়চোখে তাকালাম। চেহারা থমথমে। 'বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এটাকে কেউ ভুল বোঝাবুঝি হিসেবে দেখবে কিনা আমি জানি না।'

হাত নেড়ে আমার কথাটা উড়িয়ে দিলেন নানা। 'আমার মনে হয় না বর্তমান কালে সবাই ধোয়া তুলসীপাতা। তুমি জানো আমি মহিলাদের অধিকার, মায়ের অধিকার ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। তবে সে সঙ্গে এও বিশ্বাস করি নিজের কর্মফল নিজেকেই ভোগ করতে হয়। ক্রিস্টিন লিটল অ্যালেক্সকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সে ঠিকঠাক তার দায়িত্ব পালন করেনি।

'তোমার কথা শেষ হয়েছে?' জানতে চাইলাম আমি।

নানা বুকের ওপর শক্ত করে ধরে রেখেছেন হাত। 'হুঁ। কথাগুলো বলতে পেরে এখন ভাল লাগছে।'

একাত্তর

রাত এগারোটার দিকে ফোন করল জামিলা। ওর ওখানে তখন বাজে রাত আটটা। ওর সঙ্গে গত কয়েকদিন ধরে যোগাযোগ নেই আমার। আর এ মুহূর্তে কথা বলতে ইচ্ছেও করছিল না। ক্রিস্টিনের ওয়াশিংটন ডি.সিতে আগমন এবং ওর আইনজীবীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ আমার ভেতরে উদ্বেগ এবং ক্লান্তি বাড়িয়ে দিয়েছে, ওলোট-পালোট করে ফেলেছে সবকিছু।

'তুমি আমাকে চিঠিও লেখো না, ফোনও করো না,' বলল জামিলা, তারপর স্বভাবসুলভ হাসিতে ভেঙে পড়ল। 'আমাকে এ কথা বলতে এসো না যে অফিসের কাজে ফেঁসে গেছো।'

'সত্যি অফিসের কাজে ফেঁসে গেছি। বিশ্রী একটা কাজে,' বললাম আমি। তারপর দ্রুত ব্যাখ্যা করলাম কাজটা কী। জানালাম অফিস নিয়ে আমার মিশ্র অনুভূতির কথা—অনেকেই আমাকে পছন্দ করছে না।

'তুমি হলে নিউ গাই অন দ্য ব্লক,' বলল জামিলা। 'কিছুদিন যাক। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি ধৈর্য ধরার চেষ্টা করছি। তবে এরকম সময় অপচয়ে আমি মোটেই অভ্যস্ত নই।'

হেসে উঠল ও। 'তবে তুমি মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে অভ্যস্ত, তাই না? তুমি তো স্টার হয়ে আছ।'

হাসলাম আমি। 'ইউ আর রাইট। ইউ আর রাইট। দ্যাটস পার্ট অভ ইট।'

'তুমি ব্যুরোকে বেড়ার ওপাশ থেকেও দেখেছ। তুমি জানতে কীসের মধ্যে ঢুকছ। জানতে না?'

'জানা উচিত ছিল। কিন্তু এ চাকুরিতে ঢোকার আগে আমাকে অনেক আশার বাণী শোনানো হয়েছিল।'

ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল জামিলা। 'জানি সে কথা। তোমার প্রতি যতটা সহানুভূতি দেখানো উচিত ছিল তা আমি দেখাতে পারিনি। দোষটা আমারই।'

'না, তোমার কোন দোষ নেই। আমার দোষ ছিল।'

'ইয়াহ্,' আবার হাসল জামিলা। 'ঠিক বলেছ। তোমাকে এমন হতাশ সুরে কথা বলতে কখনও শুনিনি। দেখি তোমার মনটা ভালো করে দেয়া যায়

কিনা।'

জামিলার কেস নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বললাম তারপর ও বাচ্চাদের খবর জানতে চাইল। ও ফোন করলেই আমার সন্তানদের খবরাখবর নিতে চায়। কিন্তু আজ আমার মূড ভালো নেই। তাই বাচ্চাদের নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। ও বোধহয় আমার মনের অবস্থাটা টের পেয়ে গিয়েছিল। বলল, 'আমি আসলে ফোন করেছিলাম তুমি কেমন আছ জানতে। কোন খবর থাকলে জানিয়ো। আমি সবসময় তোমার পাশে আছি। আই মিস ইউ, অ্যালেক্স।'

'আই মিস ইউ টু,' বললাম আমি।

মৃদু গলায় 'বিদায়' বলে লাইন কেটে দিল জামিলা।

আমি বসে বসে ডানে-বামে মাথা নাড়তে লাগলাম।

ধ্যাত্তেরি আমি এটা একটা কাজ করলাম? ক্রিস্টিনের সঙ্গে আমার যা হয়েছে সে জন্য জামিলাকে আমি কেন পরোক্ষভাবে দায়ী করছি? কাজটা করা মোটেই ঠিক হচ্ছে না।

বাহাত্তর

'হাই, দেয়ার। আই মিসড ইউ,' বলে হাসলাম আমি। 'এবং আমি দুঃখিত।'

জামিলা লাইন কেটে দেয়ার পাঁচ মিনিট পরে আবার ওকে ফোন করলাম।

'তোমার দুঃখিত হওয়াই উচিত। জেনে খুশি হলাম তোমার বিখ্যাত অ্যান্টেনা এখনও ঠিকঠাক কাজ করছে।' বলল ও।

'তোমার সঙ্গে এত কম সময় কথা বলিনি কখনও। এবং ভালোভাবেও কথা বলিনি। এজন্য আমার কুখ্যাত মেজাজটাই দায়ী।'

'ঘটনাটা আসলে কী, বয়স্কাউট? চাকুরি নিয়ে ঝামেলা নাকি অন্য কোন বিষয়? আমাকে নিয়ে কোন সমস্যা হচ্ছে, অ্যালেক্স? সমস্যা হলে বলতে পারো। তবে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি আমি কিন্তু সবসময় সঙ্গে অস্ত্র রাখি।'

ওর ঠাট্টা শুনে হাসলাম। তারপর বুক ভরে দম নিয়ে ধীরে ধীরে খালি করলাম ফুসফুস। 'ক্রিস্টিন জনসন শহরে এসেছে। ঝামেলার শুরু ওখান থেকে। লিটল অ্যালেক্সকে নিয়ে যেতে চাইছে। ওর কাস্টডি নিয়ে সম্ভবত সিয়াটেল চলে যাবে।'

আঁতকে ওঠার শব্দ হলো ও প্রান্তে। 'ওহ্, অ্যালেক্স এতো খুবই খারাপ সংবাদ। খুবই খারাপ। তুমি কি ওর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছ?'

'বলেছি। আজ বিকেলে ওর আইনজীবীর কাছে গিয়েছিলাম। সে মহিলা খুবই কঠিন প্রকৃতির।'

'অ্যালেক্স, ক্রিস্টিন তোমাদের দুজনকে এক সঙ্গে কখনও দেখেছে? 'ক্রামার ভার্সাস ক্রামার' ছবির মতো দশা হয়েছে এখন তোমার।'

'না, লিটল অ্যালেক্সের সঙ্গে একত্রে ও এখনও আমাদেরকে দেখেনি। তবে অ্যালেক্সের সঙ্গে ওকে দেখেছি আমি। ছেলেটা মুহূর্তে তার মাকে আপন করে নিয়েছে।'

'কিন্তু ক্রিস্টিন তো ওকে ফেলে রেখে গিয়েছিল, অ্যালেক্স। তিন হাজার মাইল দূরে চলে গিয়েছিল। এক বছর তোমাদের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ ছিল না। 'তুমি এখন কী করবে ভাবছ?'

'তোমার কী ধারণা? তুমি হলে কী করতে?'

জামিলা কাষ্ঠ হাসি হাসল। 'ওহ্, তুমি তো আমাকে চেনো আমি জান দিয়ে লড়াই করতাম।'

হাসলাম আমিও। 'আমিও তাই করতে যাচ্ছি। ক্রিস্টিনের বিরুদ্ধে জান দিয়ে লড়ব।'

তেয়াত্তর

জামিলার সঙ্গে আমার কথা যেন শেষই হতে চাইছিল না। অবশেষে যখন রিসিভার রাখলাম, অকস্মাৎ পৈশাচিক উদ্দেশ্য নিয়েই যেন আবার বেজে উঠল ফোন। নির্ঘাত ক্রিস্টিন। এ মুহূর্তে অ্যালেক্সের ব্যাপারে ওর সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। ও আমাকে কী বলতে চাইছে আর আমিও বা ওকে কী বলব?

ঝনঝন শব্দে বেজেই চলল ফোন। ঘড়ি দেখলাম। পেরিয়ে গেছে মাঝরাত। একটু ইতস্তত করে তুলে নিলাম রিসিভার।

'অ্যালেক্স ক্রস,' বললাম আমি।

'অ্যালেক্স, রন বার্নস বলছি। এত রাতে ফোন করার জন্য দুঃখিত। আমি মাত্রই নিউইয়র্ক থেকে ডি.সিতে এসেছি। কাউন্টার-টেরোরিজমের ওপরে আরেকটা কনফারেন্স। কেউ জানে না হারামজাদাগুলোর বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করবে। অথচ সবাই একটা করে থিওরি কপচাচ্ছে।'

'নিজেদের আইন অনুসারে খেলছে তারা,' বললাম আমি।

'এবং এটা নিশ্চয় পলিটিকালি কিংবা সোশালি কারেক্ট নয়।' হেসে উঠলেন বার্নস। 'ঠিকই বলেছ তুমি। আর তুমি নিজের আইডিয়ার কথা প্রকাশ করতেও ভীত নও।'

আমি বললাম, 'কোন্ আইডিয়া...'

আমাকে বাধা দিলেন বার্নস। 'জানি খানিকটা রেগে আছ তুমি। অবশ্য যা ঘটছে সে জন্য তোমার রাগ করাটাকে অযৌক্তিক বলব না আমি। ব্যুরো তোমাকে সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্যও করছে না। তোমাকে একটা কথা বুঝতে হবে, অ্যালেক্স। আমি পটোম্যাকে অসম্ভব ধীর গতির একটা জাহাজ ঘোরাবার চেষ্টা করছি। আমার ওপরে আরেকটু বিশ্বাস রাখো। ভালো কথা, তুমি এখনও ওয়াশিংটন ডিসিতে কী করছ? কেন নিউ হ্যাম্পশায়ারে যাওনি?'

চোখ পিটপিট করলাম আমি, বার্নসের কথা ঠিক বুঝতে পারিনি। 'নিউ হ্যাম্পশায়ারে আবার কী ঘটল?'

'উই হ্যাভ আ সাসপেক্ট। তোমাকে বোধহয় কেউ বলেনি? তোমার পরামর্শ মাফিক ইন্টারনেটে উলফ'স ডেনে হানা দেয়ার ফল পাওয়া গেছে।

আমরা একজনকে পেয়ে গেছি।'

মাঝ রাতের এ সংবাদ ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। 'কেউ আমাকে কিস্যু বলেনি। অফিস থেকে ফেরার পর থেকে বাড়িতেই আছি।'

ও প্রান্তে খানিক নীরবতা। 'আমি এখন কয়েক জায়গায় ফোন করব। সকালে তুমি প্লেনে উঠবে। নিউ হ্যাম্পশায়ারে ওরা তোমাকে আশা করছে। বিশ্বাস করো, তোমার অপেক্ষায় আছে ওরা। এবং অ্যালেক্স, আমার ওপরে আরেকটু আস্থা রাখো।'

'রাখবো।'

চুয়াত্তর

এরকম ঘটনা খুব কমই ঘটে এবং অদ্ভুতও বটে যে ডার্টমুথে ইংরেজির এক সম্মানিত সহকারী অধ্যাপকের ব্যাপারে নিউ হ্যাম্পশায়ারে এফবিআই খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেছে। Taboo নামে একটি চ্যাট রুমে সদ্য ঢুকেছিল সে। এবং একটি একটি এক্সক্লুসিভ ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে বেশ হামবড়া একটা ভাব দেখাচ্ছিলেন। পকেটে যথেষ্ট রেস্ত থাকলে এ সাইট থেকে যে কোন কিছু ক্রয় করা সম্ভব।

Sioc-র একজন এজেন্ট মি. পটারের সঙ্গে অদ্ভুত কথোপকথন ডাউনলোড করেছে...

বয়ফ্রেন্ড : 'যে কোন কিছু' কেনার জন্য আসলে কত টাকার দরকার?

মি. পটার আপনার কাছে যা আছে তারচেয়েও বেশি, বন্ধু। ভাল কথা, কেউ যেন অসভ্যতা বা নোংরামি না করতে পারে সেজন্য আইস্ক্যানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দ্য প্যাকেজ আজ রাতে আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন জেনে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি।

মি. পটার উলফ'স ডেন সপ্তাহে মাত্র একদিন দুঘণ্টার জন্য খোলা হয়। তবে আপনাদের কাউকেই আমন্ত্রণ জানানো হয় না তা বলাবাহুল্য।

জানা গেল ড. হোমার টেলর মি. পটার নামটি ব্যবহার করে। অপরাধী হোক বা না হোক, ড. টেলরকে এ মুহূর্তে অনুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে রাখা হয়েছে। দুদলে ভাগ হয়ে চব্বিশজন এজেন্ট আট ঘণ্টার শিফটে টেলরের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছে। সাপ্তাহিক কার্যদিবসগুলোতে সে কলেজের নিকটবর্তী একটি ছোট ভিক্টোরিয়ান বাড়িতে বাস করে এবং ক্লাস নেয়। ড. টেলর রোগা-পাতলা, টাক মাথা, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, ইংলিশ-মেড সুট পরিধান করে সে, গলায় উজ্জ্বল রঙের বো-টাই। দেখলে মনে হয় নিজেকে নিয়ে সে অত্যন্ত সুখি। কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে সে ওই সেমিস্টারে রেস্টোরেশন ও এলিজাবেথান ড্রামাসহ শেক্সপীয়রও পড়াচ্ছে।

টেলরের ক্লাস ছাত্র-ছাত্রীতে পূর্ণ থাকে এবং সে ওদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। যারা তাঁর কোর্স নেয় না তারাও চাইলেই ড. টেলরের সাহায্য পেতে

পারে। উপস্থিত বুদ্ধি এবং নোংরা রসিকতার জন্যও সে সমান বিখ্যাত।

গুজব রয়েছে ড. টেলর সমকামী তবে কারও সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার কথা শোনা যায়নি। নিউ হ্যাম্পশায়ারের ওয়েবস্টারে, পঞ্চাশ মাইল দূরে তার নিজের মালিকানাধীন একটি খামার বাড়ি আছে। ওখানে বেশিরভাগ সাপ্তাহিক ছুটিগুলো কাটায় সে মাঝে মাঝে ওখানে বোস্টন অথবা নিউইয়র্কে যায়, অনেকগুলো গ্রীষ্ম ইউরোপেও কাটিয়েছে। কিছু ছাত্র ড. টেলরকে 'পুক' বলে ডাকে যদিও কোন ছাত্রের সঙ্গে সে সমকামীতা করেছে বলে জানা যায়নি।

টেলরের ওপরে নজর রাখা ঝুঁকিপূর্ণ যদিও এখন পর্যন্ত আমাদের কোন এজেন্টের পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়নি। তবে ধরা খাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। ক্লাস এবং বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও যেতে দেখা যায়নি ড. টেলরকে।

হ্যানোভারে দ্বিতীয় দিন আমার। একটি সার্ভিলেন্স কারে আছি আমি। ঘন নীল রঙের ক্রাউন ভিক। আমার সঙ্গে পেগি কাৎজ নামে এক এজেন্ট। কাৎজের জন্ম ম্যাসাচুসেটসের লেক্সিংটনে। খুবই সিরিয়াস ধরনের মানুষ যার একমাত্র আগ্রহ পেশাদার বাস্কেটবলের প্রতি। সে NBA কিংবা WNBA নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল কথা বলে যেতে পারে, আর সে কাজটাই সে আমাদের সার্ভিলেন্সের সময় জুড়ে করে চলেছে।

আমাদের সঙ্গে আজ রাতে অন্যান্য যেসব এজেন্ট রয়েছে তারা হলো রজার নিয়েলসেন, চার্লস পবিসনিক এবং মিচেল বুগলিয়ারেল্লো। পবিসনিক স্পেশাল এজেন্ট ইন চার্জ। দলটিতে ঠিক কোথায় জায়গা আমার ব্যাপারটা ঠিক স্পষ্ট নয় আমার কাছে তবে ওরা সবাই জানে ওয়াশিংটন থেকে স্বয়ং রন বার্নস পাঠিয়েছেন আমাকে।

'ভালো মানুষ ড. টেলরকে দেখতে পাচ্ছি আমরা। গাড়ি নিয়ে আসছেন,' টু-ওয়ে ট্রান্সমিটারে শুনলাম আমি এবং পেগি। আমরা আমাদের গাড়ি যেখানে পার্ক করেছি সেখান থেকে ড. টেলরের বাড়ি ঠিক দেখা যায় না।

'উনি তোমাদের দিকে এগোচ্ছেন। ইউ পিক আপ হিম ফার্স্ট।' বলল স্পেশাল এজেন্ট পবিসনিক।

হেডলাইট জ্বালিয়ে দিল পেগি, আমরা রাস্তার কিনারে এনে দাঁড়া করালাম গাড়ি। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন টেলর আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে যাবে। একটু পরেই তার ফোর রানার দৃষ্টিগোচর হলো।

'উনি ১-৮৯ অভিমুখে যাচ্ছেন,' বলল পেগি। 'ঘণ্টায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছেন। সম্ভবত ওয়েবস্টারে, তাঁর খামার বাড়িতে যাচ্ছেন। কিন্তু এত রাতে তিনি নিশ্চয় গাছ থেকে টমেটো পাড়তে যাচ্ছেন না।'

'আমরা নিয়েলসেনকে ১-৮৯তে পাঠাচ্ছি। তোমরা পেছনে থাকো।

মিচেল এবং আমি তোমাদের কাছে আসছি,' বলল পবিসনিক।

'আচ্ছা,' বলল পেগি।

৮৯ পার হবার পরপর টেলর কতগুলো সাইড রোডে গাড়ি ঘোরালো। তাঁর গাড়ির গতি বাড়ছে। এখন ষাটের কাছাকাছি।

'মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের তাড়াটা এখন একটু বেশি,' বলল পেগি।

টেলরের টয়োটা হঠাৎ দিক পরিবর্তন করল, ঢুকে গেল সরু, নোংরা একটা রাস্তায়। আমাদের পিছিয়ে থাকতে হবে নইলে দেখে ফেলবে সে। ফার্মল্যান্ডের ওপরে বিছিয়ে রয়েছে কুয়াশার চাদর, আমরা গাড়ি নিয়ে ধীর গতিতে বাড়লাম, তারপর রাস্তার একপাশে নিরাপদে পার্ক করলাম। অপর এফবিআই গাড়িগুলোর এখনও কোন পাত্তা নেই; অন্তত আমাদের চোখে পড়েনি। সেডান থেকে নেমে পড়লাম দুজনে, পা বাড়ালাম জঙ্গলে।

ছায়াঘেরা একটি খামারবাড়ির সামনে টেলরের টয়োটাটি চোখে পড়ল। বাড়ির ভেতরে দপদপ করে একটি আলো জ্বলে উঠল, তারপর আরেকটি। এজেন্ট পেগি নীরব, আমি ভাবছিলাম এ ধরনের বিপজ্জনক কাজে সে আগে কখনও অংশ নিয়েছে কিনা। মনে হয় না সেরকম কোন অভিজ্ঞতা ওর হয়েছে।

'টেলরের টয়েটো তার বাড়ির সামনে দেখতে পাচ্ছি,' পবিসনিককে জানাল পেগি।

তারপর আমার দিকে ফিরল, 'এখন কী?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল।

'সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়,' জবাব দিলাম আমি।

'যদি আমাদের বিষয় হয়ে থাকে?'

'তাহলে আমি পায়ে হেঁটে এগোতে চাই। দেখতে চাই হলিক্রসের নিখোঁজ ছেলেটা ওখানে আছে কিনা। জানি না ও কোন বিপদে আছে।'

আমাদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করল পবিসনিক। 'আমরা একবার ওখানে উঁকি দেব। তুমি আর এজেন্ট ক্রস যেখানে আছ সেখানেই থাকো। আমাদের ওপর লক্ষ রেখো।'

এজেন্ট পেগি নাক দিয়ে হাসির মতো একটা শব্দ করল।

'পবিসনিক মিনস ওয়াচ আওয়ার ডাস্ট, ডাজনট হি?'

'অর ইট আওয়ার ডাস্ট,' বললাম আমি।

'অর সাক হাইন্ড টিট।' মুখ বাঁকাল পেগি।

হয়তো আগে কখনও অ্যাকশন দেখেনি পেগি, এখন দেখতে চাইছে।

এবং আমার মনে হচ্ছে এজেন্ট পেগির আশা অতি শীঘ্রিই পূরণ হবে।

পঁচাত্তর

'গোলাঘরের দিকে যাচ্ছে টেলর,' বললাম আমি। 'মতলবটা কী তার?'

'পবিসনিক বাড়ির অপর দিকে রয়েছে। সে সম্ভবত দেখতে পাচ্ছে না টেলর বাইরে,' বলল পেগি।

'দেখি না লোকটা কী করে।'

ইতস্তত গলায় এজেন্ট পেগি বলল, 'আপনি নিশ্চয় চান না আমার গায়ে গুলি লাগুক?'

'না,' দ্রুত বললাম আমি। বিষয়টি হঠাৎ করেই জটিল হতে শুরু করেছে। টেলরের পিছু নেয়া দরকার তবে পেগির দিকেও খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

'চলুন যাই,' অবশেষে বলল পেগি। একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

'টেলর বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। দক্ষিণ পশ্চিমে যাচ্ছে।' পবিসনিককে বলল ও। 'আমরা ওর পিছু নিয়েছি।'

শখানেক গজ দ্রুত কদমে এগোলাম দুজনে। টেলরকে চোখে চোখে রাখতে হবে। মাথার ওপরে আধখানা চাঁদ, আলোয় পথ চলতে সুবিধেই হচ্ছে। তবে শংকাও রয়েছে টেলর আমাদেরকে দেখে ফেলতে পারে। তার মনে যদি সন্দেহ জাগে, যে কোন মুহূর্তে তাকে হারিয়ে ফেলতে পারি আমরা।

চারপাশে কী ঘটছে সে ব্যাপারে বোধকরি সচেতন নয় টেলর— অন্তত এখন পর্যন্ত নয়। মনে হচ্ছে গভীর রাতে এ এলাকায় চুপিচুপি আসাটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কেউ দেখে ফেলার ভয় তার নেই। এটা তো তার নিজস্ব সম্পত্তি, তাই না? ওকে গোলাঘরের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলাম।

'ওদের সঙ্গে আবার একটু কথা বলি,' বলল পেগি।

আমি আপত্তি করলাম না তবে শংকিত হচ্ছিলাম ভেবে খবর পেয়ে অন্য এজেন্টরা ছুটে আসবে এবং একটা হট্টগোল সৃষ্টি হবে। মাঠে কাজ করার অভিজ্ঞতা ওদের কজনার আছে কে জানে?

'আচ্ছা, কথা বলো,' বললাম আমি।

জঙ্গলের কিনারে পৌঁছাতে অন্য এজেন্টদের কয়েক মিনিট সময় লাগল। আমরা লম্বা ঝোপের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে বসলাম। ওয়েদারবোর্ডের ফাটল

এবং গর্ত থেকে গোলাঘরের ভেতরে আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। তবে যেখানে আমরা লুকিয়ে আছি সেখান থেকে পরিষ্কার কিছু দেখা কিংবা শোনা যাচ্ছে না।

এমন সময় গোলাঘরের কোথাও বিস্ফোরণের মতো বেজে উঠল মিউজিক। কুইন-এর গান। বাইসাইকেলে চড়া নিয়ে লেখা গানটি। এত রাতে, ভৌতিক একটা জায়গায় অকস্মাৎ মিউজিকের শব্দ চমকে দেয় পিলে।

'লোকটার বিরুদ্ধে ভায়োলেন্স করার কোন অভিযোগ নেই,' আমার পাশে পিঠ কুঁজো হয়ে বসতে বসতে বলল পবিসনিক।

'কিংবা কিডন্যাপিং-এর অভিযোগ,' বললাম আমি। 'তবে ওই গোলাবাড়ির কোথাও কাউকে সে আটকে রাখতে পারে। হয়তো বা হলি ক্রসের ছেলেটা। টেলর উলফ'স ডেন-এর কথা জানত, আই স্ক্যানের কথাও তার অজানা ছিল না। তাকে ধোয়া তুলসীপাতা ভাবতে সায় দিচ্ছে না মন।'

'উই আর মুভিং অন টেলর,' হুকুম করল সিনিয়র এজেন্ট। 'ওই লোকের কাছে অস্ত্র থাকতে পারে।' এজেন্টদেরকে বলল সে।

'সেভাবেই এগোও।'

সে নিয়েলসেন এবং বুগলিয়াকেল্লোকে গোলাবাড়ির দূর প্রান্তে কড়া নজর রাখতে বলল যদি কিনা টেলর অন্য কোন দিক থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পবিসনিক, পেগি এবং আমি টেলর যে দরজা দিয়ে ঢুকেছে সেদিকে যাচ্ছি।

'লোকটার পিছু নিতে তোমাদের কোন সমস্যা নেই তো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম পবিসনিককে।

'সে সিদ্ধান্ত তো আগেই নেয়া হয়েছে,' শক্ত গলায় বলল সে।

কাজেই আমরা গোলাবাড়ির দরজায় পা বাড়ালাম। ভেতরে তারস্বরে গাইছেন কুইন। *'আই ওয়ান্ট টু রাইড মাই বাইসাইকেল! বাইসাইকেল! বাইসাইকেল!'* অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে আমার। তথ্য জোগাড় করার ব্যাপারে ব্যুরোর দারুণ রিসোর্স রয়েছে, তাদের পার্সোনেলরা বেশ স্মার্ট এবং উপযুক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত, তবে অতীতে আমি বিপজ্জনক কোন কাজে গিয়েছি শুধু আমার চেনাজানা এবং বিশ্বস্ত লোকজন নিয়ে।

গোলাবাড়ির কাঠের দরজায় তালা বা ছিটকিনি কোনটাই লাগায়নি টেলর। লম্বা ঘাসের আড়ালে হামাগুড়ি দিতে দিতে ব্যাপারটা টের পেলাম আমরা

অকস্মাৎ থেমে গেল মিউজিক।

তারপর ভেতর থেকে ভেসে এল উচ্চকিত কণ্ঠ। *একাধিক।* কিন্তু কে কী কথা বলছে কিছুই বুঝতে পারলাম না।

'ওকে আমাদের পাকড়াও করতে হবে, এখুনি,' পবিসনিককে ফিসফিস

করে বললাম আমি। চাইছিলাম পবিসনিক আমাকে কভার দেবে। কিন্তু ওর মধ্যে চরম দ্বিধাদ্বন্দ্ব। যেহেতু গোলাঘরের একদম কাছে এসে পড়েছি, এখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই।

'আমি আগে যাচ্ছি। আপনারা আমার পেছন পেছন আসুন।' বললাম আমি।

আমার সঙ্গে তর্ক করল না পবিসনিক। এজেন্ট কাৎজও নিশ্চুপ।

বিদ্যুৎগতিতে ছুটলাম গোলাবাড়ির দিকে, হোলস্টার থেকে বের করে নিয়েছি অস্ত্র। মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ওখানে। দরজা ঠেলে খুলতেই বিশ্রী শব্দ করল কপাট। ছিটকে এল উজ্জ্বল আলো, চোখের ভেতরে ঢুকে গেল সাঁৎ করে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'এফবিআই!'

আমার দিকে তাকাল টেলর, চোখে ফুটল নির্খাদ বিস্ময় এবং ভয়। ওকে এখন ইচ্ছে করলেই গুলি করা যায়। ওর কল্পনাতেও ছিল না ওর পিছু নিয়েছি আমরা।

গোলাবাড়ির ছায়ায় আরেকটি শারীরিক কাঠামো দেখতে পেলাম আমি। খড়ের গাদার বিমের সঙ্গে সংযুক্ত কাঠের একটি পোস্টে চামড়ার রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। গায়ে কোন কাপড় নেই। তার বুক এবং যৌনাঙ্গ রক্তমাখা। তবে বেঁচে আছে ফ্রান্সিস ডিগান।

'ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট...মি. পটার।'

ছিয়াত্তর

পটারের সঙ্গে প্রথম কথা বললাম তার খামার বাড়ির ছোট লাইব্রেরিতে বসে। সুন্দর, ছিমছাম, দামি আসবাব দিয়ে সাজানো ঘরটি দেখে বোঝার উপায় নেই এর মালিক কত ভয়ংকর সব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। পটার কাঠের একটি বেঞ্চিতে বসেছে, হাতজোড়া হ্যান্ডকাফ দিয়ে বাঁধা। আমার দিকে আগুন ঝরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

আমি তার বিপরীতে পিঠখাড়া একটি চেয়ারে বসেছি। অনেকক্ষণ একে অন্যের দিকে রোষ কষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমি ঘরের চারপাশে চোখ বুলাতে লাগলাম। প্রতিটি দেয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত বুক কেস এবং কেবিনেট। বড় একটি ওক কাঠের ডেস্কে রয়েছে একটি কম্পিউটার এবং একটি প্রিন্টার, কাঠের কিছু বাক্স পেটরা এবং কতকগুলো কাগজপত্র। ডেস্কের পেছনে সবুজ কালিতে লেখা 'Bless this mess' আসল টেলর কিংবা পটারের চিহ্নমাত্র নেই ঘরের কোথাও।

বইয়ের গায়ে লেখা লেখকদের নামগুলো পড়লাম রিচার্ড রুসো, জ্যামাইকা কিনকেড, জেডি স্মিথ, মার্টিন এমিস, স্টানলি কুনিজ।

গুজব আছে, সাবজেক্টের সাক্ষাৎকার নেয়ার আগে ব্যুরো ওই লোক সম্পর্কে প্রচুর তথ্য উপাত্ত জোগাড় করে নেয়। টেলর সম্পর্কেও অনেক কিছু জানতে পেরেছি আমি। তার শৈশব কেটেছে আইওয়াতে, পড়াশোনা করেছে আইওয়া এবং নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে। তার যে একটা অন্ধকার দিক রয়েছে সে কথা জানত না কেউ। এ বছর তার প্রমোশন হবার কথা ছিল এবং সে মিলটনের *'প্যারাডাইস লস্ট'*-এর ওপর একটি বই লিখছিল। একই সঙ্গে জন ডানের ওপরে প্রবন্ধ রচনা করছিল টেলর। সাহিত্য নিয়ে তার নানান কর্মকাণ্ডের বর্ণনা পড়ে আছে টেলরের টেবিলে।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে কাগজগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করলাম, 'ইন্টারেস্টিং জিনিস মনে হচ্ছে।'

'ওগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না,' আমাকে সাবধান করে দিল টেলর।

'ওহ্, সরি। আমি সাবধান হবো,' বললাম আমি। তার বইগুলোর পাতা উল্টে যেতে লাগলাম। আছে OED, দ্য রিভারসাইড শেক্সপীয়র, গ্রাভিটি'স

রেইনবো, একখণ্ড মার্ক ম্যানুয়াল।

'এ ইন্টারোগেশন অবৈধ। এ আমি মানি না। আমাকে আমার ল ইয়ারের সঙ্গে কথা বলতে দিন।' আমি চেয়ারে বসার পরে বলল টেলর। 'আমি দাবী করছি।'

'আমি তো তোমাকে জেরা করছি না, স্রেফ দুজনে মিলে গল্প করছি,' বললাম আমি। 'এটা স্রেফ ইন্টারভ্যু। একজন ল ইয়ার আসছেন এখানে। তোমাকে জানার জন্য।'

'আমার ল ইয়ারকে কি ফোন করা হয়েছে? র‍্যালফ গিল্ড কি এখন বোস্টনে?' জিজ্ঞেস করল টেলর। 'আনসার মী, ডোন্ট ফাক উইথ মি।'

'আমি যদ্দুর জানি,' বললাম আমি। 'তোমার আইনজীবীকে ফোন করে বলা হয়েছে।'

কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখল টেলর। ভীষণ জ্বলে উঠল চোখ, 'এখন বাজে সাড়ে বারোটা।'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'তোমার ল ইয়ার এখানে আসেনি কারণ তোমাকে গ্রেফতার করা হয়নি। তুমি তাহলে ইংরেজি সাহিত্য পড়াও, না? স্কুলে লিটারেচার পড়তে খুব ভালো লাগত, পড়তাম প্রচুর, এখনও পড়ি, তবে আমার প্রিয় বিষয় ছিল বিজ্ঞান।'

টেলর আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েই রয়েছে। 'তুমি ভুলে গেছ ফ্রান্সিসকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সময়টা রেকর্ড করা আছে।'

হাতের আঙুল ফোটালাম আমি। 'রাইট। ওকে নটার খানিক পরে স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি নিজে ফর্মে সাইন করেছি।' বললাম আমি। 'তোমার মতো আমারও একটা ডক্টরেট ডিগ্রি আছে। সাইকোলজিতে, বাল্টিমোরে, জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি থেকে।'

হোমার টেলর বেঞ্চিতে বসে গা মোড়ামুড়ি করছিল। মাথা নাড়ল সে। 'তোমাকে আমি ভয় পাই না, ইউ ফাকিং অ্যাশহোল। তোমার মতো ক্ষুদ্র মানুষ আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। বিশ্বাস করো। তোমার সত্যি পিএইচডি ডিগ্রি আছে কিনা সে ব্যাপারে আমি যথেষ্ট সন্দীহান। হয়তো আলর্কগ কিংবা জ্যাকসন স্টেট থেকে ওটা বাগিয়েছ।'

আমি ওর খোঁচাটা নিলাম না। 'তুমি কি বেনজামিন কোফিকে হত্যা করেছ? আমার ধারণা করেছ। আমরা সকাল বেলায় লাশ খুঁজতে বেরুবো। খামোকা আমাদেরকে পেরেশানি কেন করছ? পেরেশানি থেকে আমাদের রেহাই দাও।'

অবশেষে হাসি ফুটল টেলরের মুখে। 'তোমাদেরকে পেরেশানি থেকে রেহাই দেব? আমি কেন তা করতে যাব?'

'এ প্রশ্নের জবাবও আছে আমার কাছে। কারণ পরে আমার সাহায্য দরকার হবে তোমার।'

'তাহলে পরেই তোমাদেরকে পেরেশানি থেকে রেহাই দেব'খন। আমাকে সাহায্য করার পরে।' মুখ ভেংচালো টেলর। 'তুমি কে হে? এফবিআই'র অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন এর আইডিয়া?'

হাসলাম আমি। 'ঠিক তা নয়। আমি তোমার শেষ সুযোগ। সুযোগটা তোমার গ্রহণ করা উচিত।'

সাতাত্তর

খামার বাড়িতে আমি আর পটার ছাড়া কেউ নেই। তার হাতে হ্যান্ডকাফ পরানো, একদম শান্ত, চেহারা বা আচরণে ভীতির ছাপ নেই, অশুভ দৃষ্টিতে কটমট করে তাকাচ্ছে আমার দিকে।

'আমি আমার ল ইয়ারকে চাই,' আবার বলল সে।

'নিশ্চয় চাইবে। তোমার জায়গায় আমি হলে আমিও একই দাবি করতাম। চিৎকার চেঁচামেচি করে ফাটিয়ে ফেলতাম দুনিয়া।'

অবশেষে হাসল টেলর। তার দাঁতে বিশ্রী দাগ। 'সিগারেট আছে? থাকলে একটা দাও।'

আমি ওকে একটি সিগারেট দিলাম। সিগারেটে আগুন ধরিয়েও দিলাম। 'বেনজামিন কোফিকে কবর দিয়েছ কোথায়?' আবার জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

'তাহলে তুমিই চার্জে আছ, না?' প্রশ্ন করল সে। 'ইন্টারেস্টিং। পৃথিবী ঘোরে। পোকা মাকড়ও তাই।'

ওর প্রশ্নটি অগ্রাহ্য করলাম আমি। 'বেনজামিন কোফি কোথায়?' পুনরাবৃত্তি করলাম। 'ওকে কি এখানে কবর দেয়া হয়েছে? আমার ধারণা তাই।'

'তাহলে আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? জবাব তো জানাই আছে।'

'জিজ্ঞেস করছি কারণ আমি মাঠ খুঁড়ে কিংবা পুকুরে ড্রেজিং করে সময় নষ্ট করতে চাই না।'

'আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না। বেনজামিন কোফি নামে কাউকে আমি চিনি না। আর ফ্রান্সিস এখানে এসেছিল নিজের ইচ্ছায়। হলিক্রসকে সে ঘেন্না করত। জেসুইটরা আমাদেরকে পছন্দ করে না। কিছু প্রিস্ট পছন্দ করে না।'

'জেসুইটরা কাকে পছন্দ করে না? তোমার সঙ্গে আর কে জড়িত?'

'তুমি আসলে একটা নিষ্কর্মা লোক। পুলিশ জাতির কলংক। আমি শুকনো রসিকতা মাঝে সাঝে পছন্দ করি।'

আমি পা জোড়া সাঁৎ করে সামনে মেলে দিলাম, লাথি লাগল ওর বুকে, ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল বেঞ্চ থেকে। বাড়ি খেল মাথায়। আকস্মিক এ হামলায় ওকে নিদারুণ বিস্মিত দেখাল। কল্পনাই করেনি হঠাৎ ওকে লাথি মেরে বসব।

'ভেবেছ মেরে আমাকে ভয় পাইয়ে দেবে?' নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস

করল সে। ভয়ানক রেগে গেছে, লাল টকটকে মুখ, ঘাড়ের শিরাগুলো লাফাচ্ছে। *'আমার ল ইয়ারকে আমি চাই... আমি তোমাকে বলছি আমার ল ইয়ারকে এনে দিতে হবে!* রীতিমতো চিৎকার জুড়ে দিয়েছে টেলর। 'ল ইয়ার! ল ইয়ার! ল ইয়ার! ল ইয়ার! কেউ আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

ছিচকাঁদুনে বাচ্চার মতো টানা এক ঘণ্টা চিৎকার করে গেল টেলর। আমি বাধা দিলাম না। চিৎকার করতে করতে আর আমাকে গালি দিতে দিতে গলা ভেঙে গেল টেলরের। আমি বাইরে গিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করলাম, পান করলাম কফি, কিছুক্ষণ গ্যাঁজালাম চার্লি পবিসনিকের সঙ্গে। ও সত্যি ভালো লোক।

ঘরে ফিরে ঢুকে দেখি কেমন যেন পরিবর্তিত লাগছে টেলরকে। খামার বাড়ির ঘটনা নিয়ে ভাবার জন্য ওকে সময় দেয়া হয়েছে। সে জানে আমরা ফ্রান্সিস ডিগানের সঙ্গে কথা বলছি এবং বেনজামিন কোফির সন্ধানও পেয়ে যাবো। সঙ্গে হয়তো আরও কয়েকজনের।

টেলর সজোরে নিঃশ্বাস ফেলল। 'আমার ধারণা আমার পছন্দ অনুসারে আমরা কিছু সমঝোতায় আসতে পারি। মিউচুয়ালি বেনিফিসিয়াল।'

মাথা দোলালাম। 'অবশ্যই একটা সমঝোতা করা যায়। তবে বিনিময়ে নিখুঁত কিছু জিনিস আমার চাই। তুমি ছেলেগুলোকে কীভাবে পেয়েছ? কাজটা সেরেছ কীভাবে? আমি এ প্রশ্নদুটোর জবাব তোমার কাছ থেকে চাই।'

আমি ওর জবাবের অপেক্ষায় রইলাম। অনেকগুলো মিনিট পার হয়ে গেল।

'ঠিক আছে তোমাকে আমি বলব কোথায় আছে বেনজামিন,' অবশেষে মুখ খুলল টেলর।

'সে কথাও আমি জানতে চাইছি?'

আমি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। চার্লির সঙ্গে খানিক আড্ডা দিলাম। তারপর ফিরলাম স্টাডিতে।

'ছেলেগুলোকে আমি উলফের কাছ থেকে কিনেছিলাম,' অবশেষে বলল পটার। 'তবে এ প্রশ্ন করার কারণে তোমাকে ভুগতে হবে। আমাকেও, সম্ভবত। আমাদের দুজনকেই শাস্তি দেবে সে। উলফের মতো বিপজ্জনক মানুষ দ্বিতীয়টি নেই। সে রাশান। রেড মাফিয়া।'

'উলফকে কোথায় পাবো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'তুমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করো কীভাবে?'

'সে কোথায় থাকে জানি না আমি। কেউ জানে না। সে এক রহস্যময় পুরুষ। ওটাই তার ট্রেডমার্ক এবং এ নিয়ে সে গর্বও করে।'

অনেক তোষামোদ এবং আলোচনার পরে পটার শেষতক উলফ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য দিল আমাকে। সেদিন আমি আমার ডাইরিতে লিখলাম এ সবের কোনো মানে হয় না। মানে নেই। উলফের উদ্দেশ্য উন্মাদের মতো।'

চতুর্থ খণ্ড

আস্তানার অভ্যন্তরে

আটাত্তর

হুভার বিল্ডিংয়ের পাঁচ তলায় ঘর ভর্তি এজেন্টদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্টেসি পোলাক, গম্ভীর এবং কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক। আমি আছি সবার পেছনে যদিও সকলে জানে নিউ হ্যাম্পশায়ারে আমিই পাকড়াও করেছি পটারকে। আরেকজন বন্দিকে উদ্ধার করেছি আমরা— ফ্রান্সিস ডিগান। শীঘ্রি সুস্থ হয়ে উঠবে সে। বেনজামিন কোফিসহ আরও দুটি ছেলের লাশের সন্ধান মিলেছে। তবে শেষোক্ত দুজনের পরিচয় জানা যায়নি।

'যেভাবে ঘটনা ঘটছে ঠিক এরকম একটা ফলাফল পাবো আশা করিনি আমি,' শুরু করল পোলাক, একটা হাসি দিল।

'লেটেস্ট ডেভেলপমেন্টকে একটা বড় ব্রেক হিসেবে নিচ্ছি আমি। আপনাদের অনেকেই জানেন উলফ আমাদের রেড মাফিয়া তালিকার অন্যতম প্রধান একটি টার্গেট। সম্ভবত প্রধানতম টার্গেট। শোনা যায় এমন কোন ব্যবসা নেই যার সঙ্গে সে জড়িত নয়— অস্ত্র বেচাকেনা, ভীতি প্রদর্শন, খেলা পাতানো, বেশ্যাবৃত্তি, হোয়াইট স্লেভ মার্কেট। তার নাম সম্ভবত পাশা সরোকিন, ধারণা করা হয় মস্কোর শহরতলীতে তার বাণিজ্যের হাতেখড়ি। 'ধারণা করা হয়' বলছি এ জন্য যে এ লোকটির ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছুই বলা সম্ভব নয়। যে কোনভাবেই হোক সে কেজিবিতে ঢুকে পড়ার একটা সুযোগ নিয়ে নেয়, ওখানে সে তিন বছর ছিল। তারপর সে পরিণত হয় *পাখান* বা রুশ আন্ডারওয়ার্ল্ডের বস্-এ কিন্তু আমেরিকায় অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নেয়। আমেরিকায় এসে সে সবার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যায়।

আমরা ভাবতাম সে মারা গেছে। কিন্তু সে মরেনি, অন্তত মি. পটারের কথা বিশ্বাস করলে আমাদেরকে অন্যরকম ভাবতেই হবে। আমরা কি তার কথা বিশ্বাস করতে পারি?' আমার দিকে তাকাল পোলাক। 'উনি এজেন্ট অ্যালেক্স ক্রস। নিউ হ্যাম্পশায়ারে পটারকে উনিই পাকড়াও করেছেন।'

'আমার ধারণা পটারের কথায় আস্থা রাখা যায়,' বললাম আমি। 'সে জানে তাকে আমাদের প্রয়োজন, জানে আমরা তার কাছে কী চাইছি— সরোকিনের কাছে পৌঁছাবার সম্ভাব্য রাস্তা। সরোকিনের উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্যাংস্টার হবে। পটারের মতে, উলফ তা-ই।'

'তাহলে হোয়াইট স্লেভ মার্কেট কেন?' জিজ্ঞেস করল ASAC'র একজন। 'এতে তো তেমন পয়সা নেই। কাজটা ঝুঁকিপূর্ণও। সেক্ষেত্রে ব্যাখ্যাটা কী? ব্যাপারটা আমার কাছে ভুয়া মনে হচ্ছে।'

'আমরা জানি না সে এরকম আচরণ কেন করছে। ব্যাপারটা আমাদের জন্য অস্বস্তিকর, স্বীকার করছি। হতে পারে এগুলো তার রুট এবং প্যাটার্ন।' মন্তব্য করল নিউইয়র্ক অফিসের রাশিয়া গ্রুপের একজন এজেন্ট। 'সে যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছে আঙুল ঢুকিয়েছে। মস্কোর রাস্তাঘাটে যেমনটি করত সেরকম আর কী। তাছাড়া উলফ মহিলাদের সাহচর্য খুব পছন্দ করে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না,' বলল ওয়াশিংটন ডিসির একজন মহিলা এজেন্ট। 'সত্যি বলছি, জেফ।'

নিউইয়র্কের এজেন্ট বলে চলল, 'শুনেছি কিছুদিন আগে সে ব্রাইটন বীচের একটি ক্লাবে ঢুকে তার এক সাবেক স্ত্রীকে মেরে ফেলেছে। ওটাই তার স্টাইল। সে একবার স্লেভ মার্কেটে তার দেশের বাড়ির দুই চাচাতো বোনকে বিক্রি করে দেয়। পাশা সরোকিনের বিষয়ে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে সে কোন কিছুতেই ভয় পায় না। কৈশোরে রাশিয়ায় তার মারা যাবার কথা ছিল। এখনও যে বেঁচে আছে এজন্য সে নিদারুণ বিস্মিত।'

আবার ফ্লোর নিল স্টেসি পোলাক। 'আপনাদেরকে কয়েকটি ঘটনা বললেই বুঝতে পারবেন কার সঙ্গে আমরা লড়াই করছি। বলা হয় রাশিয়া থেকে বের হয়ে আসার জন্য সিআইকে ব্যবহার করেছিল পাশা। কথা সত্য। সিআইএ তাকে এখানে আমদানী করেছে। ওদেরকে সবরকম তথ্য জোগানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে। কিন্তু কোন তথ্যই দেয়নি। নিউইয়র্ক পৌঁছে সে ব্রুকলিনের একটি বাড়ি থেকে শিশু চুরি করে বিক্রি করে দেয়। শোনা যায়, একদিনে সে ছটি শিশুকে শহরতলীর দম্পতিদের কাছে দশ হাজার ডলারে বিক্রি করেছে। সম্প্রতি মিয়ামির এক ব্যাংকে জালিয়াতি করে দুশো মিলিয়ন ডলার সরিয়েছে। সে যা করতে চায় তা-ই করতে পারে এবং কাজগুলো করেও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। এবং আমরা এখন জানি সে একটি ইন্টারনেট সাইটে প্রবেশ করছে। আমরা হয়তো ওই সাইটে ঢুকতে পারব। সে জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমরা উলফের অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছি। অন্তত আমাদের ধারণা তা-ই।'

উনআশি

ফিলাডেলফিয়া এসেছে উলফ হকি খেলা দেখতে। নিজেকে অদৃশ্য এবং রহস্যমানব ভাবতে তার ভালো লাগে। তাকে কেউ চেনে না, সে যেখানে খুশি যেতে পারে, যা খুশি করতে পারে ভাবনাটা তাকে গর্বিত এবং আনন্দিত করে। সে আজ ফার্স্ট ইউনিয়ন সেন্টারের মন্ট্রিয়েলে অনুষ্ঠিতব্য ফ্লায়ার্সদের খেলা দেখতে এসেছে। খেলাটি পাতানো। উলফই ঠিক করে দিয়েছে কে হারবে কে জিতবে তবে এখন পর্যন্ত তার প্রত্যাশা মাফিক কোন ঘটনা ঘটেনি। এ জন্য একটু চিন্তায় আছে সে। একই সঙ্গে রেগেও রয়েছে।

দ্বিতীয়ার্ধে স্কোর দাঁড়াল ২–১। ফ্লায়ার্স! পেনাল্টি বক্সের চার সারি পেছনে বসেছে উলফ। ভিড়ের ওপরে একবার চোখ বুলাল সে— বিজনেস সুট এবং ঢিলা টাই এবং নীল কলারের ওভারসাইজ ফ্লায়ার্স জার্সি গায়ে এসেছে দর্শক। সবার হাতে বিয়ারের কাপ।

খেলায় মনোযোগ ফেরাল উলফ। খেলোয়াড়রা বিদ্যুৎগতিতে ছুটছে, তাদের স্কেট বরফ কেটে যাচ্ছে, চড়াৎ চড়াৎ শব্দ হচ্ছে। *কামন, কামন, কিছু একটা করো!* মনে মনে বলল উলফ।

হঠাৎ ইলিয়া তেপাতেভকে দেখতে পেল সে। পজিশন থেকে বাইরে। শটগানের আওয়াজ তুলল স্টিক। গোও ও ওল! ক্যানাডিয়েনরা গোল দিয়েছে। ঘোষক পিএ সিস্টেমে বলল, 'ক্যানাডিয়েনরা এইমাত্র আরেকটি গোল দিল। গোল করেছে আঠেরো নম্বর খেলোয়াড় স্টিভি বোয়েন।'

পরের ষোল মিনিটে খেলার ফলাফল দাঁড়িয়ে রইল ২–২ তে। তেপাতেভ এবং ডোবুশকিনকে গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে উলফের। তবে শেষ মুহূর্তে ওরা হতাশ করল না উলফকে। ক্যানাডিয়েনরা আরেকটি গোল দিল। ফ্লায়ার্সরা হেরে যাচ্ছে। যেভাবে চেয়েছিল উলফ, সেভাবে ঘটছে ঘটনা। এই প্রথম হাসি ফুটল উলফের মুখে। সে তার সঙ্গী, তার সাত বছরের ছেলে দিমিত্রির দিকে তাকাল।

‘চলো, ডিম্মি, খেলা শেষ। ক্যানাডিয়েনরা জিতবে। তোমাকে বলেছিলাম না যে ওরা জিতবে?’

ফলাফলটা পছন্দ হয়নি দিমিত্রির। তার মনে হচ্ছিল ফ্লায়ার্সরা ইচ্ছে করে ঠকে গেল। কিন্তু বাপের সঙ্গে তর্ক করার সাহস তার নেই। সে বলল, ‘তুমি ঠিকই বলেছিলে, বাবা। তুমি সবসময় ঠিক কথা বল।’

আশি

সে রাতে, রাত তখন সাড়ে এগারোটা বাজে, উলফ'স ডেনে প্রথমবারের মতো প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিলাম। মি. পটারের সাহায্যের দরকার ছিল আমার। হোমার টেলরকে এ জন্য ওয়াশিংটনে নিয়ে আসা হয়েছে। ওর চোখ দরকার আমার।

আমরা দুজনে পাশাপাশি বসেছি। টেলরের হাতে হ্যান্ডকাফ, হুভারের পাঁচতলার একটি অপারেশন কক্ষে আমরা। নার্ভাস লাগছে প্রফেসরকে। হয়তো ভাবছে উলফের সঙ্গে বেঈমানি করা ঠিক হবে কিনা। 'স্বপ্নেও ভেবো না সে তোমাকে ছুঁতে পারবে না। ও অস্থির প্রকৃতির। উন্মাদ,' আবার সতর্ক করে দিল সে আমাকে।

'আমি আগেও উন্মাদ মানুষদেরকে আমার টিকিটি স্পর্শ করতে দিইনি,' বললাম আমি। 'আমাদের চুক্তিটি ঠিক আছে তো?'

'আছে। চুক্তিমাফিক কাজ না করে আমার উপায় কী? তবে এ জন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে। আমাকেও। এ জন্য আমার ভয় লাগছে।'

'আমরা তোমাকে নিরাপত্তা দেবো।'

চোখ সরু হয়ে এল তার। 'সো ইউ সে।'

আজ রাতে পাঁচতলার সকলেই ব্যস্ত। ব্যুরোর কম্পিউটার এক্সপার্টরা উলফ ডেনে ঢোকার জন্য পাসওয়ার্ড ভাঙার সফটওয়্যার ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু লাভ হয়নি তাতে। ওই সাইটে ঢুকতে মি. পটারকে দরকার। তার চোখ লাগবে। আইডেন্টিফিকেশনের জন্য প্রয়োজন রেটিনার ব্লাড ভেসেল প্যাটার্ন এবং চোখের তারার ফুটকি বা দাগের চিহ্ন।

পটার ডিভাইসে তার চোখ রাখল, তাকাল একটি লাল বিন্দুর দিকে। ছবি তুলে পাঠিয়ে দেয়া হলো। কয়েক সেকেন্ড পরে উলফ'স ডেনে প্রবেশাধিকার ঘটল আমাদের।

আমি পটার। টেলরকে অপারেশন রুম থেকে নিয়ে যাওয়ার পরে টাইপ করলাম আমি। ওকে আজ রাতটা লরটন ফেডেরাল প্রিজনে রাখা হবে, কাল পাঠিয়ে দেয়া হবে নিউ ইংল্যান্ডে। আমি ওর কথা মস্তিষ্ক থেকে বের করে দিলাম তবে উলফকে নিয়ে যে কথাগুলো বলেছে সে, তা ভুলতে পারছিলাম না।

আমরা তোমাকে নিয়েই কথা বলছিলাম। মাস্টার ট্রেকর নামে কেউ একজন বলল।

আমার কান কেন ভোঁ ভোঁ করছে ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, টাইপ করলাম আমি, ভাবছিলাম উলফের্র সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হচ্ছে কিনা। সে কি অন-লাইনে আছে? থাকলে কোথায় সে? কোন্ শহরে?

অপারেশন রুমের সেন্টার স্টেজে বসে আছি আমি। Sioc এ ঘরটি ব্যবহার করে। আমাকে ঘিরে রেখেছে ডজনখানেক এজেন্ট এবং টেকনিশিয়ান। এদের বেশিরভাগ কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত। যেন আমরা সকলে হাই-টেক ক্লাসরুমে রয়েছি।

মাস্টার ট্রেকর তুমি আসলে একটা উন্মাদ, পটার। সবসময় তা-ই ছিলে।

অন্য ইউজারদের নামের তালিকায় চোখ বুলালাম।

স্ফিংক্স ৩০০০

টসকাবেল্লা

লুই পঞ্চদশ

স্টার্লিং ৬৬

উলফের নাম নেই। তার মানে কি সে এ ওয়েব সাইটে এখন নেই, নাকি মাস্টার ট্রেকরই উলফ? সে কি আমাকে এখন লক্ষ করছে? আমি কি তার পরীক্ষায় পাশ করে যাচ্ছি?

'আমার 'উরচেস্টারের' একটি বিকল্প দরকার। লিখলাম আমি। পটার বলেছে ফ্রান্সিস ডিগানের কোড নাম উরচেস্টার।

স্ফিংক্স ৩০০০ একটা নাম্বার নাও। আমরা আমার প্যাকেজ নিয়ে কথা বলছিলাম। আমার ডেলিভারি। এখন আমার পালা, তুমি কথাটা জানো, পাগল কোথাকার।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম না। এটা আমার প্রথম পরীক্ষা। পটার কি স্ফিংক্স ৩০০০-এর কাছে ক্ষমা চাইত? মনে হয় না চাইত। বরং বিদ্রূপাত্মক জবাব দিত। দিত কি? ঠিক করলাম কিছুই বলব না, চুপ করে থাকব।

স্ফিংক্স ৩০০০ : জাহান্নামে যাও। আমি জানি তুমি কী ভাবছ।

ইউ কিংকি বাস্টার্ড।

স্ফিংক্স ৩০০০ একটু আগে যা বলতে গিয়েও বাধা পেয়েছি। আবার বলছি। আমার দক্ষিণী এক সুন্দরীকে দরকার। এক আইস গডেসকে আমি চাই। সে লম্বা কী বেঁটে তাতে কিছু আসে যায় না। শুধু চাই সে দেখতে সুন্দরী হবে এবং বুকজোড়া হবে চোখাচোখা। সে শপিং মলেও শ্যানেল এবং মিউমিউ ও বালগারি জুয়েলারি পরে যাবে।

টোস্কাবেল্লা : বাহ্ বেশ অরিজিনাল তো

স্ফিংক্স ৩০০০   ফাক অরিজিনাল।

স্টার্লিং ৬৬   আর কিছু? তোমার এই দক্ষিণী সুন্দরীর বয়স কত? কুড়ি? ত্রিশ?

স্ফিংক্স ৩০০০   চলবে।

লুই পঞ্চদশ : কিশোরী?

স্টার্লিং ৬৬ : ওকে কতদিনের জন্য রাখতে চাইছ?

স্ফিংক্স ৩০০০ : একটি চমৎকার রাতের জন্য...শুধু একটি রাতের জন্য।'

স্টার্লিং ৬৬ : তারপর?

স্ফিংক্স ৩০০০   এরপরে ওকে ছুড়ে ফেলে দেব। এখন বলো আমার দেবীকে পাবো কিনা?

বিরতি।

কেউ কিছু বলছে না।

ঘটছে কী? ভাবলাম আমি।

অবশ্যই পাবে, বলল উলফ। তবে সাবধান, স্ফিংক্স। খুব সাবধান। আমাদের ওপর লক্ষ রাখা হচ্ছে।

একাশি

উলফের কথায় কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবো বুঝতে পারছিলাম না। আমার কি এখন কথা বলা উচিত হবে? সে কি জানে আমরা তার সাইটে ঢুকে পড়েছি? কিন্তু কীভাবে জানবে?

স্টার্লিং ৬৬ : তোমার সমস্যাটা কী, মি. পটার?

এবারে আমার সুযোগ। সম্ভব হলে উলফকে বের করে আনব। কিন্তু পাব কি? অপারেশন রুমের সবাই যে আমাকে লক্ষ করছে সে বিষয়ে আমি সচেতন।

আমার কোন সমস্যা নেই, টাইপ করলাম আমি। *আমি স্রেফ আরেকটি ছেলে পাবার জন্য প্রস্তুত।*

স্টার্লিং ৬৬ : তুমি আরেকটি ছেলে পাবার জন্য প্রস্তুত? এক সপ্তাহ আগেই না তোমার হাতে 'উরচেস্টার' কে তুলে দেয়া হলো?

আমি লিখলাম : *হ্যাঁ। কিন্তু সে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে।*

স্ফিংক্স ৩০০০ বেশ মজা তো। ইউ আর সো কিউট, পটার। তুমি চমৎকার এক সাইকো কিলার।

স্টার্লিং ৬৬ তুমি বলছ 'সে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে' তার মানে বলতে চাইছ ও মৃত?

মি. পটার হ্যাঁ। ছেলেটি ইন্তেকাল করেছে। তবে আমি শোক কাটিয়ে উঠেছি। এখন সামনে এগোবার জন্য প্রস্তুত।

স্ফিংক্স ৩০০০ : হাস্যকর।

এ ব্যাপারটা আমার স্নায়ুর ওপরে চাপ সৃষ্টি করছে। এই মানসিকভাবে অসুস্থ হারামজাদাগুলো কারা? তারা কোথায়? আমি টাইপ করলাম, *একজনকে আমি মনে গেঁথে রেখেছি। আমি কদিন ধরে তার ওপরে নজর রেখে চলেছি।*

স্ফিংক্স ৩০০০ নিশ্চয় সে দেখতে অতিশয় রূপবান।

লিখলাম, *নিশ্চয়। দারুণ দেখতে। সে আমার প্রেম।*

স্টার্লিং ৬৬ : তুমি উরচেস্টারের কথা বলছিলে। কোন্ শহর?

টাইপ করলাম বোস্টন, ক্যামব্রিজ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

পিএইচডি করছে। আর্জেন্টেনিয়ান। গরমের ছুটিতে পোলো পলিতে চড়ে বেড়ায়।

স্টার্লিং ৬৬ : এর সঙ্গে তোমার কোথায় ধাক্কা লাগল, পটার?

পরের তথ্যটি হোমার টেলরের কাছ থেকে পেয়েছি আমি।

আসলে আমি নিজেই সেধে তার সাথে ধাক্কা খেয়েছি।

স্ফিংক্স ৩০০০ : কোথায় ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো বলো তো শুনি?

লিখলাম *হার্ভার্ডে, এক সিম্পোজিয়ামে। মেনসরুমে। ওকে সারা দিন লক্ষ করছিলাম আমি। কোথায় সে থাকে খুঁজে বের করেছি। তিন মাস ওর ওপর নজর রেখেছি।*

স্টার্লিং ৬৬ : উরচেস্টারের আর খোঁজ পাওয়া যাবে না? তুমি নিশ্চিত?

পটার যেন আমার মাথার ভেতরে কথা বলে উঠল।

গুড লর্ড, নো। অন্তত আমার সেপটিক ট্যাংকে কেউ সাঁতার কাটার আগে নয়।

স্ফিংক্স ৩০০০ বেশ, পটার, বেশ।

স্টার্লিং ৬৬ : তাহলে তুমি চেক বই রেডি করো।

উলফ : না। একটু অপেক্ষা করতে হবে। এত তাড়াতাড়ি কিছু করা যাবে না, পটার। তোমার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করব। যথারীতি আজকের আড্ডাও বেশ উপভোগ করলাম। তবে আমার এখন অন্য কাজ আছে।

চলে গেল উলফ। ধ্যাত্তেরি। সে এভাবেই হুট করে আসে এবং চলে যায়। রহস্যমানব। এই হারামজাদাটা কে?

আমি অন-লাইনে রইলাম, অন্যদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা দিলাম—উলফের সিদ্ধান্তে আমার হতাশার কথা ব্যক্ত করলাম, মাল ক্রয়ে আমার আগ্রহ প্রকাশ পেল। তারপর বেরিয়ে এলাম সাইট থেকে।

অপারেশন রুমে, আমার সহকর্মীদের ওপরে চোখ বুলালাম। প্রথমে কয়েকজন ঠাট্টা করে হাততালি দিল, তবে বেশিরভাগ হাততালি পড়ল আমাকে অভিনন্দিত করতে। সেই পুরানো দিনগুলোর মতো। অনুভব করলাম এই প্রথমবারের মতো ওরা আমাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে।

বিরাশি

উলফ'স ডেন থেকে খবর শোনার অপেক্ষায় রয়েছি আমরা। ঘর উপচে পড়া মানুষগুলোর সবাই উলফের রক্তপান করার জন্য অস্থির। সে অত্যন্ত জটিল এবং দুর্বোধ্য স্বভাবের একজন ক্রিমিনাল। কিন্তু তবু এফবিআই একটি জয় চায়। এ জয়টি পাবার জন্য অসংখ্য লোক নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। উলফকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারলেই সেই প্রত্যাশিত বিরাট জয়টি এসে যাবে। শুধু ওর খোঁজ পেলেই হলো। আর সে সঙ্গে যদি মানসিকভাবে অসুস্থ অন্যান্য হারামজাদাগুলোর সন্ধানও মিলে যায়? *স্ফিংক্স, টেস্কোবেল্লা, পঞ্চদশ লুই। স্টার্লিং,* তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

তবে একটা কথা ভেবে খচখচ করছে মন। উলফ যদি এতটাই শক্তিশালী এবং সফল মানুষ হয়ে থাকে তাহলে এসবের মধ্যে সে জড়ালো কেন? এর কারণ কী এটা যে সে সব ধরনের অপরাধের স্বাদ নিতে চেয়েছে? নাকি সে নিজেই একজন সেক্স ফ্রিক? উলফ কি সেক্স ফ্রিক? ওকে এরকম কিছু যদি চিন্তা করিও তবু আমার ভাবনাটা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

বাড়িতে বাচ্চাদেরকে খানিকটা সময় দেয়া ছাড়া বাকি দিনটা আমার হুভার বিল্ডিং-এ কেটে গেল। পরবর্তী দেড়টা দিন অন্তত এভাবেই কাটল। বেশ কজন এজেন্টও প্রচুর সময় দিচ্ছে এ কেসের পেছনে। এমনকি মনি ডোনেলিও। আমরা ক্রমাগত তথ্য জোগাড় করে যাচ্ছি, বিশেষ করে আমেরিকায় যে সব রাশান গুণ্ডারা কাজ করছে তাদের ব্যাপারে। তবে মি. পটারের কাছে উলফ'স ডেন থেকে কবে খবর আসবে সে অপেক্ষায় আছি বেশিরভাগ সময়।

এর মধ্যে জামিলার সঙ্গে বেশ কয়েকবার ফোনে কথা হলো। কথা বললাম স্যাম্পসন, বাচ্চারা, নানা মামা সকলের সঙ্গে। এমনকী ক্রিস্টিনের সঙ্গেও কথা হয়েছে। আমার জানা দরকার লিটল অ্যালেক্সের বিষয়ে কী ভাবছে সে। তবে ওর সঙ্গে কথা বলার পরে মনে হলো সে নিজেও জানে না এরপরে কী করবে। অ্যালেক্সকে লালনপালন, কাস্টডির জন্য মামলা করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তার কণ্ঠে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সুর টের পেয়েছি আমি। ক্রিস্টিন বলেছে সে কাস্টডির জন্য মামলা করতে প্রস্তুত। যে মানসিক যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে ও যাচ্ছে

সেসব কথা ভেবে আর ওর সঙ্গে রাগারাগিতে সায় দিল না মন।

আমার ছোট্ট ছেলেটাকে পাবার বিনিময়ে আমি আমার ডান হাত কেটে দিতে রাজি আছি। কিন্তু ওকে হারানোর কথা ভাবলেই মাথাটা ব্যথায় দপদপ করে ওঠে।

সেদিন রাত দশটার দিকে আমার ডেস্কের ফোন বেজে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুললাম। জামিলা। 'আমার ফোনের অপেক্ষায় ছিলে মনে হচ্ছে? কেমন চলছে সবকিছু?' বলল জামিলা।

'ভালো চলছে না,' জবাব দিলাম আমি। 'জানালাহীন একটি ছোট কক্ষে আটজন দুর্গন্ধযুক্ত হ্যাকারের সঙ্গে আছি এ মুহূর্তে।

'বাহ্, বেশ তো।' বলল জামিলা। 'তা তোমার খবরটবর কী বলো তো?'

ক্রিস্টিনের সঙ্গে ফোনে কী কথা হয়েছে তার বিশদ বর্ণনা দিলাম। ক্রিস্টিনের প্রতি আমার মতো সহানুভূতি নেই জামিলার। তাই ও রেগে গিয়ে বলল, 'ও নিজেকে কী ভাবে শুনি? ছোট্ট ছেলেটাকে ফেলে রেখে সে তো চলে গিয়েছিল।

'বিষয়টি তারচেয়েও জটিল,' বললাম আমি।

'না, তা নয়, অ্যালেক্স। তোমার সমস্যাটা কী জানো? তুমি মানুষকে বড্ড বেশি বিশ্বাস করো। তোমার ধারণা সকল মানুষই খুব ভালো।'

'আমার তা-ইই ধারণা। এ কারণেই আমি চাকুরিটা করছি।'

কথা প্রসঙ্গে উলফের নাম চলে এল। জামিলা বলল, 'ওই সাইকো বাস্টার্ড বিগ ব্যাড উলফটাকে ধরো।' আমি ওকে কথা দিলাম ধরবো।

তিরাশি

ডজনখানেক এজেন্ট বসে রোস্ট বিফ স্যান্ডউইচ এবং জার্মান পটেটো সালাদ খাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে বরফ চায়ে চুমুক দিচ্ছে। উলফ'স ডেন-এর সঙ্গে আবার যোগাযোগ হয়েছে আমাদের। উলফ ই-মেইলে বলছে :

পটার, তোমার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করো।

তবে আমরা সবাই একমত হয়েছি যে উলফের সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করার প্রয়োজন নেই। পটার তার আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করছিল জানলে সন্দেহ জাগতে পারে উলফের মনে। একজন এজেন্ট ইতিমধ্যে হ্যানোভারে ড. হোমার টেলরের ভূমিকায় অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা একটা মিথ্যা ছড়িয়ে দিয়েছি যে প্রফেসরের ফ্লু হয়েছে এবং সে কয়েকদিন কোন ক্লাস নিতে পারবে না। প্রফেসরকে মাঝে মাঝে দেখা যায় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে কিংবা বসে আছে সামনের বারান্দায়। আমরা যদ্দুর জানি, এখন পর্যন্ত কেউ ডার্টমুথ কিংবা ওয়েবস্টারে প্রফেসরের বাড়িতে তার ব্যাপারে কেউ খোঁজ-খবর নিতে আসেনি। দুজায়গাতেই এজেন্টরা তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছে।

আশা করি মাঠের এজেন্টরা জানে তারা কী করছে। আমরা এ মুহূর্তে জানি না উলফ কতটা সতর্ক হয়ে আছে কিংবা তার মধ্যে কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে কিনা। এ রাশান সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা নেই আমাদের। জানি না ব্যুরো থেকে কেউ তাকে খবর জোগাচ্ছে কিনা।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে ঘণ্টা দেড়েক পরে উলফের ডাকে সাড়া দেয়া হবে। হোমার টেলরকে আবার ডিসিতে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং রেটিনা স্ক্যানের জন্য আমরা তার চোখ ব্যবহার করেছি।

আমি কম্পিউটারের সামনে বসে পড়লাম। শুরু করলাম টাইপ। টেলর যেভাবে উলফ'স ডেন-এর সঙ্গে যোগাযোগ করত সে মডেল অনুসরণ করছি আমি।

আমি মি. পটার, শুরু করলাম আমি। *আমি কি আমার প্রেমিককে পেতে পারি?*

চুরাশি

উলফ পটারের বিকৃত প্রশ্নের কী জবাব দেয় সে জন্য অপেক্ষায় রইলাম আমি। আমরা সকলে।

কোন সাড়া নেই। ধুশশালা। আমি কি কোন ভুল করে ফেলেছি? বড্ড বেশি আগ বাড়িয়েছিলাম, নয় কী? উলফ চালাকের ধাড়ি। যেভাবেই হোক আমাদের মতলব টের পেয়ে গেছে সে। কিন্তু কীভাবে?

'আমি কিছুক্ষণ অন-লাইনে থাকবো,' ঘরের সবার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে বললাম আমি। 'জানতে চাই ও কী অফার করবে। ও জানে আমি কামোত্তেজিত হয়ে আছি।'

আমি পটার বলছি। কয়েক মিনিট পরে আবার টাইপ করলাম।

হঠাৎ আমার কম্পিউটারের পর্দায় একের পর এক শব্দ ফুটতে লাগল।

আমি পড়লাম *উলফ   ও কথা না লিখলেও চলত, পটার। আমি জানি তুমি কে।*

আমি লিখলাম   *তুমি আমাকে এভাবে অপেক্ষায় বসিয়ে রাখতে পার না। তুমি আমার মনের অবস্থা জান, জান কীসের মাঝ দিয়ে যেতে হচ্ছে আমাকে।*

উলফ   কী করে জানব? তুমি একটা ফ্রিক, পটার, আমি নই।

আমি টাইপ করলাম : *তুমি হচ্ছো আসল ফ্রিক। সবার চেয়ে নিষ্ঠুর ফ্রিক।*

উলফ   এ কথা বললে কেন? তোমার কি ধারণা আমি তোমার মতো লোককে জিম্মি করে রাখি?

আমার মস্তিষ্ক প্রবল বেগে চলতে লাগল। এ কথার মানে কী? উলফ কি কাউকে জিম্মি করে রেখেছে? এবং সংখ্যাটা কি একাধিক? এত কিছুর পরেও কি এলিজাবেথ কনোলির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে? নাকি অন্য কোন জিম্মি? হয়তো এমন কেউ যার কথা আমরা জানি না।

উলফ : কিছু একটা বলো, ফ্যাগট। নিজেকে আমার কাছে প্রমাণ করো।

নিজেকে প্রমাণ করব? কীভাবে? উলফ আরও কিছু বলার আশায় বসে রইলাম। কিন্তু বলল না কিছুই।

আমি লিখলাম   *তুমি কী জানতে চাও? আমি কামোত্তেজিত হয়ে আছি। না ভুল বললাম। আই অ্যাম ইন লাভ। আমি প্রেমে পড়েছি।*

উলফ   উরচেস্টারের কী হলো? তুমি তার প্রেমেও পড়েছিলে।

কথোপকথন অন্য রাস্তায় চলে যাচ্ছে। যেমনটি আশা করেছিলাম সেরকমভাবে কথা হচ্ছে না। উলফের পরবর্তী প্রশ্ন আমার মনে জাগিয়ে তুলল সন্দেহ : এ কি সত্যি উলফ? আমি কি প্রকৃত উলফের সঙ্গে কথা বলছি?

আমি টাইপ করলাম : *ফ্রান্সিস ভালোবাসতে জানত না। সে আমাকে খুব রাগিয়ে দিয়েছিল। সে এখন চলে গেছে, তার কথা আর শোনা যাবে না।*

উলফ : কোন প্রতিক্রিয়া হবে না তো?

মি. পটার   আমি তোমার মতোই সতর্ক। আমি আমার জীবনটাকে ভালোবাসি। আমি ধরা খেতে চাই না। এবং খাবোও না!

উলফ : এর মানে কি এটা যে উরচেস্টার শান্তিতে ঘুমাচ্ছে?

এ প্রশ্নের কী জবাব দেব বুঝতে পারছিলাম না। আমিও একটা নিষ্ঠুর রসিকতা করব? আমি লিখলাম : *ইউ আর ফানি।*

উলফ : ঝেড়ে কাশো। আমাকে বিস্তারিত বর্ণনা দাও, পটার!

মি. পটার   এটা কি কোন টেস্ট বা পরীক্ষা? আমি পরীক্ষা দিতে পারব না।

উলফ : তুমি জানো এটা তা-ই।

আমি টাইপ করলাম : সেপটিক ট্যাংকের কথা তো বলেইছি।

নিশ্চুপ হয়ে গেল উলফ। আমার নার্ভে নার্ভ যেন ঘষা লাগল।

আমার নতুন ছেলেটিকে কবে পাচ্ছি? টাইপ করলাম আমি।

ও ধারের লোকটি অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইল।

উলফ : তোমার কাছে টাকা আছে?

মি. পটার : অবশ্যই আছে।

উলফ : কত টাকা?

দুই সপ্তাহ আগে টেলর নিউইয়র্কের লেহম্যান ব্যাংকে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে এক লাখ পঁচিশ হাজার ডলার তুলেছিল।

মি. পটার   এক লাখ পঁচিশ হাজার ডলার। টাকা কোন সমস্যা নয়। টাকা বরং আমার পকেটে ঘষা খেয়ে খেয়ে গর্ত তৈরি করেছে।

উলফের তরফ থেকে কোন সাড়া নেই।

আমি লিখলাম : তুমি আমাকে অপ্রয়োজনে কথা বলতে মানা করেছ।

উলফ : ঠিক আছে। হয়তো ছেলেটাকে তোমার হাতে তুলে দিতে পারব। তবে সাবধান! আর কাউকে না-ও পেতে পার।

আমি টাইপ করলাম : *তাহলে আবার এক লাখ পঁচিশ হাজার ডলার পাবে না।*

উলফ   ও নিয়ে চিন্তা করি না। তোমার মতো ফ্রিকের অভাব নেই। তুমি

অবাক হয়ে যাবে।

মি. পটার : তো, তোমার জিম্মি কেমন আছে?

উলফ আমাকে এখন কাজে ফিরতে হবে...আরেকটা প্রশ্ন, পটার, স্রেফ নিরাপত্তার স্বার্থে। তুমি তোমার নামটা পেয়েছ কোথায়?

ঘরের চারপাশে চোখ বুলালাম। *ওহ্, ক্রাইস্ট।* এ ব্যাপারটা টেলরকে জিজ্ঞেস করা হয়নি।

আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করল মনি 'বাচ্চাদের বইগুলোর কথা মনে আছে? হগওয়ার্ট স্কুলে ওরা হ্যারিকে মি. পটার বলে ডাকে না? হয়তো ডাকে। আমি ঠিক জানি না।

ডাকে কি? কিছু একটা তো লিখতেই হবে। এবং জবাব হতে হবে সঠিক। নামটা কি হ্যারি পটারের বই থেকে এসেছে? কারণ সে ছেলেদের পছন্দ করে? হঠাৎ টেলরের খামার বাড়ির একটা স্মৃতি ঝলসে উঠল মনের মণিকোঠায়।

আমার আঙুল ফিরে গেল কম্পিউটারের চাবিতে, এক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে আমার জবাবটা লিখলাম নামটা নেয়া হয়েছে জ্যামাইকা কিনকেডের উপন্যাস থেকে— মি. পটার। ফাক ইউ!'

জবাবের অপেক্ষা করছি। ঘরের সবাইও তাই। অবশেষে এল বহুল প্রত্যাখিত সেই জবাব।

উলফ : আমি ছেলেটাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব, মি. পটার।

পঁচাশি

আমরা আবার কাজে ফিরে এসেছি, রাস্তায়, যে স্টাইলটা আমার পছন্দ, যে ধরনের কাজে আমরা অভ্যস্ত।

বোস্টনে এর আগে বহুবার এসেছি, এখানে বসবাস করার কথাও ভেবেছি। পরবর্তী দুটো দিন বিকন হিল-এ পল জেভিয়ার নামে একটি ছাত্রের পেছনে আমরা ছায়ার মতো লেগে রইলাম। সে হার্ভার্ডে ক্লাস করতে গেল, গেল রিজ-কার্লটনে, ওখানে সে ওয়েটারের কাজ করে। তাকে আমরা অনুসরণ করলাম নো বর্ডারস অ্যান্ড রিবিউক-এর মতো জনপ্রিয় ক্লাবেও।

জেভিয়ার আমাদের টোপ। আমরা উলফ এবং তার কিডন্যাপিং ক্রুদের জন্য ওকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছি।

আসলে জেভিয়ার সেজেছে ম্যাসাচুসেটসের স্প্রিং ফিল্ডে আমাদের ফিল্ড অফিসের একজন এজেন্ট। বয়স ত্রিশ। ওর আসল নাম পল গটিয়ের। কিশোর সুলভ চেহারা, লম্বা, নমনীয়, মাথা ভর্তি হালকা বাদামী চুল। দেখায় ২০/২২ বছরের তরুণের মতো। ওর কাছে অস্ত্র আছে, তবে সারাক্ষণ, দিনে এবং রাতে চব্বিশ ঘণ্টা কমপক্ষে ছজন এজেন্ট ওর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছে। আমরা জানি না কখন, কীভাবে ওর ওপরে হামলে পড়বে উলফের দল।

আমি নিজে প্রতিদিন বারো ঘণ্টা করে গটিয়েরের ওপরে লক্ষ রাখছি। কিডন্যাপারদের ধরার জন্য ওকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করার বিপজ্জনক দিকগুলো সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেউ আমার কথা শুনতে চায়নি।

নজর রাখার দ্বিতীয় রাতে আমাদের প্ল্যান মোতাবেক, পল গটিয়ের 'দ্য ফেন্স'— গেল। এটা পার্ক ড্রাইভ এবং বালস্টন স্ট্রিটের কাছে, মাডি রিভারে। এটার আসল নাম ব্যাক বে ফেন্স, ডিজাইনার ফ্রেডরিক ল অলমস্টেড যিনি নিউইয়র্কের বস্টন কমন এবং সেন্ট্রাল পার্কের ডিজাইনও করেছেন। রাতে, ক্লাব বন্ধ হওয়ার পরে আসল পল জেভিয়ার প্রায়ই ফেন্সে ঘুরে বেড়ায় সমকামী সঙ্গীর সন্ধানে। এজন্যেই আমরা আমাদের এজেন্টকে ওখানে পাঠিয়েছি।

কাজটা আমাদের সবার জন্যেই বিপজ্জনক, বিশেষ করে এজেন্ট গটিয়েরের জন্য। এলাকাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন, রাস্তায় বাতি নেই। নদী তীরের লম্বা লম্বা নলখাগড়াগুলো মোটা, ওগুলোর কেউ আড়াল নিলে তাকে দেখতে পাওয়া

দুঃসাধ্য।

এজেন্ট পেগি কাৎজ এবং আমি নলখাগড়ার কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সে বকবক করতে লাগল। স্পোর্টসে তার আগ্রহ না থাকলেও বাস্কেটবল এবং ফুটবল নিয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করতে হয়েছে যাতে পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার মতো বিষয় পাওয়া যায়। 'পুরুষরা অন্য বিষয় নিয়েও কথা বলে,' চোখে নাইট গ্লাস লাগিয়ে চারপাশে চোখ বুলাতে বুলাতে মন্তব্য করলাম আমি।

'আমি জানি সে কথা। আমি টাকা-পয়সা এবং গাড়ি নিয়েও কথা বলতে পারি। তবে তোমাদের মতো কামাতুর হারামজাদাদের সঙ্গে সেক্স নিয়ে কথা বলতে আমি আগ্রহী নই।'

আমি হেসে উঠলাম। মেয়েটা বেশ মজার তবে একই সঙ্গে কঠিন প্রকৃতিরও।

'তুমি ব্যুরোতে যোগ দিলে কেন?' জিজ্ঞেস করল পেগি। 'ওয়াশিংটন পুলিশ বিভাগে তো ভালোই করছিলে, না?'

'হ্যাঁ, ভালো করছিলাম।'

গলার স্বর নামিয়ে সামনে অঙ্গুলি নির্দেশ করলাম।

'ওই যে গটিয়ের আসছে।'

বলিস্টন স্ট্রিট মাত্র পার হয়েছে এজেন্ট গটিয়ের। কেস ধরে ধীর গতিতে হেঁটে এগোচ্ছে মাডি রিভারের দিকে। আগে এ এলাকায় একবার ঢুঁ মেরে গেছি বলে জায়গাটা চেনা হয়ে গেছে। দিনের বেলা পার্কের এ অংশটাকে বলা হয় ভিক্টরি গার্ডেন। এখানকার অধিবাসীরা এখানে ফুলের চাষ করে, সব্জি ফলায়। সাইন বোর্ড টাঙিয়ে রেখেছে কেউ যেন রাতের বেলা তাদের বাগানে অনুপ্রবেশ না করে।

টিম লিডার রজার নিয়েলসেন আমার ইয়ার ফোনে ফিসফিস করে বলল, 'টুপি মাথায় একটা লোককে দেখতে পাচ্ছি, অ্যালেক্স। গাট্টাগোট্টা চেহারা। তুমি ওকে দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।' মাথায় ক্যাপ, লোকটার পরনে স্পোর্ট শার্ট, কলারের সঙ্গে আটকানো মাইক্রোফোনে কথা বলছে। লোকটা আমাদের দলের কেউ নয়, নিশ্চয় উলফের লোক।

লোকটার সঙ্গে কেউ নেই, থাকার তো কথা। নিয়েলসেন বলল, 'ও মাইক্রোফোনে কথা বলছে। লক্ষ করেছ?'

'করেছি। আরেক সন্দেহজনক লোককে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের বামে, বাগানের কাছটায়।' বললাম আমি।

'সে-ও মাইক্রোফোনে কথা বলছে। এগিয়ে যাচ্ছে গটিয়েরের দিকে।'

ছিয়াশি

ওরা মোট তিনজন। সকলেই প্রকাণ্ডদেহী। এক যোগে এগিয়ে যাচ্ছে পল গটিয়েরের দিকে। একই সঙ্গে আমরাও কদম বাড়ালাম। আমার হাতে চলে এসেছে আমার প্রিয় অস্ত্র গ্লক। কিন্তু ছোট এ অন্ধকার পার্কে অনেক কিছুই ঘটতে পারে তার জন্য কি আমি প্রস্তুত?

পার্ক ড্রাইভের দিকে এগিয়ে আসছে অপহরণকারীর দল। অনুমান করলাম রাস্তায় ওরা কোন ভ্যান অথবা ট্রাক দাঁড়া করিয়ে রেখেছে। ওদেরকে আত্মবিশ্বাসী এবং অকুতোভয় লাগছে। ওরা এরকম কাজ আগেও করেছে পুরুষ এবং মহিলাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে। এরা প্রফেশনাল কিডন্যাপার।

'ওদেরকে এখন ধরো,' আমি সিনিয়র এজেন্ট নিয়েলসনকে বললাম। 'গটিয়ের বিপদে আছে।'

'আগে ওরা ওর ওপর হামলে পড়ুক,' জবাব এল।

'আমরা চাই ওরা কাজটা করুক। রোসো।'

নিয়েলসেনের সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। যা ঘটছে তা-ও আমার পছন্দ হচ্ছে না। অপেক্ষা করতে হবে কেন? গটিয়ের ওখানে বড্ড বেশি ঘুরঘুর করছে। আর পার্কটাও অন্ধকার।

'গটিয়েরের জীবন ঝুঁকির মুখে,' বললাম আমি।

সোনালি চুলের এক লোক, পরনে উইন্ডব্রেকার, গটিয়েরকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল।

গটিয়ের দেখছে লোকগুলো এগিয়ে আসছে। ও মাথা হেলিয়ে হাসল। সোনালি চুলের হাতে ছোট একটি ফ্ল্যাশ লাইট। সে পল গটিয়েরের মুখে আলো ফেলল।

ওদের কথা শুনতে পেলাম আমি। 'হাঁটাহাঁটির জন্য চমৎকার রাত,' বলে হেসে উঠল গটিয়ের। তার হাসিটা আড়ষ্ট।

'আমরা যা করি ভালোবাসার জন্য করি,' বলল স্বর্ণকেশ। উচ্চারণে রাশান টান।

দুজনের মধ্যে ব্যবধান মাত্র অল্প কয়েক হাত। বাকি অপহরণকারীরা খুব বেশি দূরে নেই।

সোনালি চুলো তার জ্যাকেটের পকেট থেকে ঝট করে একটি বন্দুক বের করল। ঠেসে ধরল গটিয়েরের মুখে। 'আমার সঙ্গে চলো। কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। জাস্ট ওয়াক উইথ মি।'

অপর দুজন ওদের সঙ্গে যোগ দিল।

'তোমরা ভুল করছ,' বলল গটিয়ের।

'আচ্ছা, তাই নাকি?' বলল স্বর্ণকেশ। 'অস্ত্রটা আমার হাতে, তোমার হাতে নয়।'

'টেক দেম, নাউ,' হুকুম এল সিনিয়র এজেন্ট নিয়েলসেনের কাছ থেকে।

'এফবিআই! হ্যান্ডস আপ। ওর কাছ থেকে সরে যাও!' আমরা ছুটতে শুরু করেছি এমন সময় গলা ফাটিয়ে চেঁচাল নিয়েলসেন।

'এফবিআই!' ভেসে এলো দ্বিতীয় চিৎকার। 'সবাই মাথার ওপর হাত তোলো।'

তারপর নরক ভেঙে পড়ল ওখানে। বাকি দুই অপহরণকারী তাদের অস্ত্র বের করল। সোনালি চুলো এখনও এজেন্ট গটিয়েরের খুলিতে বন্দুক চেপে ধরে আছে।

'হঠো!' গর্জন ছাড়ল সে। 'নয়তো ওকে গুলি করব। তোমরা অস্ত্র ফেলে দাও। খোদার কসম নইলে ওকে গুলি করব। আমি ব্লাফ দিচ্ছি না।'

কিন্তু আমাদের এজেন্টরা ধীর গতিতে এগোতে থাকল।

তারপর সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটল—প্রকাণ্ডদেহী সোনালিচুল গুলি করল এজেন্ট পল গটিয়েরকে।

সাতাশি

বন্দুকের গুলির আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই ওরা তিনজন প্রাণপণে ছুট দিল। দুজন ছুটল পার্ক ড্রাইভের দিকে আর সোনালি চুল দৌড়াল বলিস্টন স্ট্রিট অভিমুখে।

লোকটা হাতির মতো হলেও ছুটছে হরিণের গতিতে। মনি ডনোলির কাছে শুনেছি মাফিয়ায় রুশ অ্যাথলেট এমনকী মাঝে মাঝে সাবেক অলিম্পিয়ানদেরকেও নিয়োগ দেয়া হয়।

সোনালিচুলোও কি তাই? তার ছোটার ভঙ্গি দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে। ওদের কথা বলার ভঙ্গি, গুলি করার স্টাইলসহ সবকিছু আমাকে মনে করিয়ে দিল আমরা রাশান মবস্টার সম্পর্কে কত কম জানি। ওরা কীভাবে কাজ করে? ওদের চিন্তা-ভাবনার কৌশলগুলো কী?

আমি লোকটার পিছু নিলাম। আমার সারা দেহে রকেটের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে অ্যাড্রেনালিন। একটু আগের ঘটে যাওয়া ঘটনাটা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।

এ ঘটনাটা এড়িয়ে যাওয়া যেত। গটিয়ের সম্ভবত মারা গেছে। আমি ছুটতে ছুটতে চেঁচালাম, 'ওদেরকে জ্যান্ত চাই!' ওদেরকে জ্যান্ত ধরা উচিত। কিন্তু অন্য এজেন্টরা পল গটিয়েরকে গুলি খেতে দেখেছে। জানি না এদের কারও আগে এরকম কোন অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা। লোকগুলোকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা একান্ত প্রয়োজন।

ছুটতে ছুটতে আমার হাঁপ ধরে গেছে। কুয়ানটিকোতে আমার আরও ফিজিকাল ট্রেনিং ক্লাস করা উচিত ছিল। আসলে গত কয়েক হপ্তা হুভার বিল্ডিং-এ বসে বসে কাজ করে শরীরটা ঢিলে হয়ে গেছে।

আবাসিক এলাকার মাঝ দিয়ে স্বর্ণকেশ খুনিটাকে আমি ধাওয়া করছি। রাস্তার দুপাশে গাছপালা। একটু পরেই পাতলা হয়ে এল গাছের সারি, সামনে আত্মপ্রকাশ করল প্রুডেনশিয়াল সেন্টারের চকমকে টাওয়ার। এবং হ্যানকক। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম।

পেগি কাৎজসহ তিন এজেন্ট ছুটে আসছে। পেগির হাতে অস্ত্র।

সোনালি চুল হাইনেস কনভেনশন সেন্টারের দিকে পড়িমরি করে ছুটছে।

আমি ওর কাছাকাছি চলে এসেছি বটে তবে ফারাকটা অনেক বেশি।

'থামো! নয়তো গুলি করব।' এক এজেন্ট আমার পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু থামল না সোনালিচুলো রাশান। ঝট করে পাশের রাস্তায় ঢুকে পড়ল। রাস্তাটা বয়লস্টনের চেয়ে সরু এবং অন্ধকার। ওয়ান ওয়ে। আমি ভাবলাম লোকটা হয়তো আগেই পালাবার পথ ঠিক করে রেখেছে।

আমাকে যে ব্যাপারটি বিস্মিত করেছে তা হলো সে এজেন্ট গটিয়েরকে গুলি করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। গুলি করার আগে বলেছিল আমি ব্লাফ দিচ্ছি না।

এফবিআই'র অতগুলো লোক তার ওভার শ্যেন নজর রাখছিল অথচ সে কত স্বচ্ছন্দে গুলি করে বসল। লোকটা কে?

উলফ? শুনেছি সে অকুতোভয় এবং নির্দয়, হয়তো মাথাপাগলাও। নাকি লোকটা তার দলের কোন অনুচর?

সামনে, পেভমেন্টে লোকটার জুতোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি আমি। দম নিয়ে পূর্ণোদ্যমে ছুটছি, লোকটার কাছাকাছি এসে পড়েছি।

অকস্মাৎ পাঁই করে ঘুরল সে— এবং আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করল!

জমিন লক্ষ্য করে ডাইভ দিলাম আমি। পর মুহূর্তে সিধে হয়েই আবার তার পেছনে ছুটলাম। লোকটার চেহারা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি আমি— চওড়া, সমতল মুখ, কালো চোখ, বয়স ৩৮/৩৯ হবে।

আবার ঘুরে গুলি করল সে।

আমি পার্ক করা একটি গাড়ির পেছনে চট করে আড়াল নিলাম। এমন সময় কানে ভেসে এল একটি চিৎকার। চরকির মতো ঘুরে দেখি আমাদের একজন এজেন্ট পড়ে গেছে। ওর নাম ডয়েল রজার্স। ফের ঘুরে দৌড় দিল রাশান। আমিও তার পিছু নিলাম। আশা করছি এবারে ওকে পাকড়াও করতে পারব। তারপর কী হবে? লোকটা তো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।

আমার পেছনে গুলির শব্দ হলো। যা দেখলাম বিশ্বাস হলো না। ডিগবাজি খেল সোনালিচুল, উপুড় হয়ে পড়ে গেল জমিনে।

পড়ার পরে আর খাড়া হলো না সে। আমার পেছনের একজন এজেন্ট তাকে গুলি করেছে। ঘুরলাম আমি। পেগি কাৎজ। এখনও গুলি করার ভঙ্গিতে কুঁজো করে রেখেছে শরীর।

এজেন্ট রজার্সকে পরীক্ষা করে দেখলাম ওর কাঁধে গুলি লেগেছে শুধু। ও ঠিক হয়ে যাবে। আমি একা হেঁটে এগোলাম ফেন্সের দিকে। দেখি পল গটিয়ের তখনও বেঁচে আছে। তবে অপর দুই অপহরণকারী পালিয়ে গেছে। পার্ক ড্রাইভের একটা গাড়িতে চড়ে পালিয়েছে। আমাদের এজেন্টরা ওদেরকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। খুবই খারাপ খবর।

আজকের অপারেশন পুরোপুরি ব্যর্থ।

আটাশি

এমন বাজে অভিজ্ঞতা আমার জীবনেও হয়নি। আসলে এফবিআইতে যোগ দেয়াই উচিত হয়নি। আমি যেসবের সঙ্গে অভ্যস্ত, এদের কাজের ধরণ তার থেকে সম্পূর্ণই আলাদা। এদের তথ্য-প্রযুক্তির অভাব নেই কিন্তু রাস্তায় এদের আচরণ প্রায়ই অ্যামেচারদের মতো।

বোস্টনের গোলাগুলির ওই ঘটনার পরে আমি চলে এলাম এফবিআই অফিসে। এখানকার এজেন্টদের সকলের চেহারা বজ্রাহতের মতো। এজন্য এদেরকে দোষ দেয়া যায় না। এর জন্য অবশ্য সিনিয়র এজেন্ট নিয়েলসেনই দায়ী। তবে তাকে দোষ দিয়েই বা লাভ কী? তার দুজন এজেন্ট গুলি খেয়েছে, একজনের তো মরোমরো দশা। যদিও এ জন্য আমি দায়ী নই, তবু কেন জানি নিজেকে খানিকটা দোষী মনে হতে লাগল। আমি সিনিয়র এজেন্টকে বলেছিলাম পল গটিয়েরের কাছে দ্রুত যেতে কিন্তু সে আমার কথায় কর্ণপাত করেনি।

বয়েলস্টন স্ট্রিটে সোনালি চুলো যে লোকটাকে ধাওয়া করেছিলাম দুর্ভাগ্যবশত সে মারা গেছে। কাৎজের বুলেট তার ঘাড়ে ঢুকে গলা ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। সম্ভবত তাৎক্ষণিকভাবে তার মৃত্যু হয়েছিল। লোকটার পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি। ওয়ালেটে ছশো টাকা ছাড়া আর তেমন কিছু ছিল না। লোকটার পিঠে এবং কাঁধে সাপ, ড্রাগন এবং একটি কালো ভল্লুকের উল্কি আঁকা। সম্ভবত সে রাশান ছিল। তবে তার নাম-ধাম কিছুই আমরা জানি না।

মৃত লোকটির ছবি তোলা হয়েছে, নেয়া হয়েছে হাতের ছাপ, তারপর পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ওয়াশিংটনে। ওগুলো পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত বোস্টনে আমাদের তেমন কোন কাজ নেই। ঘণ্টা কয়েক পরে দুই অপহরণকারীর ফেলে দেয়া গাড়ি ফোর্ড এক্সপ্লোরার ম্যাসাচুসেটসের আলিংটনের একটি স্টোরের সামনে পাওয়া গেল। গাড়িটা ওরা চুরি করেছিল। সম্ভবত আরেকটা গাড়ি চুরি করে এটা ফেলে রেখে গেছে।

আমি দুহাতে মুখ ঢেকে একটি কনফারেন্স কক্ষে বসে আছি। এমন সময় একজন বোস্টন এজেন্ট ঢুকল ঘরে। আমাকে অভিযোগ করার ভঙ্গিতে একটা আঙুল তুলল।

'ডিরেক্টর বার্নস ফোন করেছেন।'

বার্নস আমাকে ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে বললেন। বোস্টনের ঘটনা নিয়ে একটি কথাও বললেন না তিনি।

আমি সকাল ছটায় হুভার বিল্ডিংয়ের Sioc অফিসে ঢুকলাম। সারা রাতো ঘুমাইনি। ইতিমধ্যে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছে অফিস। বোস্টনে দুই এজেন্টের গুলি খাওয়া নিয়ে কারও কথা বলার সময় নেই দেখে মনে মনে খুশিই হলাম।

আমি পৌঁছাবার কিছুক্ষণ পরে এল স্টেসি পোলাক। আমার মতোই ক্লান্ত চেহারা। আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'সবাই জানে আপনি বুঝতে পেরেছিলেন গটিয়ের বিপদে পড়তে যাচ্ছে এবং বন্দুকবাজদের আগেই আপনি ওখানে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। আমি নিয়েলসেনের সঙ্গে কথা বলেছি।' মাথা দুলিয়ে বললাম, 'তবে আমার সঙ্গে আগে কথা বললে ভালো হতো।'

সরু হয়ে এল পোলাকের চোখ। তবে বোস্টন নিয়ে আর কিছু বলল না সে। অবশেষে বলল, 'উলফের ব্যাপারে কিছু তথ্য আমরা পেয়েছি। আমরা আমাদের অর্থনৈতিক জগতের এক কন্ট্যাক্টকে ব্যবহার করেছি। মর্গন চেজ'স ইন্টারন্যাশনাল করেসপন্ডেন্ট ইউনিটের এক ব্যাংকার সে। কেম্যানস থেকে টাকাটা কোথায় ট্রান্সফার হয়েছে জানতে পেরেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকগুলো প্রতিটি ট্রানজেকশনের কথা আমাদেরকে জানিয়েছে। নিউইয়র্ক, বোস্টন, ডেট্রয়েট, টরেন্টো, শিকাগোসহ কয়েকটি শহর ঘুরে অবশেষে টাকাটা কোথায় গিয়ে থিতু হয়েছে আমরা এখন জানি।'

'কোথায়?' জানতে চাইলমা আমি।

'ডালাস। টাকাটা ডালাসে গেছে। ওখানে একটা নাম পেয়েছি আমরা। ধারণা করছি সে-ই উলফ। অন্তত আমরা এখন জানি যে কোথায় থাকে। অ্যালেক্স, আপনি ডালাস যাচ্ছেন।'

উননব্বই

আগের যেসব অপহরণ কেসগুলো নিয়ে আমরা তদন্ত করছিলাম ওগুলো ঘটেছে টেক্সাসে। কয়েক ডজন এজেন্ট এবং অ্যানালিস্ট ওগুলোকে নিয়ে জোর তদন্ত চালাচ্ছে। কেসটি বর্তমানে অনেক বেশি ব্যাপকতা পেয়েছে। আমার সন্দেহ আছে, নিউইয়র্ক এবং লস এঞ্জেলস ছাড়া দেশের আর কোন পুলিশ ফোর্স এ ধরনের কাজ করতে পারত কিনা।

কেম্যানস ব্যাংক থেকে যে লোকটি আমাদের টাকা তুলেছে তার ব্যাপারে সবরকম খোঁজ-খবর নিয়েছে ব্যুরো। তার নাম লরেন্স লিপটন। সে থাকে ডালাসের উত্তরে, ওল্ড থাইল্যান্ড পার্কে। এ এলাকায় সব বড়লোকের বাস। ম্যাগনোলিয়া, ওক আর স্থানীয় পেকান (এক ধরনের বাদাম গাছ)-এর সারি রাস্তার পাশে চাঁদোয়ার সৃষ্টি করেছে। প্রায় প্রতিটি বাড়ির ল্যান্ডস্কেপের সৌন্দর্য শ্বাসরুদ্ধকর আর দিনের বেশিরভাগ সময় এ এলাকার রাস্তাঘাট সরগরম থাকে ব্যবসায়ী, ন্যানি, ক্লিনিং সার্ভিস এবং গার্ডেনারদের ভিড়ে।

লিপটন সম্পর্কে এ যাবত প্রাপ্ত তথ্যগুলো বেশ বৈসাদৃশ্যমূলক। সে ডালাসের একটি নামী দামী স্কুল সেন্ট মার্কে পড়াশোনা করেছে, তারপর ঢুকেছে অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার পরিবার এবং স্ত্রীর পরিবার উভয়েই ডালাসের তেল ধনকুবের। তবে লরেন্স তেল ব্যবসা থেকে সরে এসে মদ তৈরির ব্যবসা শুরু করে। এ ছাড়াও তার রয়েছে একটি যৌথ ক্যাপিটাল গ্রুপ এবং সে ব্যবসা সফল একটি কম্পিউটার সফটওয়্যারের মালিক। তার এ ব্যবসাটি মনি ডোনেলের চোখে লেগেছে, আমারও।

লিপটনকে সৎ এবং নীতিবান মানুষ বলেই মনে হয়। সে ডালাস মিউজিয়াম অভ আর্ট এবং ফ্রেন্ডস অভ দা লাইব্রেরি বোর্ডের সদস্য। সে বেলর হাসপাতালের একজন ট্রাস্টি এবং ফার্স্ট ইউনাইটেড মেথডিস্ট-এর ডিকন।

এ কি উলফ হতে পারে? মনে হয় না।

ডালাসে আসার পরদিন সকালে ওখানকার ফিল্ড অফিসে একটি মিটিং হলো। সিনিয়র এজেন্ট নিয়েলসেন কেসের দায়িত্বে থাকলেও এ বিষয়টি সবার কাছে পরিষ্কার যে ওয়াশিংটন থেকে কলকাঠি নাড়ছেন স্বয়ং রন বার্নস। ব্রিফিং-এ বার্নস স্বয়ং এসে হাজির হয়ে গেলেও আমরা কেউ অবাক হবো না।

সকাল আটটা। ঘরভর্তি এজেন্টদের সামনে বক্তৃতা দিল রজার নিয়েলসেন। বলল, 'লরেন্স লিপটনের লেটেস্ট খবরের বিষয়ে জানা গেছে সে কেজিবি কিংবা কোন রাশান গুণ্ডাদলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। সে রাশানও নয়। হয়তো পরে তার অতীত সম্পর্কে আরও জানা যাবে। পঞ্চাশের দশকে তার বাবা কেনটাকি থেকে টেক্সাসে যায় 'প্রেইরি' তে ভাগ্য ফেরাতে। প্রেইরিতে সে তেলের খনি খুঁজে পায়।'

বিরতি দিল নিয়েলসেন। এক এক করে প্রতিটি মুখের ওপর চোখ বুলাল। 'আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেছে,' বলে চলল সে। 'লিপটনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট ডালাসে সেফ এনভায়রন নামে একটি কোম্পানির মালিক। সেফ এনভায়রন একটি প্রাইভেট সিকিউরিটি ফার্ম। লরেন্স লিপটনকে সম্প্রতি সশস্ত্র প্রহরী পরিবৃষ্ট হয়ে চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। আমার প্রশ্ন কেন?

'সে কি আমাদের ভয়ে ভীত নাকি অন্য কাউকে ভয় পাচ্ছে? বিগ ব্যাড উলফের মতো কাউকে?

নব্বই

লিজি কনোলি এখনও ভয়ংকর সেই ক্লজিটের মধ্যে বন্দি হয়ে আছে। উন্মাদটা দিনের মধ্যে চার-পাঁচ বার করে ঢোকে তার ক্লজিটে।

অনেক কিছুই এখন আর মনে পড়ে না লিজির। তার মনে পড়ে বহু আগে সে তার মেয়েদেরকে মেরী বেরি, ববি ডল ইত্যাদি নামে ডাকত। ওরা সবাই মিলে 'হাই হোপস' গানটি গাইত।

লিজি এখন শুধু ইতিবাচক চিন্তা করার চেষ্টা করে। এগুলো সে নাম দিয়েছে 'সুখময় ভাবনা।' আর তার সুখের ভাবনার সঙ্গে অবশ্যই ব্রেনডান থাকে।

আর কী মনে পড়ে ওর?

মনে পড়ে পোষা প্রাণীগুলোর কথা। ওগুলোর সবার একটা করে নাম্বার দিয়েছিল সে।

চেস্টার নামে কালো রঙের ল্যাব্রেডর কুকুরটির নাম্বার ছিল ১৬। ওটা সারাক্ষণ দিন নেই, রাত নেই ঘেউ ঘেউ করেই চলত। লিজি ওকে টাবাস্কো সস খেতে না দেয়া পর্যন্ত চিৎকার থামত না।

লিজির কাছে কমলা রঙের, নকশা করা একটি বস্ত্রখণ্ড ছিল। ও নাম রেখেছিল ডুকি, নম্বর দিয়েছিল ১৫। লিজি বিশ্বাস করত আগের জন্মে বস্ত্রখণ্ডটি আসলে এক ইহুদি বুড়ি ছিল। যার কাজই ছিল সারাক্ষণ নালিশ করা।

ম্যাক্সিমাস কিস্টিমাস-এর নাম্বার ছিল ১১; স্টাবলস ৩১; কিটেন লিটল-এর নাম্বার ৩৫।

লিজি কনোলির এখন পুরানো স্মৃতিই শুধু ভরসা—কারণ তার জন্য বর্তমান বলে কিছু নেই। কেউ নেই।

এই হানাবাড়িতে ও নেই। ও ভাবছে ও অন্য কোথাও আছে।

থাকতে হবে।

থাকতেই হবে।

কারণ লোকটা এখন ওর ভেতরে প্রবেশ করেছে।

উলফ লিজির শরীরে ঢুকেছে, গলা দিয়ে ঘরঘর আওয়াজ বেরুচ্ছে, ওকে পশুর মতো ধাক্কা মারছে, ধর্ষণ করছে, এ বলাৎকারের যেন শেষ নেই।

কিন্তু লিজিই শেষ হাসিটা হাসছে, তাই না?

কারণ ও তো এখানে নেই।

ও ডুবে আছে অন্য কোথাও, স্মৃতির গভীরে।

একানব্বই

অবশেষে বিদায় হয়েছে দানব। লিজিকে খাওয়া ও বাথরুমে যাওয়ার একটা বিরতি দিয়েছিল। লিজি ভাবছে *ও আমাকে কবে খুন করবে? আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি! পাগল হয়ে গেলাম বলে!*

ঘুটঘুটে অন্ধকারে অশ্রুসজল চোখ কুঁচকে তাকাল ও। ওর হাত পা বেঁধে, মুখে আবার কাপড় গুঁজে দেয়া হয়েছে। এর মানে ওকে দানবটা এখুনি হত্যা করবে না। ওকে তার আরও প্রয়োজন।

গুড গড, আমি বেঁচে আছি কারণ শয়তান দানবটা আমাকে এখনও চাইছে! প্লিজ হেল্প মি, ডিয়ার গড। প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ।

লিজি তার মেয়েদের কথা ভাবছে, তারপর পালাবার কথা ভাবতে লাগল। এটা একটা ফ্যান্টাসি, জানে ও তবু ভাবছে।

এ ক্লজিটের সবকিছু বড্ড চেনা ওর, এমনকী নিকষ আঁধারেও। যেন সবকিছু দেখতে পাচ্ছে, যেন ওর চোখ জ্বলছে অন্ধকারে। নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন ও—এখানে একটা ফাঁদে আটকে রয়েছে ও—ওর মনটাও।

ওর হাত যদ্দুর পৌঁছায় মেলে দেয়ার চেষ্টা করল লিজি। ক্লজিটে কাপড়চোপড় আছে—পুরুষের—*ওই লোকটার।* সম্ভবত স্পোর্ট কোট এটা, গোল, মসৃণ বোতাম। ব্লেজার নাকি?

ওজনে হালকা। লিজির ধারণা আবার বদ্ধমূল হলো এটা উষ্ণ আবহাওয়া সম্পন্ন একটি শহর।

এরপরে একটি ভেস্ট। এক পকেটে ছোট একটি বল। সম্ভবত গলফ বল।

লিজি বল দিয়ে কী করবে? এটাকে কি কোন অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগানো যাবে?

পকেটে একটি যিপার আছে। যিপার দিয়ে কী করবে ও? লোকটার উত্থিত পুরুষাঙ্গে যিপারটা ঢুকিয়ে দেবে লিজি।

তারপর একটি উইন্ড ব্রেকার। আঠালো। গায়ে তামাকের কটু গন্ধ। এরপরে একটি ওভারকোটের স্পর্শ পেল লিজি।

ওভারকোটের পকেটে অনেক কিছু আছে।

আলগা একটি বোতাম, এক তাড়া কাগজ। নোটপ্যাডের কাগজ?

একটি বল পয়েন্ট পেন। সম্ভবত বিক। কয়েন—চারটে সিকি, দুটো আধুলি। কয়েনগুলো কি বিদেশী?

দেশলাইয়ের বাক্সও পেল লিজি, চকচকে গায়ে কীসব লেখা।

লেখাগুলো পড়ে কি বোঝা যাবে ও কোন্ শহরে আছে?

এবং পেল একটি লাইটার।

আধ প্যাকেট মিন্ট, গন্ধ শুঁকে বোঝা গেল দারুচিনি।

পকেটের তলায় ব্যান্ডেজ বাঁধা নরম কাপড়।

ওভার কোটের পেছনে লোকটার আরও কাপড়চোপড়। প্লাস্টিক ব্যাগ দিয়ে মোড়ানো। প্রথম প্যাকেটে রশিদ জাতীয় কিছু একটা। স্টাপল দিয়ে আটকানো।

লিজি কল্পনায় দেখল ধোপার নাম লেখা আছে প্যাকেটে, লাল অক্ষরে আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার।

হঠাৎই সবগুলো জিনিস বড্ড মূল্যবান মনে হলো লিজির কাছে। কারণ ওর কাছে তো কিছুই ছিল না।

কেবল বেঁচে থাকার উদগ্র ইচ্ছা ছাড়া।

আর উলফের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার তীব্র কামনা।

বিরানব্বই

হাইল্যান্ড পার্কের বাড়িটির কাছে বৃহৎ সার্ভিলেন্স দলটির সঙ্গে আমি আছি। আশা করছি লরেন্স লিপটনকে শীঘ্রি পাকড়াও করতে পারব। হয়তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। আমাদেরকে জানানো হয়েছে ওয়াশিংটন ডালাস পুলিশের সঙ্গে মিলে কাজ করছে।

অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি বাড়িটির দিকে। অত্যন্ত দামী রিয়েল এস্টেটের আড়াই একর জমি দখল করে তৈরি করা হয়েছে বৃহদায়তনের দোতলা টিউডর ধাঁচের বাড়িটি। রাস্তা থেকে লাল ইটের একটি রাস্তা সোজা গিয়ে পৌঁচেছে ধনুকের মতো বাঁকানো ডোর ওয়েতে। বাড়িটি ষোল কক্ষ বিশিষ্ট।

রাত নটার দিকে ডালাস অফিস থেকে সুপারভাইজরি এজেন্ট জোসেফ ডেনিউ আমাকে ফোন করল। আমার ইয়ার ফোনে বেজে উঠল তার কণ্ঠ। 'ডিরেক্টরের অফিস থেকে এই মাত্র নির্দেশ এসেছে আমাদেরকে এখুনি পাততাড়ি গোটাতে হবে। কেন ফিরে যেতে বলা হলো বুঝতে পারছি না। নির্দেশটিতে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। সবাইকে শুধু অফিসে যেতে বলা হয়েছে। শত্রুপক্ষের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।'

আমি গাড়িতে, আমার পার্টনারের দিকে তাকালাম। তার নাম বব শ। কী ঘটছে সে সম্পর্কে তারও কোন ধারণা নেই।

'ব্যাপারটা কী?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ডানে-বামে মাথা নাড়ল শ। কোটরের ভেতরে ঘোরাল চোখের মণি। 'আমি কী করে বলব? জানি শুধু এটুকুই ফিল্ড অফিসে গিয়ে বিশ্রী কফি খাবো তারপর উর্ধ্বতন কেউ এসে বিষয়টি হয়তো ব্যাখ্যা করবে। তবে তেমন কিছু নাও ঘটতে পারে।'

ফিল্ড অফিসে ফিরতে পনেরো মিনিট লাগল।

একটা কনফারেন্স রুমে ঢুকলাম সকলে। এজেন্টদের চেহারায় কেমন বিহ্বল একটা ভাব। কেউই তেমন সবল নয়। আমরা যে মুহূর্তে কেসের সমাপ্তি টানতে যাচ্ছি, ঠিক সে সময়ে আমাদেরকে ঘটনাস্থল থেকে টেনে হিচড়ে নিয়ে আসা হলো।

অবশেষে নিজের অফিস থেকে ASAC বেরিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। জোসেফ ডেনিউ ধুলোভরা বুট পরা পা জোড়া তুলে দিল টেবিলের ওপর। তাকে খুবই বিরক্ত দেখাচ্ছে। 'আমার কোন আইডিয়া নেই, বন্ধুগণ,' ঘোষণা করল সে। 'নট আ ক্লু। তোমরা নিজেরাই একটা কিছু অনুমান করে নাও।'

রাতের ঘটনার ব্যাখ্যা জানতে চল্লিশজন গোয়েন্দা অপেক্ষা করছিল। কিন্তু জানতে পারল না কিছুই। এজেন্ট ইন চার্জ, রজার নিয়েলসেন অবশেষে ডিসি ফোন করল। বলা হলো ওরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

রাত এগারোটার দিকে ডেনিউ নিয়েলসেনের কাছ থেকে আরেকটা খবর পেয়ে আমাদেরকে জানাল। 'ওরা ওটার ওপর কাজ করছে,' আড়ষ্ট হাসল সে।

'কীসের ওপর কাজ করছে?' একজন হাঁক ছাড়ল পেছন থেকে।

'ওহ্, হেল, আমি জানি না, ডোনি। কাজ করছে ওদের পেডিকিউর নিয়ে। কাজ করছে যাতে আমরা সকলে ব্যুরো ত্যাগ করি সেজন্য। তারপর আর কোন এজেন্ট থাকবে না এবং মিডিয়ায় রিপোর্ট করার মতো কোন খবরও রইবে না। আমি ঘুমাতে গেলাম। তোমরাও যাও।'

আমরা তা-ই করলাম।

তিরানব্বই

পরদিন সকাল আটটায় আমরা সবাই ফিরলাম ফিল্ড অফিসে। ঘরভর্তি এজেন্টরা একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে। তাদের ভুরু কুঞ্চিত, কপালে ভাঁজ। ডিরেক্টর বার্নস কেন এ ব্যাপারটির মধ্যে জড়িয়ে গেছেন বুঝতে পারছে না কেউ। তিনি ওয়াশিংটন থেকে সরাসরি ফোন করলেন আমাদেরকে।

'গতকালকের ঘটনাটি সবার কাছে ব্যাখ্যা করতে চাই আমি,' স্পীকার ফোনে বললেন তিনি। আমি সহ সমস্ত এজেন্ট কান খাড়া করে শুনছি তাঁর কথা। 'এবং সে সঙ্গে তোমাদের সবার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনাও করছি। কিছুক্ষণের জন্য পুরো ব্যাপারটিই আঞ্চলিক হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে জড়িয়ে যায় ডালাস পুলিশ, মেয়র এমনকী টেক্সাস সরকারও। আমাদের ওপর পুরোপুরি ভরসা করতে না পারায় ডালাস পুলিশ আমাদেরকে সরে আসতে বলে, আমি ওখানে জোর করে থাকার চেয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলা সমীচীন ভেবে ওদের প্রস্তাবে রাজি হই।

'ওরা চায়নি কেউ কোন ভুল করে বসুক। এবং আমাদের কাছে যে যোগ্য লোকটি আছে সে বিষয়েও ওরা ছিল সন্দীহান। শহরের নামজাদা পরিবার লিপটন ফ্যামিলি। সকল মহলের সঙ্গে তার ভালো যোগাযোগ। আমরা ওদের আশংকার কথা শুনে পিছিয়ে গেছি জেনে ডালাস যারপরনাই বিস্মিত। ওরা এখন আবার মত বদলেছে। আমাদের দলের প্রতি ওদের আর আস্থার অভাব নেই।

'আমরা লরেন্স লিপটনের বিরুদ্ধে অ্যাকশন চালিয়ে যাব। এবং আমাকে বিশ্বাস করো, আমরা হারামজাদাকে পাকড়াও করবই। তারপর ধরব পাশা সরোকিন, ওরফে উলফকে। অতীতের ভুল নিয়ে তোমাদেরকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কোন ভুল নিয়েই চিন্তিত হবার কিছু নেই। ডালাসে স্রেফ যে যার কাজ তোমরা করে যাও। তোমাদের ওপরে রয়েছে আমার সর্বোচ্চ আস্থা।'

বক্তৃতা শেষ করলেন বার্নস। ঘরের প্রতিটি এজেন্টের মুখে ফুটল হাসি। ব্যাপারটা যেন জাদুর মতো। ডিরেক্টর যে কথাগুলো বলেছেন এ প্রশংসাটুকু শোনার জন্য এখানকার অনেকেই বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করছিল। তিনি ওদের কর্মদক্ষতার ওপরে আস্থা রাখেন এবং ভুলত্রুটি নিয়ে দুশ্চিন্তা

করতে মানা করেছেন, এ কথাগুলোই সকলকে উজ্জীবিত করে তুলল। আমরা আবার খেলায় প্রত্যাবর্তন করেছি, লরেন্স লিপটনকে পাকড়াও করার ব্যাপারে আমরা এখন আশাবাদী।

ফোনে কথা বলা শেষ হবার কিছুক্ষণ পরে জ্যান্ত হয়ে উঠল আমার সেলফোন। বার্নস স্বয়ং। 'কেমন ভাষণ দিলাম?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। আমি তাঁর কথায় হাসির আভাস পেলাম। তিনি জানেন তিনি খুব ভালো করেছেন।

আমি ঘরের এক কোণে চলে গেলাম তিনি যা শুনতে চাইছেন সে কথা বলতে। 'আপনার ভাষণে কাজ হবে। দ্বিগুণ উৎসাহে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে কাজে।'

হাসলেন বার্নস। 'অ্যালেক্স, আই ওয়ান্ট ইউ টু টার্ন আপ দ্য হিট অন দিস পাংক। দলের একজন অন্যতম সদস্য হিসেবে আমি তোমাকে ওখানে পাঠিয়েছি। তোমার খ্যাতির কথা ওদের অজানা নেই। ওরা জানে তোমার ওপরে আমাদের অনেক ভরসা। আমি চাই তুমি লরেন্স লিপটনের জীবন ভাজা ভাজা করে ফেলবে। আর কাজটা করবে তোমার নিজের স্টাইলে।'

আমি হাসতে লাগলাম। 'দেখি কী করতে পারি।'

'আর, অ্যালেক্স, অন্যদেরকে যা বলেছি তোমাকে তা বলছি না। কোন ভুল করা চলবে না।

চুরানব্বই

কোন ভুল করা চলবে না। আমার ধারণা রন বার্নস ভুলটুলগুলো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। তিনি কিডন্যাপারদেরকে পাকড়াও করতে চাইছেন, বিশেষ করে পাশা সরোকিনকে। যদিও আমরা এখনও লোকটার আসল পরিচয় জানি না, জানি না সে কোথায় থাকে। বার্নসের হুকুম লরেন্স লিপটনকে ধরতে হবে এবং সেটা যত দ্রুত সম্ভব। আর ব্যুরোকে কোনভাবে বিব্রত করা যাবে না।

রজার নিয়েলসেনের সঙ্গে সম্ভাব্য কৌশলগুলো নিয়ে কথা বললাম—লিপটনের ওপরে ইতিমধ্যে নজরদারী শুরু হয়ে গেছে। এখন ওকে কঠিন চাপে ফেলার সময় হাজির, ওকে জানিয়ে দেব যে আমরা ডালাসে চলে এসেছি এবং ওর কথা আমরা জানি। লিপটনকে পাকড়াও করার দায়িত্ব যে আমার কাঁধে বর্তাবে, বার্নসের ফোন পাবার পরে এ সংবাদে একটুও অবাক হইনি।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে আমি লেক সাইড স্কোয়ার বিল্ডিংয়ে লিপটনের অফিসে যাবো। ভবনটি এলবিজি ফ্রিওয়ে এবং নর্থ সেন্ট্রাল এক্সপ্রেসওয়ে'র মাঝখানে। কুড়ি তলা ভবন। গায়ে চকমকে কাচ বসানো। টেক্সাসের সূর্য তাপে ঝলকাচ্ছে। আকাশচুম্বি ভবনটির দিকে তাকিয়ে কাচের ঝলক আমার চোখ যেন ঝলসে দিল। আমি সকাল দশটার খানিক পরে অফিস বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করলাম। লিপটনের অফিস সুইট উনিশতলায়। এলিভেটর থেকে নেমেছি, রেকর্ডকৃত একটি কণ্ঠ বলল, 'হাও ডি।'

বৃহদায়তনের রিসেপশনে ঢুকলাম। আধ একর জুড়ে জায়গাটা। ওয়াইন রঙা কার্পেটিং, লাল দেয়াল, গাঢ় বাদামী রঙের সোফা এবং চেয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সর্বত্র। দেয়ালে শোভা পাচ্ছে রজার স্টবাচ, নোলান রায়ান এবং টম লন্ড্রির ছবি।

রিসেপশনে গাঢ় নীল প্যান্টসুট পরা অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী আমাকে অপেক্ষা করতে বলল। চকচকে ওয়ালনাট ডেস্কের পেছনে বসেছে সে। বয়স ২২/২৩, সদ্য হাইস্কুল পাশ।

'আমি অপেক্ষা করছি,' বললাম মেয়েটিকে। 'মি. লিপটনকে বলুন আমি এফবিআই থেকে এসেছি। খুব জরুরি দরকার।'

মিষ্টি করে হাসল রিসেপশনিস্ট, যেন এ ধরনের কথা শুনে অভ্যস্ত। তার হেড সেটে আসা ফোন কলের জবাব দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মিনিট পনেরো পরে সিধে হলাম। হেঁটে গেলাম রিসেপশনে।

'মি. লিপটনকে কি আমার কথা বলেছেন?' বিনীত গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'জানিয়েছেন কি আমি এফবিআই'র লোক?'

'জি, স্যার,' কণ্ঠে মধু মাখিয়ে জবাব দিল সে।

'ওঁর সঙ্গে আমি এক্ষুণি দেখা করতে চাই,' বললাম মেয়েটিকে। লিপটনের সহকারীকে ফোন করল সে।

ওরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা সারার পরে মেয়েটি আমার দিকে মুখ তুলে চাইল। 'আপনার কাছে পরিচয়পত্র আছে, স্যার?'

'আছে। ওরা বলে ক্রেডস।'

'আমি কি ওটা দেখতে পারি, প্লিজ? আপনার ক্রেডস?' আমি মেয়েটিকে আমার নতুন এফবিআই ব্যাজ দেখালাম। ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

'আপনি কি ওখানটায় একটু বসবেন, প্লিজ?' বসার জায়গাটা দেখিয়ে বলল রিসেপশনিস্ট। তাকে এখন একটু নার্ভাস লাগছে। লরেন্স লিপটনের সহকারী তাকে কী বলেছে কে জানে।

'আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না অথবা আমি নিজেই হয়তো বোঝাতে পারিনি,' অবশেষে বললাম আমি। 'আমি এখানে আপনার সঙ্গে গল্প করতে আসিনি এবং আমি অপেক্ষা করতেও পারব না।'

মাথা ঝাঁকাল রিসেপশনিস্ট। 'মি. লিপটন এ মুহূর্তে একটা মিটিংয়ে আছেন, স্যার।'

আমিও মাথা দুলিয়ে বললাম, 'ওঁর সহকারীকে বলুন এখুনি মিটিং স্থগিত করতে। বলতে বলুন মি. লিপটনকে আমি গ্রেপ্তার করতে আসিনি।'

বসার জায়গায় ফিরে এলাম তবে বসলাম না। চোখ মেলে দিলাম অপূর্ব সুন্দর সবুজ বাগানের দিকে। বাগানের সবুজ ছুঁয়েছে এনবিজি ফ্রিওয়ে'র কিনারা। ভেতরে ভেতরে জ্বলছি আমি।

আমি একটু আগে ডিসি'র রাস্তার পুলিশের মতো আচরণ করেছি। বার্নসের ব্যাপারটা হয়তো পছন্দ হবে না। তবে তাতে কিছু এসে যায় না।

আমি এফবিআইতে আছি বলেই যে আমার সবকিছু বদলে যাবে তা তো নয়। আমি ডালাসে এসেছি এক অপহরণকারীকে পাকড়াও করতে। মিসেস এলিজাবেথ কনোলিসহ অন্যান্যরা বেঁচে আছে কিনা জানতে এসেছি। হয়তো কোথাও সেবাদাসী হিসেবে তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে।

আমার পেছনে একটি দরজা খোলার শব্দ হলো। ঘুরলাম। ধূসর চুলের, বিশালদেহী এক লোক দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। রাগে গনগনে চেহারা।

'আমি লরেন্স লিপটন,' বলল সে। 'আপনি কী চান?'

পঁচানব্বই

'কী চান আপনি?' দরজায় দাঁড়িয়ে আবার খেঁকিয়ে উঠল লিপটন। ভঙ্গিটা তাচ্ছিল্যের যেন আমি রাস্তার এক ফেরিঅলা। 'আপনাকে নিশ্চয় বলা হয়েছে আমি একটি জরুরি মিটিংয়ে আছি। আমার সঙ্গে এফবিআই'র কী দরকার? আর একটু সবুর করতেই বা আপনার সমস্যাটা কোথায়? অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে পারেননি?'

লোকটার অহংকারী ভাবভঙ্গী আমার মোটেই পছন্দ হলো না। সে নিজেকে হামবরা কিছু একটা দেখাতে চাইলেও পারল না। তাকে মামুলী একটা ব্যবসায়ী বলে মনে হচ্ছে। পরনে কোঁচকানো নীল শার্ট, রেপ টাই এবং পিনস্ট্রাইপড ট্রাউজার্স। কমপক্ষে পঞ্চাশ পাউন্ড ওজন বেশি শরীরে। উলফের সঙ্গে এ লোকটার মিল কোথায়?

আমি লোকটার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, 'কিডন্যাপিং আর মার্ডার নিয়ে কথা বলতে এসেছি। আপনি কি রিসেপশনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে চান? স্টার্লিং।'

মুখ শুকিয়ে গেল লরেন্সের, সেই সঙ্গে চিমসে গেল তর্জন-গর্জন।

'ভেতরে আসুন।' এক কদম পিছিয়ে গেল।

নিচু পার্টিশনের অসংখ্য কিউবিকলের মাঝখান দিয়ে লরেন্সকে অনুসরণ করলাম আমি। এদের বেশিরভাগ কেরানি পর্যায়ের। এরকমই কিছু একটা দেখব বলে ভেবেছি। আমি যা ভেবেছি লিপটন হয়তো তার চেয়ে অনেক বেশি নরম। তবে একটা কথা ভুললে চলবে না যে ডালাসের ওপর মহলের সঙ্গে তার যোগাযোগ ভালো। এ অফিস ভবনটি শহরের অন্যতম আবাসিক। বাণিজ্যিক অংশ।

'আমি মি. পটার,' ফ্যাব্রিক মোড়ানো দেয়ালের একটি করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমি বললাম। 'উলফ'স ডেন-এ শেষবার ঢুকে কথা বলার সময় অন্তত এ পরিচয়টিই দিয়েছি।'

ঘুরে তাকাল না লিপটন কিংবা কোনরকম প্রতিক্রিয়াও দেখাল না। কাঠের প্যানেল দিয়ে তৈরি একটি অফিসে ঢুকলাম আমরা। দরজা বন্ধ করে দিল লিপটন। প্রকাণ্ড ঘরটির আধ ডজন জানালা দিয়ে বাইরের মনোরম দৃশ্য চোখে

পড়ে। দরজার কাছে একটি র‍্যাকে ডালাস কাউবয় আর টেক্সাস রেঞ্জারদের অটোগ্রাফ সম্বলিত ক্যাপ শোভা পাচ্ছে।

'আপনি কেন এসেছেন বুঝতে পারছি না তবে আপনাকে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় কিন্তু দিতে পারব না,' ঘাউ করে উঠল লিপটন। 'আপনি বোধহয় জানেন না আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন।'

'জানি। আপনি হেনরী লিপটনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আপনার তিন সন্তান, হাইল্যান্ড পার্কে আপনার চমৎকার একটি বাড়ি আছে। আপনি একটি কিডন্যাপিং এবং মার্ডার কেসের সঙ্গে জড়িত। আপনার নাম স্টার্লিং। আপনাকে একটা কথা পরিষ্কার বলে দিই— আপনার এবং আপনার বাবার ডালাসের উঁচু মহলের সঙ্গে যতই যোগাযোগ থাকুক না কেন তাতে কোন লাভ হবে না। বরং আমি আপনার পরিবারকে যতদূর সম্ভব রক্ষা করতে চাই। আমার সাহায্য নেয়া না নেয়া আপনার ইচ্ছা তবে আমি মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছি না। আমি কখনো কাউকে মিথ্যা আশ্বাস দিই না। এটা একটা ফেডেরাল ক্রাইম, স্থানীয় কোন অপরাধ নয়।'

'আমি আমার ল ইয়ারকে ডাকছি,' বলল লরেন্স লিপটন। হাত বাড়াল ফোনে।

'আপনার সে অধিকার আছে। তবে আপনার জায়গায় আমি হলে এ কাজটা করতাম না। কারণ কোন লাভ হবে না।'

আমার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে থমকে গেল লিপটন, মোটা হাতটা সরিয়ে আনল ফোনের কাছ থেকে। 'কেন লাভ হবে না?' জিজ্ঞেস করল সে।

আমি বললাম, 'আপনার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। কারণ আপনি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তবে আমি আপনার সন্তানদের এবং স্ত্রীকে দেখেছি। আমরা আপনার ওপর আপনার বাড়িতেও নজর রেখেছি। আপনার পড়শী এবং বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলেছি। আপনি গ্রেপ্তার হলে আপনার পরিবার বিপদে পড়ে যাবে। আমরা উলফের হাত থেকে আপনাদেরকে রক্ষা করতে পারব।'

লিপটনের মুখ এবং ঘাড়ের রঙ রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। ফেটে পড়ল সে। 'হোয়াট দ্য হেল রং উইথ ইউ? আর ইউ ক্রেজি? আমি একজন সম্মানিত ব্যবসায়ী। আমি আমার জীবনেও কাউকে অপহরণ কিংবা কারও কোন ক্ষতি করিনি। দিস ইজ ক্রেজি।'

'আপনি হুকুম দিয়েছেন। টাকাটা আপনার কাছে এসেছে। মি. পটার আপনাকে এক লাখ পঁচিশ হাজার ডলার পাঠিয়েছে। আসলে বলা উচিত এফবিআই টাকাটা পাঠিয়েছে।'

'আমি আমার আইনজীবীকে ডাকছি,' চেঁচাল সে। 'এ হাস্যকর এবং

অপমানজনক। আমি এসব সহ্য করার পাত্র নই।'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'তাহলে আপনার কপালে আরও খারাবী আছে। আপনার এ অফিসে তল্লাশী চালানো হবে। তারপর হাইল্যান্ড পার্কে আপনার বাড়িতে। কেসলার পার্কে আপনার বাবা-মা'র বাড়িতেও যাবে পুলিশ। আপনার বাবার অফিস সার্চ করা হবে। আর্ট মিউজিয়ামে আপনার স্ত্রীর অফিসকেও ছাড়া দেয়া হবে না।'

ফোন তুলল লিপটন। হাত কাঁপছে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'গো ফাক ইয়োর সেলফ।'

আমি ওয়াকিটকি বের করে বললাম, 'অফিস আর বাড়িতে সার্চ শুরু করো। যাও।' ঘুরলাম লিপটনের দিকে। 'আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলো। এখন আপনার ল ইয়ারকে খবর দিতে পারেন। তাকে বলুন আপনাকে এফবিআই অফিসে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

কয়েক মিনিট পরে এক ডজন এজেন্ট ঘর তল্লাশী করার যন্ত্রপাতি নিয়ে ঢুকে পড়ল অফিসে।

আমরা গ্রেপ্তার করলাম স্টার্লিংকে।

ছিয়ানব্বই

পাশা সরোকিন কাছে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিল। এফবিআই দল যখন স্টার্লিং-এর অফিসে ঢোকে সে তখন অফিসের বাইরে। সংখ্যায় জনা বারো এজেন্ট কয়েকজনের পরনে কালো বিজনেস সুট। বাকিরা গাঢ় নীল রঙের উইন্ড ব্রেকার চাপিয়েছে গায়ে, পিঠে বড়বড় অক্ষরে লেখা FB।' ওরা এখানে কাকে পাবে বলে আশা করেছে? উলফ? নাকি উফল'স ডেন-এর কোন সদস্যকে?

ওরা কীসের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে নিজেদেরও ধারণা নেই। ওদের সেডান আর ভ্যানগুলো রাস্তায় দাঁড়ানো। অফিস ভবনে ঢোকার পনেরো মিনিটেরও কম সময় পরে ওরা হাতে হাতকড়া পরানো লরেন্স লিপটনকে নিয়ে বেরিয়ে এল। লিপটন মুখ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যস্ত। দৃশ্য বটে একখান! ওরা একটা শো করতে চেয়েছে, নয় কি? এসবের দরকার ছিল কি? অবাক হয় পাশা। ওরা কি লোকজনকে দেখাতে চাইছে ওরা খুব কঠিন প্রকৃতির? খুব চতুর? কিন্তু ওরা তা নয়। *আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব কতটা কঠিন এবং চতুর তোমাদের হওয়া উচিত। দেখিয়ে দেব সবকিছুতেই তোমাদের কীরকম শূন্যতা রয়েছে।*

ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়ার হুকুম' দিল সে। পেছনের আসনে বসা বসের দিকে তাকাল না ড্রাইভার। বলল না কিছু। সে জানে বিনাবাক্যব্যয়ে তামিল করতে হয় হুকুম। উলফের কাজকাম অদ্ভুত এবং গতানুগতিকতার বাইরে। তবে এতে কাজ হয়।

'ওদের পাশ দিয়ে যাও,' নির্দেশ এল। 'আমি ওদেরকে হ্যালো বলব।'

লরেন্স লিপটনকে অপেক্ষমান একটি ভ্যানের দিকে নিয়ে যেতে যেতে রাস্তার চারপাশে বিচলিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল এফবিআই এজেন্টরা। স্টার্লিং-এর পাশে হাঁটছে কৃষ্ণবর্ণ একটি লোক। লম্বা, আত্মপ্রত্যয়ী চেহারা। পাশা সরোকিন ব্যুরোতে তার ইনফরমারের কাছ থেকে জেনেছে ওই কৃষ্ণাঙ্গটির নাম অ্যালেক্স ক্রস। তাকে সবাই খুব সমীহ করে।

একজন কালুয়াকে কী করে রেইড করার অনুমতি দেয়া হয়? ভাবছে পাশা। রাশিয়ায় আমেরিকান নিগ্রোদেরকে খুবই তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা হয়।

'ওদের কাছে যাও!' সরোকিন বলল তার ড্রাইভারকে। প্যাসেঞ্জার-

সাইডের জানালার কাচ নামিয়ে দিল। ক্রস এবং লিপটন তার গাড়ির পাশ কাটাল। সরোকিন ঝট করে একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র বের করে তাক করল স্টার্লিং-এর মাথার পেছনে। তারপর অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা ঘটে গেল—এরকম কিছু একটা ঘটবে কল্পনাও করেনি সে।

অ্যালেক্স ক্রস ধাক্কা মেরে ফুটপাতে ফেলে দিল লরেন্স লিপটনকে এবং একই সঙ্গে নিজেও ঝাঁপ দিল জমিন লক্ষ করে। পরের মুহূর্তে লিপটনকে টান মেরে গড়ান দিয়ে চলে গেল পার্ক করা একটি গাড়ির পেছনে।

ক্রস ব্যাপারটা টের পেল কী করে? ও কি কিছু দেখেছে যে চকিতে সতর্ক হয়ে গেল?

তবু গুলি করল সরোকিন। কিন্তু লক্ষ্য স্থির করতে পারল না। তবে গুলির আওয়াজ হলো বিকট। একটা মেসেজ দিতে পেরেছে সরোকিন। *স্টার্লিং নিরাপদ নয়। স্টার্লিং একটা মরা মানুষ।*

সাতানব্বই

লরেন্স লিপটনকে ডালাস ফিল্ড অফিসে নিয়ে আসা হলো। আমি ভয় দেখালাম স্থানীয় পুলিশ কিংবা প্রেস যদি ওর ব্যাপারে নাক গলাতে আসে তাহলে ওকে ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেব। আমি ডালাসের গোয়েন্দাদেরকে বলেছি লিপটনের সঙ্গে আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে ওকে ওদের হাতে তুলে দেব।

সেদিন রাত এগারোটার দিকে আমি প্রবেশ করলাম জানালাবিহীন ইন্টারভ্যু রুমে। কক্ষটি জীবাণুমক্ত এবং বদ্ধ। ঢুকেই মনে হলো এ ঘরে যেন আগেও বহুবার এসেছি। লরেন্স লিপটনের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালাম। সে নিরুত্তর রইল। বিশ্রী, আলুথালু চেহারা। আমার চেহারাও নিশ্চয় ওর চেয়ে ভালো দেখাচ্ছে না।

'আমরা তোমাকে এবং তোমার পরিবারকে সাহায্য করতে পারি। ওদেরকে আমরা নিরাপদে রাখব। অন্য কেউ তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না।' বললাম আমি। 'আর এটাই সত্যি।'

অবশেষে মুখে বুলি ফুটল লিপটনের। 'তোমার সঙ্গে আবার কথা বলার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমি আগেই বলেছি তোমরা আমার বিরুদ্ধে যেসব বানোয়াট অভিযোগ এনেছ তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি আর মুখ খুলছি না। আমার লইয়ারকে নিয়ে এসো।' হাত নেড়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করল সে।

গত সাত ঘণ্টা ধরে ওকে এফবিআই'র অন্যান্য এজেন্টরা জেরা করছে। ওর সঙ্গে এটা আমার তৃতীয় বৈঠক। এবং কাজটা ক্রমে কঠিন হয়ে আসছে। লিপটনের আইনজীবীরা ভবনে এসেছিল। তবে চলেও গেছে। তাদেরকে বলা হয়েছে লিপটনের বিরুদ্ধে অপহরণ এবং হত্যা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হতে পারে এবং তাকে ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেয়া হবে। লিপটনের বাবাও এসেছেন তবে তাঁকে তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হয়নি। আমি হেনরী লিপটনকে জেরা করেছি। তিনি ঝরঝর

করে কাঁদছিলেন আর বলছিলেন তাঁর ছেলেকে ভুল করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আমি লরেন্সের মুখোমুখি বসলাম। 'তোমার বাবা এখানে আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

হেসে উঠল লিপটন। 'নিশ্চয়। আমাকে শুধু স্বীকার করতে হবে যে আমি একজন অপহরণকারী এবং খুনী। তাহলেই আমার বাবার সঙ্গে দেখা করা যাবে এবং আমার পাপকর্মের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে পারব।'

শ্লেষটুকু গায়ে মাখলাম না। লিপটন শ্লেষ করতেও জানে না।

'তুমি জানো তোমার বাবার কোম্পানির সমস্ত রেকর্ড আমরা জব্দ করে দেয়ার ক্ষমতা রাখি? তাছাড়া, তোমার বাবা উলফের একজন টার্গেটিও বটেন। আমরা তোমার পরিবারের সদস্যদেরকে আঘাত করতে চাই না।' যোগ করলাম আমি। 'যদি না তোমার বাবাও এর সঙ্গে জড়িত।

মাথা নাড়ল লিপটন, নামিয়ে নিল চোখ। 'আমার বাবা কোনদিন কোন ঝামেলার মধ্যে জড়াননি।'

'আমিও তা-ই শুনেছি,' বললাম আমি। 'গত দু'তিনদিনে তোমার এবং তোমার পরিবার সম্পর্কে অনেক তথ্য জোগাড় করেছি আমি। টেক্সাসে তোমার স্কুলের বিষয়েও খোঁজখবর নিয়েছি। অস্টিনে বহু ঘটনার নায়ক তুমি। এর মধ্যে দুটো রয়েছে ডেট রেপ। তবে কোনোটিরই বিচার হয়নি। তোমার বাবা তোমাকে তখন রক্ষা করেছেন। কিন্তু এবারে আর তেমনটি ঘটছে না।'

লরেন্স লিপটন চুপ করে রইল। মাছের মতো নিষ্প্রাণ দুই চোখ, চাউনি দেখে মনে হয় বহুদিন ঘুমায়নি। ওর নীল জামাটা কুঁচকে ব্যবহৃত টিস্যুর মতো হয়ে আছে, বগলে ঘাম। ওর মাথার চুল ঘামে ভেজা, শার্টের কলারেরও একই দশা। চোখের নিচের চামড়া ঝুড়ে পড়েছে।

অনেকক্ষণ বাদে কথা বলে উঠল লিপটন, 'আমি চাই না আমার পরিবারের ওপর কোন আঘাত আসুক। আর আমার বাবাকে এসব থেকে দূরে রাখতে হবে। তাঁর জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

মাথা দোলালাম আমি। 'ঠিক আছে, লরেন্স। কোথেকে শুরু করব আমরা? ওকে পাকড়াও না করা পর্যন্ত আমরা তোমার পরিবারকে প্রটেকটিভ কাস্টডিতে রাখবার ব্যবস্থা করছি।'

'তারপর কী হবে?' জিজ্ঞেস করল লিপটন। 'এতেই তো আর ওকে

থামিয়ে রাখা যাবে না।'

'আমরা তোমার পরিবারকে নিরাপত্তা দেবো।'

ফস করে সজোর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লিপটন। 'ঠিক আছে। স্বীকার করছি আমি সেই মানিম্যান। আমি স্টার্লিং। উলফকে ধরার ব্যবস্থা আমি হয়তো করে দিতে পারব। তবে তার আগে আমি লিখিত ওয়াদা চাই। আমাকে অনেকগুলো ওয়াদা দিতে হবে।'

আটানব্বই

লিপটনের বাবা তাঁর ছেলের সঙ্গে বার কয়েক দেখা করলেন। দুজনে কাঁদল তারা। স্বামীর সঙ্গে মিসেস লিপটনের দেখা করার অনুমতি মিলল। পরিবারের সদস্যরা অনেক কান্নাকাটি করল। আর এ সব অনুভূতি প্রকাশে কোন কৃত্রিমতা ছিল না।

রাত তিনটার খানিক পরে স্টার্লিং-এর ইন্টারোগেশন রুমে ঢুকলাম আমি। খবর আদায় করার জন্য দীর্ঘক্ষণের প্রস্তুতি নিয়েই এসেছি আমি। আমার সঙ্গে ডালাস ফিল্ড অফিসের দুজন সিনিয়র এজেন্ট থাকল। তারা নোট নেবে এবং কথোপকথন টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করবে।

আমার জেরা শুরু হলো।

'উলফের সঙ্গে তুমি কীভাবে জড়ালে?' জানতে চাইলাম আমি।

লরেন্স লিপটনকে আগের চেয়ে এখন অনেকটা সুস্থির লাগছে। ওর পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে জেনে মাথার ওপর থেকে যেন মস্ত একটা বোঝা নেমে গেছে। লিপটনের স্কুল রেকর্ড বলে সে ছাত্র হিসেবে ভালোই ছিল তবে নানান ঝামেলা পাকাত। আর সমস্যাগুলো হতো নারীকেন্দ্রিক। কিন্তু এ নিয়ে তার কোন চিকিৎসা করা হয়নি। লরেন্স লিপটন একটা ফ্রিক।

'আমি কীভাবে জড়িয়ে গেলাম?' প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করল সে, যেন নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করছে। 'অল্প বয়েসী মেয়েদের প্রতি আমার সর্বদা তীব্র একটি আকর্ষণ ছিল। কিশোরী, তরুণী। এসব মেয়ে তো এখন সহজলভ্য। ইন্টারনেট নতুন নতুন সোর্স খুলে দিয়েছে। আমার মতো ফ্রিকরা আজকাল যা চায় তা-ই পেয়ে যাচ্ছে। আর নোংরা সাইটগুলোতে কীভাবে ঢুকতে হয় আমি খুব ভালো জানি। আগে আমি শুধু ছবি আর মুভি ডাউন লোড করতাম। রিয়েল-টাইম ফিল্মগুলো আমার সবচেয়ে পছন্দের ছিল।'

'জানি। তোমার অফিসে এসব ফিল্ম পাওয়া গেছে।'

'একদিন এক লোক এল আমার কাছে। অফিসে। তোমার মতো।'

'তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

মাথা নাড়ল লিপটন। 'না, ব্ল্যাকমেইল করতে নয়। বলল সে জানতে চায়

আসলে আমি কী চাই। সেক্সুয়ালি। এবং সে সেই জিনিস আমাকে জোগাড় করে দিতে পারবে। আমি ওকে অফিস থেকে বের করে দিই। পরদিন আবার আসে সে। আমি ইন্টারনেট থেকে কী কী ডাউনলোড করেছি সব খবর তার জানা। 'আসলে আপনি কী চাইছেন?' জিজ্ঞেস করল সে আবার। আমি তরুণী মেয়েদেরকে চাইছিলাম। সুন্দরী মেয়ে। সে আমাকে এক মাসে দু'তিনটি মেয়ে সাপ্লাই দিল। ঠিক যেমন মেয়েদেরকে আমি কল্পনা করতাম।'

'মেয়েগুলোর ভাগ্যে কী ঘটেছিল? তুমি কি ওদেরকে হত্যা করেছ? বলো আমাকে।'

'আমি খুনী নই। আমি মেয়েগুলোকে আটকে রাখতাম না। পার্টি শেষে ওদেরকে ছেড়ে দেয়া হতো। সবসময় ওরা আমার পরিচয় জানত না, আমি কোত্থেকে এসেছি তা-ও জানত না।'

'তো অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট ছিলে?'

মাথা দোলাল লিপটন, ঝিলিক দিল চোখ। 'দারুণ। আমি সারা জীবন এ জিনিসেরই স্বপ্ন দেখেছি। বাস্তবতা ছিল স্বপ্নের মতো সুন্দর। তবে এজন্য মূল্য দিতে হতো।'

'টাকা দিতে হতো?'

'ওহ্, ইয়াহ্। উলফের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। শুরুতে সে তার এক লোককে পাঠাত আমার অফিসে। তারপর একদিন নিজেই সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। গা ছমছমে চেহারার একটা লোক। সে রেড মাফিয়া, বলেছিল উলফ। কেজিবি'র কথাও বলেছিল। তবে এদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কীসের জানতাম না আমি।

'সে তোমার কাছে কী চেয়েছিল?'

'তার সঙ্গে ব্যবসা করার কথা বলেছিল, তার পার্টনার হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। আমার কোম্পানির কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সুবিধা তার দরকার হয়ে পড়েছিল। সেক্স ক্লাবটি তার কাছে প্রধান বিষয় ছিল না। সে হুমকি প্রদর্শন, মানি লন্ডারিং, টাকা জাল ইত্যাদি করত। সেক্স ক্লাব করার আইডিয়া ছিল আমার। চুক্তিপত্র হবার পরে আমি ধনবান কামুকদের খুঁজে বেড়াতে থাকি যারা তাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাতে ব্যাকুল। এসব বড়লোক ফ্রিকরা পছন্দের নারী বা পুরুষ যে কারও জন্য ছয় অঙ্কের টাকা খরচে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।'

'আর খুন করতে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'প্রয়োজনে তারা তাও করে। উলফ চাইত ক্লাবের সঙ্গে অত্যন্ত ধনী এবং প্রভাবশালী লোকজন জড়িত হোক। এরকম একজনকে আমরা পেয়েও যাই। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার এক সিনেটর তিনি।'

'উলফ কি ডালাসে থাকে?' অবশেষে জানতে চাইলাম আমি। 'আমার

সাহায্য চাইলে এ প্রশ্নের জবাব তোমাকে দিতেই হবে।'

মাথা নাড়ল লিপটন। 'উলফ ডালাসে থাকে না। টেক্সাসেও নয়। সে এক রহস্য মানব।'

'কিন্তু সে কোথায় থাকে তুমি নিশ্চয় জানো?'

একটু ইতস্তত করে অবশেষে জবাব দিল লিপটন। 'সে জানে না যে তার আস্তানা আমি চিনি। সে চতুর তবে কম্পিউটার বিষয়ে অতটা চতুর নয়। আমি একবার তার আস্তানাটা খুঁজে বের করেছিলাম। সে ভাবত তার মেসেজগুলো নিশ্ছিদ্র, কিন্তু আমি ওতে ফুটো তৈরি করি। কাজটা করা দরকার ছিল আমার।'

উলফকে কোথায় পেতে পারি সে কথা বলল আমাকে স্টার্লিং জানাল উলফের আসল পরিচয়। আমেরিকায় পাশা সরোকিন কী নাম ব্যবহার করছে তাও জেনে গেলাম আমি।

নামটা হলো অরি ম্যানিং।

নিরানব্বই

ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেলের মিলিওনেয়ার্স রোর কাছে, ইস্টার কোস্টাল ওয়াটারওয়েতে, একটি বিলাস বহুল কেবিন ক্রুজারের ককপিটে পিঠ খাড়া করে বসে আছি আমি। আমরা কি এখন উলফের কাছাকাছি চলে এসেছি? কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। স্টার্লিং কসম খেয়ে বলেছে এবং তার মিথ্যা বলার কোন কারণ নেই, আছে কি? বরং সত্যি কথা বলার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।'

সাইন্ট সিয়ারয়া এখানে আসে মোটর বোট ট্যুরে। কাজেই কারও চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাছাড়া আঁধার প্রকৃতিকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। আমাদেরকে ধীরেসুস্থে এগোতে বলা হয়েছে।

ক্রুজারে আমার সঙ্গে আরো আছে নেড মেহোনি এবং তার সাত সদস্য বিশিষ্ট অ্যাসল্ট টীমের দুজন। মেহোনি সাধারণত মিশনগুলোতে নিজে যায় না। কিন্তু বাল্টিমোরের পর থেকে ডিরেক্টরের নির্দেশে যেতে শুরু করেছে।

বিনোকিউলার দিয়ে বৃহদায়তনের একটি ওয়াটারফ্রন্ট বাড়ি দেখছি। আমাদের বোট ডকের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কাছে, পানিতে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকগুলো দামি ইয়ট এবং স্পিডবোট।

বাড়িতে জমকালো পার্টি হচ্ছে। ওই বাড়িটি অরি ম্যানিংয়ের। স্টার্লিং-এর মতে, অরিই আসলে পাশা সরোকিন বা উলফ।

'দেখে মনে হচ্ছে সবাই মেতে আছে পার্টি নিয়ে,' মন্তব্য করল মেহোনি। 'আমি পার্টি খুব পছন্দ করি। ভালো ভালো খাবার, মিউজিক, নাচ, মৌজ-মস্তির ভালো পার্টি।

'ঠিকই বলেছ ওরা খুব মৌজে আছে। তবে সারপ্রাইজ গেস্টরা হানা দেয়ার পরে আর স্ফূর্তি থাকবে না,' বললাম আমি।

ফোর্ট লডারডেল এবং মিয়ামিতে পার্টি দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছে অরি ম্যানিং। মাঝে মাঝে সপ্তাহে একাধিকবার সে বাড়িতে পার্টির আয়োজন করে। তার পার্টিতে সব রথী-মহারথীরা হাজির থাকেন। লাস ভেগাস থেকে হট মিউজিকাল এবং কমেডি অ্যাক্টররা আসেন, আসেন রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক, রাষ্ট্রদূত, এমনকী হোয়াইট হাউজের হোমড়া-চোমড়ারাও।

'আজ রাতে আমরা হতে যাচ্ছি সারপ্রাইজ গেস্ট,' আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল মেহোনি।

'ডালাস থেকে আসা মোট চোদ্দজন অতিথি,' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে বললাম আমি।

হাস্যকর দেখতে সেইলর সুট পরা এক লোক আমাদের দিকে তাকিয়ে প্রবলভাবে হাত নেড়ে আমাদেরকে এগুতে মানা করছে। কিন্তু আমরা চলায় বিরতি দিলাম না।

'ডক-এর হারামজাদাটা কী বলতে চায়?' আমাকে জিজ্ঞেস করল মেহোনি।

'আমাদের আর জায়গা খালি নেই! আপনারা বড্ড দেরি করে ফেলেছেন,' ডক-এর লোকটা আমাদেরকে লক্ষ্য করে চেঁচাল। ম্যানসনের পেছন থেকে ভেসে আসা ধুমধাড়াক্কা মিউজিক ছাপিয়ে তার চিৎকার শোনা গেল।

'আমাদেরকে ছাড়া পার্টি শুরু হতেই পারে না,' চেঁচিয়ে বলল মেহোনি। তারপর শিঙ্গায় মুখ লাগিয়ে ফুঁক দিল।

'না, না! আসবেন না!' গলা ফাটাল সেইলর সুট। 'চলে যান!'

মেহোনি আবার শিঙ্গা ফুঁকল।

ক্রুজার একটি বারট্রাম স্পিডারের সঙ্গে বাড়ি খেল। ডক-এর লোকটাকে দেখে মনে হলো সে এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

'যীশাস, সাবধান। এটা একটা প্রাইভেট পার্টি! আপনারা চাইলেই এখানে আসতে পারেন না। আপনারা কি মি. ম্যানিং-এর বন্ধু?'

আবার শিঙ্গা ফুঁকল মেহোনি। 'অবশ্যই। এই যে আমাদের নেমন্তন্ন পত্র।' সে নিজের পরিচয় পত্র এবং অস্ত্র বের করল।

আমি ততক্ষণে বোট থেকে লাফ মেরে নেমে বাড়ি অভিমুখে ছুট দিয়েছি।

একশত

দামি দামি পোশাক পরা অতিথিদের মাঝ দিয়ে পথ করে আমি সামনে এগুচ্ছি। তারা সবাই মোমবাতি জ্বালানো টেবিলের দিকে এগোচ্ছে। ডিনার পরিবেশন করা হচ্ছে। স্টিক, লবস্টার, প্রচুর শ্যাম্পেন আর দামি মদের ছড়াছড়ি। অতিথিদের সকলের পরনে ডোলসে, গাব্বানা, ভারসেচ এবং ইভস সেইন্ট লরেন্টের ডিজাইনকৃত পোশাক, আর আমার পরনে রঙজ্বলা জিনস এবং নীল রঙা এফবিআই উইন্ডব্রেকার।

সুবিন্যস্ত কেশের মাথাগুলো আমার দিকে ঘুরে যেতে লাগল, তাদের চোখ হয়ে উঠল বিস্ময়ে গোল গোল। যেন আমার আগমনে পার্টির সম্মান ক্ষুন্ন হয়েছে এবং পার্টির বারোটা বাজাতে আমি এসেছি। এক অর্থে তাই। আমি পার্টি ধ্বংস করতেই এসেছি।

'এফবিআই,' সশস্ত্র সদস্যদেরকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকেই হাঁক ছাড়ল মেহোনি।

স্টার্লিং-এর বর্ণনা অনুযায়ী পাশা সরোকিনের চেহারাটা আমার কাছে চেনা হয়ে গেছে। আমি লোকটার দিকে পা বাড়ালাম। ওই তো ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। উলফের গায়ে ধূসর রঙের অত্যন্ত দামি সুট এবং কাশ্মীরী পশমের মিহি নীল টি-শার্ট। সে দুজন লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। কাছেই একটি চাঁদোয়ার নীচে হাসি হাসি মুখ করে মসলা মাখানো মাংস এবং মাছ আগুনে ঝলসাচ্ছে ঘর্মাক্ত শেফের দল। তাদের বেশিরভাগ কৃষ্ণাঙ্গ এবং হিসপানিক।

আমি পকেট থেকে গ্লকটা বের করলাম। মুখের একটিও পেশী না নাড়িয়ে আমার দিকে স্থির তাকিয়ে রইল পাশা সরোকিন। স্রেফ তাকিয়েই থাকল। নড়াচড়া করছে না কিংবা পালাবার চেষ্টাও নেই। তারপর তার মুখে হাসি ফুটল যেন আমাকে সে আশা করছিল এবং আমি এসেছি বলে খুশি হয়েছে।

পাশা সরোকিনের একটা হাত ঝাঁকি খেতে দেখলাম আমি। সাদা চুলের এক লোকের দিকে ইশারা করল সে। বুড়ো তার অর্ধেক বয়সী এক তরুণীকে বক্ষলগ্ন করে রেখেছে। 'অ্যাটিকাস!' হুংকার ছাড়ল সরোকিন। সাদা চুল তার সঙ্গিনীকে ছেড়ে এক লাফে আমার সামনে এসে হাজির।

'আমি অ্যাটিকাস স্টোনস্টর্ম, মি. ম্যানিং-এর ল ইয়ার,' বলল বুড়ো। 'মি. ম্যানিংয়ের বাড়িতে এভাবে অনধিকার প্রবেশের অধিকার আপনাদের নেই। আপনাদেরকে এখান থেকে আমি চলে যেতে অনুরোধ করছি।'

'কিন্তু আমরা যাচ্ছি না। চলুন ভেতরে যাই। শুধু আমরা তিনজন।' স্টোনস্টর্ম এবং সরোকিনকে উদ্দেশ্য করে বললাম আমি। 'নইলে সবার সামনে আমি মি. ম্যানিংকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো।'

উলফ তার আইনজীবীর দিকে তাকাল, তারপর উদাস ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল যেন এসবে তার কিছু আসে যায় না। বাড়ির দিকে হাঁটা দিল সে। তারপর ঘুরল, কিছু মনে পড়ে যাওয়ার ভান করে বলল, 'তোমার ছোট ছেলেটির নামও অ্যালেক্স, তাই না?'

একশত এক

ও মারা যায়নি! চমৎকার ব্যাপার না?

আবার নিজের ভাবনার জগতে হারিয়ে গেছে এলিজাবেথ কনোলি। কল্পনা করছে ও আহু'র উত্তর তীরে, চমৎকার একটি সগর সৈকতে হেঁটে বেড়াচ্ছে। দারুণ সুন্দর সুন্দর শঙ্খ তুলছে মাটি থেকে।

এমন সময় একটা চিৎকার ব্যাঘাত ঘটাল ওর সুখ স্বপ্নে—

'এফবিআই!' শব্দটা শুনেও বিশ্বাস হতে চাইল না লিজির।

এফবিআই এসেছে এখানে? এ বাড়িতে? প্রবল বেগে লাফাতে শুরু করল কলজে, তারপর প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়, আবার ধকর ধকর বাড়ি খেতে লাগল হৃৎপিণ্ড।

ওরা কি ওকে অবশেষে উদ্ধার করতে এসেছে? নইলে আর কেন আসবে? ও মাই গড!

লিজির সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। গাল বেয়ে পড়ছে অশ্রু। ওরা ওর খোঁজ পাবে তারপর ওকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবে।

আমি এখানে! আমি এখানে! তোমাদের চোখের সামনে!

পার্টি অকস্মাৎ অস্বাভাবিক নিথর, নীরব হয়ে গেছে। ফিসফিস করছে সকলে, কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। তবে লিজি 'এফবিআই' কথাটি বুঝতে পারল। লোকগুলো নিশ্চয় বলাবলি করছে এফবিআই কেন এসেছে এখানে। 'ড্রাগস' বলছে সবাই।

কিন্তু ওরা যদি উলফকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দেয়! তাহলে তো জীবনেও এখান থেকে বেরুতে পারবে না। ওর গায়ের কাঁপুনি বেড়ে গেল দ্বিগুণ।

এফবিআইকে জানাতে হবে ও এখানে আটকা পড়ে আছে। কিন্তু জানাবে· কীভাবে? লিজির হাত বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা। ওরা এত কাছে...

আমি ক্লজিটের মধ্যে আছি! প্লিজ ক্লজিটে একবার চোখ বুলাও।

লিজি পালিয়ে যাওয়ার কয়েক ডজন প্ল্যান করেছিল কিন্তু তাও কেবল উলফ যখন দরজা খুলে ওকে বাথরুমে যেতে দিত কিংবা বাড়ির মূল অংশে হাঁটাহাঁটির সুযোগ দিত, তার পরে। লিজি জানে বন্ধ ক্লজিট থেকে বেরুবার

কোন পথ নেই। এফবিআইকে কীভাবে যে ওর বন্দি দশার কথা জানাবে ভেবে পাচ্ছে না সে।

এমন সময় পুরুষ কণ্ঠে কে যেন চেঁচাল। গম্ভীর কণ্ঠস্বর। শান্ত, নিয়ন্ত্রিত।

'আমি এফবিআই'র এজেন্ট মেহোনি। সবাই এক্ষুণি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পেছনের বাগানে চলে যান। সবাইকে এক্ষুণি বাড়ি ছাড়তে হবে! তবে কেউ বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে যাবেন না।'

শক্ত কাঠের মেঝেতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল লিজি। লোকজন বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর ছেড়ে। তারপর? একা হয়ে যাবে ও। উলফকে যদি ওরা ধরে নিয়ে যায়...ওর কী হবে? এফবিআইকে যেভাবেই হোক ওর কথা জানাতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

অ্যাটিকাস স্টোনস্টর্ম নামে একজন জোরে জোরে কথা বলছে।

তারপর উলফের গলা শুনতে পেল ও। গা হিম হয়ে এল লিজির। লোকটা এখনও বাড়িতে আছে। তর্ক করছে কারও সঙ্গে। কার সঙ্গে তর্ক করছে কিংবা ওরা ঠিক কী করছে বুঝতে পারছে না লিজি। ও শুধু তাড়া অনুভব করছে কিছু একটা ওকে করতেই হবে।

কিন্তু কী? এমন কী কাজ করা যায় যার কথা আগে মাথায় আসেনি আমার!

এমন সময় বুদ্ধিটি এল লিজির মাথায়।

আর সেই সঙ্গে ভয়ে আত্মা গেল শুকিয়ে।

একশত দুই

'তুমি নিজের চোখেই তো সব দেখলে, অ্যাটিকাস,' নিজের আইনজীবীকে বলল উলফ। 'এরকম হয়রানির কোন মানে হয় না। আমি কোন অবৈধ ব্যবসা করি না। আর সে কথা তোমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। এ অপমান সহ্য করা কঠিন।' আমার দিকে তাকাল সে। 'তুমি কি জানো আজকের এ পার্টিতে তুমি কতজন ব্যবসায়ীকে অপমান করেছ?'

আমার পরিবারকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছে উলফ। সে রাগে শরীর জ্বলছে আমার। আমি ওকে শুধু পাকড়াও করব না, দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেব।

'আমরা কোন হয়রানি করতে আসিনি,' আইনজীবীকে বললাম আমি। 'আমরা এখানে এসেছি অপহরণের অভিযোগে আপনার মক্কেলকে গ্রেপ্তার করতে।'

কোটরের ভেতরে চোখের মণি ঘোরাল সরোকিন। 'তোমরা পাগল হলে নাকি? তুমি জানো আমি কে?' জিজ্ঞেস করল সে। একই ভাষণ ডালাসেও শুনেছি আমি।

'সে কথা জানি আমি,' জবাব দিলাম আমি।

'তোমার আসল নাম অরি ম্যানিং নয়, পাশা সরোকিন। কেউ কেউ বলে তুমি রাশান গডফাদার। তুমিই উলফ।'

সরোকিন আমার কথা শুনে উন্মাদের মতো হেসে উঠল। 'তোমরা আসলে সবাই বোকার হদ্দ। বিশেষ করে তুমি।' আমার দিকে আঙুল তুলল সে। 'কিন্তু সে কথা তুমি জানো না।'

হঠাৎ ফার্স্ট ফ্লোরের একটি ঘর থেকে ভেসে এল চেঁচামেচি। 'আগুন!' গলা ফাটিয়ে চিল্লাচ্ছে কেউ।

'চলো তো দেখি, অ্যালেক্স।' বলল মেহোনি। তিনজন এজেন্টের জিম্মায় সরোকিনকে রেখে আমি আর মেহোনি ছুটলাম কী ঘটছে দেখতে। *আগুন লাগল কীভাবে?*

মূল লিভিংরুমের পরে, বৃহদায়তন স্টাডি রুমের একটি ক্লজিট থেকে আগুনের উৎপত্তি। দরজার নিচ থেকে বলকে বলকে বেরুচ্ছে ধোঁয়া।

ডোর নব চেপে ধরলাম। গরম। ক্লজিটে তালা মারা। আমি কাঁধ দিয়ে জোরে ধাক্কা দিলাম দরজায়। আবারও মারলাম ধাক্কা। এবারে ফাটল ধরল কাঠে। তৃতীয়বারের প্রবল ধাক্কায় হুড়মুড় করে ভেঙে গেল দরজা। ঘন, কালো ধোঁয়া বেরুতে লাগল পাক খেয়ে।

আমি কদম বাড়ালাম সামনে, উঁকি দিলাম ভেতরে। ওখানে কী যেন নড়াচড়া করছে

কেউ আছে ওখানে। একটি মুখ দেখতে পেলাম।

ওটা এলিজাবেথ কলোলি— তার গায়ে ধরে গেছে আগুন!

একশত তিন

বুক ভরে দম নিলাম আমি। তারপর প্রচণ্ড ধোঁয়া এবং ভয়ংকর উত্তাপের মধ্যে পা বাড়ালাম। তীব্র তাপে ঝলসে গেল মুখের চামড়া। তবু পরোয়া না করে ঢুকে পড়লাম ক্লজিটে। উবু হলাম। দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম এলিজাবেথ কনোলিকে, ওকে নিয়ে টলতে টলতে পিছোতে লাগলাম। আমার চোখ জ্বলছে, ধোঁয়ার চোটে পানি এসে গেছে, ফোস্কা পড়েছে মুখে। ক্লজিট থেকে বেরিয়ে এলিজাবেথের মুখের বাঁধন খুলে দিলাম। নেড মেহোনি ওর হাতের বাঁধন খুলল।

'ধন্যবাদ,' ঘরঘরে গলায় বলল এলিজাবেথ। 'ওহ্, থ্যাংক ইউ,' হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করল সে।

এলিজাবেথ কনোলির চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে, গালে লেগে থাকা ময়লার সঙ্গে লেপ্টে যাচ্ছে। আমি ওর হাত ধরে বসে রইলাম। মহিলার জন্য খুব কষ্ট লাগছে আমার। ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছি। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না জীবিত অবস্থায় ফিরে পেয়েছি লিজিকে।

হঠাৎ গুলির শব্দ। ছিটকে বেরিয়ে এলাম ডেন থেকে। মোড় ঘুরলাম। দুজন এজেন্টকে দেখতে পেলাম। গুলি খেয়েছে। তবে বেঁচে আছে।

'ওর বডি গার্ড গুলি করেছে আমাদেরকে,' বলল একজন এজেন্ট। বডি গার্ডসহ ম্যানিং ওপরে চলে গেছে।'

নেড মেহোনির পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে গেলাম ওপরতলায়। উলফ দোতলায় যাবে কেন? ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য নয়। আরও এজেন্টরা যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। প্রতিটি কক্ষে তল্লাশি চালালাম। কিন্তু চোখে পড়ল না কাউকে। উলফ তার বডিগার্ডকে নিয়ে দোতলায় আসল কেন?

দোতলা এবং তিনতলার সবগুলো রুম তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম আমি আর মেহোনি। ফোর্ট লডারডেল পুলিশ এসে পড়েছে। আমাদের সঙ্গে তল্লাশিতে নেমে পড়ল।

'ও কীভাবে এখান থেকে পালিয়ে গেল মাথায় ঢুকছে না আমার,' বলল মেহোনি। দোতলার হলওয়েতে হাঁটছি আমরা। বিস্মিত এবং হতাশ।

'এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন রাস্তা নিশ্চয়ই আছে,' চলো আরেকবার খুঁজে দেখি।'

দোতলার হলওয়েতে তল্লাশি চলল। এখানে অনেকগুলো গেস্ট বেডরুম। হলঘরের শেষ মাথায় আরেকটা সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। ওখানে ইতিমধ্যে তল্লাশি চালানো হয়েছে। ও ঘরের মেঝে সিল করা। এ ব্যাপারটাতে আমার খটকা লাগল।

ছুটে গেলাম প্রথম ল্যান্ডিং-এ। এখানে একটা কেসমেন্ট উইন্ডো (যে জানালা দরজার মতো বাইরে কিংবা ভেতরের দিকে খোলা যায় তবে ওপরে বা ওপর থেকে নিচের দিকে খোলা যায় না) আছে, রয়েছে একটা উইন্ডো সিট। মেঝেতে একজোড়া ছোট কুশন পেতে রাখা। আমি উইন্ডো সীটের কভারটা খুলে ফেললাম।

সজোরে গুঙিয়ে উঠল নেড মেহোনি। আমি যা দেখছি সে-ও তা-ই দেখতে পাচ্ছে। পালাবার রাস্তা। যে পথে কেটে পড়েছে উলফ!

'ও সম্ভবত এখানে ছিল, দেখি তো রাস্তাটা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে,' বললাম আমি। খোলা গর্তের মধ্যে নেমে পড়লাম। কাঠের আধডজন সরু সিঁড়ি। আমি নামছি আমার গায়ে টর্চের আলো ফেলছে মেহোনি।

'রাস্তাটা পেয়ে গেছি, নেড,' হাঁক ছাড়লাম আমি। একটা জানালা খোলা। এক হাত নিচে খলবল করছে জলরাশি।

'ওরা ইস্টার কোস্টালে গেছে,' হেঁকে বললাম মেহোনিকে। 'ওরা পানিতে নেমেছে।'

একশত চার

জলপথে এবং পড়শীদের বাড়িতে বিষম খোঁজাখুঁজিতে আমি অংশ নিলাম। রাত নেমেছে। মেহোনি আর আমি এস্টেস্টের অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে ছুটছি। চলে এলাম কাছের লাস ওলাস বুলেভার্ডে। আশা করলাম কেউ হয়তো জলে ভেজা দুজন মানুষকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু কেউ উলফ কিংবা তার বডিগার্ডকে দেখেনি।

কিন্তু সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র আমি নই। আমি ইসলা বাহিয়া এস্টেট এলাকায় ফিরে এলাম। কোথাও একটা গোলমাল আছে। উলফ কিংবা বডিগার্ডের চেহারার বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় এমন কাউকে মানুষজনের চোখে পড়ল না কেন? সেলারের আস্তানায় ওদের ডাইভিং গিয়ার ছিল কিনা ভেবে সন্দেহ হচ্ছিল আমার। উলফের পালিয়ে যাবার পরিকল্পনাটি কতটা নিখুঁত ছিল? সে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করেছে?

আমি আমার চিন্তা ধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে দিলাম *সে দুর্বিনীত এবং অকুতোভয়। সে বিশ্বাস করত না যে আমরা এখানে হাজির হয়ে তাকে পাকড়াও করব। কাজেই তার কোন এস্কেপ রুট ছিল না। কাজেই সে হয়তো এখনও ইসলা বাহিয়াতেই লুকিয়ে আছে।*

HRT কে আমার ধারণার কথা বললাম। কিন্তু তারা ইতিমধ্যে এস্টেটের প্রতিটি বাড়িতে হানা দিতে শুরু করেছে। ডজনখানেক এজেন্টের সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ মিলে ফোর্ট লডারডেলে চিরুনি অভিযান শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু উলফের টিকিটির চিহ্নও কোথাও নেই।

'কিচ্ছু নেই? কেউ নেই? কেউ কিচ্ছু দেখেনি?' মেহোনিকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'নাহ্,' জবাব দিল মেহোনি। 'শুধু একটা ককার স্প্যানিয়েলকে পেয়েছি। ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল।'

'কুকুরটার মালিক কে?' জানতে চাইলাম আমি।

'দেখছি আমি,' বলে চলে গেল সে। ফিরে এল কিছুক্ষণের মধ্যে।

'জনৈক মি. এবং মিসেস স্টিভ ডেভিস দম্পতি কুকুরটার মালিক। রাস্তার

শেষ মাথার বাড়িটি ওদের। ওদের কুকুর ওদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসব। খুশি?'

মাথা নাড়লাম আমি, 'না। চলো দুজনে মিলে কুকুরটাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি। আমি বুঝতে পারছি না এত রাতে একটা কুকুর কেন মালিকবিহীন অবস্থায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। ওটা কি ফ্যামিলি হোম?'

'চেহারা দেখে তো তেমন কিছু মনে হলো না। বাড়ির সবগুলো বাতি নেভানো। কামন অ্যালেক্স। যেশাস। দিস ইজ হোপলেস। তুমি খড়কুটা আঁকড়ে ধরতে চাইছ। পাশা সরোকিন কেটে পড়েছে।'

'চলো। কুকুরটাকে নাও।' বললাম আমি। 'আমরা ডেভিস দম্পতির বাড়ি যাবো।'

একশত পাঁচ

বাদামি-সাদা রঙের ককার স্প্যানিয়েলটাকে নিয়ে ডেভিস দম্পতির বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছি এমন সময় আমাদের টু-ওয়ে ট্রান্সমিটারে খবর এল

দুজন সন্দেহভাজন পুরুষ। লাস ওলাস বুলেভার্ডের দিকে যাচ্ছে। ওরা আমাদেরকে দেখে ফেলেছে। আমরা ওদেরকে ধাওয়া করছি।

শপিং ডিস্ট্রিক্ট থেকে অল্প দূরত্বে ছিলাম আমরা। দ্রুত পৌঁছে গেলাম অকুস্থলে। পেছনের আসনে বসে ঘেউ ঘেউ করছে ককার স্প্যানিয়েল। ফোর্ট লডারডেল পুলিশ পেট্রল কার এবং এফবিআই'র সেডানগুলো ইতিমধ্যে 'গ্যাপ' নামের একটি কাপড়ের দোকানের চারপাশটা ঘিরে ফেলেছে। আরও পেট্রল কার আসছে। তাদের সাইরেনের আওয়াজ ফালাফালা করে দিচ্ছে রাতের বাতাস। রাস্তায় মানুষের ভিড় সামলাতে স্থানীয় পুলিশদের হিমশিম অবস্থা।

ব্লকেডে গাড়ি নিয়ে চলে এল মেহোনি। আমরা কুকুরটার জন্য একটি জানালা খোলা রেখে দিলাম। মেহোনি এবং আমি লাফ মেরে নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। ছুটলাম গ্যাপ অভিমুখে। আমাদের পরনে ফ্ল্যাক জ্যাকেট, হাতে হ্যান্ডগান।

আলোয় ঝলমল করছে দোকান। ভেতরে লোকজন দেখতে পাচ্ছি। তবে উলফ কিংবা তার দেহরক্ষী কাউকে চোখে পড়ল না।

'আমাদের ধারণা ওটা সে-ই,' দোকানের কাছাকাছি এসেছি, এক এজেন্ট বলল আমাদেরকে।

'ভেতরে বন্দুকধারী আছে কজন?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'দুজনকে দেখলাম। তবে এর বেশিও থাকতে পারে।'

পরবর্তী কয়েক মিনিট কিছুই ঘটল না। শুধু আরও কয়েকটি লডারডেল পেট্রল কার হাজির হলো। অকুস্থলে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত SWAT টিমও এসে পড়েছে। একজন হোস্টেজ নেগোশিয়টরের দেখা মিলল। রাতের আকাশে আবির্ভূত হলো একজোড়া নিউজ হেলিকপ্টার। তারা গ্যাপ এবং সংশ্লিষ্ট দোকানপাটের ওপরে চক্কর দিতে লাগল।

'ভেতরে কেউ ফোন ধরছে না,' জানাল নেগোশিয়টর। 'শুধু রিং বেজেই যাচ্ছে।'

আমার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল মেহোনি। আমি জবাবে কাঁধ নাচালাম। 'আমরা কিন্তু জানি না ওরা সত্যি ভেতরে আছে কিনা।'

নেগোশিয়টর মুখে তুলে নিল বুলহর্ন। 'ফোর্ট লডেরডেল পুলিশ বলছি। তোমরা দোকান থেকে বেরিয়ে এসো। আমরা কোন নেগোশিয়নে যাব না। মাথার ওপরে হাত তুলে বেরিয়ে এসো। ভেতরে তোমরা যে-ই হও, এখুনি বেরিয়ে এসো!'

নেগোশিয়টরের কথা বলার ভঙ্গি আমার পছন্দ হলো না। বড্ড বেশি আক্রমণাত্মক। আমি নেগোশিয়টরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি এফবিআই এজেন্ট ক্রস। ওকে কি আমাদের এভাবে বলা উচিত হচ্ছে? লোকটা হিংস্র। এবং ভয়ানক বিপজ্জনক।'

নেগোশিয়েটর গাট্টাগোট্টা, ঠোঁটের ওপর ঘন গোঁফ। গায়ে ফ্ল্যাক জ্যাকেট তবে বুলেট প্রুফ নয়। 'আমার সামনে থেকে দূর হও!' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'এটা একটা ফেডেরাল কেস,' আমিও পাল্টা ধমক দিলাম। তার হাত থেকে কেড়ে নিলাম বুল হর্ন। নেগোশিয়েটর ঘুসি পাকিয়ে তেড়ে এল আমার দিকে। মেহোনি ঝাঁপিয়ে পড়ল তার গায়ে। তার এক ধাক্কায় মাটিতে পড়ে কুপোকাত লোকটা। প্রেস দৃশ্যটা দেখছে। তাতে আমাদের কিস্যু আসে যায় না।

'দিস ইজ দ্য এফবিআই!' বুল হর্নে মুখ ঠেকিয়ে বললাম আমি। 'আমি পাশা সরোকিনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

তারপর সে রাতের সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটল। দুজন লোক এসে দাঁড়াল গ্যাপ-এর দোরগোড়ায়।

ওরা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে। ক্যামেরায় নিজেদের চেহারা দেখাতে চায় না, অথবা আমাদের কাছ থেকে আড়াল করতে চাইছে মুখ।

'মাটিতে শুয়ে পড়ো!' নির্দেশ দিলাম আমি। কিন্তু আমার হুকুম মানল না ওরা।

তবে আমি ওদের চেহারা দেখে ফেলেছি— সরোকিন এবং তার দেহরক্ষী।

'আমরা নিরস্ত্র,' চেঁচাল সরোকিন। সবাই শুনতে পেল তার কথা। 'আমরা নিরীহ নাগরিক। আমাদের কাছে কোন অস্ত্র নেই।'

ওর কথা বিশ্বাস করব কিনা বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের মাথার ওপরের হেলিকপ্টার ক্রমে কাছিয়ে আসছে।

'ওর মতলব কী?' আমাকে জিজ্ঞেস করল মেহোনি।

'জানি না...*শুয়ে পড়ো!'* আবার চেঁচালাম আমি।

উলফ তার দেহরক্ষীকে নিয়ে ধীর গতিতে, সতর্ক পদক্ষেপে হেঁটে আসছে

আমাদের দিকে।

আমি মেহোনিকে নিয়ে আগ বাড়লাম। আমাদের হাতে উদ্যত অস্ত্র। ওরা কি কোন চালাকি করতে যাচ্ছে? কয়েক ডজন রাইফেল এবং হ্যান্ডগান তাক করে আছে ওদের দিকে। এর মধ্যে কি কোন চালাকি করার সাহস পাবে ওরা?

আমাকে দেখে হাসল উলফ। *হাসল কেন?* 'তো তোমরা তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করলে,' উচ্চ স্বরে বলল সে। 'চমৎকার কাজ। তবে তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে, মি. এফবিআই। সারপ্রাইজটা শোনার জন্য রেডি তো? আমার নাম পাশা সরোকিন। তবে আমি উলফ নই।' হেসে উঠল সে। 'আমি গ্যাপে শপিং করছিলাম। ঘটনাক্রমে পরনের জামা-কাপড় ভিজে গেছে। তবে আমি উলফ নই। শুনে কি মজা লাগল? নাকি হতাশ হয়েছ? আমার কিন্তু মজা লাগছে। উলফেরও মজা লাগবে।'

একশত ছয়

পাশা সরোকিন উলফ নয়। এটা কি সম্ভব? তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার কোন রাস্তা আপাতত দেখতে পাচ্ছি না আমি। অবশ্য আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে জানা গেল ফ্লোরিডায় যে দুজন লোককে আমরা গ্রেপ্তার করেছি তাদের নাম পাশা সরোকিন এবং রুশলান ফেদেরভ। ওরা রেড মাফিয়ার সদস্য। তবে দুজনেই বলছে আসল উলফের সঙ্গে তাদের জীবনেও দেখা হয়নি। বলল তাদেরকে যেভাবে খেলা করতে বলা হয়েছে তারা সেভাবে অভিনয় করে গেছে। এখন তারা আমাদের সঙ্গে একটা শর্তে আসতে চাইছে।

ব্যুরো ওদের সঙ্গে শর্তে যেতে আগ্রহী কিন্তু আমি নই। মাফিয়ার ভেতরের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো, পাশা সরোকিন উলফ কিনা সে বিষয়ে জোরদার হলো সন্দেহ। অবশেষে সিআইএ'র যেমস অপারেটর উলফকে রাশিয়া থেকে বের করে এনেছিল তাদেরকে পাশার সামনে নিয়ে আসা হলো। পাশাকে দেখে তারা বলল এ লোককে তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বের করে আনেনি।

এরপরে সরোকিন আমাদেরকে একটি নাম বলল যার আসল পরিচয় জানার জন্য আমরা উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। সে হলো স্ফিংক্স।

পরদিন সকালে এফবিআই'র চারটে দল স্কিংক্সের বাড়ির সামনে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইল। লোকটাকে বাড়িতে ঢুকে গ্রেফতার করতে চাইনি আমরা। অন্তত আমার পক্ষে কাজটা করা সম্ভব হতো না।

লিজি কনোলি এবং তার মেয়েদের প্রবল যাতনা আমরা সকলে অনুভব করতে পারছিলাম। বাকহেডে, নিজেদের বাড়িতে ব্রেনডান কনোলি ওরফে স্কিংক্সকে গ্রেপ্তার হতে দেখার দৃশ্য তারা নিশ্চয় সইতে পারবে না। লোকটার ভয়ংকর সত্য জানবার প্রয়োজন তাদের নেই।

আমি রাস্তা থেকে দুই ব্লক দূরে, গাঢ় নীল রঙের একটি সেডানে বসে জর্জিয়ান কাঠামোর প্রকাণ্ড বাড়িটির দিকে নজর রাখছিলাম। কেমন ভোঁতা ভোঁতা লাগছিল সবকিছু। ওই বাড়িতে প্রথমবার যাওয়ার স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে। মেয়েগুলোর সঙ্গে কথা বলার স্মৃতি, নিজের ডেনে বসে ব্রেনডান

কনোলি আমার সঙ্গে কথা বলছিল। তার শোক তার মেয়েদের মতোই অকৃত্রিম মনে হয়েছিল আমার কাছে।

সঙ্গত কারণেই কেউ কল্পনাই করেনি সে তার স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, বউকে বিক্রি করে দিয়েছে অন্যের কাছে। কনোলিদের বাড়িতে এক পার্টিতে এলিজাবেথকে দেখেছিল পাশা সরোকিন। মহিলাকে প্রবলভাবে কামনা করছিল সে কিন্তু লিজির প্রতি এরকম আকর্ষণ ছিল না ব্রেনডানের। বিচারপতি দীর্ঘদিন ধরে আরেকটি মেয়ের সঙ্গে পরকীয়া চালিয়ে যাচ্ছিল। এলিজাবেথের চেহারার সঙ্গে সুপার মডেল ক্লডিয়া শিফারের অপূর্ব মিল খুঁজে পায় সরোকিন। মস্কোতে যখন সে গুণ্ডামি করে বেড়াত ওইসময় গোটা শহর জুড়ে বিল বোর্ডে শোভা পেত ক্লডিয়া শিফারের মুখ। তারপর ভয়ংকর চুক্তিটি করা হয়। একজন স্বামী তার স্ত্রীকে টাকার বিনিময়ে তুলে দেয় পরপুরুষের কাছে। এভাবে লিজি নামের পথের কাঁটা দূর করে দিতে চেয়েছিল ব্রেনডান। এলিজাবেথকে সে এত ঘৃণা করত কীভাবে? আর এলিজাবেথ কীভাবে এ লোকটাকে ভালোবাসত?

গাড়িতে আমার সঙ্গে বসে আছে নেড মেহোনি, অপেক্ষা করছে অ্যাকশনের জন্য। পাকড়াও করবে স্ফিংক্সকে। উলফকে যদি ধরতে নাও পারি স্ফিংক্স হবে আমাদের দ্বিতীয় পছন্দ—সান্ত্বনা পুরস্কার।

'এলিজাবেথ তার স্বামীর গোপন জীবন সম্পর্কে জানত কিনা কে জানে?' বিড়বিড় করল মেহোনি।

'হয়তো কিছু একটা সন্দেহ করেছিল। ওরা এক বিছানায় ঘুমাত না। আমি বাড়িতে গেলে কনোলি আমাকে তার ডেন-এ নিয়ে যায়। ওখানে একটা বিছানা পাতা দেখেছি।' 'এলোমেলো।'

'ও কি আজ কাজে যাবে?' জিজ্ঞেস করল মেহোনি। শান্ত ভঙ্গিতে আপেল খাচ্ছে।

'ও জানে আমরা সরোকিন এবং ফেদেরভকে ধরেছি। নিশ্চয় সে সাবধান হয়ে যাবে। তবে কী করবে বলা মুশকিল।'

'ওকে বাড়িতে ঢুকে গ্রেপ্তার করা যায় না, অ্যালেক্স?'

মাথা নাড়লাম আমি। 'আমি তা পারব না, নেড। ওর পরিবারের সামনে দাঁড়িয়ে এ কাজটা করতে পারব না।'

'ঠিক আছে। এমনি জিজ্ঞেস করলাম বন্ধু।'

আমরা অপেক্ষা করছি। সকাল নটার একটু পরে বাড়ির সদর দরজায় আবির্ভূত হলো ব্রেনডান কনোলি। বৃত্তাকার ড্রাইভওয়েতে পার্ক করে রাখা রূপোলি রঙের একটি পোর্শে বাক্সটার গাড়ির দিকে এগোল। পরনে নীল সুট, হাতে কালো জিম ব্যাগ। শিস দিচ্ছে সে।

'শালা হারামী!' ফিসফিস করে গালি দিল মেহোনি। তারপর টুওয়ে ট্রান্সমিটারে বলল, 'দিস ইজ আলফা ওয়ান...স্ফিংক্স বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। একটি পোর্শেতে ঢুকছে। হামলার জন্য প্রস্তুত হও। গাড়ির লাইসেন্স নাম্বার V68—81K.

সাথে সাথে জবাব এল। 'দিস ইজ ব্রেভস ওয়ান...স্ফিংক্সকে আমরাও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমরা ওকে ঘিরে ফেলছি। ওর আর রক্ষা নেই।'

তারপর, 'ব্রেভস তিন বলছি দ্বিতীয় ইন্টারসেক্ট থেকে। আমরা ওর জন্য অপেক্ষা করছি।

'দশ। পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে তোমাদের ওদিকে পৌঁছে যাবে সে। রাস্তা ধরে ছুটছে।'

আমি শীতল গলায় মেহোনিকে বললাম, 'আমি ওকে পাকড়াও করতে চাই।'

উইন্ডশিল্ড থেকে সোজা আমার দিকে তাকাল মেহোনি। তবে জবাবে কিছুই বলল না।

আমি দেখছি পোর্শে সাধারণ গতিতে পরের চৌমাথা ধরে ছুটে চলেছে। মোড় ঘুরল। তারপর ছুট দিল ব্রেনডান কনোলি।

'ওহ্, বয়,' বলে হাতের আপেলটা ছুড়ে ফেলে দিল মেহোনি।

একশত সাত

শর্ট ওয়েভে একটি মেসেজ এল। 'সাসপেক্ট দক্ষিণ পুবে চলেছে। সে নিশ্চয় আমাদেরকে দেখে ফেলেছে।'

পোর্শে যেদিকটাতে অদৃশ্য হয়ে গেছে ওদিকে ছোটালাম গাড়ি। সরু, আঁকাবাঁকা রাস্তাতেও পঁয়ষট্টি মাইল গতিতে চালাচ্ছি গাড়ি। তবে রূপোলি রঙের পোর্শেটাকে এখনও দেখতে পাচ্ছি না।

'আমি পুবে যাচ্ছি,' বললাম টু-ওয়েতে। সে হাইওয়েতে ওঠার চেষ্টা করলে একটা সুযোগ নেবার চেষ্টা করব।' বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়িগুলোকে শাঁ শাঁ করে কাটিয়ে যাচ্ছি আমি। ড্রাইভাররা পাগলের মতো হর্ন বাজাচ্ছে। আবাসিক এলাকা দিয়ে এ মুহূর্তে পঁচাত্তর মাইল স্পিডে চালাচ্ছি আমি।

'ওকে দেখতে পাচ্ছি আমি!' চেঁচাল মেহোনি।

গ্যাস পেডালে সজোরে পা দিয়ে চাপ দিলাম। নীল রঙের একটা সেডান পুব থেকে যাচ্ছে পোর্শের দিকে। ব্রাভো টু। দুদিক থেকে চেপে ধরতে যাচ্ছি আমরা ব্রেনডান কনোলিকে। এখন প্রশ্ন হলো সে হাল ছেড়ে দেবে কিনা।

অকস্মাৎ রাস্তা থেকে নেমে পড়ল পোর্শে, ঢুকে পড়ল গাছের ছাদ ছাড়িয়ে যাওয়া ঘন ঝোপের মধ্যে। ঝাঁকি খেতে খেতে এগোল সামনে, তারপর ঢালু একটা ঢালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একেবারে শেষ মুহূর্তে গতি মন্থর করলাম আমি, চেপে ধরলাম ব্রেক। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল সেডান।

'যিশাস ক্রাইস্ট!' প্যাসেঞ্জার সিটে বসা মেহোনি চিৎকার দিয়ে উঠল।

'তুমি না HRT'র লোক?' ঠাট্টার সুরে বললাম আমি। হেসে উঠল মেহোনি। 'ঠিক আছে, পার্টনার। চলো, বদ লোকটাকে ধরে আনি।'

আমি ঝোপঝাড়ের মধ্যে চালিয়ে দিলাম গাড়ি। বড়বড় পাথর আর গাছের মধ্যে লুকিয়ে থাকা খাড়া ঢাল বেয়ে নামতে লাগলাম। গাছের ডালপালার কারণে প্রথমে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। একটু পরে স্বচ্ছ হয়ে এলো দৃষ্টি। পোর্শেটা গিয়ে ধাক্কা খেল মাঝারী সাইজের একটা ওক গাছের সঙ্গে, তারপর হেলে গেল একদিকে। ওই অবস্থাতেই হেচড়ে চলল আরও গজ পঞ্চাশ। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল।

এখন স্ফিংক্স নামের বদ লোকটাকে পাকড়াও করব।

একশত আট

মেহোনি এবং আমি স্ফিংক্সকে পাকড়াও করতে চেয়েছি, এবং ওর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটা বোঝাপড়া আছে, সম্ভবত আমাদের দুজনের সঙ্গেই। আমি আরও পঞ্চাশ/ষাট গজ গড়িয়ে যেতে দিলাম সেডান। তারপর ব্রেক কষে লাফ মেরে বেরিয়ে এলাম গাড়ি থেকে। কাদামাটিতে পিচ্ছিল খাড়া ঢালে প্রায় পা পিছলে আলুর দম হতে যাচ্ছিলাম দুজনে।

'কুত্তার বাচ্চা!' চিৎকার দিল নেড মেহোনি। হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চললাম সামনে।

দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া পোর্শে থেকে হিচড়ে নেমে এলো ব্রেনডান কনোলি। আমাদেরকে লক্ষ্য করে তুলল হ্যান্ডগান। পরপর দুবার দ্রুত গুলি ছুড়ল সে। বন্দুকে তেমন ভালো হাত নয় কনোলির তবে ও সত্যিকারের বুলেট ছুড়ছিল।

'কুত্তার বাচ্চা!' গুলি করল মেহোনি। গুলিটা লাগল পোর্শেতে। ও আসলে কনোলিকে দেখাতে চেয়েছে চাইলে আমরা ওকেও গুলি মেরে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারি।

'অস্ত্র ফেলে দাও,' হুকুম করল মেহোনি। 'অস্ত্র ফেলো!'

পাহাড় লক্ষ্য করে দৌড় দিল কনোলি, বেশ কয়েকবার আছাড় খেল। আমি আর মেহোনি ওর পিছু নিলাম। দ্রুত ক্রমে কমে আসতে লাগল।

ব্রেনডান কনোলি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল আমাদেরকে। ক্লান্ত এবং ভীত লাগছে তাকে। পা আর হাতজোড়া যেন নিজের আয়ত্তে নেই, ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে শরীরের সঙ্গে। ব্যায়ামাগারে গিয়ে হয়তো ব্যায়াম করে ব্রেনডান কিন্তু এরকম পরিস্থিতির জন্য সে নিশ্চয় প্রস্তুত ছিল না।

'ফিরে যাও! নয়তো গুলি করব!' হুমকি দিল কনোলি।

ধাক্কা মারলাম ওকে। যেন দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা একটা ট্রাক্টর ট্রেলার আছড়ে পড়ল ব্রেনডানের গায়ে। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল সে। কিন্তু আমি একটুও ভারসাম্য হারাইনি, সটান খাড়া হয়ে রইলাম। প্রচণ্ড ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়াচ্ছিল কনোলি। বিশ হাত যাবার পরে থামল গড়াগড়ি। তারপর সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করে বসল—খাড়া হলো।

দ্বিতীয়বারের মতো ছুটে গিয়ে আঘাত হানলাম ওকে। ডান হাত দিয়ে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিলাম ওর নাকে। মড়াৎ করে শব্দ হলো। নাকের হাড় ভেঙে গেছে। এক হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছিল কনোলি—আবার খাড়া হলো। ওর নাকটা ভেঙে একপাশে ঝুলে গেছে। এবারে যুৎসই একটা আপারকাট ঝেড়ে দিলাম কনোলির পেটে। পরক্ষণে আরেকটা ঘুসির বজ্রাঘাত। তিন নম্বর ঘুসিটা বোধহয় ওর নাড়িভুড়ি ফাটিয়ে দিল। এরপরে কঠিন একটা হুক মেরে বসলাম চোয়ালে। ভেঙে গেল চোয়াল।

ভাঙা নাকে আরেকটা ঘুসি খেল কনোলি। তীব্র ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল। আবার মারলাম। পরক্ষণে থুতনি বরাবর প্রচণ্ড ঘুসি। ব্রেনডান কনোলির নীল চোখ উল্টে গেল। আলো নিভে গেল মণি থেকে, ধপাশ করে পপাত ধরণীতল হলো। আর উঠল না।

পেছন থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল। 'ডিসিতে এভাবেই মারপিট করো নাকি তোমরা?' মেহোনি।

আমি ওর দিকে ঘুরে তাকালাম। 'হ্যাঁ, আমরা এভাবেই মারপিট করি।

একশত নয়

সোমবার সকালে ওয়াশিংটন ডিসির সদর দপ্তরের পাঁচ তলায় আমার নতুন অফিসে ঢুকলাম। প্রমোশন হয়েছে আমার। গর্ডন নুনির স্থলাভিষিক্ত হয়েছি আমি। ও আর এফবিআই'র সঙ্গে নেই। চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। জানা গেছে *ওয়্যাশিংটন পোস্ট* পত্রিকায় সে-ই তথ্য পাচার করত। আমি এখন থেকে হুভার বিল্ডিঙয়ে কাজ করব। এজেন্টদেরকে ট্রেনিং দেব। কাজ করব স্টেসি পোলাকের সঙ্গে।

বেলা দুটোর দিকে আমাকে ফোন করল টনি উডস। জানতে চাইল নতুন অফিস কেমন লাগছে। কিছু দরকার হবে কিনা আমার।

'না, সব ঠিক আছে,' জবাব দিলাম আমি। 'কোন কিছুর দরকার নেই।'

'গুড। অ্যালেক্স, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তোমাকে একটু শহরের বাইরে যেতে হবে। ব্রুকলিনে উলফ থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। স্টেসি পোলাক তোমার সঙ্গে যাবে।'

আমি বাড়িতে ফোন করলাম তারপর উলফ বিষয়ক কিছু কাগজপত্র গুছিয়ে নিলাম। গুছিয়ে নিলাম ওভার লাইট ব্যাগটিও। অফিসে এ ব্যাগটি সর্বক্ষণ রেডি রাখতে বলা হয়েছে আমাকে। তারপর পা বাড়ালাম পার্কিং গ্যারেজে। কিছুক্ষণের মধ্যে চলে এলো স্টেসি পোলাক।

গাড়ি চালাল সে, আধঘণ্টাও লাগল না, চলে এলাম কুয়ানটিকোর ছোট প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে। ব্রুকলিনের বিষয়ে কথা বলল সে। জানাল আসল উলফকে ব্রাইটন বীচে দেখা গেছে।

একটি কালো বেল হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। স্টেসি এবং আমি সেডনি থেকে নেমে পড়লাম, পাশাপাশি হেঁটে এগোলাম হেলিকপ্টারের দিকে। আকাশের রঙ ঝকঝকে নীল, পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘে ঢাকা।

'নাইস ডে ফর আ ট্রেন রেক,' বলে হাসল স্টেসি।

আমাদের পেছনের জঙ্গল থেকে একটা গুলির শব্দ ভেসে এল। আমি স্টেসির জোকস শুনে হাসতে হাসতে পেছন দিকে হেলিয়ে ফেলেছিলাম মাথা। দেখলাম ওর গায়ে গুলি লেগেছে এবং ছিটকে উঠেছে রক্ত। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে আমার শরীর দিয়ে ওকে ঢেকে ফেললাম।

এজেন্টরা ছুটে এলো টারমাকে। এদের একজন যেদিক থেকে গুলি এসেছে সেদিকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুড়ল। দুজন এজেন্ট দৌড়ে এলো আমাদের দিকে, অন্যরা জঙ্গলের দিকে ছুটল। আমি স্টেসির শরীরের ওপর শুয়ে রইলাম ওকে আগলে রেখে। প্রার্থনা করলাম ও যেন মারা না যায়। হয়তো গুলিটা আমাকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছিল। কিন্তু লেগেছে ওর গায়ে।

তোমরা কোনদিনই উলফকে পাকড়াও করতে পারবে না। ফ্লোরিডায় বলেছিল পাশা সরোকিন। *উল্টো সে তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।*

সাবধান বাণী এখন সত্য বলে প্রমাণিত হলো।

সে রাতে হুভার বিল্ডিংয়ে ভয়ানক থমথমে পরিবেশের সৃষ্টি হলো। স্টেসি পোলাক বেঁচে আছে, তাকে ভর্তি করা হয়েছে ওয়াল্টার রিড হাসপাতালে। কিন্তু তার অবস্থা যথেষ্ট আশংকাজনক। বেশিরভাগ এজেন্টই স্টেসি পোলাককে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তাকে টার্গেট করা হয়েছে কথাটা অনেকের বিশ্বাস হতে চাইছে না। আমার মাথা থেকে এখনও সন্দেহটা যায়নি যে গুলিটা সত্যি স্টেসিকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছিল কিনা। আমি আর সে নিউইয়র্ক যাচ্ছিলাম উলফের সন্ধানে, সে-ই হয়তো গুলি করেছে। কিন্তু তাকে কি কেউ সাহায্য করছে? ব্যুরোর ভেতরের কেউ?

'আরেকটা দুসংবাদ হলো,' আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন বার্নস, 'ব্রাইটন বীচের খবরটি ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়েছে। উলফ নিউইয়র্কে নেই, সম্প্রতি সে ওখানে যায়ওনি। প্রশ্ন হলো— *সে কি জানত আমরা তার পিছু নিতে যাচ্ছি? যদি জেনেও থাকে, কীভাবে জানল? আমাদের কেউ কি কথাটা তাকে বলেছে?'*

মিটিং শেষ হবার পরে ডিরেক্টরের কনফারেন্স রুমে আরেকটি ব্রিফিং-এর জন্য কয়েকজন এজেন্টসহ আমারও ডাক পড়ল। ক্রুদ্ধ সিংহের মতো ফুঁসছেন বার্নস। স্টেসি পোলাকের গুলিবিদ্ধ হবার ঘটনা তাঁকে সবার চেয়ে বেশি মর্মাহত করে তুলেছে।

'আমি যখন বলেছি ওই রাশান হারামজাদাকে পাকড়াও করব, আমি

বেহুদা কথাটা বলিনি। আমি ওর পেছনে একটি BAM টিমকে লেলিয়ে দেব। সরোকিন বলেছিল উলফ আমাদেরকে ধাওয়া করবে। এবং সে করেছেও। এবারে আমরা ওকে ধাওয়া করব, আমাদের সমস্ত শক্তি এবং সম্পদ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব তার ওপর।'

সম্মতি দেয়ার ভঙ্গিতে ঘরের সবগুলো হাত শূন্যে উঠে গেল। এফবিআইতে BAM টিমের কথা আমি শুনেছি তবে এদের সত্যি অস্তিত্ব রয়েছে কিনা জানতাম না। BAM মানে By Any Means. অর্থাৎ এ দলটি যে কোনভাবে হোক তাদের কাজ হাসিল করে ছাড়ে। এ মুহূর্তে এরকম দুর্ধষ একটি দলের দরকার ছিল আমাদের।

একশত দশ

সবকিছু বড্ড দ্রুত ঘটছে, যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে সবকিছু।

দিন দুই পরে আমার বাড়িতে একটি ফোন এল। তখন রাত সোয়া তিনটা বাজে। ফোন করেছে টনি উডস। বলল, 'নরক ভেঙে পড়েছে, অ্যালেক্স। শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধ।'

আঙুল দিয়ে কপাল টিপতে টিপতে বললাম, 'কীসের যুদ্ধ? খোলাসা করে বলো।'

'কয়েক মিনিট আগে টেক্সাস থেকে খবর এসেছে। মারা গেছে লরেন্স লিপটন। খুন হয়েছে। সেলে ঢুকে ওরা হত্যা করেছে লিপটনকে।'

ধাক্কাটা দ্রুত আমার চোখ থেকে ঘুমের রেশ কাটিয়ে দিল।

'কীভাবে? সে তো আমাদের তত্ত্বাবধানে ছিল নয় কি?'

'লিপটনের সঙ্গে দুজন এজেন্টও খুন হয়েছে। সে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল না?'

'অ্যালেক্স, ওরা লিপটন পরিবারকেও ছাড়েনি। সবাই মারা গেছে। HRT তোমাদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে, ডিরেক্টরের বাড়ি, এমনকী মেহোনির বাড়িতেও প্রহরা বসানো হচ্ছে। এ কেসের সঙ্গে জড়িত সবাই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছো।'

আমি ঝট করে উঠে বসলাম বিছানায়। বিছানার পাশের কেবিনেট থেকে বের করে নিলাম আমার গ্লক।

'আমি HRT'র জন্য অপেক্ষা করছি,' বললাম উডসকে, তারপর অস্ত্র হাতে দ্রুত কদমে চললাম সিঁড়িতে।

উলফ কি ইতিমধ্যে এখানে চলে এসেছে? ভাবলাম আমি।

একটু পরেই আমার বাড়িতে হাজির হলো HRT বাহিনী। নানা মামা উঠে গেছেন ঘুম থেকে, ভারী অস্ত্রে সজ্জিত এফবিআই'র এজেন্টদেরকে কটমট চোখে চেয়ে দেখলেও তাদেরকে কফি খাওয়ালেন। তারপর নানা মামাকে নিয়ে বাচ্চাদের ঘরে গেলাম ওদের ঘুম ভাঙাতে।

'আমাদের বাড়িতে এসব ঘটছে। কাজটি মোটেও ঠিক হচ্ছে না, অ্যালেক্স,' জেনি এবং ডেমনকে ঘুম থেকে তোলার জন্য আমরা ওপরে উঠে

এলাম। নানা মামা ফিসফিস করে কথাটা বললেন। 'দিই ইজ ব্যাড।'

'জানি আমি। কিন্তু সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।'

'তুমি এখন কী করবে?'

'এ মুহূর্তে আমার কাজ হলো বাচ্চাদেরকে ঘুম ভাঙিয়ে ওদেরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবো। তারপর কয়েকদিনের জন্য ওদেরকে বাড়ির বাইরে কোথাও রেখে আসব।'

ডেমনের বেডরুমে ঢুকলাম আমরা। ইতিমধ্যে জেগে গেছে সে, উঠে বসেছে বিছানায়। 'ড্যাড!' ডাকল ও।

নেড মেহোনি আমার পেছন পেছন এলো। 'অ্যালেক্স তোমার সঙ্গে এক সেকেন্ড কথা বলতে পারি?' ও এখানে কী করছে? আবার কী ঘটল?

'আমি ওদেরকে কাপড় পরিয়ে দিচ্ছি।' বললেন নানা। 'তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলো।'

আমি মেহোনিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। 'কী হয়েছে, নেড? কয়েক মিনিট কি অপেক্ষা করা যেত না? যীশাস।'

'হারামজাদারা বার্নসের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। তবে সবকিছু ঠিক আছে। আমরা ঠিক সময়ে ওখানে গিয়ে হাজির হই।'

মেহোনির চোখে চোখ রাখলাম। 'তোমার পরিবার?'

'ওরা বাড়িতে নেই। ওদেরকে এ মুহূর্তে নিরাপদ স্থানে রাখা হয়েছে। ওই হারামীটাকে খুঁজে বের করে আগুনে পোড়াব।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালাম আমি 'যাই, বাচ্চাদেরকে ঘুম থেকে তুলি গে।'

কুড়ি মিনিট পরে আমার পরিবারকে একটি ভ্যানে তুলে দিলাম। ওরা যুদ্ধক্ষেত্রের সন্ত্রস্ত উদ্বাস্তুদের মতো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গাড়িতে উঠল। গোটা পৃথিবীর পরিস্থিতিই তো এরকম, নয়কি? প্রতিটি শহর ও নগর একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কোন জায়গায়ই আর নিরাপদ নয়।

ভ্যানে ওঠার পূর্ব মুহূর্তে, ফিফথ স্ট্রিটে, আমাদের বাড়ির রাস্তার ঠিক ওপাশে একজন ফটোগ্রাফারকে চোখে পড়ল। সে আমাদের বাড়ি ত্যাগের দৃশ্যের ছবি তুলে রাখছে। কেন?

লোকটাকে চেনা চেনা লাগছিল। তবে ও যে খবরের কাগজের লোক নয় সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ হলো লোকটাকে চিনতে পেরে। ও ক্রিস্টিনের আইনজীবীদের সঙ্গে কাজ করে।

একশত এগারো

পরবর্তী দুটো দিন আমার কাটল টেক্সাসের হান্টসভিলে।

এখানে রাষ্ট্রীয় জেলখানা। আর ফেডারেল ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে এ কয়েদখানাতেই খুন হয়েছে লরেন্স লিপটন। কীভাবে লিপটন এবং দুজন এজেন্ট খুন হলো সে বিষয়ে কেউ কিছু জানে না।

ঘটনা ঘটেছে রাতের বেলা। ছোট একটি কারাকক্ষে রাখা হয়েছিল লিপটনকে। চব্বিশ ঘণ্টা ছিল প্রহরার ব্যবস্থা। ভিডিও ক্যামেরায় কোন ভিজিটর আসার রেকর্ডও নেই। সাক্ষাৎকারকারী কিংবা জেরাকারী কেউই সন্দেহভাজন নয়। লিপটনের গায়ের প্রায় প্রতিটি হাড্ডি ভেঙে ফেলা হয়েছে। *জ্যামোচিট*। রেড মাফিয়ার ট্রেডমার্ক।

গেল গ্রীষ্মে একইভাবে মেরে ফেলা হয়েছে ইটালিয়ান মাফিয়া সর্দার অগাস্টিনো পালুম্বোকেও। শোনা যায়, পালুম্বোর হত্যাকারী ছিল একজন রাশান মবস্টার, সম্ভবত উলফ। হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে কলোরাডোর ফ্লোরেন্সের সুপার ম্যাক্স কয়েদখানায়।

পরদিন সকালে আমি কলোরাডো চলে এলাম কাইলি ক্রেগ নামে এক খুনীর সঙ্গে কথা বলতে। সে একদা এফবিআই'র এজেন্ট ছিল, ছিল আমার বন্ধু। কয়েক ডজন হত্যাকাণ্ডের জন্য কাইলি দায়ী, ইতিহাসের অন্যতম জঘন্য সাইকো কিলার সে। আমি ওকে পাকড়াও করি।

আইসোলেশন ইউনিটে, মৃত্যু দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীদের জন্য নির্ধারিত জেরা কক্ষে বসে আমরা কথা বললাম। কাইলিকে আশ্চর্যরকম ফিট মনে হচ্ছে। ওর সঙ্গে সর্বশেষ যখন সাক্ষাৎ হয় আমার, ওই সময় সে ছিল কৃষ এবং বিষণ্ন। চোখের নিচে গভীর কালি। কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে ত্রিশ পাউন্ড ওজন বেড়েছে কাইলির এবং তার পুরোটাই পেশী। আমি ভাবলাম কেন—কীসের আশায় নিজেকে শারীরিকভাবে ফিট রেখেছে কাইলি? কারণ যা-ই হোক, ভাবনাটা আমার গায়ে ছমছমে একটা অনুভূতি এনে দিল।

'সব রাস্তা দেখছি ফ্লোরেন্সে এসে মিশেছে?' ঠাট্টার সুরে মন্তব্য করল কাইলি, আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মুচকি হাসল।

'ব্যুরোতে, তোমার কয়েকজন সহকর্মী গতকাল এখানে এসেছিল।

শেষবারে তোমার সঙ্গে যখন আমার দেখা হলো, অ্যালেক্স, তুমি বলেছিলে আমার ভাবনা-চিন্তায় তোমার কিছু আসে যায় না। কথাটা শুনে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম।'

আমি ওকে শুধরে দিলাম, জানতাম এতে কাইলির অস্বস্তি বাড়বে বই কমবে না। 'আমি ঠিক ওভাবে কিছু বলিনি। এবং বলেছিলে এটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না। আমি বলেছিলাম, 'তোমার পছন্দ-অপছন্দে কার কী যায় আসে?' তোমার ভাবনা চিন্তাকে আমি অবশ্যই গ্রাহ্য করি। সেজন্যেই এখানে আসা।'

আবার হেসে উঠল কাইলি, যেন ঘ্যাঘ্যা করে ডাকল একটা গাধা, সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। হাসিটা আমার গা হিম করে দিল। 'তুমি সব সময়ই আমার পছন্দের ছিলে,' বলল সে।

'আমাকে কি তুমি আশা করছিলে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হুম্। বলা মুশকিল। ঠিক এখুনি নয়। ভবিষ্যতে কখনও।'

'তুমি জানো আমি কেন এখানে এসেছি, কাইলি। তুমি ঠিকই জানো।'

সজোরে হাততালি দিল কাইলি। *'জ্যামোচিট! সেই* পাগল রাশান!'

তারপর আধঘণ্টা কাইলির সঙ্গে কথা হলো আমার। উলফ সম্পর্কে যা যা জানি সব কথা বললাম ওকে। শেষে বললাম, 'লিটল গাস পালুম্বোকে যে রাতে সে হত্যা করে সে রাতে সে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। ও যাতে খুনটা করতে পারে সে ব্যবস্থা কি তুমি করে দিয়েছিলে? কেউ কাজটা করেছিল।'

কাইলি চেয়ারে হেলান দিয়ে ভাবতে লাগল। ওর সামনে কী অপশন আছে তা খতিয়ে দেখছে বোধহয়। অবশ্য সে সবসময়ই দু এক কদম আগ বাড়িয়ে থাকে।

অবশেষে সামনে ঝুঁকে এলো সে। ইশারা করল আমাকে আগে বাড়তে। কাইলিকে আমি ভয় পাই না অন্তত শক্তিতে ও আমার সঙ্গে পেরে উঠবে না। সে শরীরে যতই পেশী ফলাক না কেন।

'আমি কথাটা বলছি তোমার প্রতি আমার একটা ভালোবাসা এবং সম্মানবোধ আছে বলে,' বলল কাইলি। 'আমি গত গ্রীষ্মে রাশানটার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ভীষণ নিষ্ঠুর স্বভাবের মানুষ, বিবেক বলে কিছু নেই। তাকে আমার পছন্দ হয়ে যায়। আমরা দাবা খেলেছিলাম। ওর পরিচয় আমার জানা আছে, বন্ধু। আমি হয়তো এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে পারব।'

একশত বারো

ফ্লোরেন্সে আরেকটি দিন থাকতে হলো আমাকে। অবশেষে কাইলির মুখ থেকে একটি নাম বের করতে পারলাম আমি। *কিন্তু ওর কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?* ওয়াশিংটনে নামটি বারবার পরীক্ষা করা হলো এবং ব্যুরো নিশ্চিত হলো কাইলি রেড মাফিয়া নেতার সঠিক নামটিই বলেছে। তবে আমার সন্দেহ ছিল—কারণ নামটা বলেছে কাইলি। তবে ওর কথা বিশ্বাস করা ছাড়া উপায়ও ছিল না।

হয়তো কাইলি আমাকে বেকায়দায় ফেলতে চেয়েছে, চেয়েছে বিব্রত করতে। কিংবা প্রমাণ করতে চেয়েছে সে অত্যন্ত চতুর এবং তার যোগাযোগের মাধ্যম অত্যন্ত উন্নত, আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে তার অবস্থান। সে যে নামটি বলেছে তার সামাজিক অবস্থান এমন উঁচু পর্যায়ে যে তাকে গ্রেপ্তার করাটা হতে পারে বিতর্কিত এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ লোকের পিছু যদি আমরা নিই এবং শেষ পর্যন্ত জানা যায় আমাদের ধারণা ভ্রান্ত, ব্যুরো দারুণ বেকায়দায় পড়ে যাবে।

কাজেই প্রায় হপ্তাখানেক আমরা অপেক্ষা করলাম। আমাদের সকল তথ্য বারবার চেক করে দেখা হলো এবং মাঠে অসংখ্য ইন্টারভ্যু নেয়া হলো। সাসপেক্টকে রাখা হলো নজরদারীতে।

যথেষ্ট পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় সহকারে কাজটা শেষ করার পরে আমি রন বার্নস এবং সিআইএ'র পরিচালকের সঙ্গে বার্নসের অফিসে সাক্ষাৎ করলাম। রন সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন। 'আমাদের ধারণা ও-ই উলফ, অ্যালেক্স। ক্রেগ সম্ভবত সত্য কথা বলছে।'

সিআইএ'র পরিচালক টমাস উইয়ের সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন। 'এ সাসপেক্টের ওপরে নিউইয়র্কে কিছুদিন ধরে আমরা নজর রেখে চলেছি। আমাদের ধারণা সে রাশিয়ায় কেজিবি'র সঙ্গে জড়িত ছিল। তবে অকাট্য কোন প্রমাণ নেই। আমরা কখনো ভাবিনি সে রেড মাফিয়ার লোক কিংবা উলফ। অন্তত এ লোকটি নয়। রাশান সরকারের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তাতে ওরকম কিছু ভাবা যায়নি।'

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সিআইএ ডিরেক্টরের চাউনি। 'ম্যানহাটানে, সাসপেক্ট যেখানে থাকে, তার বাড়িসহ আশপাশের এলাকায় অডিও সার্ভিলেন্স জোরদার

করা হয়েছিল। সে আবার ডিরেক্টর বার্নসের ওপর হামলার পরিকল্পনা করছে।'

বার্নস আমার দিকে তাকালেন। ও কাউকে ক্ষমা করে না কিংবা ভুলে যায় না, অ্যালেক্স। আমিও তাই।'

'তাহলে কি আমরা নিউইয়র্কে গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করছি?' বার্নস এবং উইয়ের গম্ভীর মুখে একযোগে মাথা দোলালেন।

'এর সমাপ্তি টানা দরকার।' বললেন বার্নস। 'যাও, উলফকে কোতল করো। ওর মাথাটা আমাকে এনে দাও।'

একশত তেরো

নিউইয়র্কের কলম্বাস সার্কলের উত্তরে, সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্টে অবস্থান বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট ভবন সেঞ্চুরির। বহুদিন ধরে এ ভবনটি অভিনেতা, শিল্পী এবং ব্যবসায়ীদের আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত।

আমরা ভোর চারটায় এ ভবনে এসে হাজির হলাম। সেন্ট্রাল পার্ক, সিক্সটি সেকেন্ড এবং সিক্সটি থার্ড স্ট্রিটের তিনটে মূল প্রবেশপথে তাৎক্ষণিকভাবে দখল নিয়ে নিল HRT। উলফকে ধরার জন্য বিশাল এক আয়োজন। এ দলে রয়েছে নিউইয়র্ক মহানগরী পুলিশ, এফবিআই, সিআইএ এবং সিক্রেট সার্ভিস। সবাই এসেছে এক রাশানকে পাকড়াও করতে। সে নিউইয়র্কের ট্রেড ডেলিগেশনের মাথা, প্রথম সারির একজন ব্যবসায়ী এবং সে সকল সন্দেহের উর্ধ্বে। আমাদের সন্দেহ যদি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তাহলে আমাদের সবার কপালে খারাবী আছে। কিন্তু আমরা কেন ভুল করব? অন্তত এবারে নয়।

আমি গত এক সপ্তাহ ধরে সেঞ্চুরির ওপরে নজর রেখে চলেছি। আমার সঙ্গে আছে সৎ এবং পরিশ্রমী অফিসার নেড মেহোনি।

নেড ও ডজনখানেক এজেন্টসহ দুটি পেন্থহাউজের ফ্লোরে সিঁড়ি বেয়ে উঠছি। সাসপেক্টের অ্যাপার্টমেন্ট একুশ এবং বাইশতলায়। সে শক্তিশালী এবং ধনী। ওয়াল স্ট্রিট এবং ব্যাংকগুলোর সঙ্গে রয়েছে তার সুসম্পর্ক। সে কি উলফ? যদি তাই হয় তাহলে আরও আগে তার নামটা জানা যায়নি কেন? এর কারণ কি উলফ অত্যন্ত সাবধানী এবং সতর্ক?

অবশেষে একুশ তলায় চলে এলাম। নেড, আমি এবং চারজন এজেন্ট ওখানে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাকিরা চলল বাইশতলায়। ওরা পজিশন নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমরা। সত্যিকারের উলফ কি এ দুটি ফ্লোরের কোনটিতে আছে?

আমার ইয়ার পিসে ভেসে এলো জরুরি বার্তা। 'সাসপেক্ট জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আন্ডারওয়ার পরা, টাওয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ছে!

যিশাস ক্রাইস্ট! সে দুই টাওয়ারের মাঝখানে ল্যান্ডিং-এ নেমে পড়েছে। চলে এসেছে ছাদে। দৌড়াচ্ছে।'

কী ঘটছে বুঝে গেলাম আমি এবং মেহোনি। কুড়ি তলার ফ্লোর অভিমুখে ছুটলাম। কুড়িতলা থেকে সেঞ্চুরির দুটি টাওয়ার বেরিয়েছে। এগুলোর সঙ্গে ছাদের বড় একটা অংশ সংযুক্ত।

ঝড়ের বেগে চলে এলাম ছাদে। আন্ডারওয়ার পরা, নগ্নপায়ের একটা লোককে দেখতে পেলাম। স্থূলকায়, টাক মাথা, মুখে দাড়ি। ঘুরেই পিস্তল দিয়ে গুলি করল সে। উলফ? টাক মাথা? মোটকু? এ কি সত্যি সে?

গুলি লাগল মেহোনির গায়ে।

গুলিবিদ্ধ হলাম আমি!

দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেলাম আমরা। বুকে গুলি লেগেছে। প্রচণ্ড ঘুসির মতো ধাক্কা খেয়েছি। ফুসফুস থেকে বেরিয়ে গেছে সবটুকু বাতাস। ভাগ্যিস আমাদের পরনে কেভলার ভেস্ট ছিল।

কিন্তু আন্ডারওয়ার পরা লোকটার গায়ে কিছু নেই।

মেহোনির ছোড়া গুলি লোকটার হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে গুঁড়ো করে দিল, আর আমারটা ঢুকল তার চর্বি থলথলে পেটে। চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে বিকট চিৎকার দিয়ে। রক্তে ভেসে গেছে শরীর।

আন্দ্রেই প্রকোপেভের সামনে ছুটে গেলাম আমরা। মেহোনি লাথি মেরে লোকটার হাত থেকে ফেলে দিল পিস্তল। 'তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো!' আহত রাশানের মুখের ওপর চিৎকার করল ও। 'আমরা জানি তুমি কে?'

সেঞ্চুরির টাওয়ারের মাথায় আবির্ভূত হলো একটি হেলিকপ্টার। কয়েক তলা ওপরে, জানালায় দাঁড়িয়ে তারস্বরে চিৎকার করছিল এক মহিলা। হেলিকপ্টার ল্যান্ড করছে। কোত্থেকে এলো ওটা?

টাওয়ারের জানালা দিয়ে ছাদে লাফিয়ে নামল এক লোক।

তারপর আরেকজন। দেখে মনে হলো পেশাদার বন্দুকবাজ। বডি গার্ড?

ছাদে নেমেই গুলি ছুড়তে শুরু করে দিল তারা। HRTও পাল্টা গুলি করল। শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড গোলাগুলি। দুজন অস্ত্রধারীই গুলি লেগে পড়ে গেল। আর উঠল না। HRT'র নিশানা নির্ভুল।

ছাদে নামছে হেলিকপ্টার। মিডিয়া কিংবা পুলিশের হেলিকপ্টার নয়। উলফকে নিতে এসেছে নিশ্চয়। হেলিকপ্টার থেকে গুলি হলো। আমি আর

মেহোনি ককপিট লক্ষ্য করে গুলি চালালাম। আরেকপ্রস্থ বন্দুক যুদ্ধ হলো। তারপর হেলিকপ্টার থেকে গুলি ছোড়া বন্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ শুধু হেলিকপ্টারের রোটর ব্লেড চলার ভৌতিক শব্দ শোনা গেল। অন্য সবকিছু চুপচাপ। 'ক্লিয়ার!' অবশেষে হাঁক ছাড়ল আমাদের একজন এজেন্ট। 'হেলিকপ্টারের কেউ বেঁচে নেই!'

'ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট!' আন্ডারওয়ার পরিহিত রাশানকে বলল মেহোনি। 'তুমি উলফ। তুমি ডিরেক্টরের বাড়িতে এবং তার পরিবারের ওপর হামলা চালিয়েছ!'

আমি লোকটার কাছে এসে ঝুঁকে বললাম, 'কাইলি ক্রেগ তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছে।' কথাটা ইচ্ছে করেই বলেছি যাতে একদিন এ জন্য সাজা পায় কাইলি।

হয়তো জ্যামোচিটের শিকার হবে ও।

একশত চৌদ্দ

আশা করছি সবকিছুর সমাপ্তি ঘটেছে। ওই দিন সকালে কুয়ানটিকো ফিরে গেল মেহোনি। তবে আমাকে ম্যানহাটানে, এফবিআই'র সদর দপ্তরে বাকি দিনটা থাকতে হলো। রাশান সরকার তাদের লোককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানিয়েছে কিন্তু আন্দ্রেই প্রকোপেভকে আমরা ছাড়িনি। সে এখনও হাজতখানায়। এফবিআই অফিসে গিজগিজ করছে স্টেট ডিপার্টমেন্টের লোকজন। এমনকী ওয়াল স্ট্রিটের কয়েকটি ফার্মও এ গ্রেপ্তারের বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

এখন পর্যন্ত রাশানের সঙ্গে আবার কথা বলার সুযোগ মেলেনি আমার। তাকে অপারেশন করা হয়েছে তবে ক্ষতগুলো মারাত্মক কিছু নয়।

চারটার সময় অফিসে ঢুকলেন বার্নস। বললেন, 'অ্যালেক্স, তুমি ওয়াশিংটনে চলে যাও। তোমার জন্য ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

আমাকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে চলে গেলেন বার্নস। বুঝতে পারলাম তিনি চাননি আমি তাঁকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ পাই। আমি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় পৌঁছে গেলাম হুভার বিল্ডিংয়ে। Sloc কনফারেন্স রুমে যেতে বলা হলো আমাকে। আমার জন্য ওরা ওখানে অপেক্ষা করছেন। রন বার্নসকে টেবিলে বসে থাকতে দেখলাম। লক্ষণ সুলক্ষণ নয়। সবাইকে চিন্তিত এবং বিধ্বস্ত লাগছে।

আমি ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসলাম। বার্নস বললেন, 'রাশানরা অস্বীকার করেনি যে আন্দ্রেই প্রকোপেভের সঙ্গে রেড মাফিয়ার সম্পর্ক আছে। সম্পর্ক আছে। তারা আন্দ্রেই'র ওপরে কিছুদিন ধরে নজর রাখছিল। তারা ওকে ব্ল্যাক মার্কেটে ঢোকানোর চেষ্টা করছিল। যাতে ওকে ব্যবহার করে ব্ল্যাক মার্কেট ধ্বংস করা যায়।'

গলা খাকারি দিলাম আমি। 'কিন্তু—'

বার্নস বললেন, 'কিন্তু রাশানরা এখন আমাদেরকে বলছে আমরা যে মানুষটিকে খুঁজছি প্রকোপেভ সে লোক নয়। তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত।'

হতাশায় ভরে গেল বুক। 'কারণ?'

ডানে-বামে মাথা নাড়লেন বার্নস। 'উলফের চেহারা ওরা চেনে। সে একসময় কেজিবিতে ছিল। আসল উলফ আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছে যে প্রকোপেভ-ই উলফ। আন্দ্রেই প্রোকোপেভ রেড মাফিয়ায় তার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।'

'রাশান গডফাদার হতে চেয়েছিল?'

'গডফাদার হতে চেয়েছিল—রাশান কিংবা অন্য কিছুর।'

ঠোঁট কামড়ে ধরে দম নিলাম আমি, 'রাশানরা কি জানে উলফ আসলে কে?'

চোখ সরু করলেন বার্নস। 'জানলেও আমাদেরকে তা বলবে না। হয়তো তারাও ওকে ভয় পায়।'

একশত পনেরো

সে রাতে আমি সানপোর্চে বসে বিলি কলিন্সের 'দ্য ব্লুজ' কবিতার সুর পিয়ানোয় তুলছিলাম। এ কবিতায় একটি চরণ আছে—*We had lost to the wolf.* আমরাও তো উলফের কাছে হেরে গেছি। এলিজাবেথ কনোলিসহ আরও কয়েকজন নিখোঁজ নারীর সন্ধান আমরা পেয়েছি, ব্রেনডান কনোলি এখন কারাগারে। ধরা পড়েছে আন্দ্রেই প্রকোপেভ। কিন্তু আসলজন এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেল। গডফাদার যা খুশি করে বেড়াতে পারে। কারণ সে এখনও মুক্ত। আর খবরটা কারও জন্যেই স্বস্তির নয়।

পরদিন রিগান ন্যাশনালে গেলাম জামিলা হিউজেসকে নিয়ে আসতে। আমার গোটা পরিবার চলল আমার সঙ্গে। ওরা জামিলাকে খুবই পছন্দ করে। আমাদের সবাইকে দেখে রীতিমত বিস্মিত জামিলা। আমার বাহুডোরে সেঁধিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না তোমরা সবাই এসেছ। আমার এত খুশি লাগছে যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না, অ্যালেক্স। আমার রীতিমতো কান্না পাচ্ছে।'

কিছুক্ষণ পরে আমরা দুজনে একা হলাম। জ্যাম বলল, 'লিটল অ্যালেক্সকে পাবার জন্য আমরা ফাইট করব।'

'অবশ্যই করব,' বললাম আমি ওকে। তারপর সে কথাটি বললাম যে কথাটি বহুবার বলার চেষ্টা করেছি কিন্তু জিভের ডগায় শব্দগুলো আসার পরেও প্রকাশ করতে পারিনি। 'আই লাভ ইউ,' ফিসফিস করলাম আমি।

'আই লাভ ইউ টু,' বলল ও। 'মোর দ্যান ইউ ক্যান ইমাজিন। মোর দ্যান ইভ্‌ন্ আই ক্যান ইমাজিন।'

জামিলার এক গাল বেয়ে নেমে এল অশ্রুধারা। আমি চুমু খেয়ে পান করলাম অশ্রুটুকু।

লক্ষ্য করলাম এক লোক আমাদের ছবি তুলছে।

এ সে-ই লোক যে আমরা বাড়ি ছাড়ার সময় ছবি তুলেছিল।

ক্রিস্টিনের আইনজীবীর ভাড়া করা লোক।

সে কি জামিলার অশ্রুসিক্ত মুখের ছবি তুলেছে?

একশত ষোলো

ফিফথ স্ট্রিটের বাড়িতে এলো ওরা। এলো জামিলা ওয়াশিংটনে ফিরে যাওয়ার এক সপ্তাহ পরে।

সেই ওরা আবার।

আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখময় দিন ছিল ওটা।

অবর্ণনীয়।

অচিন্তনীয়।

ক্রিস্টিন এসেছে তার ল ইয়ারের সঙ্গে, আরও আছে অ্যালেক্স জুনিয়রের ল গার্ডিয়ান এবং চিলড্রেন'স প্রটেকটিভ সার্ভিসের একজন কেস ম্যানেজার। এ ব্যাপারটা আমাকে আহত করল সবচেয়ে বেশি। আমার সন্তানদের আমরা অনেক ভালোবাসা এবং স্নেহ দিয়ে বড় করছি, তাদের জন্য চিলড্রেন সার্ভিসের কোন প্রয়োজন নেই। গিল্ডা হারানজো আদালতে গিয়ে লিটল অ্যালেক্সের অস্থায়ী গার্ডিয়ান হিসেবে ক্রিস্টিনের জন্য ডিক্লারেশন অর্ডার নিয়ে এসেছে। সে মামলায় জিতে গিয়েছে এজন্য যে 'আমি ভয়ানক এক বিপজ্জনক পেশায় আছি এবং সেজন্য আমার সন্তানদের ক্ষতি হতে পারে।'

আমি প্রাণপণে শান্ত থাকার চেষ্টা করছি। লিটল অ্যালেক্সকে ওর মার কাছে তুলে দেয়ার সময় এমন কোন আচরণ আমি করব না যাতে বাচ্চাটা ভয় পেয়ে যায়। অ্যালেক্সের পছন্দ-অপছন্দের একটা তালিকা পর্যন্ত আমি করে রেখেছি ক্রিস্টিনের জন্য।

কিন্তু অ্যালেক্স ওর মা'র সঙ্গে যেতে চাইছে না। আমার পায়ের পেছনে লুকিয়ে আছে। আমি আদর করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। লিটল অ্যালেক্স কাঁপছে। রাগে।

গিল্ডা হারানজো আমাকে বলল, 'লিটল অ্যালেক্সকে গাড়িতে নিয়ে যেতে ক্রিস্টিনকে একটু সাহায্য করবেন, প্লিজ।'

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ধরলাম আমার ছোট্ট ছেলেটাকে। তারপর একে একে ওকে আলিঙ্গন করল নানা, ডেমন এবং জেনি। সবাই বলল, 'আমরা তোমাকে ভালোবাসি, অ্যালেক্স। আমরা সবাই তোমাকে দেখতে যাবো, অ্যালেক্স।

তুমিও আমাদেরকে দেখতে আসবে, অ্যালেক্স ভয় পেয়ো না।'

নানা অ্যালেক্সের হাতে তুলে দিলেন তার প্রিয় বই *'হুইশ্‌ল ফর উইলি।'* জেনি দিল ওর প্রিয় গরু মোজে। ডেমি জড়িয়ে ধরল তার ভাইকে। গাল বেয়ে জল পড়ছে।

'আমি আজ রাতে তোমাদের সঙ্গে কথা বলব। তোমার সঙ্গে এবং মো'র সঙ্গে।' ফিসফিস করলাম আমি, চুমু খেলাম আমার প্রিয় সন্তানের ছোট্ট মুখে। ওর হৃৎপিণ্ডের ধড়াশ ধড়াশ অনুভব করলাম স্পষ্ট।

তারপর ওরা আমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল।

উপসংহার

সোমবার সকাল নটায় মিয়ামির আদালত কক্ষে পাশা সরোকিনের হাজিরা দেয়ার কথা। যে ভ্যানে সে চড়েছে তার সামনে পেছনে রয়েছে কেডেরাল প্রিজনের আধডজন গাড়ি। তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গাড়ির ড্রাইভারদের জানা নেই কোন্ রুট ধরে তারা যাবে।

ফ্লোরিডা টার্নপাইকে পৌঁছার ঠিক আগে, একটি স্টপ লাইটের সামনে হামলাটা হলো। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং রকেট লাঞ্চার দিয়ে চালানো হলো আক্রমণ। সে হামলায় বেশিরভাগ এসকর্ট কার ধ্বংস হয়ে গেল। রাস্তায় পড়ে রইল লাশ আর ধাতব খণ্ড।

যে কালো ভ্যানে পাশা সরোকিন ছিল, ওটাকে ঘিরে ফেলল কালো পোশাকধারী ছজন লোক। তাদের মুখে কোন মুখোশ নেই। ধাক্কা মেরে খুলে ফেলা হলো দরজা, পিটুনি এবং গুলিতে প্রাণ হারালো পুলিশ গার্ডরা।

লম্বা, অবয়ব থেকে শক্তি বিচ্ছুরিত হওয়া বিশালদেহী এক লোক দীর্ঘ পা ফেলে এসে দাঁড়াল কালো গাড়ির খোলা দরজার সামনে। ভেতরে উঁকি দিল সে। মিষ্টি হাসল। যেন প্রিজন ভ্যানে ছোট একটি বাচ্চা বসে আছে।

'পাশা,' বলল উলফ, 'শুনলাম তুমি নাকি আমাকে ফাঁসিয়ে দিতে যাচ্ছ। আমার বিশ্বস্ত সোর্স সে কথাই বলল আমাকে। আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সোর্স যাদেরকে আমি অবিশ্বাস্য অংকের টাকা দিই। তো এ ব্যাপারে কিছু বলো শুনি।'

'কথা সত্য নয়,' বলল পাশা। ভয়ের চোটে শুকিয়ে গেছে মুখ, ভ্যানের মাঝখানে আসনে গুটিশুটি মেরে বসেছে। তার পরনে কমলা রঙের জাম্পসুট, হাত এবং পা লোহার শিকলে বাঁধা। তার চেহারা থেকে ফ্লোরিডার সেই ঔজ্জ্বল্য অদৃশ্য।

'হয়তো সত্যি হয়তোবা সত্যি নয়,' বলল উলফ।

তারপর সে পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে রকেট লাঞ্চার ছুড়ল পাশাকে লক্ষ্য করে। মিস হলো না টার্গেট।

'জ্যামোচিটি,' বলে হেসে উঠল সে। 'আজকাল কেউ খুব বেশি সাবধানে থাকতে পারে না।'

— শেষ —

জেমস প্যাটারসন

বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকার এক নম্বর থ্রিলার রাইটার হিসেবে সমাদৃত। তাঁর বই সারা বিশ্বে ১০০ মিলিয়ন কপিরও বেশি বিক্রি হয়েছে। তাঁর প্রথম বই 'অ্যালং কেম আ স্পাইডার' নাম্বার ওয়ানে বেস্ট সেলারে পরিণত হবার পর থেকে তিনি শুধু সামনের দিকে এগোচ্ছেন। গোয়েন্দা অ্যালেক্স ক্রসকে নিয়ে তিনি যে দশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, প্রতিটি বই পেয়েছে বেস্ট সেলারের মর্যাদা।

অনীশ দাস অপু

জন্ম ৫ ডিসেম্বর। জন্মস্থান- বরিশাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতকোত্তর।

থ্রিলার এবং হরর সাহিত্যের জগতে অনীশ দাস অপু এখন একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর অনূদিত ও রূপান্তরিত গ্রন্থ সংখ্যা দেড় শতাধিক। পাঠক অনীশের বই অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পাঠ করেন। কারণ তারা জানেন অনীশ দাস অপু'র বই মানেই সুনির্বাচিত এবং সুলিখিত। অনুবাদ হোক কিংবা রূপান্তর, তিনি যেসব বই বাছাই করেন, তার প্রতিটি কাহিনীতে থাকে টানটান উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ। তাঁর ঝরঝরে গদ্য পাঠককে একটানে নিয়ে যায় রহস্যের এক বর্ণিল ভুবনে, যেখান থেকে আর ফিরতে ইচ্ছে করে না। এ জন্যেই পাঠককুল অনীশ দাস অপু'র বই কেনেন সাগ্রহে। পাঠ করেন বিমল আনন্দে। আপনিও আমন্ত্রিত। ধন্যবাদ।